গরুড়ের দর্প চূর্ণ।

সচিত্র সম্পূর্ণ কাশীদাসী

মহাভারত

আদিপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

গ্রন্থাভাষ।

হরিনাম সর্ব্বশাস্ত্র বীজ দ্বি-অক্ষর।
অন্ত নাহি আদি নাহি, বেদে অগোচর॥
কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন কবে ভারত রচন।
ত্রৈলোক্য দুর্লভ হয়, অমূল্য রতন॥
অর্থ গীতি তাহে কৈল, সুগন্ধি নির্ম্মাণ।
রচিত কেশর তাহে, বিবিধ আখ্যান॥
বিপুল বৈভব ধর্ম্ম, জ্ঞানের প্রকাশ।
কলির কলুষ যত হয় তাহে নাশ॥
ষাটলক্ষ শ্লোকে ব্যাস ভারত রচিল।
শ্লোক তার ত্রিশলক্ষ, দেবলোকে দিল॥
পড়িল দেবলোকে, নারদ তপোধন।
ইন্দ্র আদি দেবতারা করেন শ্রবণ॥
পনেরো লক্ষের শ্লোক পরম যতনে।
অসিত দেবল মুখে পিতৃলোক শুনে॥
শুকদেব মুখে শুনে গন্ধর্ব্বাদি যক্ষ।
মহাভারতের শ্লোক চতুর্দ্দশ লক্ষ॥
প্রচারিত লক্ষশ্লোক হ'ল ধরাপরে।
সংসার নরক হ'তে উদ্ধারিতে নরে॥
কহেন বৈশম্পায়ন জন্মেজয় শুনে।
পরম পবিত্র কথা ব্যাসের বচনে॥
ষট্‌শাস্ত্র চারি বেদ একভিতে কৈল।
ভারত গ্রন্থের সনে ওজনে তুলিল॥
ভারেতে অধিক তবে হইল ভারত।
বিবিধ পুরাণ গ্রন্থ যাহার সম্মত॥
সবার চরিত্র এই ভারত-ভিতর।
শ্রবণেতে নাশ হয় যায় পাপ ভার॥
সকল শাস্ত্রের মাঝে প্রধান গণন।
দেবগণ মধ্যে যথা দেব নারায়ণ॥
অনেক দুরন্ত তপে ব্যাস মহামুনি।
রচিল বিচিত্র গ্রন্থ ভারত কাহিনী॥
ভারত পুস্তক গ্রন্থ বিদিত ভুবন।
পঠনে শ্রবণে লভে দিব্যমুক্তি-ধন॥

সৌতির নিকটে সনকাদি ঋষির চন্দ্রবংশ বিবরণ জিজ্ঞাসা।

সনকাদি মুনিগণ নৈমিষ-কাননে।
দ্বাদশ বর্ষ যজ্ঞ করে একমনে॥
লোমহর্ষণের পুত্র সৌতি নামধর।
ব্যাস-উপদেশে সর্ব্বশাস্ত্রেতে তৎপর॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল নৈমিষ-কাননে।
সনকাদি মুনি যজ্ঞ করে সেইখানে॥

মুনিগণে প্রণমিল সূতের নন্দন।
আশীর্ব্বাদ করি সবে দিলেন আসন ॥
সৌতি দেখি কৌতুকে বলেন মুনিগণে।
তব তাত সূত ছিল বহুশাস্ত্রজ্ঞানে ॥
নানা চিত্র বিচিত্র কথন পুরাতন।
সূতমুখে বহু শাস্ত্র করেছি শ্রবণ ॥
তাঁর পুত্র তুমি হে জিজ্ঞাসি সে কারণ।
কি জানহ কহ তুমি করিব শ্রবণ ॥
ভৃগুবংশ উৎপন্ন হইল কোন্‌মতে।
বিস্তারিয়া কহ দেব সবার সাক্ষাতে ॥
সৌতি বলে অবধান কর মুনিগণ।
কহিব বিচিত্র কথা ব্যাসের বচন ॥
ব্রহ্মার নন্দন হৈল ভৃগু মহামুনি।
পুলোমা নামেতে কন্যা তাঁহার গৃহিণী ॥
গর্ভবতী পুলোমা রাখিয়া নিজ ঘরে।
মহামুনি ভৃগু গেল স্নান করিবারে ॥
হেনকালে তথা আসে দৈত্য একজন।
হরিবারে গুরুপত্নী করিয়া মনন ॥
কামেতে পীড়িত চিত্ত অন্যে নাহি ভয়।
ফলমূল দিল কন্যা কিছু নাহি লয় ॥
বলেতে ধরিব বলি বিচারিল মনে।
গৃহে প্রবেশিতে দেখে জলন্ত আগুনে ॥
অগ্নিপানে চাহি বলে দানব দুরন্ত।
কহ বৈশ্বানর তুমি জান আদি অন্ত ॥
ইহার জনক পূর্ব্বে বরিলেক মোরে।
না দিয়া বিবাহ মোরে দিলেক ভৃগুরে ॥
মিথ্যাবাদী ভৃগু নাহি করিল বিচার।
বিভা করি আনে কন্যা বরণ আমার ॥
না কহিও মিথ্যা তুমি কহ সত্যবাণী।
ন্যায়েতে এ কন্যা হয় কাহার গৃহিণী ॥
দানবের কথা শুনি অগ্নি হৈল ভীত।
কহিব কেমনে মিথ্যা হইল চিন্তিত ॥
সত্য কৈলে কন্যা লৈয়া যাইবে দানব।
ভাবিয়া তাহার প্রতি বলে জলোদ্ভব ॥
যে কালে ইহার বাপ কহিলেক মোরে।
বিধিমতে বেদমন্ত্রে হোমা নাহি হরে ॥
বিধিমতে বিভা কৈল ভৃগু মুনিবর।
ইহার জনক দিল আমার গোচর ॥
ন্যায়েতে পুলোমা হৈল ভৃগুর রমণী।
শুনিয়া দানব হৈল জলন্ত আগুনি ॥
বলে ধরি কন্যা ল'য়ে চলিল সত্বর।
ভয়েতে বিকলা কন্যা কাঁপে থর থর ॥
কান্দয়ে পুলোমা বহু বিলাপ করিয়া।
বালকে জন্মিল ক্রোধ গর্ভেতে থাকিয়া ॥
দ্বিতীয় সূর্য্যের প্রায় হইল বাহির।
বিখ্যাত চ্যবন নাম সেই মহাবীর ॥
দৃষ্টি মাত্রে ভৃগুপুত্র রাক্ষস দুর্জ্জন।
সেই দণ্ডে ভস্মীভূত কৈল তপোধন ॥
হেনকালে তথায় আইল পদ্মযোনি।
ক্রন্দন নিবৃত্ত কৈল বলি প্রিয়বাণী ॥
ক্রন্দনে বহিল অশ্রুজল পুলোমার।
খরতর স্রোতে বহে নদী সে অপার ॥
দেখিয়া বিস্ময় চিত্ত হইলেন বিধি।
নাম তার দিল তবে বধূমতী নদী ॥
বধূকে রাখিয়া গৃহে গেল প্রজাপতি।
পুত্র কোলে করিয়া আছয়ে দুঃখমতি ॥
হেনকালে স্নান করি আসে ভৃগু তথা।
জিজ্ঞাসিল কেন তোর চিত্ত বিচলিতা ॥
স্বামীরে দেখিয়া কন্যা করিয়া রোদন।
কহিলেন যতেক দানব-বিবরণ ॥
তোমার তনয় এই কৈল প্রতিকার।
দানবে মারিয়া মোরে করিল উদ্ধার ॥
এত বলি পুনঃ ভৃগু হেতু জিজ্ঞাসিল।
কি কারণে দানব ধরিয়া তোরে নিল ॥
কন্যা বলে আচম্বিতে আসি দুষ্টমতি।
আমারে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল অগ্নি প্রতি ॥
বৈশ্বানর-বাক্যে মোরে নিলেক দুর্জ্জন।
শুনি শাপ দিল ভৃগু ক্রোধে অচেতন ॥
আজি হৈতে সর্ব্বভক্ষ্য হও হুতাশন।
ত্রাসিত অনল শুনি ভৃগুর বচন ॥
কোন্ দোষে ভৃগুমুনি শাপ দিলে মোরে।
যাহা জানি তাহা বলি আমি দানবেরে ॥

জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা বলে যেই জন ।
ইহলোকে কুৎসা অন্তে নরকে গমন ॥
উভয় সপ্তম কুল নরকে প্রবেশে ।
জানিয়া আমারে শাপ দিলে কোন্ দোষে ॥
মোর মুখে দিলে তৃপ্ত দেব পিতৃগণ ।
অনুচিত শাপ মোরে দিলে কি কারণ ॥
এত বলি বৈশ্বানর দেবগণ লৈয়া ।
ব্রহ্মারে সকল কথা নিবেদিল গিয়া ॥
ব্রহ্মা বলে অগ্নি দুঃখ না ভাবিহ মনে ।
সকল হইবে শুদ্ধ তোমার কারণে ॥
ব্রহ্মার বচনে অগ্নি সন্তুষ্ট হইয়া ।
পুনরপি ত্রিজগতে ব্যাপিল আসিয়া ॥

রুরুর সর্প হিংসা।

সৌতি বলে অবধান কর মুনিগণ ।
হেনমতে ভৃগু পুত্র হইল চ্যবন ॥
প্রমতি নামেতে হৈল চ্যবন-তনয় ।
তাহার তনয় হৈল রুরু মহাশয় ।
প্রমদ্বরা ভার্য্যা তার পরমা-সুন্দরী ।
গর্ভে জন্ম হৈল তার মেনকা অপ্সরী ॥
কতকালে মৈল কন্যা সর্পের দংশনে ।
দেখি শোকাকুল হৈল যত বন্ধুগণে ॥
ভার্য্যার মরণশোকে প্রমতি-নন্দন ।
একাকী অরণ্যমধ্যে করয়ে ক্রন্দন ॥
মুনির ক্রন্দন দেখি যত দেবগণ ।
পাঠাইল দেবদূত প্রবোধ-কারণ ॥
দেবদূত বলে রুরু কান্দ কি কারণে ।
মরিল তোমার ভার্য্যা আয়ুর বিহনে ॥
ইহার উপায় আর নাহিক ত্রিলোকে ।
আছয়ে উপায় এক কহিব তোমাকে ॥
আপন অর্দ্ধেক আয়ু যদি দেহ তারে ।
তবে পাবে নিজ ভার্য্যা কহিনু তোমারে ॥
অর্দ্ধ আয়ু দিব রুরু কৈল অঙ্গীকার ।
জীউক যে ভার্য্যা মোর কর প্রতিকার ॥
এত শুনি দেবদূত রুরুকে লইয়া ।
যমের ভবনে গেল বিমানে চড়িয়া ॥
যমেরে কহিল দূত সব বিবরণ ।
অর্দ্ধ আয়ু স্ত্রীকে দিল প্রমতি-নন্দন ॥
ধর্ম্মরাজ বলে পাবে তোমার কামিনী ।
যাও যাও নিজালয়ে ওহে দ্বিজমণি ॥
ধর্ম্মবলে প্রমদ্বারা জীবন পাইল ।
দেখিয়া প্রমতি-পুত্র সানন্দ হইল ॥
প্রতিজ্ঞা করিল রুরু ক্রোধে ততক্ষণে ।
মারিব ভুজঙ্গ যত দেখিব নয়নে ॥
হাতে দণ্ড ভ্রমে রুরু সর্প অন্বেষণে ।
মারিল অনেক সর্প না যায় গণনে ॥
একদিন ভ্রমে মুনি অরণ্য ভিতর ।
দেখিলেন মহাসর্প অতি ভয়ঙ্কর ॥
সর্প দেখি দণ্ড ল'য়ে যায় মারিবারে ।
দেখিয়া ডুণ্ডুভ ডাকি কহে উচ্চৈঃস্বরে ॥
কি দোষ করিনু আমি তোমার সদনে ।
অহিংসক জনে মার কিসের কারণে ॥
রুরু বলে দোষ গুণ না করি বিচার ।
সর্প পেলে সংহারিব প্রতিজ্ঞা আমার ॥
ডুণ্ডুভ বলেন আমি নাম মাত্র সাপ ।
অহিংসক হিংসনে জন্মায় মহাপাপ ॥
এতেক শুনিয়া রুরু ভাবে মনে মন ।
জিজ্ঞাসিল সর্প তুমি কোন্ মহাজন ॥
সর্প বলে পূর্ব্বে ছিনু মুনির কুমার ।
চিত্রসেন নামে সখা ছিলেন আমার ।
তালপত্রে এক সর্প করিয়া রচন ।
সখারে দিলাম আমি হাস্যের কারণ ॥
সর্প দেখি মোহ গেল মুনির তনয় ।
ক্রোধ করি শাপ মোরে দিল অতিশয় ॥
হীনবীর্য্য সর্প হৈয়া থাকহ কাননে ।
পুনরপি কহে মোরে করুণ বচনে ॥
অচিরে হইবে মুক্ত শুন প্রাণসখা ।
রুরু সহ যেই দিনে হবে তব দেখা ॥
প্রমতির পুত্র তুমি ভৃগুবংশে জন্ম ।
দ্বিজ হৈয়া কর কেন ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম ॥

ব্রাহ্মণের কর্ম্ম নয় লোকের হিংসন।
অল্প দোষে দেখ মোর দুর্গতি লক্ষণ ॥
অহিংসা পরম ধর্ম্ম করহ পালন।
ভয়ার্ত্ত জনেরে রক্ষ করিয়া যতন ॥
পূর্ব্বে রাজা জন্মেজয় সর্পযজ্ঞ কৈল।
যায় সর্পের কুল ব্রহ্মণে রাখিল ॥
আস্তিক নামেতে দ্বিজ জরৎকারু-সুত।
যাঁহার চরিত্র-কথা শুনিতে অদ্ভুত ॥
রুরু বলে কহ শুনি আস্তিক-আখ্যান।
কিমতে নাগের কুল কৈল পরিত্রাণ ॥
কি কারণে সর্পযজ্ঞ কৈল জন্মেজয়।
কহ শুনি মুনিবর ঘুচুক বিস্ময় ॥
মুনি কহে সেই কথা কহিতে বিস্তার।
শুনিবারে চিত্ত যদি আছয়ে তোমার ॥
মুনিগণে জিজ্ঞাসিলে কহিবে সকল।
আজ্ঞা দেহ যাব আমি আপনার স্থল ॥
এতবলি দিব্যমূর্ত্তি হৈল ততক্ষণে।
অন্তর্দ্ধান হৈয়া মুনি গেল যথাস্থানে ॥
বিস্ময় জন্মিল রুরু মনোদুঃখী তাপে।
আপনার গৃহে আসি জিজ্ঞাসিল বাপে ॥
প্রমতি বলেন আমি তাহা সব জানি।
আস্তিকের উপাখ্যান অদ্ভুত কাহিনী ॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
শ্রবণের সুখ ইহা বিনা নাহি আর ॥
কাশীরাম দাসের প্রণাম সাধুজনে।
পায় সে পরম প্রীতি ভারত-শ্রবণে ॥

জরৎকারুর বিবরণ।

জিজ্ঞাসিল রুরু তবে জনকের স্থান।
প্রমতি বলেন শুন অদ্ভুত আখ্যান ॥
জটাচার্ব্ববংশে জন্ম জরৎকারু মুনি।
যোগেতে পরম যোগী ত্রিজগতে জানি ॥
স্বচ্ছন্দে ভ্রমিয়া গেল দেশ-দেশান্তরে।
উলঙ্গ উন্মত্ত বেশ সদা অনাহারে ॥
এক দিন অরণ্যে ভ্রময়ে তপোধন।
এক গোটা গর্ত্ত দেখে অদ্ভুত কথন ॥
তার মধ্যে দেখয়ে মনুষ্য কত জন।
উলা মূল এক ধরি আছে সর্ব্বজন ॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া জিজ্ঞাসিল জরৎকার।
কি কারণে দুঃখ এত তোমা সবাকার ॥
যে উলার মূল ধরিয়াছ সর্ব্বজনে।
মূষিক খুঁড়িছে মূল না দেখ নয়নে ॥
এক গোটা মূলমাত্র দৃঢ় আছে তৃণে।
এখনি ছিঁড়িবে ইহা ইন্দুর-দংশনে ॥
তবে ত পড়িবে সবে গর্ত্তের ভিতর।
এত শুনি পিতৃগণ করিল উত্তর ॥
জটাচার্ব্ববংশে আমা সবার উৎপত্তি।
নির্ব্বংশ হইনু তেঁই হৈল হেন গতি ॥
ঋষি বলে কেহ বংশে নাহিক তোমার।
বংশ রক্ষা করি করে সবার উদ্ধার ॥
পিতৃগণ বলে মাত্র আছে একজন।
মূর্খ দুরাচার সেই বংশে অভাজন ॥
না করিল কুলধর্ম্ম বংশের রক্ষণ।
জরৎকারু নাম তার শুন মহাজন ॥
এত শুনি জরৎকারু বিস্ময় হইয়া।
আমি জরৎকারু বলি কহিল ডাকিয়া ॥
কি করিব আজ্ঞা মোরে কর পিতৃগণ।
যে আজ্ঞা করিবে তাহা করিব পালন ॥
পিতৃগণ বলে কর স্ত্রী-পাণিগ্রহণ।
পুত্র জন্মাইয়া কর বংশের রক্ষণ ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি তপস্যা-তৎপর।
পুত্রবন্তে যেই ধর্ম্ম তোমাতে গোচর ॥
মহাপুণ্য করি লোক না যায় যথায়।
পুত্রবন্ত লোক সব তথাকারে যায় ॥
তেকারণে বিবাহ করহ মুনিবর।
পুত্র জন্মাইয়া আমা সবা রক্ষা কর ॥
পিতৃগণ-বাক্যে শুনি বলে জরৎকার।
যত্নে না করিব বিভা কৈনু অঙ্গীকার ॥
মোর নামে কন্যা যদি যাচি কেহ দেয়।
তবে সে করিব বিভা আমি সুনিশ্চয় ॥

তাহার গর্ভেতে যেই জন্মিবে কুমার।
তোমা সবাকারে সেই করিবে উদ্ধার॥
শুনি অন্তর্দ্ধান হৈল যত পিতৃগণ।
ডাকিয়া শূন্যেতে তবে বলিল বচন॥
বিভা করি জরৎকারু জন্মাও সন্ততি।
বংশ হৈলে হইবেক সবার সদ্গতি॥
যেই বেণামূল সবে ছিলাম ধরিয়া।
তুমি আছ তেঁই মূল আছে ত লাগিয়া॥
মূষিক খুঁড়িতেছিল মূষিক সে নয়।
মূষারূপে আপনি সে ধর্ম্ম মহাশয়॥
তাহা শুনি জরৎকারু করিল গমন।
বহু দেশ-দেশান্তরে করয়ে ভ্রমণ॥
পিতৃগণ-আজ্ঞা শুনি চিন্তে অনুক্ষণে।
কন্যা যাচি দিবে কেহ নাহিক ভুবনে॥
মহাবনে প্রবেশ করিল জরৎকার।
কন্যা কার আছে দেহ বলে তিনবার॥
আছিল তথায় বাসুকীর অনুচর।
মুনির সন্দেশ কহে বাসুকী গোচর॥
এত শুনি বাসুকী যে আনন্দ অপার।
ভগিনী সহিত গেল যথা জরৎকার॥
মুনি প্রতি ফণিবর করে নিবেদন।
আমার ভগিনী মুনি করহ গ্রহণ॥
মুনি বলে সেই কন্যা কিবা নাম ধরে।
সত্য করি কহ মিথ্যা না ভাণ্ডাও মোরে॥
মোর নামে হয় যদি ভগিনী তোমার।
বিবাহ করিব আমি কৈনু অঙ্গীকার॥
বাসুকী বলেন নাম ধরে জরৎকারী।
তোমার লাগিয়া জন্ম ল'য়েছে সুন্দরী॥
যতনে রেখেছি আমি তোমারি কারণে।
তব আজ্ঞা পেয়ে তবে আনি এত দিনে॥
এত বলি কন্যা দিয়া গেল ফণিবর।
শুনি নাগলোকে হৈল আনন্দ বিস্তর॥
মহাভারতের কথা সুধা হৈতে সুধা।
শ্রবণে শুনিলে যাবে যত ভবক্ষুধা॥
বহু চিত্র কথা যত কাশী-বিরচিত।
অমর-কিন্নর-নর-নাগের চরিত॥
বিবিধ বিপদ খণ্ডে যাহার শ্রবণে।
আত্মশুদ্ধি বংশবৃদ্ধি পাপ-বিমোচনে॥
স্ববাঞ্ছিত ফল ইথে পায় নরগণ।
হরিপদে মতি হয় জন্মে দিব্যজ্ঞান॥

গরুড়াদি নাগগণের উৎপত্তি-বিবরণ ও অরুণের জন্ম।

মুনিগণ বলে কহ ইহার কারণ।
ভগিনীকে দিল নাগ কোন্ প্রয়োজন॥
মুনি তরে কি কারণে কন্যার উৎপত্তি।
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ পুনঃ সৌতি॥
সৌতি বলে অবধান কর মুনিগণ।
বাসুকী ভগিনী দিল যাহার কারণ॥
দক্ষের দুহিতা কদ্রু বিনতা সুন্দরী।
স্বামী কশ্যপেরে দোঁহে তুষে সেবা করি॥
তুষ্ট হৈয়া বলে মুনি মাগ দোঁহে বর।
ইহা শুনি কদ্রু বলে যুড়ি দুই কর॥
সহস্রেক নাগ হবে আমার নন্দন।
এই মোর বাঞ্ছা, পূর্ণ কর তপোধন॥
বিনতা মাগিল বর কশ্যপের পায়।
দুই গোটা পুত্র মোরে দেহ মহাশয়॥
কদ্রু পুত্র হ'তে বলাধিক সে নন্দন।
হাসিয়া কশ্যপ বর দিল ততক্ষণ॥
মুনি বরে দুইজনে হৈল গর্ভবতী।
দোঁহে আশ্বাসিয়া বনে গেল মহামতি॥
কত দিনে দুই জনে প্রসব হইল।
সহস্রেক ডিম্ব তবে কদ্রু প্রসবিল॥
দুই ডিম্ব প্রসবিল বিনতা সুন্দরী।
রাখিল সকল ডিম্ব স্বর্ণপাত্রে ভরি॥
পঞ্চশত বৎসরে জন্মিল নাগগণ।
মুনি বরে পায় কদ্রু সহস্র নন্দন॥
বিনতা দেখিয়া তাপ হৃদয়ে ভাবিল।
এককালে উভয়ের ডিম্ব জনমিল॥
সহস্র পুত্রের কদ্রু জননী হইল।
কি হেতু না জানি মোর পুত্র না জন্মিল॥

এত ভাবি এক ডিম্ব বিনতা ভাঙ্গিল।
তাহাতে লোহিতবর্ণ সন্তান জন্মিল॥
অর্দ্ধাঙ্গবিহীন হৈল পক্ষীর আকার।
ক্রোধ করি জননীকে বলিল কুমার॥
পর পুত্র দেখি হিংসা জন্মিল হৃদয়।
অকালে ভঙ্গিলে ডিম্ব পূর্ণ নাহি হয়॥
অঙ্গহীন করি মোরে জন্মাইলে তুমি।
যে কারণে জননী শাপিব তোমা আমি॥
যে ভগ্নীর পুত্র দেখি হিংসা কৈলে মনে।
হইয়া তাহার দাসী সেব চিরদিনে॥
এই ডিম্বে আছে যেবা পুরুষ-রতন।
তাহা হৈতে হবে তব শাপ বিমোচন॥
মহাবীর্য্যবন্ত বীর এই ডিম্বে আছে।
অকালে আমার প্রায় ভাঙ্গি ফেল পাছে॥
হইবে আপনি ভঙ্গ সহস্র বৎসরে।
এত বলি প্রবোধ করিল জননীরে॥
এইমত কত দিনে দৈবের ঘটনে।
কদ্রু আর বিনতা আছয়ে একসনে॥
উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ববর পরম সুন্দর।
সূর্য্যের কিরণ নিন্দি তার কলেবর॥
নানারত্ন অলঙ্কার অঙ্গের ভূষণ।
মহাবীর্য্যবন্ত অশ্ব পবন-গমন॥
সমুদ্র-মন্থনে সেই অশ্বের উৎপত্তি।
এত শুনি মুনি জিজ্ঞাসিল সৌতি প্রতি॥
সমুদ্র-মন্থন হৈল কিসের কারণ।
কহ শুনি বিস্তারিয়া সূতের নন্দন॥

সমুদ্র-মন্থন।

সৌতি বলে অবধান কর মুনিবর।
যে হেতু হৈল পূর্ব্বে সমুদ্র-মন্থন॥
কহিল ব্রহ্মারে পূর্ব্বে দেব গদাধর।
দেবাসুরগণ মিলি মন্থহ সাগর॥
অমৃত উৎপন্ন হবে সাগরমন্থনে।
দেবগণ অমর হইবে সুধাপানে॥
যত মহৌষধি আছে পৃথিবী ভিতরে।
মন্দর লইয়া মথ ফেলিয়া সাগরে॥
পাইয়া বিষ্ণুর আজ্ঞা যত দেবগণ।
মন্দর পর্ব্বত যথা করিল গমন॥
অতি উচ্চ গিরিবর পরশে গগন।
ঊর্দ্ধে উচ্চ একাদশ সহস্র যোজন॥
উপাড়িতে বহু শক্তি কৈল দেবগণে।
না পারিয়া নিবেদিল বিষ্ণুর সদনে॥
বিষ্ণুর আজ্ঞাতে সে অনন্ত মহীধর।
ভুজবলে উপাড়িয়া আনিল মন্দর॥
দেবগণ সহ গেল সমুদ্রের তীরে।
বরুণে বলিল তুমি ধরহ মন্দরে॥
বরুণ বলিল গিরি বড়ই বিস্তার।
মোর শক্তি নাহিক ধরিতে মহাভার॥
মন্দর ধরিতে এক আছয়ে উপায়।
মোর জলে কূর্ম্ম আছে অতি মহাকায়॥
তাহা শুনি দেবগণ কূর্ম্মে আরাধিল।
মন্দর ধরিতে কূর্ম্ম অঙ্গীকার কৈল॥
কূর্ম্মপৃষ্ঠে গিরিবরে করিয়া স্থাপন।
বাসুকী নাগেরে দড়ি কৈল নিয়োজন॥
পুচ্ছে ধরে দেবগণ, মুখে দৈত্যগণ।
আরম্ভিল তবে সিন্ধু করিতে মন্থন॥
গিরি-ঘরষণে নাগ ছাড়িল নিশ্বাস।
ধূম উপজিল তাহে ব্যাপিল আকাশ॥
সেই ধূমে হৈল যত মেঘের জনম।
বৃষ্টি করি সুরগণে দূর করে শ্রম॥
ত্রিভুবনে হৈল কম্প সর্পের গর্জ্জনে।
অনেক মরিল দৈত্য বিষের জ্বলনে॥
মন্দরের আলোড়নে জল কম্পমান।
সলিল নিবাসী সব ত্যজিল পরাণ॥
পর্ব্বতের বৃক্ষ সব মূল ঘরষণে।
পর্ব্বতনিবাসী পোড়ে তাহার আগুনে॥
দেখিয়া করিল দয়া দেব পুরন্দর।
আজ্ঞায় বরিষে মেঘ পর্ব্বত উপর॥
নিভিল তখন অগ্নি জল-বরিষণে।
ঔষধের বৃক্ষ যত হ'ল ঘরষণে॥

তাহাতে যতেক রস সমুদ্রে পড়য়ে ।
সেই রস পরশিয়ে জলচর জীয়ে ॥
হেনমতে দেব দৈত্য সমুদ্র মথিল ।
অনেক হইল শ্রম অমৃত নহিল ॥
ব্রহ্মারে কহিল তবে সব দেবগণ ।
তোমার আজ্ঞায় করি সমুদ্র-মন্থন ।
না উঠে অমৃত হৈল পরিশ্রম সার ।
পুনঃ মথিবারে শক্তি নাহি সবাকার ॥
এত শুনি ব্রহ্মা নিবেদিল নারায়ণে ।
অশক্ত হইল সবে সমুদ্র-মন্থনে ॥
তোমা বিনে সিন্ধু মথে কাহার শকতি ।
এত শুনি অঙ্গীকার করিল শ্রীপতি ॥
দেবতা সব তবে বিষ্ণুতেজ পাইয়া ।
পুনরপি মথে সিন্ধু মন্দর ধরিয়া ॥
হেনমতে দেবাসুর মথন করিতে ।
চন্দ্রমার জনম হইল আচম্বিতে ॥
সুধার ষোড়শ কলা নাম ধরে সোম ।
দুই লক্ষ যোজনে করিল স্থিতি ব্যোম ॥
দরশনে অখিল-জনের হৈল তৃপ্তি ।
পঞ্চাশ যোজন কোটি ব্রহ্মাণ্ডেতে দীপ্তি ॥
দেখিয়া হরিষ হৈল সুরাসুর নর ।
পুনরপি মথে সিন্ধু ধরিয়া মন্দর ॥
তবে ত উঠিল হস্তী নাম ঐরাবত ।
শ্বেত অঙ্গ চতুর্দ্দন্ত আকার পর্ব্বত ॥
মণিরাজ উঠিল ঘোটক উচ্চৈঃশ্রবা ।
পারিজাত পুষ্পবৃক্ষ সুরপুরী-শোভা ॥
অমৃতের কমণ্ডলু লয়ে বাম কাঁখে ।
ধন্বন্তরী উঠিলেন সুরাসুর দেখে ॥
উপজিল রত্নগণ দেখে দেবগণ ।
আনন্দেতে পুনঃ সিন্ধু করয়ে মথন ॥
মন্দরের আন্দোলনে ক্ষীরসিন্ধু মাঝ ।
না পারিল সহিতে বরুণ মহারাজ ॥
পাত্রমিত্রগণ ল'য়ে করিল বিচার ।
মন্থন কিমতে বন্ধে কহ তা বিস্তার ॥
মিত্র বলে উপায় শুনহ মোর বাণী ।
লইতে শরণ চল দেব চক্রপাণি ॥
পদ্মবনে যেই কন্যা হ'য়েছে উৎপত্তি ।
তাহা দিয়া পূজা কর দেব জগৎপতি ॥
পূর্ব্বে নাম ছিল তাঁর লক্ষ্মী হরিপ্রিয়া ।
মুনিপাশে ভ্রষ্ট হৈয়া জন্মিল আসিয়া ॥
তাহার কারণে সিন্ধু হইল মথন ।
নিবারণ হবে লক্ষ্মী পেলে নারায়ণ ॥
শুনি শীঘ্র জলরাজ বিলম্ব না কৈল ।
দিব্য-রত্নদিয়া চতুর্দ্দোল সাজাইল ॥
আপনি লইল স্কন্ধে পুত্রের সহিতে ।
নারীগণ চামর ঢুলায় চারিভিতে ॥
সহস্র ফণায় ছত্র শিরে ধরে শেষ ।
বাহির হইলা সিন্ধু হইতে জলেশ ॥
রূপেতে হইল আলো এ তিন ভুবন ।
হইল মলিন সূর্য্য আদি জ্যোতির্গণ ॥
কমল জিনিয়া অঙ্গ অতি কোমলতা ।
কমল-বরণ চক্ষু কমলের পাতা ॥
দ্বিভুজা কমলদন্তা চড়ি চতুর্দ্দোলে ।
করকমলেতে ধৃত যুগল কমলে ॥
যুগল কনক-পদ কমল আসন ।
বিদ্যুৎ-বরণী নানা রত্নে বিভূষণ ॥
স্থাবর জঙ্গম ক্ষিতি সমুদ্র আকাশ ।
দরশনে সবাকার হইল উল্লাস ॥
জীবাত্মা বিহনে যেন হয় মৃত তনু ।
তদ্বৎ ত্রৈলোক্য আছে বিনা লক্ষ্মীতনু ॥
দুন্দুভির শব্দে নৃত্য করে বরাঙ্গনা ।
ত্রৈলোক্যেতে জয় জয় হইল ঘোষণা ॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি যত অমর মণ্ডল ।
কর যুড়ি প্রণমি পড়িল ভূমিতল ॥
চারিদিকে স্তুতি করে দেব-ঋষিগণ ।
উত্তরিল সন্নিকটে দেব নারায়ণ ॥
প্রণমিয়া বরুণ পড়িল কত দূরে ।
আজ্ঞামাত্র উঠি দাণ্ডাইল যোড়করে ॥
কৃতাঞ্জলি বদ্ধকায় গদগদ ভাবে ।
স্তুতি করে নারয়েণে অশেষ-বিশেষে ॥
তুমি সূক্ষ্ম তুমি স্থূল তুমি সর্ব্বরূপী ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তুমি সর্ব্বব্যাপী ॥

স্থাবর জঙ্গম তুমি তুমি ধরাধর ।
আকাশ পাতাল তুমি দেব নাগ নর ॥
তোমার দৃষ্টিতে দেব এ তিন ভুবন ।
স্থানে স্থানে সকল তোমার নিয়োজন ॥
ইন্দ্রে স্বর্গ যমে দিলা সংযমনীপুর ।
কুবেরে কৈলাস দিলা ধনের ঠাকুর ॥
জলমধ্যে আমারে যে করিয়াছ স্থিতি ।
চিরকাল তবাজ্ঞায় করি যে বসতি ॥
কোন দোষে দোষী নহি আমি তব পদে ।
তবে কেন এত আমি পড়িনু প্রমাদে ॥
দ্বিতীয়-সুমেরু-সম মন্দর পর্ব্বত ।
মোর পুরমধ্যেতে মথিত অবিরত ॥
যোজন পঞ্চাশ কোটি পৃথিবী বিস্তার ।
হেন ক্ষিতি তিলবৎ শিরে রহে যাঁর ॥
অবিরত সেই স্থল মথে সেই শেষ ।
সুরাসুর ত্রৈলোক্যেতে বর্ষণ বিশেষ ॥
জীব জন্তু যতেক আছিল যত জন ।
একটিও না রহিল লইয়া জীবন ॥
ভাঙ্গিল আমার পুর হৈল লণ্ড ভণ্ড ।
না জানি কাহার দোষে মোর হৈল দণ্ড ॥
এতকাল দিয়া স্থল সিন্ধুজল-মাঝ ।
কোথায় রহিব আজ্ঞা দেহ দেবরাজ ॥
এতেক প্রার্থনা যদি করিল বরুণ ।
শুনিয়া করুণাময় হৈল সকরুণ ॥
আশ্বাসি বলেন হরি শুন জলেশ্বর ।
না করিহ চিন্তা কিছু না করিহ ডর ॥
দুর্ব্বাসার শাপে লক্ষ্মী ছাড়ি স্বর্গস্থল ।
তিনপুরে ত্যজি প্রবেশিল সিন্ধুজল ॥
লক্ষ্মী হত হৈয়া কষ্ট পায় সর্ব্বজন ।
সমুদ্র মথিল সবে তাহার কারণ ॥
লক্ষ্মী যদি পাই তবে মথনে কি কাজ ।
বিশেষ তোমার ক্লেশ হৈল জলরাজ ॥
এত বলি মন্থন করিল নিবারণ ।
শুনি হৃষ্ট হইল বরুণ ততক্ষণ ॥
সর্ব্বরত্নসার যেই ত্রৈলোক্য-দুর্ল্লভ ।
গোবিন্দের গলে মণি দিলেন কৌস্তুভ ॥
চন্দ্র-সূর্য্য-প্রভা জিনি যাহার কিরণ ।
নারায়ণ-বক্ষে মণি হইল শোভন ॥
লক্ষ্মী দিয়া প্রণমিয়া গেলেন জলেশ ।
মন্থন নিবারি তবে যান হৃষীকেশ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী ।
কাশী বলে শুনিলে তরিবে ভববারি ॥

নারদের কৈলাসে গমন ও মহাদেবকে সমুদ্র-মন্থন-সংবাদ প্রদান ।

সুরাসুর যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর ।
সবে সিন্ধু মথিল না জানে মাত্র হর ॥
দেখিয়া নারদ মুনি হৃদয়ে চিন্তিত ।
কৈলাসে হরের ঘরে হৈল উপনীত ॥
প্রণমিলা শিব-দুর্গা দোঁহার চরণ ।
আশীষ করিয়া দেবী দিলেন আসন ॥
নারদ বলেন গিয়াছিনু সুরপুরে ।
শুনিনু মথিল সিন্ধু যত সুরাসুরে ॥
বিষ্ণু পান কমলা কৌস্তুভ মণি আদি ।
ইন্দ্র উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত গজনিধি ॥
নানা রত্ন পায় লোক মেঘে পায় জল ।
অমৃত অমর বৃন্দ কল্পতরুবর ॥
নানারত্ন মহৌষধি পায় নরলোক ।
এই হেতু হৃদয়ে জন্মিল বড় শোক ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে বৈসে যত জনে ।
সবে ভাগ পাইল কেবল তোমা বিনে ॥
সে কারণে তত্ত্ব জানিতে আইলাম হেথা ।
সবার ঈশ্বর তুমি বিধাতার ধাতা ॥
তোমারে না দিয়া ভাগ সবে বাঁটি নিল ।
এই হেতু মোর অঙ্গে ধৈর্য্য না হইল ॥
এতেক নারদ মুনি বলিল বচন ।
শুনি কিছু উত্তর না কৈল ত্রিলোচন ॥
দেখি ক্রোধে কম্পান্বিত দেবী ত্রিলোচনা ।
নারদেরে কহে কিছু করিয়া ভৎর্সনা ॥
কাহাকে এতেক বাক্য কহ মুনিবর ।
বধিরে বলিলে যেন না পায় উত্তর ॥

কণ্ঠেতে হাড়ের মালা বিভূষণ যার।
কৌস্তুভাদি মণি রত্নে কি কাজ তাহার॥
কি কাজ চন্দনে যার বিভূষণ ধূলি।
অমৃতে কি কাজ যার ভক্ষ্য সিদ্ধিগুলি॥
মাতঙ্গে কি কাজ যার বলদ বাহন।
পারিজাতে কিবা কাজ ধুতুরাভরণ॥
সকল চিন্তিয়া মম অঙ্গ জ্বর জ্বর।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত সব জান মুনিবর॥
জানিয়া উহাকে দক্ষ পূজা না করিল।
সেই অভিমানে তনু ত্যজিতে হইল॥
দেবী-বাক্যে শুনি হাসি বলে ভগবান।
যা বলিলে হৈমবতী কিছু নহে আন॥
বাহন-ভূষণে মম কিবা প্রয়োজন।
আমি লই তাহা যা না লয় অন্যজন॥
ভক্তিতে করিয়া বশ মাগিলেন দাস।
অম্লান অম্বর পট্টাম্বর দিব্যবাস॥
ঘৃণা করি ব্যাঘ্রচর্ম্ম কেহ না লইল।
তেঁই মোরে বাঘাম্বর পরিতে হইল॥
অগুরু চন্দন নিল কুঙ্কুম কস্তুরী।
বিভূতি না লয় সেই বিভূষণ ধরি॥
মণিরত্নহার নিল মুকুতা প্রবাল।
কেহ না লইল তেঁই আছে হাড়মাল॥
ধুতুরা কুসুম নাহি লয় কোনজন।
তেঁই অঙ্গে ধুতুরা করিনু বিভূষণ॥
রথ গজ লইল বাহন পরিচ্ছদ।
কেহ নাহি লয় তেঁই আছয়ে বলদ॥
প্রথমেতে দক্ষ মোরে জানি না পূজিল।
অজ্ঞান-তিমিরে দক্ষ মোহিত হইল॥
তেঁই মোরে না জানিয়া পূজা না করিল।
সমুচিত তার ফল তখনি পাইল॥
পশুর সদৃশ হৈল ছাগলের মুণ্ড।
মূত্র-পুরীষেতে পূর্ণ হৈল যজ্ঞকুণ্ড॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র যম বরুণ তপন।
মোরে না পূজিয়া দেবী আছে কোন জন॥
দেবী বলে দারা-পুত্রে গৃহী যেই জন।
তাহার না হয় মুক্তি এ সব কারণ॥
বিভূতি বৈভব বিদ্যা সঞ্চয় যতনে।
সংসার বিমুখ ইথে আছে কোনজনে॥
যে জন সংসারেতে বিমুখ এ সকলে।
কাপুরুষ বলিয়া তাহারে লোকে বলে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্রে তুমি যেমত পূজিত।
সাক্ষাতেই সে সকল হইল বিদিত॥
রত্নাকর মথিয়া নিলেক রত্নগণ।
কেহ না পুছিল তোমা করিয়া হেলন॥
পার্ব্বতীর এই বাক্য শুনিয়া শঙ্কর।
ক্রোধেতে অবশ অঙ্গ কাঁপে থর থর॥
কাশীরাম কহে কাশীপতি ক্রোধমুখে।
বৃষভ সাজাতে আজ্ঞা করিল নন্দীকে॥

———

সমুদ্র মন্থন স্থানে মহাদেবের আগমন।

পার্ব্বতীর কটুভাষ, শুনি ক্রোধে দিগ্‌বাস,
আঁটিয়া পরিল বাঘবাস।
বাসুকী নাগের দড়ি, কাঁকলে বান্ধিল ফিরি
করে তুলি নিল মৃগপাশ॥
কপালেতে শশিকলা, কণ্ঠেতে কপালমালা,
করযুগে কঙ্কুক কঙ্কণ।
ভানু বৃহদ্ভানু শশী, ত্রিবিধ প্রকার ঋষি,
ক্রোধে যেন প্রলয় কারণ॥
যেন গিরি হেমকূটে, আকাশে লহরী উঠে,
বেগে গঙ্গা মধ্যে জটাজুটে।
রতন মণির আভা, কোটি চন্দ্র মুখ-শোভা,
ফণি মণি বেড়া যে মুকুটে॥
গলে দিল হার সাপ, টঙ্কারী পিনাকচাপ,
ত্রিশূল খট্টাঙ্গ নিল করে।
সাজিল শিবের সেনা, যক্ষ রক্ষ অগণনা,
ভূত প্রেত ভূচর খেচরে॥
আগে ধায় যত দানা, চারিদিকে দিয়ে হানা,
মুখরব মহা কোলাহলে।
ডম্বুরের ডিমি ডিমি, আকাশ পাতালভূমি,
কম্প হৈল ত্রৈলোক্যমণ্ডলে॥

বৃষভ সাজায় বেগে, আনি নন্দী দিল আগে,
নানা রত্নে করিয়া ভূষণ।
ক্রোধে কাঁপে ভূতনাথ, যেন কদলীর পাত,
অতি শীঘ্র কৈল আরোহণ ॥
আগুদলে সেনাপতি, ময়ূর বাহনে গতি,
শক্তি করে করি ষড়ানন।
গণেশ চড়িয়া মূষ, করে ধরি পাশাঙ্কুশ,
দক্ষিণ ভাগেতে ক্রোধ-মন ॥
বামে নন্দী মহাকাল, করে শূল শাল তাল,
পাছে ধায় ভৃঙ্গী তিন পাদ।
চলিলেন দেবরাজ, দেখিয়া শিবের সাজ,
তিনলোক গণিল প্রমাদ ॥
ক্ষণেকে ক্ষীরোদকূলে, উত্তরিলা সহ বলে,
যথা সিন্ধু মথে সুরাসুর।
কহে কাশীদাস দেবে, দ্রুতগতি চল সবে,
প্রণময়ে দেখিয়া ঠাকুর ॥

———

মহাদেবের প্রতি দেবগণের স্তুতি।

করযোড়ে দাণ্ডাইল সব দেবগণ।
শিব বলে মথ সিন্ধু দাঁড়াইয়া কেন ॥
ইন্দ্র বলে মথন হইল দেব শেষ।
নিবারিয়া মোদের গেলেন হৃষীকেশ ॥
একে ক্রোধে আছিলেন দেব মহেশ্বর।
দ্বিতীয় ইন্দ্রের বাক্যে কম্পে কলেবর ॥
শিব বলে এত গর্ব্ব তোমা সবাকার।
আমারে হেলন করি কর অহঙ্কার ॥
রত্নাকর মথি রত্ন নিলে সব বাঁটি।
কেহ চিত্তে না করিলে আছয়ে ধূর্জ্জটি ॥
যে করিলা তাহা কিছু না করিনু মনে।
আমি মথিবারে বলি করহ হেলনে ॥
এতেক বলিল যদি দেব মহেশ্বর।
ভয়েতে উত্তর কেহ না কহিল আর ॥
নিঃশব্দে রহিল যত দেবের সমাজ।
করযোড়ে বলয়ে কশ্যপ মুনিরাজ ॥
অবধান কর দেব পার্ব্বতীর কান্ত।
কহিব ক্ষীরোদসিন্ধু-মথন-বৃত্তান্ত ॥
পারিজাতমাল্য দুর্ব্বাসার গলে ছিল।
স্নেহে সেই মাল্য মুনি ইন্দ্রগলে দিল ॥
গজরাজ-আরোহণে ছিল পুরন্দর।
সেই মাল্য দিল তার দন্তের উপর ॥
সহজে মাতঙ্গ অনুক্ষণ মদে মত্ত।
পশুজাতি নাহি জানে মাল্য মুনিদত্ত ॥
শুণ্ডে জড়াইয়া ফেলাইল ভূমিতলে।
দেখিয়া দুর্ব্বাসা ক্রোধে অগ্নিবৎ জ্বলে ॥
অহঙ্কারে ইন্দ্র মোরে অবজ্ঞা করিল।
মোর দত্ত পুষ্পরাজি ছিঁড়িয়া ফেলিল ॥
সম্পদে হইয়া মত্ত তুচ্ছ কৈল মোরে।
দিল শাপ লক্ষ্মী হত হবে পুরন্দরে।
ব্রহ্মশাপে লোকমাতা প্রবেশিল জলে।
লক্ষ্মী বিনা কষ্ট হৈল ত্রৈলোক্যমণ্ডলে ॥
লোকের কারণে ব্রহ্মা কৃষ্ণে নিবেদিল।
সমুদ্র মথিতে আজ্ঞা নারায়ণ কৈল ॥
এই হেতু ক্ষীরোদ মথিল মহেশ্বর।
শেষ মথনের দড়ি মথিল মন্দর ॥
অনেক উৎপাত হৈল বরুণের পুরে।
লক্ষ্মী দিয়া স্তব বহু কৈল গদাধরে ॥
নিবারিয়া মথন গেলেন নারায়ণ।
পুনঃ তুমি আজ্ঞা কর মথন কারণ ॥
বিষ্ণুবলে বড় বলা আছিল অমর।
এবে বিষ্ণুতেজ বিনা শ্রান্ত কলেবর ॥
দ্বিতীয় মথন দড়ি নাগরাজ শেষ।
সাক্ষাতে আপনি তার দেখ সব ক্লেশ ॥
অঙ্গের যতেক হাড় সব হৈল চুর।
সহস্র মুখেতে লালা বহিছে প্রচুর ॥
বরুণের যত কষ্ট না হয় গণন।
আর আজ্ঞা নাহি কর করিতে মথন ॥
শিব বলে আমা হেতু মথ একবার।
আগমন অকারণ না হবে আমার ॥
শিববাক্য কার শক্তি লঙ্ঘিবারে পারে।
পুনরপি মথন করিল সুরাসুরে ॥

শ্রমেতে অশক্ত-কলেবর সর্ব্বজনা ।
ঘনশ্বাস বহে যেন আগুনের কণা ॥
অত্যন্ত ঘর্ষণ নাগ সহিতে নারিল ।
সহস্র মুখের পথে বিষ বাহিরিল ॥
সিন্ধুর ঘর্ষণে অগ্নি সর্পের গরল ।
দেবের নিশ্বাস-অগ্নি মন্দর-অনল ॥
চারি অগ্নি মিশ্রিত হইয়া এক হৈল ।
সমুদ্রে হইতে আচম্বিতে নিঃসরিল ॥
প্রাতঃ হৈতে দিনকর তেজে যেন বাড়ে ।
দাবানল-তেজে যেন শুষ্ক বন পোড়ে ॥
যুগান্তের যম যেন হইল অনল ।
মুহূর্ত্তেকে ব্যাপিলেক সমুদ্রের জল ॥
দহিল সবার অঙ্গ বিষের জ্বলনে ।
রহিতে না পারে ভঙ্গ দিল সর্ব্বজনে ॥
পলায় সহস্র চক্ষু কুবের বরুণ ।
অষ্টবসু নবগ্রহ অশ্বিনীনন্দন ॥
অসুর রাক্ষস যক্ষ যত ছিল আর ।
সকলের মনেতে লাগিল চমৎকার ॥
পলাইয়া গেল যত ত্রৈলোক্যের জন ।
বিষণ্ণ-বদনেতে চাহেন ত্রিলোচন ॥
দূরেতে থাকিয়া দেবগণ করে স্তুতি ।
রক্ষা কর ভূতনাথ অনাথের পতি ॥
তোমা বিনা রক্ষাকর্ত্তা নাহি দেখি আন ।
সংসার হইল নষ্ট তোমা বিদ্যমান ॥
রাখ রাখ বিশ্বনাথ বিলম্ব না সয় ।
ক্ষণেক হইলে আর হইবে প্রলয় ॥
দেবতাগণের শুনি কাকুতি বচন ।
বিষে দগ্ধ হয় সৃষ্টি দেখি ত্রিলোচন ॥
বিশেষ চিন্তেন তিনি পূর্ব্ব অঙ্গীকার ।
এবার মথনে সিন্ধু রত্ন যে আমার ॥
আপন অর্জ্জিত সৃষ্টি তাহে করে নাশ ।
হৃদয়ে চিন্তিয়া আগু হন কৃত্তিবাস ॥
সমুদ্র জিনিয়া বিষ আকাশ পরশে ।
আকর্ষণ করি হর নিলেন গণ্ডূষে ॥
দূরে থাকি সুরাসুর দেখয়ে কৌতুকে ।
করিলেন বিষপান একই চুমুকে ॥
অঙ্গীকার পালন স্বধর্ম্ম দেখিবারে ।
কণ্ঠেতে রাখেন বিষ না লন উদরে ॥
নীলবর্ণ কণ্ঠ বিষ পিয়ে বিশ্বনাথ ।
নীলকণ্ঠ নাম তেঁই হইল বিখ্যাত ॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া যত ত্রৈলোক্যের জন ।
কৃতাঞ্জলি করি হরে করেন স্তবন ॥
তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব-ধনের-ঈশ্বর ।
তুমি যম সূর্য্য বায়ু সোম বৈশ্বানর ॥
তুমি শেষ বরুণ নক্ষত্র বসু রুদ্র ।
তুমি স্বর্গ ক্ষিতি অধঃ পর্ব্বত সমুদ্র ॥
যোগ জ্ঞান বেদ শাস্ত্র তুমি যজ্ঞ জপ ।
তুমি ধ্যান ধারণা সে তুমি উগ্রতপ ॥
অকালে করিলা তুমি এ মহাপ্রলয় ।
কি করিব মোরা আজ্ঞা দেহ মৃত্যুঞ্জয় ॥
এত শুনি অনুজ্ঞা দিলেন মহেশ্বর ।
রাখ ল'য়ে যথাস্থানে আছিল মন্দর ॥
মন্থন নিবৃত্ত কর নাহি আর কাজ ।
অনেক পাইলে কষ্ট দেবের সমাজ ॥
এত শুনি আনন্দিত হৈল দেবগণ ।
লইতে মন্দর সবে করেন যতন ॥
অমর তেত্রিশ কোটি অসুর যতেক ।
মন্দর তুলিতে যত্ন করিল অনেক ॥
কার' শক্তি নহিল তুলিতে গিরিবর ।
তুলিয়া লইল গিরি শেষ বিষধর ॥
যথাস্থানে মন্দর থুইল ল'য়ে শেষ ।
নিবারিয়া সবে গেল যার সেই দেশ ॥
কাশীরাম দাস কহে করিয়া বিনতি ।
অনুক্ষণ নীলকণ্ঠ-পদে রহে মতি ॥

অমৃতের নিমিত্ত ও সুরাসুরের যুদ্ধ ও শ্রীকৃষ্ণের মোহিনীরূপ ধারণ

মুনিগণ বলে শুন সূতের নন্দন ।
শুনিলাম যে কথা সে অদ্ভুত কথন ॥
অমর অসুর মিলি সমুদ্র মথিল ।
উপজিল যত রত্ন দেবতারা নিল ॥

রত্নের বিভাগ কিছু পায় কি অসুর ।
কহ শুনি সূতপুত্র শ্রবণে মধুর ॥
সৌতি বলে দৈত্যগণ একত্র হইয়া ।
দেবগণ হৈতে সুধা লইল কাড়িয়া ॥
সবে শ্রম করিলেন সমুদ্র মন্থনে ।
যে কিছু উঠিল সব নিল দেবগণে ॥
ঐরাবত হস্তী নিল বাজী উচ্চৈঃশ্রবা ।
লক্ষ্মী কৌস্তুভাদি মণি শত-চন্দ্র আভা ॥
অমরের ভাগে পাছে হয় সুধা হাণ্ডি ।
সকল লইল যেন শিশুগণে ভাণ্ডি ॥
এত বলি কাড়িয়া লইল দৈত্যগণ ।
দেব-দৈত্যে কলহ হইল ততক্ষণ ॥
মধ্যস্থ হইয়া হর কলহ ভাঙ্গিয়া ।
তবে দৈত্যগণ প্রতি কহেন ডাকিয়া ॥
অকারণে দ্বন্দ্ব সবে কর কি কারণ ।
সবার অর্জ্জিত সুধা লহ সর্ব্বজন ॥
শিবের বচনে সবে নিবৃত্ত হইল ।
কে বাটিয়া দিবে সুধা সকলে কহিল ॥
হেনকালে নারায়ণ ধরিয়া স্ত্রীবেশ ।
ধীরে ধীরে উপনীত হৈল সেই দেশ ॥
রূপেতে হইল আলো চতুর্দ্দশ পুর ।
সুবর্ণ-রচিত তাঁর চরণে নূপুর ॥
কোকনদ জিনি পদ মনোহর গতি ।
যে চরণে জন্মিলেন গঙ্গা ভাগীরথী ॥
যার গন্ধে মকরন্দ ত্যজি অলিবৃন্দ ।
লাখে লাখে পড়ে ঝাঁকে পেয়ে মধুগন্ধ ॥
যুগ্ম ঊরু রম্ভাতরু চারু দুই হাত ।
মধ্যদেশ হেরি ক্লেশ পায় মৃগনাথ ॥
নাভিপদ্ম জিনি পদ্ম অপূর্ব্ব-নির্ম্মাণ ।
কুচযুগ ভরা বুক দাড়িম্ব সমান ॥
ভুজ সম ভুজঙ্গম মৃণাল জিনিয়া ।
সুরাসুর মূর্চ্ছাতুর যাহারে হেরিয়া ॥
পদ্মবর জিনি কর চম্পক অঙ্গুলি ।
নখবৃন্দ জিনি ইন্দু প্রভা গুণশালী ॥
কোটি কাম জিনি ধাম বদন-পঙ্কজ ।
মনোহর ওষ্ঠাধর গরুড়-অগ্রজ ॥
নাসিকায় লজ্জা পায় শুক-চঞ্চুখানি ।
নেত্রদ্বয় শোভা হয় নীলপদ্ম জিনি ॥
পুষ্পচাপ হরে দাপ ভ্রু-দ্বয়-ভঙ্গিমা ।
ভালে প্রাতঃ দিননাথ দিতে নারে সীমা ॥
পীতবাস করে হাস স্থির সৌদামিনী ।
দন্তপাঁতি করে দ্যুতি মুক্তার গাঁথনি ॥
দীর্ঘকেশে পৃষ্ঠদেশে বেণী লম্বমান ।
আচম্বিতে উপনীত সবা বিদ্যমান ॥
দৃষ্টিমাত্রে সর্ব্বগাত্রে কামাগ্নি দহিল ।
সুরাসুর তিনপুর ঢলিয়া পড়িল ॥
সবে মূর্চ্ছাগত হৈল দেখিয়া মোহিনী ।
কতক্ষণে চেতন পাইল শূলপাণি ॥
মোহিনীর প্রতি হর একদৃষ্টে চান ॥
দুই ভুজ প্রসারিয়া ধরিবারে যান ॥
কন্যা বলে যোগী তোর কেমন প্রকৃতি ।
ঘনাইয়ে আস বুড়া হ'য়ে ছন্নমতি ॥
এত বলি নারায়ণ যান শীঘ্রগতি ।
পাছে পাছে ধাইয়া চলেন পশুপতি ॥
হর বলে হরিণাক্ষি মুহূর্ত্তেক রহ ।
দাঁড়াইয়া তুমি মোরে এক কথা কহ ॥
কে তুমি কোথায় থাক কাহার নন্দিনী ।
কি হেতু আইলে তুমি কহ সত্যবাণী ॥
ত্রৈলোক্যের মধ্যে যত আছে রূপবতী ।
তব পদ-নখ-তুল্য নহে কার' জ্যোতি ॥
দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, শচী, অরুন্ধতী ।
উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা, রতি ॥
নাগিনী, মানুষী, দেবী ত্রৈলোক্যবাসিনী ।
সবে মোরে জানে আমি সবাকারে জানি ॥
ব্রহ্মাণ্ডে আছহ কভু না শুনি না দেখি ।
কোথা হৈতে এলে কহ সত্য শশীমুখী ॥
কন্যা বলে বুড়া তোর মুখে নাহি লাজ ।
তোরে পরিচয় দিতে আমার কি কাজ ॥
তৈল বিনে বিভূতি মাথায় জটাভার ।
তাম্বূল বিহনে দন্ত স্ফটিক আকার ॥
বসন না মিলে পরিধান ব্যাঘ্রছড়ি ।
দীঘল করের ন'খ পাকা গোঁফদাড়ী ॥

অঙ্গের দুর্গন্ধে উঠে মুখেতে বমন।
না জানি আছয়ে কি না বদনে দশন ॥
মম অঙ্গ গন্ধে দেখ ব্রহ্মাণ্ড পূরিত।
অঙ্গের ছটাতে দেখ ত্রৈলোক্য দীপিত ॥
কোন লাজে চাহ তুমি করিতে সম্ভাষ।
কেমন সাহসে তুমি আইস মম পাশ ॥

———

মোহিনীর সহিত হরের মিলন।

হর বলে হরিণাক্ষি কেন দেহ তাপ।
মম সহ কভু নহে তোমার আলাপ ॥
ত্রৈলোক্যের মধ্যে আছে যত মহাপ্রাণী।
সবার ঈশ্বর আমি জান বরাননি ॥
ব্রহ্মার পঞ্চম শির ন'খে ছেদি দিল।
বহুকাল সেবি বিষ্ণু অভয় পাইল ॥
ইন্দ্র যম বরুণ কুবের হুতাশন।
সব লোকপাল করে মোর আরাধন ॥
জ্ঞানযোগে মৃত্যু আমি করিলাম জয়।
আমার নয়নানলে কাম ভস্ম হয় ॥
মহামায়া বলে যাঁরে ত্রৈলোক্যমোহিনী।
বিষ্ণু অংশ জন্মে গঙ্গা ত্রিপথগামিনী ॥
দাসী হ'য়ে সেবে মোর চরণ-অম্বুজে।
মনোরথ লভে সেই যেবা মোরে পূজে ॥
ত্যজ মান মনোরমে করহ সম্ভাষ।
আমায় ভজিলে হবে সিদ্ধ অভিলাষ ॥
কন্যা বলিলেন যোগী জানিনু এক্ষণে।
তোমারে মহেশ বলি বলে সর্ব্বজনে ॥
ব্যর্থ জপ তপ তোর, ব্যর্থ যোগ জ্ঞান।
ব্যর্থ তোর পঞ্চমুখে রাম নাম গান ॥
ব্যর্থ জটা ভস্ম মাখ, ব্যর্থ তুমি যোগী।
ভণ্ডতা করিয়া লোকে বলহ বৈরাগী ॥
কামিনী দেখিয়া এত হইলা বিহ্বল।
কামে দগ্ধ কৈলে কোন লাজে হেন বল ॥
হর বলে মনোহরা কর অবধান।
তব অঙ্গ দেখি মম হরিলেক জ্ঞান ॥
করিলাম এক কাম দহন নয়নে।
কোটি কাম জ্বলিতেছে তব চক্ষুকোণে ॥
তপ জপ যোগ জ্ঞান নিবৃত্তি বৈরাগ্য।
এ সকল কর্ম্মে যদি হয় শ্রেষ্ঠ ভাগ্য ॥
এই বাঞ্ছা হয় তুমি করহ পরশ।
আলিঙ্গন দেহ তুমি হইয়া হরষ ॥
যতেক করিনু তপ জপ রামনাম।
জটা ভস্ম দিগ্‌বাস শ্মশানের ধাম ॥
তার সমুচিত ফল মিলাইল বিধি।
এতকালে পাইলাম তোমা হেন নিধি ॥
সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পিনু তোমার চরণে।
কৃপা করি আলিঙ্গন দেহ বরাননে ॥
হরবাক্য শুনিয়া বলেন হয়গ্রীব।
অপ্রাপ্য দ্রব্যের কেন বাঞ্ছা কর শিব ॥
সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যজিবারে পারে যেইজন।
অন্যমনা না হবে আমাতে একমন ॥
কায়মনোবাক্যে করে আমার ভজন।
সে জনেরে যাচি আমি দিব আলিঙ্গন ॥
শঙ্কর বলেন এই সত্য অঙ্গীকার।
আজি হৈতে তোমা বিনা না ভজিব আর ॥
ত্যজিলাম সর্ব্ব কর্ম্ম ভার্য্যা পুত্রগণ।
সেবিব তোমার পদ দেহ আলিঙ্গন ॥
হরি বলে কত আর করহ ভণ্ডন।
কেমনে ত্যজিবে তুমি ভার্য্যা পুত্রগণ ॥
এক ভার্য্যা রাখিয়াছ জটার ভিতরে।
আর ভার্য্যা রাখিয়াছ অর্দ্ধ কলেবরে ॥
হর বলে হরিণাক্ষি কেন হেন কহ।
ত্যজিয়া কপট তুমি কর অনুগ্রহ ॥
কি ছার সে নারী পুত্র নামে লও তার।
শত শত দুর্গা গঙ্গা নিছনি তোমার ॥
দাসী হ'য়ে সেবিবে সে আমি হব দাস।
কৃপা করি বরাননি পুরাও এ আশ ॥
যদি তুমি নিশ্চয় না দিবে আলিঙ্গন।
তোমার উপরে বধ দিব এইক্ষণ ॥
নেউটি আমার পানে চাহ চারুমুখে।
হের মরি ত্রিশূল মারিয়া নিজ বুকে ॥

পথে যেতে সমুদ্র দেখিল দুইজন।
পর্ব্বত-আকর তাহে জলচরগণ ॥
শতেক যোজন কেহ বিংশতি যোজন।
কুম্ভীর কচ্ছপ মৎস্য আদি জন্তুগণ ॥
হেনমতে কৌতুক দেখিয়া দুইজন।
উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব যথা করিল গমন ॥
নিকটেতে গিয়া দোঁহে করে নিরীক্ষণ।
কৃষ্ণবর্ণ দেখে ঘোঁড়া অতি সুলক্ষণ।
দেখিয়া বিনতা হৈল বিষণ্ণ-বদন।
অঙ্গীকারে কৈল সপত্নীর দাসীপণ ॥

গরুড়ের জন্ম ও সূর্য্যের রথে অরুণের স্থাপন।

হেনমতে দাসীপণে আছেন বিনতা।
মহাবীর গরুড়ের জন্ম হৈল হেথা ॥
ডিম্ব ফাটি বাহির হইল আচম্বিতে।
দেখিতে দেখিতে দেহ লাগিল বাড়িতে ॥
প্রাতঃ হৈতে যেন ক্রমে সূর্য্যতেজ বাড়ে।
বনে অগ্নি দিলে যেন দশ দিক্ বেড়ে ॥
কামরূপী বিহঙ্গম মহাভয়ঙ্কর।
নিশ্বাসে উড়িয়া যায় যতেক শিখর ॥
বিদ্যুৎ আকার অঙ্গ লোহিত লোচন।
ক্ষণমাত্রে মুণ্ড গিয়া ঠেকিল গগন ॥
যুগান্তের অগ্নি যেন দেখে সর্ব্বজনে।
সুরাসুর কম্পবান হইল গর্জ্জনে ॥
অগ্নি হেন জানি সবে করি যোড়কর।
অগ্নির উদ্দেশে স্তব করিল বিস্তর ॥
অগ্নি বলে আমারে এ স্তুতি কর কেনে।
আপনা সম্বর বলি বলে দেবগণে ॥
অগ্নি বলে আমি নহি বিনতা নন্দন।
সর্ব্বলোক হিতকারী হিংস্রক-হিংসন ॥
না করিহ ভয় কেহ থাক মম সঙ্গে।
আনন্দিত হ'য়ে সবে দেখহ বিহঙ্গে ॥
এত শুনি দেবগণ অগ্নির বচন।
যোড়হাত করি করে গরুড়ে স্তবন ॥
ভীমরূপ তোমার দেখিতে ভয়ঙ্কর।
সম্বরহ নিজ রূপ বিনতা-কোঙর ॥
তোমার তেজেতে চক্ষু মেলিবারে নারি।
তোমার গর্জ্জনে লাগে কর্ণদ্বয়ে তালি ॥
কশ্যপের পুত্র তুমি হও দয়াবান্।
নিজ তেজ সম্বরহ কর পরিত্রাণ ॥
দেবতার স্তবে তুষ্ট হৈল খগেশ্বর।
আশ্বাসিয়া সম্বরিল নিজ কলেবর ॥
তবে পক্ষিরাজ বীর অরুণে লইয়া।
আদিত্যের রথে তারে বসাইল গিয়া ॥
বিষম সূর্য্যের তেজে পোড়ে ত্রিভুবন।
অরুণের আচ্ছাদনে হৈল নিবারণ ॥
মুনিগণ বলে কহ ইহার কারণ।
কোন্ হেতু ত্রিভুবন দহেন তপন ॥
সৌতি বলে যেইকালে অমৃত বাটিল।
মায়া করি রাহু তথা অমৃত খাইল ॥
হেনকালে সূর্য্য বাক্যে দেব নারায়ণ।
চক্রেতে তাহার মুণ্ড করেন ছেদন ॥
সূর্য্যের হইল পাপ তাহার কারণে।
সেই ক্রোধে রাহু গ্রাসে পাপগ্রহ দিনে ॥
সূর্য্যের হইল ক্রোধ যত দেবগণে।
ডাকিয়া বলিনু আমি সবার কারণে ॥
সবে দেখে কৌতুক আমায় করে গ্রাস।
এই হেতু সৃষ্টি আমি করিব বিনাশ ॥
আপনার তেজেতে পোড়াব ত্রিভুবন।
এত চিন্তি মহাতেজ ধরিল তপন ॥
দেবগণ নিবেদিল ব্রহ্মার গোচর।
ত্রৈলোক্য দহিতে তেজ ধরে দিনকর ॥
ব্রহ্মা বলে ভয় না করহ দেবগণ।
ইহার উপায় এক করিব রচন ॥
কশ্যপের পুত্র হবে বিনতা-উদরে।
রবিতেজ নিবারিবে সেই মহাবীরে ॥
কিছু দিন কষ্ট সহি থাক সর্ব্বজন।
এত শুনি প্রবোধ পাইল দেবগণ ॥

সুধা আনিতে গরুড়ের স্বর্গে গমন ও গজ-কূর্ম্মের বিবরণ।

অরুণে লইয়া স্কন্ধে বিনতা নন্দন।
সূর্য্যরথে যত্ন করি করিল স্থাপন॥
অশ্বদড়ি কড়িয়ালি ধরি বাম হাতে।
রহিল অরুণ সে সারথি হৈয়া রথে॥
সূর্য্যরথে ভাইকে রাখিয়া পক্ষিরাজ।
জননীর ঠাঁই গেল ক্ষীরসিন্ধু মাঝ॥
দুঃখিত জননী দেখি মলিন-বদন।
মায়ের নিকটে গিয়া করিল বন্দন॥
পুত্র দেখি বিনতার খণ্ডিল বিষাদ।
আশ্বাসিয়া গরুড়েরে করে আশীর্ব্বাদ॥
হেনকালে কদ্রু ডাকি বলে বিনতারে।
রম্যক দ্বীপেতে চল স্কন্ধে করি মোরে॥
রম্যক দ্বীপেতে মোর পুত্রের আলয়।
ত্বরিতে লইয়া চল বিলম্ব না সয়॥
কদ্রুরে করিল স্কন্ধে বিনতাসুন্দরী।
নাগগণে গরুড় লইল স্কন্ধে করি॥
নাগগণে স্কন্ধে করি গরুড় উড়িল।
চক্ষুর নিমিষে সূর্য্য-মণ্ডলে চলিল॥
সূর্য্যের কিরণে পোড়ে যত নাগগণ।
নাগমাতা দেখে পুড়ি মরিছে নন্দন॥
পুড়ি মরে নাগগণ নাহিক উপায়।
আকুল হইয়া কদ্রু স্মরে দেবরায়॥
ত্রৈলোক্যের নাথ তুমি দেব শচীপতি।
আমার কুমারগণে কর অব্যাহতি॥
বহুবিধ স্তুতি কৈল কদ্রু পুরন্দরে।
ইন্দ্র আজ্ঞা কৈল ডাকি সব জলধরে॥
ততক্ষণে মেঘগণ ঢাকিল আকাশ।
জল বৃষ্টি করিয়া ভরিল দিশপাশ॥
তবে খগপতি সব ল'য়ে নাগগণে।
রম্যক দ্বীপেতে বীর গেল ততক্ষণে॥
নাগের আলয় দ্বীপ অতি মনোহর।
কাঞ্চনে মণ্ডিত গৃহ প্রবাল প্রস্তর॥
ফল ফুলে সুশোভিত চন্দনের বন।
মলয় সুগন্ধি বায়ু বহে অনুক্ষণ॥
আপনার আলয়ে বসিল নাগগণ।
গরুড়ে চাহিয়া তবে বলিল বচন॥
উড়িবার শক্তি বড় আছয়ে তোমার।
চড়িয়া তোমার স্কন্ধে করিব বিহার॥
আর এক দ্বীপে ল'য়ে চল খগেশ্বর।
শুনিয়া গরুড় গেল মায়ের গোচর॥
গরুড় কহিল মাতা কহ বিবরণ।
পুনরপি স্কন্ধে নিতে বলে নাগগণ॥
প্রভু যেন আজ্ঞা করে সেবকের তরে।
কি হেতু এমন বাক্য বলে বারে বারে॥
একবার স্কন্ধে কৈনু তোমার আজ্ঞায়।
পুনরপি বলে দেহে সহনে না যায়॥
বিনতা বলিল পুত্র দৈবের লিখন।
আমি তার দাসী তুমি তাহার নন্দন॥
গরুড় বলিল মাতা কহ বিবরণ।
তুমি তার দাসী হৈলে কিসের কারণ॥
বিনতা বলিল পূর্ব্বে বিমাতার সনে।
উচ্চৈঃশ্রবা হেতু আমি হারিলাম পণে॥
দাসীপণে সেই হৈতে খাটি তার আমি।
তেকারণে দাসীপুত্র হৈলা বাপু তুমি॥
এত শুনি মহাক্রোধে কহিল সুপর্ণ।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে চক্ষু রক্তবর্ণ॥
মায়ে এড়ি গেল তবে বিমাতা নিকটে।
কদ্রুর নিকটে বীর কহে করপুটে॥
আজ্ঞা কর জননী গো করি নিবেদন।
কিমতে মায়ের হবে দাসীত্ব মোচন॥
কদ্রু বলে মুক্ত যদি করিবে জননী।
তবে তুমি অমৃত আমারে দেহ আনি॥
এত শুনি খগবর আনন্দ অপার।
মায়ের নিকটে বীর গেল আরবার॥
যা বলিল সর্পমাতা মায়েরে কহিল।
না ভাবিহ আর, দুঃখ অবসান হৈল॥
এখনি আনিব সুধা চক্ষু পালটিতে।
ক্ষুধায় উদর জ্বলে দেহ কিছু খেতে॥
জননী বলিল যাও সমুদ্রের ধারে।
তথা আছে নিশাচর খাও সবাকারে॥

কিন্তু কহি তাহে এক দ্বিজবর আছে।
বুঝিয়া খাইবে বাপু দ্বিজে খাও পাছে॥
অবধ্য ব্রাহ্মণ জাতি কহিনু তোমারে।
ক্ষুধায় আকুল বাছা খাও পাছে তারে ॥
অগ্নি সূর্য্য বিষ হ'তে আছে প্রতিকার।
ব্রাহ্মণ-কোপেতে বাছা নাহিক নিস্তার ॥
গরুড় বলিল যদি তাদৃশ ব্রাহ্মণ।
কোন চিহ্ন ধরে দ্বিজ কেমন বরণ ॥
বিনতা বলিল তুমি ক্ষুধায় আকুল।
চিনিয়া খাইতে দুঃখ পাইবে বহুল ॥
খাইতে তোমার কষ্ট জন্মিবে যখন।
নিশ্চয় জানিবে পুত্র সেই সে ব্রাহ্মণ ॥
এত বলি বিনতা করিল আশীর্ব্বাদ।
যাও পুত্র অমৃত আনহ অপ্রমাদ ॥
ইন্দ্র যম আদিত্য কুবের হুতাশন।
তোমারে জিনিতে শক্ত নহে কোনজন ॥
এত শুনি খগবর করিল মেলানি।
মায়ে প্রণমিয়া বীর উড়ল তখনি ॥
গরুড় উড়িতে তিন ভুবন কাঁপিল।
প্রলয়ের প্রায় যেন সিন্ধু উথলিল ॥
পাখসাটে পর্ব্বত উড়িয়া যায় দূরে।
গর্জ্জনে লাগিল তালা সুরাসুর নরে।
কৈবর্ত্তের দেশ দেখি মুখ বিস্তারিল।
নিশ্বাস সহিতে সব মুখে প্রবেশিল ॥
আছিল ব্রাহ্মণ এক তাহার ভিতরে।
অগ্নির সমান জ্বলে গরুড় উদরে ॥
গরুড় স্মরিল তবে মায়ের বচন।
ডাকিয়া বলিল শীঘ্র নিঃসর ব্রাহ্মণ ॥
ব্রাহ্মণ বলিল নিঃসরিব কি প্রকারে।
ভার্য্যা মোর পুড়ে মরে তোমার উদরে ॥
কৈবর্ত্তিনী ভার্য্যা মোর প্রাণের সমান।
ভার্য্যা বিনা আমি না রাখিব এই প্রাণ ॥
গরুড় বলিল দ্বিজ মোর বধ্য নহে।
ব্রাহ্মণ পরম ধন সর্ব্বশাস্ত্রে কহে ॥
ধরিয়া ভার্য্যার হাত আইস বাহিরে।
এত শুনি ধরে দ্বিজ কৈবর্ত্তিনী-করে ॥
লইয়া আপন ভার্য্যা হইল বাহির।
অন্তরীক্ষে উড়িল গরুড় মহাবীর ॥
হেনকালে গরুড়েরে কশ্যপ দেখিল।
আশীর্ব্বাদ করিয়া কুশল জিজ্ঞাসিল ॥
গরুড় বলিল পিতা আছি যে কুশলে।
সকল কুশল মাত্র ভক্ষ্য নাহি মিলে ॥
মায়ের বচনে খাইলাম নিশাচর।
না হইল ক্ষুধা শান্তি পুড়িছে উদর ॥
বিমাতার বাক্যে যাই অমৃত আনিতে।
ক্ষুধায় অবশ তনু জ্বলি উদরেতে ॥
তুমি আর কিছু মোরে দেহ খাইবারে।
ভাল করি দেহ গো উদর যেন পুরে ॥
কশ্যপ বলেন তবে শুন খগেশ্বর।
দেব নরে বিখ্যাত আছয়ে সরোবর ॥
গজ-কূর্ম্ম দুইজন তথা যুদ্ধ করে।
তাহার বৃত্তান্ত শুন আমার গোচরে ॥
বিভাবসু সুপ্রতীক দুই সহোদর।
মহাধনে ধনী তারা মুনির কোঙর ॥
শত্রুগণ দোঁহারে করিল ভেদাভেদ।
ধনের কারণে দোঁহে হইল বিচ্ছেদ ॥
সুপ্রতীক কনিষ্ঠ সে পৃথক হইল।
আপনার সমুচিত বিভাগ মাগিল ॥
শত্রুগণে বলিল অনেক ধন আছে।
আপন উচিত ভাগ ছাড়ি দেহ পাছে ॥
বিভাবসু জ্যেষ্ঠ কহে এ ভাগ উহার।
অকারনে দ্বন্দ করে সহিত আমার ॥
দোঁহা কারে এইমত কহে শত্রুজনে।
বহুদিন এইমত দ্বন্দ দুইজনে ॥
নিত্য আসি সুপ্রতীক ভ্রাতে মাগে ধন।
ক্রোধে বিভাবসু শাপ দিল ততক্ষণ ॥
যে কিছু তোমার ভাগ তাহা দিনু আমি।
না লইয়া পরবাক্যে দ্বন্দ্ব কর তুমি ॥
নিত্য আসি জঞ্জাল করহ মোর সনে।
দিনু শাপ গজ হ'য়ে থাক গিয়া বনে ॥
সুপ্রতীক বলে মোর ভাগ নাহি দিয়া।
শাপ দাও বল মোরে কিসের লাগিয়া ॥

তুমি ও কচ্ছপ হও জলের ভিতরে।
দুইজনে দুই শাপ দিলেন দোঁহারে ॥
গজ গেল অরণ্যে কচ্ছপ গেল জলে।
ভাই সহ বিসম্বাদ কৈল হেন ফলে ॥
পরবাক্যে ভাই সহ করে যে বিবাদ।
অতি ক্লেশ জন্মে পরে হয় ত প্রমাদ ॥
সেই সে কচ্ছপ আছে জলের ভিতর।
যুড়িয়া যোজন দশ তার কলেবর ॥
তাহার দ্বিগুণ হয় হস্তীর শরীর।
নিত্য আসি যুদ্ধ করে সরোবর-তীর ॥
সেই গজ-কূর্ম্ম গিয়া করহ ভক্ষণ।
সর্ব্বত্র মঙ্গল হবে বিনতা নন্দন ॥
ত্রিভুবন-পরাজয়ী হও মহাবীর।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তব রাখুন শরীর ॥
কশ্যপের আজ্ঞা পেয়ে গরুড় সত্বর।
চক্ষুর নিমিষে গেল যথা সরোবর ॥
আকাশ হইতে দেখে বিনতানন্দন।
বন হতে গজ নিঃসরিল ততক্ষণ ॥
সরোবর তীরে আসি করিলা গর্জ্জন।
ক্রোধ করি কূর্ম্ম দেখা দিল ততক্ষণ ॥
মহাযুদ্ধ দুইজনে কহনে না যায়।
অন্তরীক্ষে থাকি তাহা দেখে খগরায় ॥
এক নখে গজ ধরি কূর্ম্ম আর ন'খে।
চক্ষুর নিমিষে উড়ি গেল তপোলোকে ॥
কোথায় খাইব বলি ভাবে মনে মন।
বৃক্ষ নানাজাতি দেখে পরশে গগন ॥
রোহিণী নামেতে বৃক্ষ অতি উচ্চতর।
জানিয়া গরুড়ে ডাকি বলিল সত্বর ॥
মোর ডাল দেখ শত যোজন বিস্তার।
সুস্থ হ'য়ে ইথে বসি করহ আহার ॥
বৃক্ষের বচন শুনি বিনতা নন্দন।
ডালেতে বসিল গিয়া করিতে ভক্ষণ ॥
ভাঙ্গিল বৃক্ষের ডাল গরুড়ের ভরে।
বালখিল্য মুনিগণ তাহে তপ করে ॥
শাখা ধরি অধোমুখে আছে মুনিগণ।
দেখিয়া হইল ভীত বিনতা নন্দন ॥
ফেলিলে ভূমিতে ডাল মরিবেক মুনি।
ঠোঁটেতে ধরিল ডাল মনে ভয় গণি ॥
ঠোঁটেতে ধরিল ডাল গজ-কূর্ম্ম নখে।
বহুদিন গরুড় উড়িল হেন পাকে ॥
দেখিল কশ্যপ গন্ধমাদন পর্ব্বতে।
গরুড়ের মুখে ডাল দেখি বিপরীতে ॥
বালখিল্য মুনিগণ হতেছে লম্বিত।
তার ভয়ে গরুড় হইল সবিস্মিত ॥
কশ্যপ বলেন পুত্র করিলা কি কাজ।
হের দেখ ডালে আছে মুনির সমাজ ॥
অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ ষাটি সহস্র ব্রাহ্মণ।
উপায় করহ ক্রোধ নহে যতক্ষণ ॥
তবে ত কশ্যপ মুনি করি যোড়কর।
মুনিগণে নতি স্তুতি করিল বিস্তর ॥
এই ত গরুড় হয় সবাকার হিত।
তেকারণে ক্রোধ তারে না হয় উচিত ॥
কশ্যপের স্তবে তুষ্ট হ'য়ে ঋষিগণ।
হিমালয় গিরিপরে করিল গমন ॥
খগেশ্বর তবে জিজ্ঞাসিল কশ্যপেরে।
ফেলিব কোথায় ডাল আজ্ঞা কর মোরে ॥
কশ্যপ বলিল যাও কিংপুরুষ গিরি।
জীব জন্তু নাহি সেই পর্ব্বত উপরি ॥
কশ্যপের আজ্ঞা পেয়ে বীর খগেশ্বর।
ফেলিল সে ডাল ল'য়ে পর্ব্বত উপর ॥
গজ-কূর্ম্ম খাইলেক পর্ব্বতে বসিয়া।
অমৃত আনিতে যায় সুতৃপ্ত হইয়া ॥
মহাতেজে গগনে উঠিল খগেশ্বর।
পাখসাটে উড়ি গেল পর্ব্বত-শিখর ॥
দিনকর আচ্ছাদিল হৈল অন্ধকার।
অমরনগরে হৈল উৎপাত অপার ॥
উল্কাপাত নির্ঘাত হইছে ঘনে ঘন।
ঘোর বায়ু মেঘে করে রক্ত বরিষণ ॥
শচীপতি বৃহস্পতি প্রতি জিজ্ঞাসিল।
এত অমঙ্গল কেন স্বর্গেতে হইল ॥
বৃহস্পতি বলিল তোমার পূর্ব্ব-পাপে।
আইসে গরুড় পক্ষী অদ্ভুত প্রতাপে ॥

ধার কারণে আইসে বিনতানন্দন।
অবশ্য লইবে সুধা জিনি দেবগণ॥
এত শুনি কুপিত হইল পুরন্দর।
ততক্ষণে আজ্ঞা দিল যত অনুচর॥
পাইয়া ইন্দ্রের আজ্ঞা যত দেবগণ।
সুসজ্জ হইল সবে করিবারে রণ॥
মুনিগণ বলে শুন সূর্য্যের নন্দন।
ইন্দ্রের হইল পাপ কিসের কারণ॥
কামরূপী পক্ষী সেই মহাবলধর।
কি হেতু হইল কহ করিয়া বিস্তার॥
সৌতি বলে সেই কথা কহিতে বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিব কিছু শুন সারোদ্ধার॥

ইন্দ্রের প্রতি বালখিল্যাদি মুনির শাপ।

তপ করে পর্ব্বতে কশ্যপ মুনিবর।
ইন্দ্র আদি যত দেবতার অনুচর॥
যজ্ঞকাষ্ঠ আনিবারে গেল মুনিগণ।
ইন্দ্র যম সূর্য্য বায়ু আদি যত জন॥
ভাঙ্গিয়া লইল কাষ্ঠ মাথার উপর।
পর্ব্বত সমান বোঝা নিল পুরন্দর॥
শীঘ্রগতি কাষ্ঠ ফেলি আসিল তখনি।
পথেতে দেখিল যত বালখিল্য মুনি॥
পলাশের পত্র সবে লইয়া মাথায়।
অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ সবে ধীরে ধীরে যায়॥
কত দূর গিয়া সবে গোক্ষুরে দেখিয়া।
পার হৈতে নাহি পারে রহে দাণ্ডাইয়া॥
তাহা দেখি হাসিতে লাগিল দেবরাজ।
দেখিয়া করিল ক্রোধ মুনির সমাজ॥
উপহাস করিলি করিয়া অহঙ্কার।
ব্রাহ্মণেরে নাহি চিন দুষ্ট দুরাচার॥
বালখিল্য মুনিগণ এতেক ভাবিল।
আর ইন্দ্র করিবারে যজ্ঞ আরম্ভিল॥
ইন্দ্র হ'তে শতগুণ বলিষ্ঠ হইবে।
কামরূপী মহাকাল ত্রৈলোক্যে জিনিবে॥
এই হেতু যজ্ঞ করে মহামুনিগণ।
শুনিয়া কশ্যপে ইন্দ্র করে নিবেদন॥
শীঘ্রগতি গেল তেঁই যজ্ঞের সদন।
মুনিগণ প্রতি তবে বলিল বচন॥
দেবরাজ পুরন্দর ব্রহ্মারে সেবিল।
দেবের ঈশ্বর করি ব্রহ্মা নিয়োজিল॥
অন্য ইন্দ্র হেতু যজ্ঞ কর কি কারণ।
ব্রহ্মার বচন চাহ করিতে লঙ্ঘন॥
ব্রহ্মার বচন রাখ হও সবে প্রীত।
আজ্ঞা কর মুনিগণ যে হয় উচিত॥
বালখিল্য বলে যজ্ঞে পাই বহু কষ্ট।
রাখিতে তোমার বাক্য সব হৈল নষ্ট॥
কশ্যপ বলেন ভ্রষ্ট হবে কি কারণ।
হউক পক্ষীন্দ্র যে জিনিবে ত্রিভুবন॥
মুনিগণে সম্বোধিয়া বলে পুরন্দরে।
আর উপহাস নাহি কর ব্রাহ্মণেরে॥
ব্রাহ্মণেরে না দেখিয়া কর' অহঙ্কার।
ব্রাহ্মণের ক্রোধে কার' নাহিক নিস্তার।
এত শুনি দেবরাজ করিল মেলানি।
বিনতারে বলেন কশ্যপ মহামুনি॥
সফল করিলা ব্রত শুন গুণবতী।
তোমার গর্ভেতে হবে খগেন্দ্র উৎপত্তি॥
এত শুনি বিনতার আনন্দ বিস্তর।
হেনমতে পক্ষী হৈল খগেন্দ্র কোঙর॥
তবে ত গরুড় পক্ষী গেল সুরালয়।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি সবে করে ভয়॥
যে দেবের হাতে ছিল যেই প্রহরণ।
চতুর্দ্দিক হ'তে সবে করে বরিষণ॥
শেল শূল জাঠা শক্তি ভুষণ্ডি তোমর।
পরিঘ পরশু চক্র মুষল মুদ্গর॥
প্রলয়ের মেঘ যেন করে বরিষণ।
ঝাঁকে ঝাঁকে অস্ত্রবৃষ্টি করে দেবগণ॥
কামরূপী পক্ষিরাজ নির্ভয় শরীর।
দেবের চরিত্র দেখি হাসে মহাবীর॥
জ্বলন্ত অনল যেন ঘৃত দিলে বাড়ে।
যত অস্ত্র মারে তত তার তেজ বাড়ে॥
জিনিয়া মেঘের শব্দ গরুড় গর্জ্জন।
দেবের চরিত্র দেখি ভাবে মনে মন॥

ইন্দ্র আদি দেবগণ সকলে অবোধ।
না জানিয়া মম সনে করিছে বিরোধ॥
পলকে মারিতে পারি সবে অনায়াসে।
সাধিব আপন কার্য্য কি ফল বিনাশে॥
এত চিন্তি ততক্ষণ বিনতানন্দন।
পাখসাটে ধূলি-পূর্ণ করিল গগন॥
অনিমিষ নয়নে দেখেন দেবগণ।
ধূলায় পূরিল অঙ্গ চিন্তে সর্ব্বজন॥
পুরহুত পুরমাঝে যত রত্ন ছিল।
গরুড়ের পাখ-সাটে সকলি ভাঙ্গিল॥
পবনেরে আজ্ঞা দিল দেব পুরন্দর।
ধূলা উড়াইয়া তুমি ফেলহ সত্বর॥
ইন্দ্রের আজ্ঞায় ধূলা উড়ায় পবন।
পুনঃ আসি গরুড়ে বেড়িল সর্ব্বজন॥
চতুর্দ্দিকে নানা অস্ত্র করে বরিষণ।
দেখিয়া রুষিল বীর বিনতানন্দন॥
পাখসাট মারি কারে নখে বিদারিল।
যে পড়ে সম্মুখে ঠোঁটে চিরিয়া ফেলিল॥
সংঘাতে জর্জ্জর করে সবার শরীর।
মস্তক ভাঙ্গিল-কার' বুক হৈল চির॥
ফেলে চারিদিকে পাখসাটে উড়াইয়া।
যাম্যে যম পূর্ব্বে ইন্দ্র যায় পলাইয়া॥
পশ্চিমে দ্বাদশ রবি পালাইল ডরে।
অশ্বিনীকুমার দোঁহে পলায় উত্তরে॥
পুনঃ আসি যুদ্ধ করে যত দেবগণ।
প্রাণপণে করে যুদ্ধ অমৃত কারণ॥
কামরূপী বিহঙ্গম বলে মহাবল।
অতি ক্রোধে হৈল যেন জ্বলন্ত অনল॥
প্রলয়-অনল যেন দহে সর্ব্বজন।
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল দেবগণ॥
দেবতা তেত্রিশ কোটি জিনিয়া সমরে।
চন্দ্রলোকে উত্তরিল নিমেষ ভিতরে॥
চন্দ্রের নিকটে গিয়া দেখে মহাবল।
চতুর্দ্দিক বেড়িয়াছে জ্বলন্ত অনল॥
অগ্নি দেখি উপায় করিল খগবর।
সুবর্ণের অঙ্গ হৈয়া প্রবেশে ভিতর॥
অগ্নি পার হ'য়ে তবে দেখে খগেশ্বর।
তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার চক্র ভ্রমে নিরন্তর॥
মক্ষিকা পড়িলে তাহে হয় শতখান।
হেন চক্র গরুড় দেখিল বিদ্যমান॥
সূচীর প্রমাণ ছিদ্র ছিল চক্রমাঝ।
ততোধিক ক্ষুদ্র তথা হৈল পক্ষি-রাজ॥
চক্র পার হয়ে তবে বিনতানন্দন।
অমৃত করিল পান আনন্দিত-মন॥
ঢাকিয়া লইল সুধা পাখার ভিতর।
অতিবেগে তথা হৈতে চলিল সত্বর॥
কামরূপী মহাকায় বিনতানন্দন।
সেরূপে যাইতে ইচ্ছা করিল তখন॥
চক্র-অগ্নি লঙ্ঘিয়া আইল খগবর।
এ সব কৌতুক দেখি ক্রোধে চক্রধর॥
শূন্যে আইসেন যথা বিনতানন্দন।
দুইজনে যুদ্ধ হৈল না যায় কথন॥
চতুর্ভুজে চারি অস্ত্রে যুঝে নারায়ণ।
পাখসাটে গরুড় করয়ে নিবারণ॥
আঁচড় কামড় আর মারে পাখসাট।
ক্ষুব্ধ হয় গোবিন্দের হৃদয়-কপাট॥
অনেক হইল যুদ্ধ লিখন না যায়।
তুষ্ট হৈয়া গরুড়ে বলেন দেবরায়॥
তোমার বিক্রমে তুষ্ট হ'লাম খেচর।
মনোনীত মাগ তুমি আমি দিব বর॥
গরুড় বলিল যদি দিবে তুমি বর।
তোমা হৈতে উচ্চেতে বসিব নিরন্তর॥
অজয় অমর হৈব অজিত সংসারে।
বিষ্ণু কন যাহা ইচ্ছা দিলাম তোমারে॥
বর পেয়ে হৃষ্টচিত্তে বলে খগেশ্বর।
আমি বর দিব তুমি মাগ গদাধর॥
গোবিন্দ বলেন তুমি যদি দিবে বর।
আমার বাহন তুমি হও খগেশ্বর॥
গরুড় বলিল মম সত্য অঙ্গীকার।
নিশ্চয় বাহন আমি হইব তোমার॥
উচ্চস্থল দিতে যে আমারে দিলে বর।
শ্রীহরি বলেন বৈস রথের উপর॥

এইমত দোঁহাকারে দোঁহে বর দিয়া।
তথা হৈতে চলে বীর অমৃতে লইয়া ॥
পবন অধিক হয় গরুড়ের গতি।
দৃষ্টিমাত্রে সুরলোকে গেল মহামতি ॥
আছিল পরম ক্রোধে দেব পুরন্দর।
মহাতেজে মারে বজ্র গরুড় উপর ॥
হাসিয়া গরুড় বলে শুন দেবরাজ।
বজ্র অস্ত্র ব্যর্থ হৈলে পাবে বড় লাজ ॥
মুনি-অস্থিজাত অস্ত্র অব্যর্থ সংসারে।
শত বজ্র হৈলে মম কি করিতে পারে ॥
তথাপি মুনির বাক্য করিতে পালন।
একগুটি পাখা দিব বজ্রের-কারণ ॥
এত বলি এক পাখা ঠোঁটে উপাড়িয়া।
ইন্দ্র মারে বজ্র তাতে দিল ফেলাইয়া ॥
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন দেব পুরন্দর।
সবিনয়ে বলে শুন ওহে খগেশ্বর ॥
তোমার চরিত্র দেখি হইলাম প্রীত।
সখ্য করিবারে চাহি তোমার সহিত ॥
গরুড় বলিল যদি ইচ্ছা কর তুমি।
আজি হৈতে হইনু তোমার সখা আমি ॥
ইন্দ্র বলে সখা এক করি নিবেদন।
তোমার তেজের কথা না যায় কথন ॥
কত বল ধর তুমি কহ সত্য করি।
তোমার বিক্রম দেখে তিন লোকে ডরি ॥
ইন্দ্রের বচন শুনি বলে পক্ষিরাজ।
আপনি আপন গুণ কহিবারে লাজ ॥
তুমি সখা জিজ্ঞাসিলে কহিতে যুয়ায়।
আমার বলের কথা শুন দেবরায় ॥
সাগর সহিত ক্ষিতি এক পক্ষে করি।
আর পক্ষে তোমা সহ অমরনগরী ॥
দুই পক্ষে লইয়া উড়িব বায়ুভরে।
শ্রম না হইবে মম সহস্র বৎসরে ॥
শুনিয়া হইল স্তব্ধ দেব পুরন্দর।
ইন্দ্র বলে ইহা সত্য মানি খগেশ্বর ॥
যতেক বলিলে সব সম্ভবে তোমারে।
এক নিবেদন সখা কহি আরবারে ॥
সুধা লৈয়া যাও তুমি কিসের কারণ।
এই অমৃত যে হয় সবার জীবন ॥
গরুড় বলিল মোর মাতা দাসীপণ।
সুধা গেলে হইবেক সকল মোচন ॥
সুধা নিতে বলিল যতেক সর্পগণ।
সেই হেতু লই সুধা সহস্রলোচন ॥
ইন্দ্র বলে হেন কথা যুক্তিযুক্ত নয়।
মহাদুষ্ট নাগগণ সৃষ্টি করে ক্ষয় ॥
তোমার হইলে শত্রু হয়ত' আমার।
শত্রুকে অমৃত দিতে না হয় বিচার ॥
হেন জনে সুধা দিবে কিসের কারণ।
উপায় করিয়া মায়ে করিবে মোচন ॥
জগতের প্রাণ রাখ আমার বচন।
সদয় হইয়া সুধা কর প্রত্যার্পণ ॥
গরুড় বলিল সখা এ নহে বিচার।
মায়ের অগ্রেতে করিলাম অঙ্গীকার ॥
এখনি আনিব সুধা বলিয়াছি বাণী।
হেন সুধা কেমনে ছাড়িব বজ্রপাণি ॥
তবে এক বাক্য সখা করহ বিচার।
তব বাক্য রয় হয় মায়ের উদ্ধার ॥
সুধা ল'য়ে দিব আমি যত সর্পদলে।
সুযোগ বুঝিয়া তুমি হরিবে কৌশলে ॥
পেয়ে সুধা নাহি পাবে দুষ্ট নাগগণ।
লাভে হৈতে জননীর দাসীত্ব মোচন ॥
এই যুক্তি মনে লয় সখা সুরপতি।
শুনি দেবরাজ হৈল হরষিত-অতি ॥
ইন্দ্র বলে তুষ্ট হৈনু তোমার বচনে।
বর ইচ্ছা থাকে যদি মাগ মম স্থানে ॥
গরুড় বলিল আমি কি মাগিব বর।
আমার অসাধ্য কিবা ত্রৈলোক্য ভিতর ॥
তথাপি তোমার বাক্য করিব পালন।
বর দেহ ফণী মোর হইবে ভক্ষণ ॥
কপটেতে দুষ্টগণ মায়ে দুঃখ দিল।
গরুড়েরে বর দান বাসব করিল ॥
বর পেয়ে তথা হৈতে চলে খগেশ্বর।
ছায়ারূপে সঙ্গেতে চলিলা পুরন্দর ॥

পথে যেতে ইন্দ্র জিজ্ঞাসেন ক্ষণে ক্ষণ।
এখন' সুদৃঢ় করি বলহ বচন॥
যথায় রাখিবা সুধা যবে লব আমি।
মোর সহ দ্বন্দ্ব পাছে পুনঃ কর তুমি॥
হাসিয়া গরুড় ইন্দ্রে করিল নির্ভয়।
তথাপি ইন্দ্রের চিত্তে না হয় প্রত্যয়॥
তথা হৈতে চলে বীর তারা যেন খসে।
নাগলোকে গেল বীর চক্ষুর নিমিষে॥
ডাক দিয়া আনিল যতেক নাগগণ।
হের সুধা আনিলাম দেখ সর্ব্বজন॥
আমার মাতার কর দাসীত্ব মোচন।
এত শুনি সব ফণী আনন্দিত মন॥
ফণিগণ বলিলেক নাহি আর দায়।
দাসীত্বে মোচন করিলাম তব মায়॥
এত শুনি হৃষ্টমতি বিনতানন্দন।
নাগগণে ডাকি তবে বলিল বচন॥
স্নান করি এস শুচি হয়ে সর্ব্বজন।
আনন্দিত হৈয়া সুধা করহ ভক্ষণ॥
এই সুধা রাখি দেখ কুশের উপর।
এত বলি সুধা থুয়ে গেল খগেশ্বর॥
গরুড়ের বাক্যে সবে করে স্নানদান।
হেথা সুধা ল'য়ে ইন্দ্র হৈল অন্তর্দ্ধান॥
শুচি হৈয়া আইল যতেক নাগগণ।
সুধা না দেখিয়া হৈল বিরস-বদন॥
জানিল হরিয়া সুধা দেবরাজ নিল।
সবে মেলি সেই কুশ চাটিতে লাগিল॥
তীক্ষ্ণধারে সবার জিহ্বাতে হৈল চির।
সেই হৈতে দুই জিহ্বা হইল ফণীর॥
পবিত্র হইল কুশ সুধা পরশনে।
সকল নিষ্ফল কর্ম্ম কুশের বিহনে॥

নাগরাজার তপস্যা।

সনকাদি মুনি বলে সূতের নন্দন।
শুনিনু গরুড়-কথা অদ্ভুত কথন॥
কদ্রুর হইল এক সহস্র কুমার।
কোন্ কর্ম্ম কৈল কিবা নাম সবাকার॥
সৌতি বলে কতেক কহিব মুনিগণ।
কিছু নাম কহি শ্রেষ্ঠ ফণী যতজন॥
শেষ জ্যেষ্ঠ সহোদর দ্বিতীয় বাসুকি।
ঐরাবত তক্ষক কর্কট পিঙ্গলাক্ষী॥
বামন কালিয় হৈল পূর্ণ ধনঞ্জয়।
প্রাক্ষ অনীল নীল পনস অজয়॥
অসিবর্ণ খড়্গচুর আর্য্যক উগ্রক।
স্বার্থক গোলক রুদ্র বিমন বিতক॥
নহুষ নির্দ্ধর ধৃতরাষ্ট্র অতিশ্রম।
হেনমত নাগ সব মহাপরাক্রম॥
সর্ব্ব হৈতে জ্যেষ্ঠ হয় শেষ বিষধর।
জিতেন্দ্রিয় সুপণ্ডিত ধর্ম্মেতে তৎপর।
দুরাচার ভাই সব দেখি নাগরাজ।
বিশেষ মায়ের শাপ ভাবি হৃদি মাঝ॥
সকল ত্যজিয়া গেল তপ করিবারে।
নানা তীর্থ করি শেষ ভ্রময়ে সংসারে॥
হিমালয়ে আশ্রম করিল নাগবর।
অত্যন্ত কঠোর তপ করে নিরন্তর।
তার তপ দেখি তুষ্ট হৈল প্রজাপতি।
ব্রহ্মা বলে তপ কেন কর ফণিপতি॥
স্ববাঞ্ছিত বর মাগি করহ গ্রহণ।
করযোড়ে শেষ তবে কৈল নিবেদন॥
আমি কি কহিব আর তোমার গোচর।
দুষ্ট দুরাচার মোর সব সহোদর॥
গরুড় আমার ভাই বিনতানন্দন।
তার সহ কোন্দল করয়ে অনুক্ষণ॥
বলেতে সামর্থ কেহ নহে সম তার।
নিষেধ না শুনে কেহ করে অহঙ্কার॥
সদাই কপট কর্ম্ম লোকের হিংসন
অহঙ্কারী কুপথী যতেক ভ্রাতৃগণ॥
সেই হেতু সকলের সংসর্গ ছাড়িয়া।
শরীর ত্যজিব আমি তপস্যা করিয়া॥
পুনঃ যেন সংসর্গ না হয় সবা সনে।
মরিব তপস্যা করি তাহার কারণে॥

বিরিঞ্চি বলেন শেষ না ভাব এমন।
দুষ্টের সংসর্গ তব হইবে মোচন ॥
ধর্ম্মেতে তৎপর তুমি বলে মহাবল।
আপনার তেজে ধর পৃথিবীমণ্ডল ॥
ব্রহ্মার বচনে শেষ পৃথিবী ধরিল।
গরুড় সহিত ব্রহ্মা মৈত্রী করাইল ॥
ব্রহ্মার আজ্ঞায় গিয়া পাতাল ভিতর।
তথা থাকি পৃথিবী ধরিল বিষধর ॥
তুষ্ট হৈয়া ব্রহ্মা তারে কৈল নাগরাজা।
নাগলোকে দেবলোকে সবে করে পূজা ॥
হেনমতে শেষ সব ত্যজি ভ্রাতৃগণে।
একাকী রহিল সেই ব্রহ্মার বচনে ॥
শেষ যদি গেল তবে বাসুকী চিন্তিত।
মায়ের শাপেতে সদা অত্যন্ত দুঃখিত ॥
সব ভ্রাতৃগণে ল'য়ে করেন যুকতি।
মায়ের শাপেতে ভাই না দেখি নিষ্কৃতি ॥
জনকের শাপেতে আছয়ে প্রতিকার।
জননীর শাপে নাহি দেখি যে উদ্ধার ॥
ক্রোধ করি জননী যখন শাপ দিল।
পিতৃ-পিতামহ সবে স্বীকার করিল ॥
জন্মেজয়-যজ্ঞে হবে অবশ্য সংহার।
এখন তাহার ভাই কর প্রতিকার ॥
এতেক বচন যদি বাসুকী বলিল।
যার যেবা যুক্তি আসে কহিতে লাগিল ॥
এক নাগ বলে আমি ব্রাহ্মণ হইব।
জন্মেজয়-যজ্ঞে গিয়া ভিক্ষা মাগি লব ॥
আর নাগ বলে আমি রাজমন্ত্রী হৈয়া।
না দিব করিতে যজ্ঞ মন্ত্রণা করিয়া ॥
আর নাগ বলে কোন্ বিচিত্র সে কথা।
কেমনে করিবে যজ্ঞ খাব' যজ্ঞ-হোতা ॥
নতুবা খাইব সব ব্রাহ্মণ ধরিয়া।
দ্বিজ বিনা যজ্ঞ হবে কেমন করিয়া ॥
আমরা সকলে তবে একত্র হইয়া।
যজ্ঞের সদনে সবে থাকিব বেড়িয়া ॥
যাহারে দেখিব তারে করিব দংশন।
তরেতে করিবে রাজা যজ্ঞ নিবারণ ॥
এতেক বলিল যদি সব নাগগণে।
বাসুকী বলিল নাহি রুচে মম মনে ॥
আমা সবা মারিবারে যে শক্তি ধরিবে।
কাহার শকতি ভাই তাহারে হিংসিবে ॥
মায়ের বচন কভু নহে ত লঙ্ঘন।
যত যুক্তি কৈলে সবে সব অকারণ ॥
মায়ের বচন আর দৈবের লিখন।
অবশ্য হইবে যজ্ঞ না হয় খণ্ডন ॥
পাণ্ডুবংশে জনমেজয় হৈবে উৎপত্তি।
তাঁর যজ্ঞ হিংসিবেক কাহার শকতি ॥
আছয়ে উপায় এক শুন সর্ব্বজন।
সাবধানে শুন সবে ব্রহ্মার বচন ॥
পুত্রগণে যখন জননী শাপ দিল।
নাগগণ তখনি ব্রহ্মারে জিজ্ঞাসিল ॥
হেন শাপ কেহ দেয় আপন নন্দনে।
আর আছে হেন কোন্ এ তিন ভুবনে ॥
ব্রহ্মা বলে মাতৃশাপ পুত্রে নাহি বাধে।
সবে মিলে স্বীকার করিল নাগবধে ॥
ধর্ম্মে অনুগত তাহে যেই নাগ হবে।
জন্মেজয়-যজ্ঞে মাত্র সেই রক্ষা পাবে ॥
আছয়ে উপায় তার শুন নাগগণ।
জটাচার্ব্ব-বংশে জরৎকারু যে নন্দন ॥
তাহার বিবাহ হবে জরৎকারী সনে।
বাসুকীর ভগ্নি সেই বিখ্যাত ভুবনে ॥
জরৎকারী গর্ভে হবে আস্তিক কুমার।
সেই পুত্র নাগকুল করিবে নিস্তার ॥
এইরূপে ব্রহ্মা আজ্ঞা কৈল নাগগণে।
এই সব কথা আমি শুনেছি শ্রবণে ॥
আর যত প্রকার করহ ভাইগণ।
না হইবে সাধ্য কিছু সব অকারণ ॥
সেই জরৎকারী এই ভগিনী আমার।
জরৎকারু বিবাহ করিলে সে নিস্তার ॥
এতেক বলিল এলাপত্র বিষধর।
সাধু সাধু কহি সবে করিল উত্তর ॥
তবেত কতেক দিন সমুদ্র মন্থিল।
মন্দর মন্থন দড়ি বাসুকি হইল ॥

তুষ্ট হইয়া দেবগণ ব্রহ্মারে বলিল।
বাসুকি হইতে সিন্ধু মন্থন হইল॥
মাতৃশাপে বাসুকির দহে কলেবর।
আজ্ঞা কর পিতামহ খণ্ডে যেন ডর॥
ব্রহ্মা বলে জরৎকারী ভগিনী তোমার।
তার পুত্র করিবেক নাগের নিস্তার॥
বাসুকি শুনিয়া হৈল আনন্দিত-মন।
জরৎকারু-জন্য চর কৈল নিয়োজন॥
চরগণে বলেন ডাকিয়া অলক্ষিতে।
জরৎকারু দেখা হৈলে কহিবা ত্বরিতে॥
যাহা জিজ্ঞাসিল সৌতি বলে মুনিগণে।
বাসুকি ভগিনী দিল তাহার কারণে॥

— —

পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ।

সৌতি বলে এইরূপে গেল বহুকাল।
পাণ্ডুবংশে হৈল পরীক্ষিত মহীপাল॥
মহাপুণ্যবান্ রাজা প্রতাপে মিহির।
কৃপাচার্য্য-শিক্ষায় সকল শাস্ত্রে ধীর॥
সত্য দয়া ক্ষমা যজ্ঞ দানে বড় রত।
মৃগয়াতে প্রিয় বনে ভ্রমে অবিরত॥
দৈবে একদিন রাজা বিন্ধিয়া হরিণে।
পলায় হরিণ পাছে ধাইল আপনে॥
পরীক্ষিত-বাণে জীয়ে কাহার জীবন।
পলাইয়া গেল মৃগ দৈব-নিবন্ধন॥
বহু দূরে অরণ্যে পশিল নরবর।
দেখিতে না পায় মৃগ অরণ্যভিতর॥
তৃষ্ণায় আকুল বড় হইল রাজন।
শুনিয়া গভীর শব্দ গহন কানন॥
শব্দ অনুসারে রাজা করিল গমন।
বসিয়াছে একজন দেখিল রাজন্॥
আমি পরীক্ষিৎ বলি বলেন ডাকিয়া।
দেখিলে কি গেল মৃগ কোন্ পথ দিয়া॥
মৌনব্রতে আছে মুনি রাজা নাহি জানে।
উত্তর না পেয়ে রাজা ক্রোধ কৈল মনে॥
একে ত রাজ্যের রাজা দ্বিতীয়ে অতিথি।
উত্তর না দিল মোরে এ দুষ্ট প্রকৃতি॥
এত ভাবি নৃপতি কুপিত হৈল মনে।
মৃত সর্প ছিল দৈবে তার সন্নিধানে॥
ধনুর্হুলে করি সর্প গলে জড়াইল।
অশ্ব আরোহণে রাজা হস্তিনায় গেল॥
ব্রাহ্মণের পুত্র মুনি শৃঙ্গী নাম ধরে।
কৃশ নামে তার সখা বলিল তাহারে॥
কিবা গর্ব্ব কর আপনারে না জানিয়া।
তোর বাপে রাজা দণ্ডে বনে দেখ গিয়া॥
এত শুনি গেল শৃঙ্গী দেখিবারে বাপ।
গলায় দেখিল বেড়া আছে মৃত সাপ॥
ক্রুদ্ধ হৈল শৃঙ্গী যেন জ্বলন্ত অনল।
রাজারে দিলেন শাপ হাতে করি জল॥
আজ হৈতে সাত দিনে পরীক্ষিত নৃপে।
দংশিবে তক্ষক নাগে মম এই শাপে॥
পুত্রের শুনিয়া শাপ দ্বিজে হৈল তাপ।
মৌনভঙ্গে দ্বিজবর করয়ে বিলাপ॥
সন্তান অজ্ঞান তুমি করিলে কি কর্ম্ম।
ক্রোধে তপ নষ্ট হয় প্রবল অধর্ম্ম॥
রাজারে যে দিতে শাপ উচিত না হয়।
রাজার প্রতাপে সব রাজ্য রক্ষা হয়॥
রাজার আশ্রয়ে যজ্ঞ করে দ্বিজগণ।
যজ্ঞ কৈলে বৃষ্টি হয় জন্মে শস্যধন॥
দুষ্ট দৈত্য চোর ভয় রাজার বিহনে।
রাজ্যরক্ষা হেতু ধাতা সৃজিল রাজনে॥
রাজা দশশ্রোত্রিয় সমান বেদে বলে।
হেন নৃপে শাপ দিয়া কুকর্ম্ম করিলে॥
অন্য হেন রাজা নহে রাজা পরীক্ষিৎ।
পিতামহ সম রাজা স্বধর্ম্মে পণ্ডিত॥
ব্রতধারী বলি রাজা আমা নাহি জানে।
ক্ষুধার্ত্ত আইল রাজা আমার সদনে॥
না করিলে গৃহধর্ম্ম, দিলা তারে শাপ।
ক্ষমা করি পুত্র তারে খণ্ড মনস্তাপ॥
এত শুনি বলে শৃঙ্গী বাপের গোচরে।
যে কথা বলিনু পিতা নারি খণ্ডিবারে॥

সহজে বচন মম না হয় খণ্ডন ।
যে শাপ দিলাম ইহা খণ্ডিব কেমন ॥
এত শুনি মুনিবর হইল চিন্তিত ।
নিশ্চয় জানিল মুনি না হয় খণ্ডিত ॥
গৌরমুখ নামে শিষ্য আনিল ডাকিয়া ।
পাঠাইল নৃপ স্থানে সকল কহিয়া ॥
আজ্ঞা পেয়ে গেল বিপ্র হস্তিনানগর ।
প্রবেশ করিল গিয়া যথা নৃপবর ॥
ব্রাহ্মণ বলেন রাজা শুন সাবধানে ।
মৃগয়া কারণ তুমি গিয়াছিলে বনে ॥
যে দ্বিজের গলে জড়াইলে মৃত সাপ ।
অজ্ঞান তাহার পুত্র ক্রোধে দিল শাপ ॥
পুত্র শাপ দিল তাহা পিতা নাহি জানে ।
সে কারণে আমা পাঠাইল তব স্থানে ॥
শুনি হেন প্রীতিবাক্যে পুত্রেরে কহিল ।
কদাচিৎ শাপান্তর করিতে নারিল ॥
সাত দিনে করিবেক তক্ষক দংশন ।
জানিয়া উপায় শীঘ্র করহ রাজন্ ॥
বজ্রাঘাত হয় তার শুনিয়া বচন ।
আপনারে নিন্দা করি বলেন রাজন্ ॥
করিলাম কোন্ কর্ম্ম দুষ্ট কদাচার ।
ব্রাহ্মণের হিংসা কৈনু না করি বিচার ॥
আপন মরণ রাজা নাহি চিন্তে মনে ।
ব্রাহ্মণের তাপ হেতু নিন্দয়ে আপনে ॥
ধ্যানেতে ছিলেন মুনি আগে নাহি জানি ।
যে দণ্ড হইল মম সত্য করি মানি ॥
মুনিরাজে জানাইও আমার বিনয় ।
দৈবে যাহা করে তাহা খণ্ডন না হয় ॥
এত বলি ব্রাহ্মণেরে করিয়া মেলানি ।
মন্ত্রণা করয়ে যত মন্ত্রিগণ আনি ॥
তক্ষক দংশিবে সপ্ত দিবস ভিতরে ।
কি করি উপায় শীঘ্র জানাও আমারে ॥
মন্ত্রিগণ বলে রাজা কর অবধান ।
মঞ্চ এক উচ্চতর করহ নির্ম্মাণ ॥
উচ্চ এক স্তম্ভে মঞ্চ করিল রচন ।
চতুর্দ্দিকে জাগিয়া রহিল মন্ত্রিগণ ॥
সর্পের যতেক মন্ত্র আছয়ে সংসারে ।
চতুর্দ্দিকে রাখিলেন যোজন বিস্তারে ॥
বেদবিজ্ঞ বিপ্র যত সিদ্ধবাক্য যার ।
শত শত চতুর্দ্দিকে রহিল রাজার ॥
তাহে বসি দান ধ্যান করে নৃপবর ।
হরিগুণ শুনে রাজা ধর্ম্মেতে তৎপর ॥

পরীক্ষিতের নিকটে তক্ষকের আগমন ।

সৌতি বলে অবধান কর মুনিগণ ।
এমত উপায় বহু কৈল মন্ত্রিগণ ॥
কাশ্যপ নামেতে মুনি সর্পমন্ত্রে গুণী ।
রাজারে দংশিবে লোকমুখে শুনি ॥
ধন ধর্ম্ম যশ পাব ভাবি দ্বিজবর ।
ত্বরা করি গেল দ্বিজ হস্তিনানগর ॥
তক্ষক আইল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপে ।
বটবৃক্ষতলে দেখা পাইল কাশ্যপে ॥
তক্ষক বলিল দ্বিজ এলে কোথা হ'তে ।
কোথায় গমন তুমি করিছ ত্বরিতে ॥
কাশ্যপ বলিল পরীক্ষিৎ নরবরে ।
তক্ষক বিষধর আজি দংশিবে তাঁরে ॥
সে কারণে যাই আমি রাজার সদনে ।
মন্ত্রবলে আমি রক্ষা করিব রাজনে ॥
তক্ষক বলিল তুমি অবোধ ব্রাহ্মণ ।
কার শক্তি আছে রাখে তক্ষক-দংশন ॥
ফিরি নিজ গৃহে যাও শুন দ্বিজবর ।
অকারণে লজ্জা পাবে সভার ভিতর ॥
কাশ্যপ বলিল আমি গুরুমন্ত্রবলে ।
রক্ষিতে পারিব নৃপে তক্ষক দংশিলে ॥
শুনিয়া তক্ষক ক্রুদ্ধ হৈল অতিশয় ।
আমি ত' তক্ষক বলি দিল পরিচয় ॥
নিবারিতে পার যদি আমার দংশন ।
এই বৃক্ষ দংশি দেখ করহ রক্ষণ ॥
কাশ্যপ বলিল তুমি দংশ তরুবর ।
মন্ত্রবলে রাখি দেখ তোমার গোচর ॥

এতেক কাশ্যপ-বাক্য তক্ষক শুনিয়া।
দংশিলেক তরুবর যায় ভস্ম হৈয়া ॥
লাফ দিয়া ভস্ম মুষ্টি কাশ্যপ ধরিল।
মন্ত্রপড়ি ভস্ম মুষ্টি গর্ত্তেতে ফেলিল ॥
দৃষ্টমাত্র সেইক্ষণে অঙ্কুর হইল।
বাড়িতে লাগিল বৃক্ষ আশ্চর্য্য মানিল ॥
দুই পত্র হ'য়ে হৈল দীর্ঘ তরুবর।
শাখা পত্র পূর্ব্ব মত হইল সুন্দর ॥
দেখিয়া তক্ষক হৈল বিষণ্ন-বদন।
কাশ্যপে চাহিয়া বলে বিনয়-বচন॥
পরম পণ্ডিত তুমি গুণে মহাগুণী।
তোমার চরিত্র লোকে অদ্ভুত কাহিনী ॥
রাখিতে আছয়ে শক্তি দেখিনু তোমার।
কেবল আমার বিষে কৈলে প্রতিকার ॥
আমাকে রাখিতে পার আছয়ে শকতি।
রাখিতে নারিবে পরীক্ষিৎ নরপতি ॥
পূর্ব্বেতে দংশিল তারে ব্রাহ্মণের বিষ।
সেই বিষে ভয় করে দেব জগদীশ ॥
পদাঘাত খাইয়া করিল কৃতাঞ্জলি।
স্তব করিলেন ভয়ে পাছে দেয় গালি ॥
ব্রাহ্মণের গালিতে কলঙ্কী শশধর।
ব্রাহ্মণের গালিতে ভগাঙ্গ পুরন্দর ॥
আর যত লোক আছে দেখ পৃথিবীতে।
হেন জন কে না ডরে বিপ্রের গালিতে ॥
ব্রহ্মশাপে বিরোধ করিতে যদি মন।
তবে তথাকারে তুমি করহ গমন ॥
যশ লভিবারে যদি যাবে দ্বিজবর।
না পারিলে লজ্জা পাবে সভার ভিতর ॥
ধন ইচ্ছা করি যদি যাও তথাকারে।
আমি দিব যাহা নাহি রাজার ভাণ্ডারে ॥
এতেক বচন যদি তক্ষক বলিল।
শুনিয়া কাশ্যপ দ্বিজ মনেতে ভাবিল ॥
ভাল বলে ফণিবর লয় মোর মন।
ব্রহ্মশাপে বিরোধ নাহিক প্রয়োজন ॥
নিশ্চয় জানিনু আয়ু নাহিক রাজার।
চিন্তিয়া তক্ষক-বাক্য করিল স্বীকার ॥

কাশ্যপ বলিল আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
তবে আর কেন যাই পাই যদি ধন ॥
যাইতাম ধন অর্থ যশের কারণে।
ব্রহ্মশাপ বিরোধে হইল ভয় মনে ॥
তুমি যদি দেহ ধন যাইব ফিরিয়া।
এত শুনি ফণি মণি দিলেক ডাকিয়া ॥
যাহার পরশে হয় লৌহাদি কাঞ্চন।
হৃষ্ট হৈয়া ফিরি গেল দরিদ্র ব্রাহ্মণ ॥
বাহুড়ি কাশ্যপ গেল চিন্তে ফণিবর।
পরস্পর কহে লোক শুনিল উত্তর ॥
কেহ বলে ভূপতিরে ব্রহ্মশাপ দিল।
সপ্তম দিবস আজি আসি পূর্ণ হৈল ॥
কেহ বলে রাজা বড় করিল উপায়।
এক স্তম্ভে মঞ্চ করি বসি আছে তায় ॥
কাহার' নাহিক শক্তি যাইতে তথায়।
কেমনে তক্ষক গিয়া দংশিবে রাজায় ॥
নানাবিধ মহৌষধি আছে চারিভিতে।
গুণিগণ শূন্যপথ রোধিল মন্ত্রেতে ॥
পরস্পর এই কথা বলে সর্ব্বজন।
শুনিয়া চিন্তিত চিত্তে কদ্রুর নন্দন ॥
সহচরগণ প্রতি বলিল বচন।
ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি তবে ধর সর্ব্বজন ॥
কেবল যাইতে নাই ব্রাহ্মণের মানা।
ব্রাহ্মণের বেশ এবে ধর-সর্ব্বজনা ॥
ফল ফুলে আশীর্ব্বাদ করিবা রাজারে।
এই ফল-গুটি লৈয়া দিবে তাঁর করে ॥
শীঘ্রগতি না যাইবে যাবে ধীরে ধারে।
চিনিতে না পারে যেন রাজ-অনুচরে ॥
এত বলি ফলমধ্যে করিল আশ্রয়।
শুনিয়া সকল নাগ বিপ্রমূর্ত্তি হয় ॥
সেই ফল নানা পুষ্প হাতে করি নিল।
যথা আছে নরপতি তথায় চলিল ॥
ব্রাহ্মণের রোধ নাহি রাজার দুয়ারে।
ফল ফুলে আশীষ করিল নরবরে ॥
আনন্দে ভূপতি তার পুষ্প-ফল নিল।
ফলে খুঁত দেখি রাজা নখে বিদারিল ॥

ক্ষুদ্র এক কীট তাহে লোহিতবরণ।
কৃষ্ণবর্ণ মুখ তার দেখিল রাজন্ ॥
হেনকালে ভূপতি বলিল মন্ত্রিগণে।
ব্রহ্মশাপে মুক্ত আজি হই সাত দিনে ॥
মুহূর্ত্তেক অস্ত হৈতে আছে দিনমণি।
ব্রহ্মশাপ ব্যর্থ হৈলে অদ্ভুত কাহিনী ॥
এই হেতু শঙ্কা বড় হইতেছে মনে।
অব্যর্থ ব্রাহ্মণ শাপ হইল খণ্ডনে ॥
এই পোকা তক্ষক হউক এইক্ষণ।
আমাকে দংশুক থাক ব্রাহ্মণ বচন ॥
এতেক বলিয়া পোকা মস্তকে রাখিল।
শুনিয়া সকল মন্ত্রী না হ'ক বলিল ॥
হেনমতে রাজা মন্ত্রী করয়ে বিচার।
ততক্ষণে তক্ষক ধরিল নিজাকার ॥
প্রলয়ের মেঘ যেন করয়ে গর্জ্জন।
শব্দ শুনি ভয়েতে পলায় মন্ত্রিগণ ॥
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি সবে হৈল ডর।
জড়াইল লাঙ্গুলে রাজার কলেবর ॥
সহস্রেক ফণা ধরে ছত্রের আকার।
শব্দ করি ব্রহ্মতালু দংশিল রাজার ॥
ভূপতীরে দংশিয়া চলিল অন্তরীক্ষে।
রক্তপদ্ম-আভা তনু দেখে সর্ব্বলোকে ॥
অগ্নিহোত্র ঘৃতে তনু করিল দাহন।
শ্রাদ্ধ শান্তি হৈল তাঁর বিহিত যেমন ॥
মন্ত্রিগণ সহ যুক্তি করি সব প্রজা।
তাঁর পুত্র জন্মেজয়ে কৈল তবে রাজা ॥
বয়সে বালক শিশু বড় বুদ্ধিমন্ত।
পরাক্রমে জন্মেজয় দুষ্টের দুরন্ত ॥
রাজার দেখিয়া গুণ যত মন্ত্রিগণ।
কাশীরাজ কন্যা সহ করিল মিলন ॥
বপুষ্টমা নামে কাশীরাজের নন্দিনী।
নানা রত্নে ভূষিয়া দিলেন-নানা মণি ॥
বিভা করি জন্মেজয় আসে গৃহে লৈয়া।
চিরদিন ক্রীড়া করে আনন্দিত হৈয়া ॥

—

জরৎকারু মুনির জরৎকারী ত্যাগ।

সৌনকাদি মুনি বলে শুন ওহে সূত।
কহিলা সকল কথা শুনিতে অদ্ভুত ॥
জরৎকারু মুনিকে বাসুকি ভগ্নী দিল।
কহ কিরূপেতে আস্তিকের জন্ম হৈল ॥
সৌতি বলে জরৎকারু বিবাহ করিয়া।
পূর্ব্ববৎ বনে ভ্রমে একাকী হইয়া ॥
জরৎকারী ভগিনীকে বাসুকি কহিল।
কহ ভগ্নি মুনি সহ কি কথা হইল ॥
রক্ষণ ভরণ মুনি করে কি তোমার।
সত্য করি কহ তুমি অগ্রেতে আমার ॥
জরৎকারী বলে আমি মুনি নাহি দেখি।
কোথা যায় কোথা থাকে বঞ্চি যে একাকী ॥
এত শুনি বাসুকির বিষণ্ণ বদন।
আর দিনে মুনির পাইল দরশন ॥
বাসুকি বলেন মুনি কর অবধান।
তোমাকে আপন ভগ্নী করিলাম দান ॥
রাখিয়াছিলাম যত্নে তোমার কারণ।
বিবাহ করিয়া তারে করিবে পালন ॥
মুণি বলে মোর চিত্তে বিবাহ না ছিল।
পিতৃগণ দুঃখে বিভা করিতে হইল ॥
গৃহবাস করিতে না লয় মোর মন।
শরীরে না সয় মোর কাহার বচন ॥
তোমার ভগিনী সত্য করুক গোচরে।
কখন না, কোন বাক্য, বলিবে আমারে ॥
যদি বলে ত্যজিব আমার সত্যবাণী।
বাসুকি বলিল সত্য যাহা বল মুনি ॥
মম ভগ্নী করিবে অপ্রিয় যেই দিনে।
নিশ্চয় করিও ত্যাগ তাহারে সে দিনে ॥
তবে ত বাসুকি গৃহ করিয়া নির্ম্মাণ।
রত্নময় গৃহ দিল মণিময় স্থান ॥
জরৎকারী সহ মুনি করিল পয়ান।
কতদিনে নাগিনী করিল ঋতুস্নান ॥
ধরিল নাগিনী গর্ভ মুনির ঔরসে।
শশি সম বাড়ে যেন দিবসে দিবসে ॥

হ সেবা করে কন্যা জানি মুনি-মন।
রযোড়ে সম্মুখেতে থাকে অনুক্ষণ ॥
খন যে আজ্ঞা করে জরৎকারু মুনি।
াজ্ঞামাত্রে সেই কর্ম্ম করয়ে নাগিনী ॥
হনমতে বহু সেবা করে প্রতিদিনে।
বে একদিন দেখি দিবা অবসানে।
রৎকারী-উরুদেশে নিজ শির দিয়া।
দ্রা যান মুনিরাজ অচৈতন্য হৈয়া ॥
দ্রাগত মুনি হৈল সন্ধ্যার সময়।
খিয়া নাগিনী মনে ভাবিলেক ভয় ॥
স্ত গেল দিনকর সন্ধ্যা যায় বৈয়া।
ডাকিলে ক্রোধ মোরে করিবে জাগিয়া ॥
দ্রাভঙ্গ হৈলে পাছে ক্রোধ করে মুনি।
হৈল পরম চিন্তা এত সব গণি ॥
াহা করে করিবেক পরে মুনিরাজ।
ন্ধ্যা ধর্ম্ম না করিলে হইবে অকাজ ॥
বহেলে যেই দ্বিজ সন্ধ্যা নাহি করে।
শ মহাপাপ জন্মে তাহার শরীরে ॥
ত ভাবি জরৎকারী বলিল ডাকিয়া।
ঠ সন্ধ্যা কর প্রভু সন্ধ্যা যায় বৈয়া ॥
দ্রাভঙ্গ হৈল মুনি উঠে মহাকোপে।
াহিতলোচন মুখ অধরোষ্ঠ কাঁপে ॥
মান্য করিলে মোরে করি অহঙ্কার।
ই দোষে তোর মুখ না দেখিব আর ॥
রৎকারী বলে প্রভু মোর নাহি দোষ।
বুঝিয়া কেন মোরে কর অভিরোষ ॥
ন্ধ্যা বহি যায় প্রভু সূর্য্য যায় অস্ত।
ন্ধ্যাহীন যত পাপ জানহ সমস্ত ॥
কারণে নিদ্রাভঙ্গ করিনু তোমার।
বে ত্যাগ কর মোরে করিয়া বিচার ॥
নি বলে নাগিনী বলিস না বুঝিয়া।
আমি সন্ধ্যা না করিলে যাবে কি বহিয়া ॥
রে ওরে সন্ধ্যা তোর কেমন বিচার।
মারে না বলিয়া যাও বড় অহঙ্কার ॥
ন্ধ্যা বলে মুনিরাজ না করিহ ক্রোধ।
ইত যে আছি আমি তব উপরোধ ॥

মুনি বলে নাগিনী শুনিলি নিজ কাণে।
অবজ্ঞা করিলি মোরে সাধারণ জ্ঞানে ॥
নিশ্চয় ত্যজিয়া তোরে যাই আমি বন।
পুনরপি না দেখিব তোমার বদন ॥
মুনির নির্ঘাত বাক্য শুনিয়া সুন্দরী।
কান্দিতে কান্দিতে কহে চরণেতে ধরি ॥
না জানিয়া করিলাম প্রভু অপরাধ।
এবার ক্ষমহ মোরে করহ প্রসাদ ॥
ভাই সব শুনি মোরে করিবে বিনাশ।
তোমারে দিলেন ভাই বড় করি আশ ॥
মাতৃশাপে ভ্রাতৃমনে বড় ছিল ভয়।
তোমায় আমারে দিয়া খণ্ডিল সংশয় ॥
তোমার ঔরসে যেই হইবে নন্দন।
তাহা হৈতে রক্ষা পাবে মোর ভ্রাতৃগণ ॥
বংশ না হইতে তুমি যাহ যে ছাড়িয়া।
ভ্রাতৃগণে প্রবোধিব কি বোল বলিয়া ॥
নিশ্চয় ছাড়িয়া যদি যাবে তুমি মোরে।
শরীর ত্যজিব আমি তোমার গোচরে ॥
এত শুনি সদয় হইল মুনিবর।
আশ্বাসিয়া কন্যার উদরে দিল কর ॥
অস্তি অস্তি বলিয়া বুলায় গর্ভে হাত।
এই গর্ভে আছে পুত্র নাগকুলনাথ ॥
এই গর্ভে আছে যেই পুরুষ রতন।
তোমার আমার কুল করিবে রক্ষণ ॥
চিন্তা ছাড়ি যাহ প্রিয়ে নিজ ভ্রাতৃগৃহে।
ভ্রাতৃগণে প্রবোধিবে যেন দুঃখী নহে ॥
বলিলাম বাক্য মোর কভু মিথ্যা নয়।
ত্যজিলাম তোমারে যে জানিও নিশ্চয় ॥

আস্তিকের জন্ম।

ত্যজিয়া কন্যার পাশ, মুনি গেলা বনবাস,
নাগিনী রাখিয়া একাকিনী।
অশ্রুজলপূর্ণ মুখে, করাঘাত হানি বুকে,
ভ্রাতৃস্থানে চলিল নাগিনী ॥
ক্রন্দন করয়ে স্বসা, মুখে নাহি আসে ভাষা
দেখিয়া বাসুকি চমকিত।

আশ্বাসিয়া নাগরাজ,স্বসাকে জিজ্ঞাসে কাজ,
কান্দ কেন হইয়া দুঃখিত ॥
ভ্রাতার বচন শুনি, কহে গদগদ বাণী,
আপনার যত বিবরণ ॥
অবধান কর ভাই, কিছু মোর দোষ নাই,
মুনিরাজ ছাড়ি গেল বন ॥
নির্ঘাত সদৃশ বাণী, ভগিনীর বাক্য শুনি,
নাগ হৈল বিষণ্ণ বদন ।
পূর্ব্বেতে মায়ের শাপে,সর্ব্বদা শরীর কাঁপে,
অতি শীঘ্র জিজ্ঞাসে কারণ ॥
বলহ ভগিনী মোরে,জিজ্ঞাসিতে লজ্জা করে,
আপনি জানহ সব কথা ।
মাতৃশাপে ভ্রাতৃগণে, বড় ভয় ছিল মনে,
উপায় করিয়া দিল ধাতা ॥
মুনিবীর্য্যে গর্ভে তব, যেই পুত্রের উদ্ভব,
নাগকুল করিবে সে ত্রাণ ।
তাহার কারণ তোরে, চিরদিন রাখি ঘরে,
জরৎকারে করিলাম দান ॥
না হইতে বংশধর, চলিলেন মুনিবর,
মাতৃশাপে সদা চিন্তা মন ।
জরৎকারী কহে শুনি,যে যুক্তি বলিয়া মুনি,
কাননেতে করিল গমন ॥
তোমার যতেক ভ্রাতৃ, আমার যতেক পিতৃ,
দুই কুল করিবে উদ্ধার ।
এতেক বলিয়া মোরে, মুনি গেল দেশান্তরে,
নিবারিয়া ক্রন্দন আমার ॥
ত্যজ ভাই মনস্তাপ, চিন্তা নাই মাতৃশাপ,
কভু নহে মিথ্যা কহে মুনি ।
জরৎকার ইহা ব'লে, কাননে গেলেন চলে,
আনন্দে নাচয়ে সব ফণী ॥
উল্লাসিত নাগরাজা, ভগিনীকে করে পূজা,
নানা রত্নে করিল ভূষিত ।
দিব্যবস্ত্র অলঙ্কার, বহু ভক্ষ্য উপহার,
সেবায় করিল নিয়োজিত ॥
তবে ভুজঙ্গমপতি, বলে জরৎকারী প্রতি,
কহ তুমি ইহার কারণ ।
কহ সত্য জরৎকারী, কি দোষতোমার হেরি
মুনিরাজ ছাড়ি গেল বন ॥
আমি তাঁরে ভাল জানি, বড় উগ্র সেই মুনি,
বিনা দোষে ত্যজিয়াছে তোমা ।
তথাপি কি দেখি দোষ,করিলেক এত রোষ,
একা গৃহে ছাড়ি গেল রমা ॥
জরৎকারী বলে ভাই, শুন তবে বলি তাই,
আজিকার দিন অবসানে ।
শির দিয়া মোর উরে, নিদ্রা গেল মুনিবরে,
অস্ত গেল তপন গগনে ॥
সন্ধ্যাভঙ্গ হয় মুনি, মনে আমি ভয় গণি,
জাগরণে পাছে-ক্রোধ করে ।
সন্ধ্যাহীন যেই দ্বিজ, সর্প হেন হীনবীজ,
এ কারণে জাগালাম তাঁরে ॥
জাগি রক্তমুখ কোপে, দেখিয়া হৃদয় কাঁপে,
বলে মোরে অবজ্ঞা করিলি ।
আমি সন্ধ্যা না করিতে, সন্ধ্যা যাবে কোন
মতে, সন্ধ্যারে ডাকিল ইহা বলি ॥
সন্ধ্যা মনে ভয় পাই, বলে আমি নাহি যাই,
আছি যে তোমার উপরোধে ।
সন্ধ্যার বচন শুনি, ত্যাগ করি গেল মুনি,
এই মাত্র মম অপরাধে ॥
মুনির বচন শুনি, বিস্ময় মানিল ফণী,
ভগিনীকে তোষে মৃদুভাষে ।
যদ্যপি গিয়াছে দ্বিজ, দুঃখ না ভাবিও নিজ,
থাক গৃহে পরম সন্তোষে ॥
সহস্রেক সহোদর, আর যত অনুচর,
সহস্রেক বধূর সহিত ।
সেবিবে তোমার পায়, সর্ব্বদা ঈশ্বরীপ্রায়,
মোর গৃহে থাক গো সতত ॥
এত বলি ফণিবর, ডাকি সব সহোদর,
নিয়োজিল তাঁহার সেবনে ।
হেনমতে জরৎকারী, সর্ব্ব দুঃখ পরিহরি,
রহিলেন ভ্রাতার সদনে ॥
গর্ভ বাড়ে দিবানিশি, শুক্লপক্ষে যেন শশী
প্রসবিল কালের সংযোগে ।

পরম সুন্দর কায়,   শিশু পূর্ণশশী প্রায়,
দেখি আনন্দিত সব নাগে ॥
রূপে গুণে অনুপম,   আস্তিক থুইল নাম,
গর্ভকালে কহি গেল পিতা ।
শৈশব হইতে সুত,   সকল গুণেতে যুত,
বেদ-বিদ্যা-ব্রতে পারগতা ॥
আস্তিকের জন্মকথা,   অপূর্ব্ব ভারতীগাথা,
শুনিলে অধর্ম্ম হয় নাশ ।
কমলাকান্তের সুত,   হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

উপমন্যু ও আরুনির উপাখ্যান ।

সৌতি বলে অপূর্ব্ব শুনহ মুনিগণ ।
কহিব বিচিত্র কথা পুরাণ-বচন ॥
অবন্তীনগরে দ্বিজ নাম সান্দীপন ।
তাঁর স্থানে শিশ্যগণ করে অধ্যয়ন ॥
এক শিষ্যে দ্বিজ গাভী কৈল সমর্পণ ।
গুরু-আজ্ঞাক্রমে তারে করেন রক্ষণ ॥
কত দিনে কহে গুরু কহ শিষ্যবর ।
বড় পুষ্ট দেখি যে তোমার কলেবর ॥
কিবা খাও কোথা পাও কহ সত্যবাণী ।
শুনিয়া বলেন শিষ্য করি যোড়পাণি ॥
গাভীগণ-দোহনান্তে পিয়ে বৎসগণ ।
পশ্চাতে যে খাই আমি করিয়া দোহন ॥
গুরু বলে এতদিনে সব জানা গেল ।
এই হেতু বৎসগণ দুর্ব্বল হইল ॥
আর কভু না করিও তুমি হেন কাজ ।
গাভী দুহি খাও তুমি মুখে নাহি লাজ ॥
গুরু-আজ্ঞা শুনি দ্বিজ গেল গাভী লৈয়া ।
কত দিনে পুনঃ তারে কহিল ডাকিয়া ॥
উচিত কহিতে শিষ্য না হইও রুষ্ট ।
পুনশ্চ তোমারে দেখি বড় হৃষ্টপুষ্ট ॥
গাভীদুগ্ধ পুনঃ বুঝি কর তুমি পান ।
শিষ্য কহে গোসাঞি করহ অবধান ॥
যেই হৈতে তুমি মোরে করিলে বারণ ।
ভিক্ষা করি নিত্য করি উদর পূরণ ॥
গুরু বলে ভিক্ষা করি পূরাও উদরে ।
এবে ভিক্ষা করি সব আনি দেহ মোরে ॥
এত শুনি গাভী লৈয়া গেল দ্বিজবর ।
পুনঃ জিজ্ঞাসিল কত দিবস অন্তর ॥
কহ শিষ্য বড় পুষ্ট দেখি তব কায় ।
কি খাইয়া রহিয়াছ কহিবে আমায় ॥
শিষ্য কহে গাভী রাখি অরণ্য ভিতর ।
রক্ষক রাখিয়া আমি যাই যে নগর ॥
দিবসেতে যত ভিক্ষা দিই তব ঘরে ।
সন্ধ্যাতে মাগিয়া ভিক্ষা ভরি যে উদরে ॥
হাসিয়া বলিল গুরু এ কোন বিচার ।
শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা রাত্রে তুমি কর আপনার ॥
রাত্রি দিবা যত পাও আনি দিবে মোরে ।
এত শুনি গাভী লৈয়া গেল বনান্তরে ॥
ক্ষুধায় আকুল আত্মা ভ্রমে বনে বন ।
অর্কের কমল পত্র করয়ে ভক্ষণ ॥
বড়ই দুর্ব্বল হৈল শীর্ণ হৈল কায় ।
দেখিতে না পায় তবু গোধন চরায় ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখ দৈবের লিখন ।
নিরুদক-কূপমধ্যে পড়িল ব্রাহ্মণ ॥
সমস্ত দিবস গেল হৈল সন্ধ্যাকাল ।
গৃহেতে আইল সবে গোধনের পাল ॥
শিষ্য না দেখিয়া গুরু দুঃখিত অন্তর ।
অন্বেষণে গেল দ্বিজ অরণ্য ভিতর ॥
কোথা গেল উপমন্যু ডাকে দ্বিজবর ।
উপমন্যু বলে আমি কূপের ভিতর ॥
গুরু বলে উপমন্যু পড়িলে কিমতে ।
উপমন্যু বলে চক্ষে না পাই দেখিতে ॥
অর্কপত্র খাইয়া নয়ন অন্ধ হৈল ।
শুনিয়া আচার্য্য তবে উপদেশ কৈল ॥
দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমার দুইজন ।
শীঘ্র কর দ্বিজবর তাঁদিগে স্মরণ ॥
এত শুনি দ্বিজ বহু স্তবন করিল ।
ততক্ষণে দুই চক্ষু নির্ম্মল হইল ॥
কূপ হৈতে উঠিয়া ধরিল গুরুপদ ।
সন্তুষ্ট হইয়া গুরু কৈল আশীর্ব্বাদ ॥

আজ্ঞা পেয়ে গেল দ্বিজ পরম আহ্লাদে।
সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞাত হৈল গুরু-আশীর্ব্বাদে ॥
ধান্যক্ষেত্রের জল যায় বাহির হইয়া।
যত্ন করি আলি বান্ধি জল রাখ গিয়া ॥
জল সব যায় গুরু পাছে ক্রোধ করে।
আপনি শুইল দ্বিজ বান্ধের উপরে ॥
সমস্ত দিবস গেল হইল রজনী।
না আইল শিষ্য, দ্বিজ চলিল আপনি ॥
ক্ষেত্রমধ্যে গিয়া ডাক দিল দ্বিজবর।
শিষ্য বলে শুয়ে আছি আলির উপর ॥
বহু যত্ন করিলাম না রহে বন্ধন।
আপনি শুইনু বান্ধে তাহার কারণ ॥
শুনিয়া বলিল গুরু আইস উঠিয়া।
শীঘ্র আসি গুরুপদে প্রণমিল গিয়া ॥
আশীষ করিয়া গুরু করিল কল্যাণ।
চারি বেদ ষট্‌শাস্ত্রে হোক তব জ্ঞান ॥
এত বলি বিদায় করিল দ্বিজবর।
প্রণাম করিয়া শিষ্য গেল নিজ ঘর ॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান।
কাশীরাম দাস কহে ভব-পরিত্রাণ ॥

উতঙ্কের উপাখ্যান।

উতঙ্ক তৃতীয় শিষ্য পড়ে গুরুস্থানে।
কতদিনে যায় গুরু যজ্ঞ-নিমন্ত্রণে ॥
উতঙ্কে বলিল গুরু থাক তুমি ঘরে।
কিছু নষ্ট নাহি হয় থাকিবে গোচরে ॥
এত বলি গেল দ্বিজ যথা যজ্ঞস্থান।
কতদিনে গুরুপত্নী কৈল ঋতুস্নান ॥
উতঙ্কে ডাকিয়া তবে ব্রাহ্মণী কহিল।
তোমারে সমর্পি গৃহ তব গুরু গেল ॥
কোন' দ্রব্য নষ্ট যেন নহে কদাচন।
ঋতু নষ্ট হয় তুমি করহ রক্ষণ ॥
শুনিয়া বিস্ময়চিত্ত হইল উতঙ্ক।
উদ্বিগ্ন বসিয়া ভাবে হৃদয়ে আতঙ্ক ॥
কি করিব কি হইবে ইহার উপায়।
গৃহরক্ষা হেতু গুরু রাখিল আমায় ॥
ঋতুরক্ষাকর্ম্ম এই না হয় আমার।
পরদার মহাপাপ তাহে গুরুদার ॥
এত চিন্তে ব্রাহ্মণীরে না দিল উত্তর।
ব্রাহ্মণ আইল কত দিবস অন্তর ॥
উতঙ্কের তাপ ব্রাহ্মণীর মনে জাগে।
একান্তে ব্রাহ্মণী কহে ব্রাহ্মণের আগে ॥
দিবে গুরুদক্ষিণা উতঙ্ক যেইক্ষণে।
পাঠাইবে তাহাকে আমার সন্নিধানে ॥
তবে দ্বিজ জানিল সকল বিবরণ।
তুষ্ট হয়ে উতঙ্কে বলিল ততক্ষণ ॥
যাহ দ্বিজ সর্ব্বশাস্ত্রে হও তুমি জ্ঞাত।
শুনিয়া উতঙ্ক কহে করি যোড়কর ॥
আজ্ঞা কর গোঁসাই দক্ষিণা কিছু দিব।
গুরু বলে আমি ত তোমারে না মাগিব ॥
যদি দিবা, দেহ গুরুপত্নী যাহা মাগে।
এত শুনি গেল দ্বিজ গুরুপত্নী আগে ॥
দক্ষিণা যাচয়ে দ্বিজ করি যোড়পাণি।
হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে বলিল ব্রাহ্মণী ॥
পৌষ্য নৃপতির স্ত্রীর শ্রবণ কুণ্ডল।
আনি দিলে পাই তব দক্ষিণা সকল ॥
সপ্তদিন ভিতরে আনিয়া দিবা মোরে।
না আনিলে দিব শাপ কহিলাম তোরে ॥
এত শুনি উতঙ্ক গুরুরে নিবেদিল।
যাও হে নির্ব্বিঘ্নে দ্বিজ গুরু আজ্ঞা দিল ॥
গুরুকে প্রণাম করি উতঙ্ক চলিল।
কতদূর পথে এক বৃষভ দেখিল ॥
পুরীষ ত্যজিয়া বৃষ আছে দাঁড়াইয়া।
উতঙ্কে দেখিয়া বৃষ বলিল ডাকিয়া ॥
হের দেখ মল মোর উতঙ্ক ব্রাহ্মণ।
হইবে তোমার প্রিয় করহ ভক্ষণ ॥
উতঙ্ক বলিল হেন নহে কদাচন।
অসম্মান পথে প্রিয় নাহি প্রয়োজন ॥
বৃষ বলে অসম্মান নহে দ্বিজবর।
তোমার গুরুর দিব্য খাও এ গোবর ॥
গুরুদিব্য শুনি দ্বিজ ভাবিল বিস্তর।
গোবর ভক্ষণ করি চলিল সত্বর ॥

তথা হৈতে চলি গেল পৌষ্য নৃপবর।
মাগিল কুণ্ডল যুগ্ম ভূপতি-গোচর।
নৃপ পাঠাইল দ্বিজে রাণীর সদনে।
কর্ণ হৈতে কুণ্ডল দিলেন ততক্ষণে॥
কর্ণ হৈতে কুণ্ডল.কাটিয়া দিল রাণী।
পাইয়া কুণ্ডল, চলি গেল দ্বিজমণি॥
যেইক্ষণে দ্বিজ হাতে কুণ্ডল পাইল।
সেইক্ষণে তক্ষক তাহার সঙ্গ নিল॥
পরশ করিতে দ্বিজে নাহিক শকতি।
পাছে পাছে ধায় ধরি সন্ন্যাসী মূরতি॥
কত পথে উতঙ্ক দেখিয়া সরোবর।
স্নান হেতু নামে বস্ত্র থুইয়া উপর॥
বসন ভিতরে দ্বিজ কুণ্ডল থুইল।
ছিদ্র পেয়ে তক্ষক কুণ্ডল হরি নিল॥
উতঙ্ক দেখয়ে থাকি জলের ভিতরে।
সন্ন্যাসী কুণ্ডল লৈয়া পশিল বিবরে॥
উপায় না দেখি মুনি বিষাদিত মন।
নখেতে বিবর দ্বার করয়ে খনন॥
এ সকল বৃত্তান্ত জানিল পুরন্দর।
ব্রাহ্মণের দুঃখে দুঃখী হইল অন্তর॥
সেই দণ্ডে নিজ বজ্র কৈল নিয়োজন।
বিবরের দ্বার মুক্ত হৈল ততক্ষণ॥
পাতালে উতঙ্ক গিয়া প্রবেশ করিল।
ভ্রমিল অনেক স্থানে অনেক দেখিল॥
চন্দ্র সূর্য্য গতায়াত গ্রহ তারাগণ।
মাস বর্ষ ষড়ঋতু সবার সদন॥
অনেক ভ্রমিল দ্বিজ পাতাল ভিতরে।
না দেখিল সন্ন্যাসীরে গেল কোথাকারে॥
হেনকালে অশ্বরূপে বলে বৈশ্বানর।
হে উতঙ্ক ব্রাহ্মণ, আমার বাক্য ধর॥
গুরুজ্ঞানে মোরে তুমি করহ বিশ্বাস।
শ্রেয় হবে মোর গুহ্যে করহ বাতাস॥
গুরুনাম শুনি দ্বিজ বিলম্ব না কৈল।
কিছু না পাইয়া মুখে গুহ্যে ফুক দিল॥
গুহ্যে ফুক দিতে ধূম বাহিরায় মুখে।
ধূম-ময় সকল করিল নাগলোকে॥

প্রলয়ের প্রায় হৈল ঘোর অন্ধকার।
বিস্মিত হইয়া নাগ করিল বিচার॥
বাসুকি প্রভৃতি যত শ্রেষ্ঠ নাগগণ।
কি হেতু হইল ধূম জিজ্ঞাসে কারণ॥
চরমুখে বৃত্তান্ত পাইল ততক্ষণ।
তক্ষকে আনিয়া বহু করিল গর্জ্জন॥
দেহ শীঘ্র কুণ্ডল ব্রাহ্মণ হোক সুখী।
এত বলি দ্বিজে তুষ্ট করিল বাসুকি॥
কুণ্ডল পাইয়া দ্বিজ গেল অশ্বস্থানে।
পৃষ্ঠে করি অশ্ব লৈয়া থুইল ব্রাহ্মণে॥
সপ্তদিন পূর্ণে আসি গুরুর গৃহেতে।
দেখে গুরুপত্নী ক্রোধে আছে জল-হাতে॥
মুখেতে নির্গত হৈতে ছিল ব্রজবাণী।
হেনকালে উতঙ্ক দিলেন যুগ্মমণি॥
কুণ্ডল পাইয়া হৃষ্ট ব্রাহ্মণী হইল।
উতঙ্ক সকল কথা গুরুকে কহিল॥
গুরু প্রদক্ষিণ করি করিল গমন।
যথা রাজা জন্মেজয় চলিল ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা করিল বন্দন।
জিজ্ঞাসিল মুনিবরে কেন আগমন॥
দ্বিজ বলে নৃপতি করহ কোন কর্ম্ম।
পিতৃবৈরী না মারিলে নহে পুত্রধর্ম্ম॥
চণ্ডাল তক্ষক নাগ বড় দুরাচার।
দংশিল তোমার বাপে বিখ্যাত সংসার॥
তাহার উচিত রাজা করিতে যুয়ায়।
সর্পকুল বিনাশিতে করহ উপায়॥
উতঙ্ক-বচন শুনি রাজা জন্মেজয়।
মন্ত্রিগণে জিজ্ঞাসিল মানিয়া বিস্ময়॥
কহ সত্য মন্ত্রীগণ ইহার কারণ।
তক্ষক দংশনে হৈল পিতার মরণ॥
ব্রহ্মশাপে মরিলেন পিতা হেন জানি।
তক্ষক এমন কৈল কভু নাহি শুনি॥
রাজার এমত বাক্য শুনি মন্ত্রীগণ।
কহিতে লাগিল-তবে কথা পুরাতন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে সাধু সদা করে পান॥

জনমেজয়ের যজ্ঞের মন্ত্রণা।

মন্ত্রিগণ বলে রাজা কর অবধান।
প্রতাপে তোমার বাপ পাণ্ডব সমান॥
মৃগয়া করিতে রাজা ভ্রমে বনে বন।
একদিন হৈল তথা দৈব-নির্ব্বন্ধন॥
বিন্ধিয়া হরিণ রাজা পাছে পাছে ধায়।
আচম্বিতে দ্বিজ এক দেখিল তথায়॥
ক্ষুধায় আকুল রাজা জিজ্ঞাসিল তাঁরে।
মৌনী ছিল, কিছু নাহি বলিল রাজারে॥
ক্রোধে মৃতসাপ তাঁর গলে জড়াইল।
কিছু না বলিল মুনি রাজা ঘরে গেল॥
শৃঙ্গী নামে ঋষিপুত্র দিল শাপবাণী।
সপ্তম দিবসে নৃপে দংশিবেক ফণী॥
পুত্র শাপ দিল পিতা দুঃখিত হইয়া।
রাজারে জানায় তবে দূত পাঠাইয়া॥
বার্ত্তা পেয়ে করিলেন নৃপতি উপায়।
সপ্তম-দিবস-কথা কহি শুন রায়॥
কাশ্যপ নামেতে মুনি সর্ব্বমন্ত্রে গুণী।
রাজারে দংশিবে সর্প লোকমুখে শুনি।
বাঁচাইতে এসেছিল হস্তিনা-নগরে।
পথে দেখা পাইল তক্ষক বিষধরে॥
নিজ নিজ গুণ পরীক্ষিতে দুইজনে।
ভস্ম হ'য়ে গেল বৃক্ষ তক্ষক-দংশনে॥
পুনরপি কশ্যপ মন্ত্রবলে রাখিল।
সে কারণে ধন তারে ফণীবর দিল॥
ধন পেয়ে দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাহুড়িল।
কপটে তক্ষক আসি দংশন করিল॥
এত শুনি নৃপ জিজ্ঞাসিল আরবার।
সত্য কহ, শুনিয়া করিব প্রতিকার॥
কাশ্যপে তক্ষকে কথা হইল যখন।
এ সকল বার্ত্তা শুনিলেক কোনজন॥
মন্ত্রীগণ বলে সর্প যে বৃক্ষ দংশিল।
কাষ্ঠ হেতু সেই বৃক্ষে একজন ছিল॥
বৃক্ষের সহিত সেই ভস্ম হৈয়া গেল।
পুনরপি বৃক্ষ সহ জীবন লভিল॥
আশ্চর্য্য শুনিনু যত কাশ্যপের কথা।
মন্ত্রবলে রাখিতে পারিত মোর পিতা॥
দারুণ তক্ষক সর্প তারে ফিরাইল।
তক্ষক আমার বৈরী এবে জানা গেল॥
বিপ্রের বচনে আসি করিল দংশন।
কাশ্যপেরে ফিরাইল কিসের কারণ॥
ধন দিয়া করে লোকে পর উপকার।
মোর বাপে ধন দিয়া করিল সংহার॥
পুনরপি রাজা কহে শুন মন্ত্রীগণ।
সত্য কহিলেক যত উতঙ্ক ব্রাহ্মণ॥
উতঙ্কের প্রিয় আর মম পিতৃকর্ম্ম।
ধ্বংসিব নাগের কুল এই মোর ধর্ম্ম॥
এতেক বলিয়া রাজা আনি পুরোহিত।
আর যত দ্বিজগণ আনিল ত্বরিত॥
সবারে কহিল রাজা নিজ প্রয়োজন।
মোর পিতৃবৈরী আছে যত সর্পগণ॥
সর্প বিনাশিতে চেষ্টা হইল আমার।
সবংশে সকল নাগ করিব সংহার॥
বিষজালে যেমন পুড়িল মোর বাপ।
সেইরূপ অগ্নিতে পোড়াও সব সাপ॥
বিপ্রগণ বলে রাজা আছয়ে উপায়।
সর্প সংহারিতে যজ্ঞ কর কুরুরায়॥
তোমার নামেতে মন্ত্র আছে বেদমতে।
তোমা বিনা শক্তি নাহি অন্যের করিতে॥
এত শুনি নরপতি আনন্দিত মন।
আজ্ঞা দিল মন্ত্রিগণে যজ্ঞের কারণ॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা যত মন্ত্রীগণ।
যজ্ঞের যতেক দ্রব্য আনিল তখন॥
পত্রেতে লিখিল দ্রব্য বলে মন্ত্রীগণে।
দেশ-দেশান্তরে হৈতে আসে সর্ব্বজনে॥
সঙ্কল্প করিল রাজা শাস্ত্রের বিধান।
শিল্পকারে যজ্ঞস্থান করিল নির্ম্মাণ॥
যজ্ঞকুণ্ড করিল সে শিল্পী বিচক্ষণ।
রাজারে ভবিষ্য কথা কৈল নিবেদন॥
দেখিলাম রাজা যজ্ঞ পূর্ণ না হইবে।
ব্রাহ্মণ হইতে তব সব বিঘ্ন হবে॥

শুনি নরপতি তবে বলেন দ্বারীগণে।
যজ্ঞকালে আসিতে না দিবে কোনজনে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

—— ——

জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ।

ঘৃত বস্ত্র যব ধান্য কাষ্ঠ রাশি রাশি।
আনাইল যজ্ঞ হেতু কত দ্বিজ ঋষি ॥
হোতা চণ্ড ভার্গব নামেতে দ্বিজবর।
সদাচার ব্রতী দ্বিজ আইল বিস্তর ॥
ঋষি সে নারদ ব্যাস মার্কণ্ড পিঙ্গল।
উদ্দালক সহ আইল সে দেবল ॥
বিপ্রগণ বেদমন্ত্রে জ্বালিল অনল।
লইয়া নাগের নাম যুজ্ঞকুণ্ডে তুলে ॥
পর্ব্বতপ্রমাণ অগ্নি দেখে লাগে ভয়।
মন্ত্রবলে আসি কুণ্ডে সবে ভস্ম হয় ॥
কেহ অশ্ব-উষ্ট্র প্রায় কেহ হস্তী প্রায়।
কেহ কৃষ্ণবর্ণ কেহ শুক্লবর্ণ কায় ॥
জলমধ্যে গর্ত্তমধ্যে কোটরে প্রবেশে।
যজ্ঞস্থানে টানি আনে বান্ধি মন্ত্রপাশে ॥
একশত দুইশত পঞ্চশত শির।
পর্ব্বত জিনিয়া কার' বিপুল শরীর ॥
মস্তকে লাঙ্গুল শিরে জিহ্বা লড়বড়ি।
কাতর হইয়া কেহ যায় গড়াগড়ি ॥
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে হইয়া ব্যাকুল।
মহানন্দে গর্জ্জি সবে পড়য়ে অনল ॥
দুর্গন্ধ হইল যত পূরিল সংসার।
অদ্ভুত দেখিয়া সবে হইল চমৎকার ॥
যখন প্রতিজ্ঞা করিলেন জন্মেজয়ে।
ইন্দ্রস্থানে তক্ষক শরণ নিল ভয়ে ॥
কহিল বৃত্তান্ত যত যজ্ঞের কারণ।
জন্মেজয় যজ্ঞ করে সর্পের নিধন ॥
প্রাণভয়ে শরণ লইল সুরেশ্বরে।
শুনিয়া অভয় তারে দিল পুরন্দরে ॥
নির্ভয় হইয়া তথা তক্ষক রহিল।
এখানে নাগের কুল উৎপন্ন হইল ॥
যজ্ঞে ভস্ম হয় যত নাগের সমাজ।
চমকিত হইল বাসুকি নাগরাজ ॥
ভয়েতে কম্পিত তনু মূর্চ্ছা ঘনে ঘন।
ভগিনীরে ত্বরিতে করিল নিবেদন ॥
ভ্রাতারে আকুল দেখি কান্দয়ে নাগিনী।
পুত্রেরে ডাকিয়া কহে সকরুণ বাণী ॥
ভ্রাতৃগণে আমার হইল মাতৃশাপ।
সেই হেতু আমারে পাইল তোর বাপ ॥
মম ভ্রাতৃগণ হয় মাতুল তোমার।
এ মহাপ্রলয়ে প্রাণ রাখহ সবার ॥
আস্তিক বলিল মাতা কান্দ কি কারণ।
যে আজ্ঞা করিবা তাহা করিব এখন ॥
জরৎকারী বলে যজ্ঞ করে জন্মেজয়।
মন্ত্রবলে সকল ভুজঙ্গ করে ক্ষয় ॥
মরিছে মাতুলবংশ করহ উদ্ধার।
তোমা বিনা ত্রিভুবনে কেহ নাহি আর ॥
আস্তিক বলিল মাতা না কর বিষাদ।
এখনি খণ্ডিব আমি নাগের প্রমাদ ॥
বাসুকিরে বল তুমি হইতে নির্ভয়।
এখনি করিব ত্রাণ নাহিক সংশয় ॥
মাতুলে নির্ভয় করি চলিল ত্বরিত।
জন্মেজয় যজ্ঞস্থানে হৈল উপনীত ॥
প্রবেশ করিতে দ্বারী নাহি দেয় তারে।
ক্রোধেতে আস্তিক কহে কম্পে ওষ্ঠাধরে ॥
ব্রাহ্মণ হেলন কর মূঢ় দুরাচার।
নাহি জান এই হেতু হইবে সংহার ॥
আস্তিকের ক্রোধ দেখি দ্বারী কম্পবান্।
দ্বার ছাড়ি প্রণমিল হ'য়ে সাবধান ॥
তথা হৈতে আস্তিক গেলেন যজ্ঞস্থান।
বেদধ্বনি করি সভা কৈল কম্পমান্ ॥
সভার ব্রাহ্মণগণে করিল বন্দন।
নৃপতিরে বলে তবে আশীষ বচন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশীরাম কহে সাধু পিয়ে কর্ণ ভরি ॥

যজ্ঞস্থানে আস্তিকের গমন।

গাইল আস্তিক মুনি, করি মহা বেদধ্বনি,
নৃপতিরে করিল কল্যাণ।
ধন্য যত চন্দ্রবংশ, হেন পুত্র অবতংশ,
ক্ষত্রমধ্যে না দেখি সমান॥
দেখেছি শুনেছি কত, যজ্ঞ হৈল শত শত,
কারে দিব ইহার তুলনা।
যজ্ঞ কৈল ইন্দ্র যম, কুবের বরুণ সোম,
আর যত না যায় গণনা॥
যুধিষ্ঠির পাণ্ডুপতি, বাসুদেব মহামতি,
শ্বেতবাহু নহুষ যযাতি।
মান্ধাতা মরুৎ ভূপ, নানা যুগে প্রতিরূপ,
দক্ষিণ সগর দাশরথি॥
ইক্ষ্বাকু ভরতাত্মজ, রাজা শিবি শিখিধ্বজ,
নানা যজ্ঞ করিল বহুল।
কেহ শত, কেহ ত্রিশ,কেহ ষষ্টি, কেহ বিশ,
এক যজ্ঞ নহে সমতুল॥
পুত্র সহ ব্যাস ঋষি, যাহার সভায় আসি,
যজ্ঞ হেতু শিষ্যগণ লৈয়া।
সাক্ষাৎ হইয়া যায়, বৈশ্বানর হবি খায়,
শিখা যায় প্রদক্ষিণ হৈয়া॥
ধন্য শ্রীজনমেজয়, নাহি হবে নাহি হয়,
তুলনা নাহিক ভূমণ্ডল।
ধর্ম্মে যেন যুধিষ্ঠির, ধনুর্ব্বেদে মহাবীর,
কীর্ত্তি ভগীরথ সমতুল॥
তেজে সূর্য্যপ্রভাসম, রূপে কামদেব যেন,
ব্রতাচারী ভীষ্মের সমান।
ধর্ম্মেতে বাল্মীকি মুনি, ক্ষমাতে বশিষ্ঠ গণি,
বিভবেতে যেন মরুত্বান্॥
আস্তিক-বচন শুনি, জন্মেজয় নৃপমণি,
মন্ত্রিগণে ব'লেন বচন॥
বালক দ্বিজের সুত, কথা কহে বৃদ্ধমত,
যত যত পূর্ব্ব পুরাতন॥
যাহা মাগে দিব আমি, গো অশ্ব কাঞ্চনভূমি,
এ দ্বিজের পূরাইব আশ।
মাগ শিশু যেই মনে, মনোনীত মম স্থানে,
এত বলি করিল আশ্বাস॥
এত শুনি হোতাগণে, বলিল রাজার স্থানে,
নহে এই দানের সময়।
যজ্ঞ পূর্ণ নাহি করি, তক্ষক সে পিতৃ-বৈরী,
যাবৎ না অনলে ভস্ম হয়॥
শুনি রাজা বলে দ্বিজে,রাখিয়াছ কোনকাজে,
অদ্যপি সে তক্ষক ভীষণ।
দ্বিজ বলে নৃপমণি, তক্ষক দারুণ ফণী,
দেবরাজে ল'য়েছে শরণ॥
শুনি তবে মহাকোপে, দশনে অধর চাপে,
বলিল যতেক দ্বিজগণে।
ইন্দ্র রাখে মোর অরি,তারে আনিসঙ্গেকরি,
তক্ষকেও লও হুতাশনে॥
মম বৈরী রাখি ধরি, ইন্দ্র লবে বাহাদুরী,
সহনে না যায় স্পর্দ্ধা এত।
আন সবে মন্ত্রবলে, ভস্ম কর যজ্ঞানলে,
নাশ শীঘ্র পিতৃ বৈরী যত॥
ভূপতির আজ্ঞা পেয়ে, শ্রুবদণ্ড হাতে ল'য়ে,
দ্বিজগণ মন্ত্র উচ্চারিল।
বিপ্রের মন্ত্রের তেজে, রথে চড়ি দেবরাজে,
নাগগণ সঙ্গেতে চলিল॥
অপ্সরী অপ্সর যত, বাদ্যগীতে হৈয়া রত,
মন্ত্রপাশে হইয়া বদ্ধিত।
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
কাশীরাম দাস বিরচিত॥

আস্তিক কর্ত্তৃক সর্প যজ্ঞ বিঘ্ন।

সূর্য্যমণ্ডলেতে শুনি নৃত্য গীত-নাদ।
যত যজ্ঞহোতাগণ গণিল প্রমাদ॥
ভূপতির ক্রোধেতে করিনু কোন্ কাজ।
সর্ব্বনাশ হৈল আজি মরে দেবরাজ॥
এত চিন্তি হোতাগণ করিল বিচার।
ইন্দ্র ত্যজি তক্ষকে আকর্ষে আরবার॥

তক্ষক-প্রত্যয়ে ইন্দ্র উত্তরিয়ে ভরি।
অনুগত-রক্ষা-হেতু আছে কাছে করি॥
রাখিতে নারিল ইন্দ্র করিয়া যতন।
ইন্দ্র হৈতে ছাড়াইল মন্ত্রের বন্ধন॥
আইসে তক্ষক নাগ করিয়া গর্জ্জন।
সঘনে নিশ্বাস ঘোর করিয়া ক্রন্দন॥
মূর্ত্তিমান্ বায়ু যেন ফিরয়ে আকাশে।
অবশ হইয়া নাগ অন্তরীক্ষে আসে॥
মাতুল অনলে পোড়ে আস্তিক জানিল।
অন্তরীক্ষে তিষ্ঠ বলি আস্তিক বলিল॥
শূন্যেতে রহিল সর্প আস্তিকের বোলে।
তক্ষক সঘনে কাঁপে ব্রহ্মমন্ত্র-বলে॥
আস্তিক বলিল রাজা হও কৃপাবান্।
আজ্ঞা কর ভূপতি মাগি যে আমি দান॥
রাজা বলে দ্বিজ শিশু বৈসহ সভায়।
যা মাগিবে দিব আমি বলেছি তোমায়॥
যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিব তক্ষক পামর।
এইমাত্র মুহূর্ত্তেক বিলম্ব আমার॥
আস্তিক বলিল যদি তক্ষকে পোড়াবে।
তবে কিবা মোরে তুমি আর দান দিবে॥
আয়ুশেষে যমে নিল তোমার জনকে।
অকারণে অপরাধী করহ তক্ষকে॥
অসংখ্য ভুজঙ্গগণ করিলে সংহার।
অহিংসক জনে মার না কর বিচার॥
দ্বিতীয় ইন্দ্রের সভা দেখি যে তোমার।
নিষেধ না করে কেহ জীবের সংহার॥
আস্তিক বলিল যদি এতেক বচন।
রাজারে বলিল তবে যত সভাজন॥
আপনি বলিল ব্যাস ডাকিয়া রাজারে।
প্রবোধ করহ মহারাজ ব্রাহ্মণেরে॥
নিবৃত্ত করহ যজ্ঞ সবে বলে ডাকি।
ব্রাহ্মণ-বালকে রাজা না কর অসুখী॥
নিবর্ত্ত নিবর্ত্ত বলি হৈল মহাধ্বনি।
নিষেধ করিল যজ্ঞ ভূপতি আপনি॥
শুনিয়া বাসুকি নাগ হৈল আনন্দিত।
নাগলোকে আনন্দ হইল অপ্রমিত॥
যে কিছু আছিল নাগ একত্র হইয়া।
পূজা কৈল আস্তিকেরে বহু রত্ন দিয়া॥
পুনঃ জন্মদাতা তুমি নাহিক সংশয়।
বর দিব মাগ তুমি যেই মনে লয়॥
আস্তিক বলিল যদি সবে দিবে বর।
এই বর মাগি আমি সবার গোচর॥
প্রাতঃ সন্ধ্যাকালে যেই মোর নাম লবে।
নাগগণ হ'তে তার ভয় না রহিবে॥
আমার চরিত্র যেই করিবে শ্রবণ।
নাগ হৈতে কভু ভীত নহিবে সে জন॥
এ সব নিয়ম যেই করিবে লঙ্ঘন।
সত্য কহি তবে তার নিশ্চয় মরণ॥
ফাটিবেক শির যেন শিরিসের ফল।
আস্তিকের বাক্য যেই করিবে নিস্ফল॥
বর দান করিলাম বলে নাগগণে।
নিকটে না যাব কেহ তোমার স্মরণে॥
আদিপর্ব্ব ভারতের নাগ উপাখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

জনমেজয়ের ধর্ম্ম হিংসা।

সৌতি বলে তবে পরীক্ষিতের নন্দন।
ডাকিয়া আনিল যত পাত্র-মিত্রগণ॥
সবারে বলয়ে রাজা করিয়া বিলাপ।
দূর না হইল মম হৃদয়ের তাপ॥
আপনার চিত্তে আমি করিনু বিচার।
দ্বিজ বিনা শত্রু মোর কেহ নাহি আর॥
ধর্ম্মশীল তাত মোর জগতে বিখ্যাত।
বিনা অপরাধে শাপ দিলেন নির্ঘাত॥
পিতৃবৈরী বিনাশিতে বহু চেষ্টা ছিল।
তাহে পুনঃ দ্বিজ আসি বাধক হইল॥
শাপেতে মরিল পরীক্ষিত নরবর।
মারিতে রাখিল পুনঃ তক্ষক পামর॥
মোর রাজ্যে বসিয়া এতেক অহঙ্কার।
দ্বিজের কুরীতি অঙ্গে সহ্য নহে আর॥

কোধানলে মোর অঙ্গ হইছে দহন।
মনে হয় সব মারিব ব্রাহ্মণ॥
পূর্ব্বে কার্ত্তবীর্য্য করিলেক দ্বিজ-ধ্বংস।
উদর চিরিয়া মারিলেন ভৃগুবংশ॥
এইমত দ্বিজ সব করিব সংহার।
হউক এই সত্য বচন আমার॥
নৃপতির বাক্য শুনি সবে স্তব্ধ হৈল।
যত পাত্র-মিত্রগণ উত্তর না দিল॥
রাজা বলে কেহ কেন না দাও উত্তর।
মন্ত্রিগণ বলে শুন ওহে নরবর॥
বিষম বুঝিয়া বাক্য না আসে মুখেতে।
কে দিবেক যুক্তি রাজা বিপ্র বিনাশিতে॥
ছিলা যে কার্ত্তবীর্য্য মারিল ব্রাহ্মণ।
তার সমুচিত দণ্ড বিখ্যাত ভুবন॥
সেই ভৃগুকুলে জাত রাম ভগবান্।
ক্ষত্রিয়-শোণিতে ক্ষিতি করাইল স্নান॥
ক্ষত্র বলি পৃথিবীতে না রহিল আর।
ব্রাহ্মণ-ঔরসে পুনঃ হইল সঞ্চার॥
বচনে সৃজন করে বচনে পালন।
নিমেষেতে করে ভস্ম যাঁহার নয়ন॥
অগ্নি সূর্য্য কালসর্পে আছে প্রতিকার।
ব্রাহ্মণের ক্রোধে রাজা নাহিক নিস্তার॥
এক যুক্তি বুদ্ধিতে আইসে নৃপবর।
উপায় করিয়া বিপ্র-বীর্য্য হানি কর॥
কুশোদকে বিপ্রের পবিত্র হয় অঙ্গ।
কুশ বিনা হইবেক কর্ম্ম লণ্ড ভণ্ড॥
হীনতেজ হবে দ্বিজ হ'য়ে কর্ম্মহীন।
পশ্চাতে হইবে দগ্ধ ধর্ম্মে হৈলে ক্ষীণ॥
রাজা বলে ভাল যুক্তি কৈলে সর্ব্বজন।
এমতে নাশিব দ্বিজ নিল মম মন॥
এত বলি নরপতি দূতগণে আনে।
আজ্ঞা করি ডাকিয়া আনিল কোড়াগণে॥
সব কোড়াগণে কহে চতুর্দ্দিকে যাও।
পৃথিবীর যত কুশ খুদিয়া ফেলাও॥
ব্রাহ্মণগণ বলে রাজা এ নহে বিচার।
না নষ্ট করে কুশ বলিবে সংসার॥

না খুদিলে মরিবেক করিব উপায়।
ঘৃত দুগ্ধ গুড় মধু আনি দেহ তায়॥
এই সব দ্রব্য ঢালিবেক কুশ মূলে।
স্বাদে পিপীলিকা গিয়া খাইবে সকলে॥
পিপীলিকা কুশ মূল কাটিয়া ফেলিবে।
কার্য্যসিদ্ধি হবে হিংসা কেহ না জানিবে॥
শুনিয়া নৃপতি আজ্ঞা দিল ততক্ষণ।
চারিভিতে চলিল যতেক দূতগণ॥
রাজ্যে রাজ্যে বার্ত্তা কৈল যত অনুচরে।
মারিল সকল কুশ দেশ-দেশান্তরে॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ॥
কহে কাশীরাম দাস গদাধরাগ্রজ।

জনমেজয়ের নিকটে ব্যাসের আগমন।

কুশ না মিলিল দ্বিজ হৈল চমৎকার।
স্থানে স্থানে বসি সবে করেন বিচার॥
এইমত করিল জানিল ব্যাসমুনি।
নৃপতিরে বুঝাবারে চলিল আপনি॥
ব্যাসে দেখি আনন্দিত জন্মেজয় রাজা।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁরে করে বহু পূজা॥
আনন্দিত ব্যাসমুনি বসিয়া আসনে।
নৃপতিরে জিজ্ঞাসিল মধুর বচনে॥
বদরিকাশ্রমে শুনিলাম সমাচার।
ব্রাহ্মণ-হিংসন কর কিমত বিচার॥
সর্ব্বধর্ম্মে বিজ্ঞ তুমি পণ্ডিত সুজন।
তবে কেন হেন কর্ম্মে প্রবর্ত্তিলা মন॥
যাঁর ক্রোধে যদুকুল হইল বিধ্বংস।
যাঁর ক্রোধে নষ্ট হয় সগরের বংশ॥
যাঁর ক্রোধে অনল হইল সর্ব্বভক্ষ্য।
যাঁর ক্রোধে ভগাঙ্গ হইল সহস্রাক্ষ॥
পূর্ব্বেতে যতেক তব পিতামহগণ।
যাঁরে সেবি বিজয়ী হইল ত্রিভুবন॥
হেন জন সহ হিংসা কর কি কারণ।
শুনিয়া বলিল রাজা নিজ নিবেদন॥

বিনা অপরাধে বাপে কৈল ভস্মরাশি ।
পিতৃবৈরী মারিতে বাধক হৈল আসি ॥
এই হেতু ক্রোধ মনে হতেছে আমার ।
নিজ দুঃখ নিবেদিনু অগ্রেতে তোমার ॥
ব্যাসদেব বলে ধৈর্য্য ধর নরপতি ।
ক্রোধে ধর্ম্ম নাশ করে বিনাশে বিভূতি ॥
ব্রাহ্মণেরে ক্রোধ রাজা কর অকারণ ।
ভবিতব্য খণ্ডন না হয় কদাচন ॥
তোমার পিতার জন্ম হইল যখন ।
গণিয়া কহিল যত শাস্ত্রবিদ্ জন ॥
নানা যজ্ঞ ধর্ম্ম করিবেন অপ্রমিত ।
ভুজঙ্গ দংশনে মৃত্যু হইবে নিশ্চিত ॥
আমার বচনে স্থির হও গুণাধার ।
পিতা হেতু দুঃখ চিন্তা না করিহ আর ॥
কে খণ্ডাতে পারে রাজা দৈবের নির্ব্বন্ধ ।
না বুঝিয়া করিতেছ বিপ্র সহ দ্বন্দ্ব ॥
ব্যাসের মুখেতে রাজা শুনিয়া বচন ।
ভাবিয়া ত কুশ-হিংসা কৈল নিবারণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্ ॥

জনমেজয়ের অশ্বমেধ যজ্ঞারম্ভ ।

রাজা বলে অকারণে করিলাম এত ।
কোটি অহিংসক সর্প করিলাম হত ॥
এ পাপ নরক হৈতে নাহিক নিস্তার ।
কহ মুনি ইহাতে কিমতে হ'ব পার ॥
জ্ঞাতিবধ করি পূর্ব্বে পিতামহগণ ।
অশ্বমেধ করি পাপে হইল মোচন ॥
আমিও করিব সেই বাজিমেধ যজ্ঞ ।
শুনি নিষেধিল ব্যাস সকল-শাস্ত্রজ্ঞ ॥
পারিব না জানি সবে, নিষেধ করিলে ।
নিশ্চয় করিব যজ্ঞ, এই কলিকালে ॥
মুনি বলে ক্ষম তুমি সকল কর্ম্মেতে ।
বাজিমেধ নহে রাজা এ কলিযুগেতে ॥

মাংসশ্রাদ্ধ সন্ন্যাস গোমেধ অশ্বমেধ ।
দেবর হইতে পুত্র কলিতে নিষেধ ॥
অবশ্য করিব যজ্ঞ বলে মহারাজ ।
মোর বিঘ্ন করিতে কে আছে ক্ষিতিমাঝ ॥
মুনি বলে করহ যে তব মনে লয় ।
কিমতে কহিব আমি বেদে নাহি কয় ॥
এত বলি মুনিরাজ হৈল অন্তর্দ্ধান ।
ভূপতি কহিল তবে যজ্ঞের বিধান ॥
যজ্ঞ-অশ্ব নিয়োজিল সেনাপতিগণ ।
বহুদেশ-দেশান্তর করিল ভ্রমণ ॥
সম্পূর্ণ বৎসর অশ্ব পৃথিবী ভ্রমিল ।
যত রাজগণ বলে জিনিয়া আনিল ॥
যত মুনি দ্বিজগণ ছিল ভূমণ্ডলে ।
নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল যজ্ঞস্থলে ॥
বপুষ্টমা রাণী সহ আছে নৃপবর ।
অসিপত্র ব্রত আচরিয়া সংবৎসর ॥
হইল বৎসর পূর্ণ চৈত্র পূর্ণিমাতে ।
কাটিয়া তুরঙ্গ রাজা ফেলিল অগ্নিতে ॥
দ্বিজগণ বেদশব্দে পূরিল গগন ।
শূন্যমণ্ডলেতে থাকি দেখে দেবগণ ॥
অশ্বমেধ পূর্ণ হয় কলিযুগ মাঝ ।
বেদনিন্দা ভয়েতে কম্পিত দেবরাজ ॥
কাটামুণ্ড অশ্বের যে আছিল বিশেষ ।
মায়াবলে ইন্দ্র তাহে করিল প্রবেশ ॥
সভামধ্যে নৃত্য করে তুরঙ্গের মুণ্ড ।
দেখিয়া আশ্চর্য্য বড় হৈল সভাখণ্ড ॥
রাণীসহ ভূপতি আছয়ে সভামাঝে ।
নাচে মুণ্ড সভামাঝে পাইলেক লাজ ॥
যতেক সভার লোক অধোমুখ হৈল ।
ব্রাহ্মণ কুমার এক হাসিয়া উঠিল ॥
পুনঃ পুনঃ তালি মারে হাসে খল খল ।
দেখিয়া হইল রাজা জ্বলন্ত অনল ॥
রাজার সম্মুখে ছিল খড়্গ খরশান ।
দ্বিজপুত্রে কাটিয়া করিল দুই খান ॥
হাহাকার শব্দ হৈল যজ্ঞের শালায় ।
চতুর্দ্দিকে দ্বিজগণ পলাইয়া যায় ॥

ব্রহ্মঘাতী মহাপাপী এই দুরাচার।
দেখিলে হইবে পাপ বদন ইহার ॥
যতদূর পর্য্যন্ত ইহার অধিকার।
ততদূর দ্বিজের বসতি নহে আর ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ নাম করিয়া আনিল।
ব্রাহ্মণের মাংস খায় এবে জানা গেল ॥
দাও ফেলি এর দ্রব্য যে আছ যথায়।
এত বলি সভা ছাড়ি দ্বিজগণ যায় ॥
ব্রাহ্মণঘাতীর মুখ দেখা অনুচিত।
রাজগণ যথা তথা গেল চতুর্ভিত ॥
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র ছিল যত জন।
সবে গেল একা মাত্র রহিল রাজন্ ॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশীরাম দাস কহে তরিবে সংসার ॥

জনমেজয়কে ভারত শ্রবণে ব্যাসের উপদেশ।

অন্তর্য্যামী সর্ব্বজ্ঞ শ্রীপরাশর মুনি।
বর্ণনা না যায় যিনি অপ্রমিত গুণী ॥
সত্যবতী হৃদয়ানন্দন মুনি ব্যাস।
যাঁর মুখচন্দ্রে তিন ভুবন প্রকাশ ॥
কনক-পিঙ্গল-জটা-বিরাজিত শির।
কৃষ্ণঅঙ্গ শোভে যেন তরিতে মুনির ॥
অম্বর সম্বরি যে ভারত রাখি কাঁখে।
দক্ষিণ বামেতে পাছে মুনি লাখে লাখে ॥
জানিয়া রাজার কষ্ট সদয় হৃদয়।
উপনীত সেখানে যেখানে জনমেজয় ॥
অধোমুখে আছে রাজা হ'য়ে শোকাবেশ।
ব্যাস দেখি লজ্জাবান হইল বিশেষ ॥
মুনি বলে অভিমান ত্যজ নরপতি।
বাক্য না শুনিয়া তব হইল এ গতি ॥
ব্যাসের বচনে রাজা পাইয়া আশ্বাস।
চরণে পড়িয়া কহে গদগদ ভাষ ॥
নিন্দিত আমার মত নাহি এ সংসারে।
তোমার বচন নাহি শুনি অহঙ্কারে ॥
তার সমুচিত ফল শীঘ্র পাইলাম।
দুস্তর নরকসিন্ধু মধ্যে পড়িলাম ॥
কৃপা করি মুনিরাজ পড়িনু চরণে।
তোমাবিনা তারে মোরে নাহি অন্যজনে ॥
ত্যজিল আমারে ভ্রাতা মন্ত্রী যত জন।
ত্যজিল যতেক দ্বিজ পুরোহিতগণ ॥
পাপী ব'লে কেহ মোর নিকটে না আসে।
আপনি আইলা কৃপা করি স্নেহবশে ॥
আজ্ঞা কর মুনিরাজ কি করি এখন।
পাপসিন্ধু হৈতে মোরে করহ তারণ ॥
মুনি বলে চিত্তে দুঃখ না ভাবিহ আর।
হইবে নিষ্পাপ ধর বচন আমার ॥
ব্রহ্মবধ আদি পাপ সব হবে ক্ষয়।
অশ্বমেধ ফল পাবে নাহিক সংশয় ॥
এক লক্ষ শ্লোক মহাভারত কাহিনী।
শুচি হ'য়ে একমনে শুন নৃপমণি ॥
পাপ তাপ খণ্ডিবেক নাহিক সংশয়।
আমার বচনে যদি করহ প্রত্যয় ॥
কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রাতপ বান্ধহ উপর।
তার তলে ভারত শুনহ নৃপবর ॥
মহাভারতের কথা কীর্ত্তন করিতে।
কৃষ্ণবর্ণ ত্যজি শুক্ল হইবে নিশ্চিতে ॥
মহাপুণ্য যত কথা সর্ব্বশাস্ত্র সার।
করহ শ্রবন মুক্ত হবে নরবর ॥
এত শুনি জন্মেজয় আনন্দ-হৃদয়।
ধরিল মুনির পায় করিয়া বিনয় ॥
কৃপা করি যদি মোরে কহ এইমত।
আপনি শুনাও মোরে শ্রীমহাভারত ॥
মুনি বলে ভারতের কথন বিস্তার।
কহিবারে অবসর নাহিক আমার ॥
মুনিশ্রেষ্ঠ শিষ্যশ্রেষ্ঠ এই তপোধন।
ভারতে আমার সম শ্রীবৈশম্পায়ন ॥
ইনি শুনাইবেন মহাভারত আখ্যান।
যে আজ্ঞা বলিয়া রাজা করেন সম্মান ॥
এত বলি মুনিরাজ গেলা নিজ স্থান।
শ্রীবৈশম্পায়নে বলে বর্ণিতে পুরাণ ॥

শৌনকাদি মুনি সূতপুত্রে জিজ্ঞাসিল।
আস্তিকের উপাখ্যান সকল কহিল ॥
কশ্যপাদি মুনি ছিল যজ্ঞের সদনে।
কেন্ কোন্ প্রসঙ্গ করিল সেই স্থানে ॥
কোন হেতু আমার প্রপিতামহগণ।
ভাই ভাই যুদ্ধ করি হইল নিধন ॥
আপনি আছিলে তুমি সে সব সময়।
তবে কেন বিবাদে হইল সব ক্ষয় ॥
ব্যাস বলিলেন তাহা কহিতে বিস্তার।
শুনিবারে ইচ্ছা যদি হইল তোমার ॥
দেখহ আমার শিষ্য শ্রীবৈশম্পায়ান।
এ সব কথায় ইনি বড় বিচক্ষণ ॥
যাহা জিজ্ঞাসিবে তাহে কহিবে সকল।
এত বলি গেলা ব্যাস আপনার স্থল ॥
তবে শ্রীজনমেজয় ব্যাসের বচনে।
কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রাতপ করে ততক্ষণে ॥
তার তলে বসি রাজা সহ মন্ত্রীগণ।
চারি জাতি নগরের শ্রেষ্ঠ যতজন ॥
নানা রত্ন দিয়া মুনিরাজে কৈল পূজা।
বিনয়-বচনে পুছে জিজ্ঞাসিল রাজা ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥
তবে শ্রীজনমেজয় মুনিরে লইয়া।
জিজ্ঞাসিল পুণ্যকথা বিনয় করিয়া ॥
জগতে বিখ্যাত যে বৈশম্পায়ন মুনি।
কহিতে লাগিল তত্ত্ব ভারত কাহিনী ॥
প্রথমে বন্দিল গুরু ব্যাস মহামুনি।
যাঁহার রচিত গ্রন্থ ভারত-কাহিনী ॥
খণ্ডয়ে অশেষ পাপ যাহার শ্রবণে।
সকল যজ্ঞের ফল পায় ততক্ষণে ॥
বৈশ্য শূদ্র শুনিলে খণ্ডয়ে সব দুঃখ।
অপুত্রক শুনিলে দেখয়ে পুত্রমুখ ॥
রাজভয়, শত্রুভয়, পথিভয়, আদি।
বিবিধ দুর্গতি খণ্ডে আর যত বিধি ॥
মোক্ষশাস্ত্র বলি যেই ব্যাসের রচিত।
সম্পূর্ণ সকল রসে করিল বর্ণিত ॥
ইহার শ্রবণে যত সুখ লভে নর।
তার সম ফল নাহি স্বর্গের উপর ॥
ইহলোকে আয়ুর্যশ অন্তে স্বর্গে যায়।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ পায় ॥

মহাভারত-কথারম্ভ।

সৌতি বলে শুন সবে অদ্ভুত কথন।
যজ্ঞস্থানে ব্যাস মুনি আইল যখন ॥
ব্যাস দেখি আনন্দিত জন্মেজয় রাজা।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁরে করিলেন পূজা ॥
আমারে বলহ মুনি ইহার কারণ।
চিরদিন শুনিতে উৎসুক মম মন ॥
শুচি হৈয়া মন দিয়া যে জন শুনয়।
ব্যাসের বচন ইথে নাহিক সংশয় ॥
এক লক্ষ শ্লোকে এই ভারত নির্ম্মাণ।
নানা ধর্ম্ম পরিপূর্ণ বিচিত্র আখ্যান ॥
হরি হরি শব্দ করি শুন একচিতে।
প্রথমেতে সবাকার রক্ষা যেই মতে ॥
পৃথিবীর মধ্যে ক্ষত্র হইল অপার।
মহামত্ত হৈয়া সবে করে কদাচার ॥
লোকহিংসা সহিতে না পারি জনার্দ্দন।
ভৃগুবংশে অবতার হ'লেন তখন ॥
করেতে কুঠার জমদগ্নির কুমার।
নিঃক্ষত্র করিল ক্ষিতি তিন সপ্তবার ॥
ক্ষত্র বলি ক্ষিতিমধ্যে না রাখিল নাম।
মারিল দুগ্ধের শিশু ক্ষত্র যার নাম ॥
ব্রাহ্মণেরে রাজ্য দিয়া গেল তপোধন।
বিপ্রগৃহে প্রবেশিল ক্ষত্রিয়-স্ত্রীগণ ॥
রাজকর্ম্মে বিপ্রগণে সম্ভব না হয়।
ক্ষত্রগর্ভে বিপ্রজাত হইল তনয় ॥
ক্ষত্র-স্ত্রীতে বিপ্রবীর্য্যে হইল কুমার।
পুনঃ ক্ষিতিমধ্যে হৈল ক্ষত্রিয় প্রচার ॥
নিষ্পাপ হইল সবে পরম ধার্ম্মিক।
ধর্ম্মেতে বাড়িল বংশ হইল অধিক ॥

ধর্ম্মেতে করিল সবে প্রজার পালন।
রাজ্যেতে নাহিক আর অকাল মরণ॥
নিজ নিজ বৃত্তিতে করেন সবে কর্ম্ম।
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের যে ধর্ম্ম॥
পাপের প্রসঙ্গ নাহি ধর্ম্মেতে তৎপর।
সাগর অবধি ক্ষিতি পূর্ণ হৈল নর॥
স্বর্গের বৈভবপূর্ণ হৈল ক্ষিতিমাঝ।
রাজগণ হইল দ্বিতীয় দেবরাজ॥
এত দেখি যতেক দানব দৈত্যগণ।
দেব হৈতে পরাভব হইল যখন॥
সুখভোগস্থান ক্ষিতি দেখি মনোরম।
ভোগের কারণে নিল মনুষ্য-জনম॥
জন্মিয়া পৃথিবী মধ্যে হইল প্রবল।
তপ, জপ, যজ্ঞ, দান হিংসিল সকল॥
হিংসকের ভার ধরা সহিতে না পারে।
দণ্ডবৎ করে গিয়া ব্রহ্মার গোচরে॥
ক্ষিতির রোদন দেখি দেব প্রজাপতি।
জানিয়া সকল তত্ত্ব সান্ত্বাইল ক্ষিতি॥
না কর ক্রন্দন তুমি স্থির কর মন।
উপায়ে তোমার কার্য্য করিব সাধন॥
তোমার কারণে আমি সব দেবগণে।
নররূপে জন্মাইব অসুর-নিধনে॥
এত বলি পৃথিবীকে করিল মেলানি।
দেবগণ লৈয়া যুক্তি করে পদ্মযোনি॥
প্রবল অসুরগণে হৈল ক্ষিতিভার।
হরি বিনা কার শক্তি করিতে সংহার॥
চল সবে ইহা জানাইব নারায়ণে।
এত বলি ব্রহ্মা সহ যত দেবগণে॥
ঊর্দ্ধবাহু করি স্তুতি করে প্রজাপতি।
কৃপা কর নারায়ণ অনাথের গতি॥
সর্ব্বভূত আত্মা তুমি সবার জীবন।
তোমার আজ্ঞায় সৃষ্টি হইল ভুবন॥
হেন সৃষ্টি নাশ করে দানব প্রবল।
তোমা বিনা রক্ষা নাহি মজিল সকল॥
কাতর হইয়া ব্রহ্মা করিলেন স্তুতি।
করিলেন অনুজ্ঞা কৃপায় লক্ষ্মীপতি॥
তোমার বচনে ব্রহ্মা হ'ব অবতার।
আপনি খণ্ডিব আমি পৃথিবীর ভার॥
নিজ নিজ অংশ লইয়া যত দেবগণ।
সবে জন্ম লও গিয়া মনুষ্য-ভুবন॥
এতেক আকাশবাণী শুনি প্রজাপতি।
ততক্ষণে আজ্ঞা দিল দেবগণ প্রতি॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব আর যত বিদ্যাধরে।
সবে জন্ম লও গিয়া আজ্ঞা অনুসারে॥
ব্রহ্মার আদেশ পেয়ে যত দেবগণ।
অবনীর মাঝে গিয়া জন্মিল তখন॥
বলেন বৈশাম্পায়নে কহ মুনিবর।
কোন্ জন দৈত্য আর কোন্ জন নর॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
যেরূপে হইল শুন সৃষ্টি-প্রকরণ॥

আদি বংশ বিবরণ।

ব্রহ্মার মানস পুত্র হৈল ছয়জন।
ছয়জন হৈতে শুন জন্মে ত্রিভুবন॥
মরীচি ব্রহ্মার পুত্র ত্রিজগতে জানি।
তাঁর পুত্র হইল কাশ্যপ মহামুনি॥
তের কন্যা দক্ষের-বিবাহ করে মুনি।
তা সবার নাম শুন প্রত্যেক বাখানি॥
অদিতি, কপিলা, দনু, কদ্রু, মুনি, ক্রোধা।
দনায়ূ সিংহিকা কালা দিতি আর প্রধা॥
বিশ্বা আর বিনতা যে তের জন গণি।
তের জনে যত জন্মে শুন নৃপমণি॥
অদিতির গর্ভে হৈল আদিত্য দ্বাদশ।
যাঁর কিরণে এই প্রকাশে দিবস॥
যম, মিত্র, অংশ, ভগ, বরুণ, অর্য্যমা।
ত্বষ্টা, বিষ্ণু, বিবস্বান্, সবিতা, শক্রনামা॥
ইত্যাদি অদিতি পুত্র হৈল বহুতর।
সকল পুত্রের শ্রেষ্ঠ হৈল পুরন্দর॥
দিতি দুই পুত্র হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যক।
দেবের পরম শত্রু প্রতাপে পাবক॥

রণ্যক-পুত্র তবে হৈল পঞ্চজন।
ধান প্রহ্লাদ পুত্র ত্রৈলোক্যপাবন ॥
ন পুত্র হৈল তাঁর মহাধনুর্দ্ধর।
রোচন, কুম্ভ আর নিকুম্ভ সুন্দর ॥
রোচনের পুত্র হৈল বলি মহাশয়।
র পুত্র বাণ বীর ভুবনে দুর্জ্জয় ॥
হাকাল নাম তার শিবের কিঙ্কর।
হস্রেক ভুজেতে ভূষিত কলেবর ॥
নুর নন্দন হইল দানব সকল।
চুস্ত্রিংশৎ পুত্র হইল বলে মহাবল ॥
প্রচিত্তি সম্বর পুলোমা মস্তকেশী।
বংবিধ বহুনাম দানবেতে ঘোষি ॥
হা সবাকার পুত্র পৌত্র কোটি কোটি।
র্গ মর্ত্ত্য পাতালে দানবদল কোটি ॥
াহু নামে এক পুত্র সিংহিকা-উদরে।
ক্রে কাটি দুই অঙ্গ কৈল চক্রধারে ॥
নায়ুর চারি পুত্র হইলেক ক্রমে।
ানহ বিখ্যাত বল বীর বৃত্র নামে ॥
কালার নন্দন হৈল কালকেতুগণ।
দেবের অবধ্য তারা বিখ্যাত ভুবন ॥
কদ্রুর নন্দন হইল অনন্ত বাসুকি।
ইত্যাদি কদ্রুর পুত্র সহস্রেক লিখি ॥
নুরম্ভা আকীরাদি বিশ্বার দুহিতা।
প্রধানা নন্দিনীগণ জগতে বিদিতা ॥
লম্বুষা, মিশ্রকেশী, রম্ভা, তিলোত্তমা।
বাহু, সুব্রত আদি লোকে অনুপমা ॥
াহা হুহু নামে পুত্র গন্ধর্ব্বের রাজা।
পিলার পুত্রগণে সবে করে পূজা ॥
ব্রাহ্মণ অমৃত গবী কপিলা উদরে।
াহার মহিমা গুণ বিখ্যাত সংসারে ॥
চিত্ররথ আর যত অপ্সর কিন্নরে।
কাশ্যপ কপিল পুত্র ক্রোধার উদরে ॥
মুনির উদরে জন্মে সাত্যকি যে মুনি।
জগৎজননী এই তের দাক্ষায়ণী ॥
অঙ্গিরা ব্রহ্মার পুত্র তাঁর তিন সুত।
বৃহস্পতি, উতথ্য, সম্বর্ত্ত গুণযুত ॥

পৌলস্ত্য মুনির পুত্র বিখ্যাত সংসারে।
বিশ্বশ্রবা পুত্র তাঁর সর্ব্বগুণ ধরে ॥
কুবেরাদি যক্ষ যত তাঁহার নন্দন।
রাক্ষস, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ ॥
অত্রির নন্দন হৈল অনেক ব্রাহ্মণ।
ক্রতুর নন্দন হৈল যজ্ঞের কারণ ॥
ব্রহ্মার দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠে দক্ষ প্রজাপতি।
পঞ্চাশৎ কন্যা তাঁর হইল উৎপত্তি ॥
ব্রহ্মার দক্ষিণ হস্তে ধর্ম্ম মহাশয়।
দশ কন্যা দক্ষের করিল পরিণয় ॥
কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি,মেধা, পুষ্টি,শ্রদ্ধা,ক্রিয়া।
বুদ্ধি, লজ্জা, মতি, এই দশ ধর্ম্মপ্রিয়া ॥
তিন পুত্র ধর্ম্মের শুনহ তার নাম।
সর্ব্ব ঘটে স্থিতি তাঁরা শম, হর্ষ, কাম ॥
কামের বনিতা রতি প্রাপ্তি পতি শম।
হর্ষের বনিতা নন্দা এই তার ক্রম ॥
অশ্বিন্যাদি কন্যা সপ্তবিংশ দাক্ষায়ণী।
বিবাহ কারণ চন্দ্রে দিল দক্ষমুনি ॥
ব্রহ্মার তনয় মনু বিখ্যাত ভুবন।
প্রজাপতি নামে তার জন্মিল নন্দন ॥
সেই প্রজাপতি পুত্র বসু অষ্টজন।
বসুর নন্দন হৈল দেব হুতাশন ॥
যত কহিলাম পূর্ব্বে সৃষ্টির সঞ্চার।
প্রত্যংশে শুনহ তবে নাম সবাকার ॥
দানব-প্রধান বিপ্রচিত্তি মহাতেজা।
জরাসন্ধ নামে হৈল মগধের রাজা ॥
হিরণ্যকশিপু নামে দৈত্যের প্রধান।
শিশুপাল হৈল সেই মহাবলবান ॥
শল্য সে হইল পূর্ব্বে প্রহ্লাদ যে ছিল।
অহ্লাদ আসি মর্ত্ত্যে ধৃষ্টকেতু হৈল ॥
বাস্কল আসিয়া হৈল ভগদত্ত নাম।
কালনেমি হৈল কংস মথুরায় ধাম ॥
শরভ নামেতে দৈত্য পৌরব হইল।
উগ্রসেন নামেতে গরিষ্ঠ নাম দিল
দীর্ঘজিহ্বা নামে দৈত্য নাম কাশীরাজা।
মণিমান্ নামে বৃত্রাসুর মহাতেজা ॥

কালকেতু নামে যক্ষ ছিল মৎস্যদেশে ।
হরিদশ্ব হৈল রুক্মী ভীষ্মক-ঔরসে ॥
কীচক কলিঙ্গ বৃষসেন মহাবলে ।
কালকেতুগণ আসি জন্মিল ভূতলে ॥
বৃহস্পতি অংশে হৈল দ্রোণ মহাশয় ।
বশিষ্ঠের শাপে বসু গঙ্গার তনয় ॥
রুদ্র অংশে কৃপাচার্য্য অজর অমর ।
বসু-অংশে সাত্যকি দ্রুপদ নৃপবর ॥
কৃতবর্ম্মা বিরাট গন্ধর্ব্ব অংশে জন্ম ।
ধর্ম্ম অংশ হৈতে হৈল বিদুরের জন্ম ॥
ধর্ম্ম অংশে জন্মিলেন যুধিষ্ঠির রাজা ।
বায়ু অংশে জন্মিলেন ভীম মহাতেজা ॥
দেবরাজ অংশে জন্ম নিল ধনঞ্জয় ।
অশ্বিনীকুমার হৈতে মাদ্রীর তনয় ॥
চন্দ্র আসি হৈল অভিমন্যু মহাবীর ।
কাম হৈতে প্রদ্যুম্ন বিখ্যাত যদুবীর ॥
বসুদেবে দয়া করি দয়াময় হরি ।
তাঁর গৃহে জন্মিলা গোলোক পরিহরি ॥
শেষ অংশে জন্ম লৈল রোহিণীনন্দন ।
দ্রৌপদী জন্মিল আসি সবার নিধন ॥
সর্ব্বজ্যেষ্ঠ দুর্য্যোধন যুযুৎসু তৎপর ।
দুঃশাসন দুঃসল দুঃশীল বীরগণ ॥
প্রথম দুর্ম্মুখ তথা বিবিংশতি বীর ।
বিকর্ণ শ্রীজরাসন্ধ সুলোচন ধীর ॥
বিন্দ, অনুবিন্দ, শ্রীদুর্দ্ধর্ষ, সুবাহুক ।
দুষ্প্রধর্ষ, দুর্ম্মর্ষণ, দ্বিতীয় দুর্ম্মুখ ॥
দুষ্কর্ণ আর যে কর্ণ চিত্র তার পর ।
উপচিত্র পরেতে চিত্রাক্ষ নামধর ॥
চিত্রাঙ্গদ দুর্ম্মদ জানহ অনন্তর ।
দুষ্প্রহর্ষ, বিবিৎসু, বিকট তৎপর ॥
ঊর্ণনাভ, পদ্মনাভ, নন্দ নামধর ।
উপানন্দ সেনাপতি সুষেন কুণ্ডীর ॥
মহোদর চিত্রবাহু চিত্রবর্ম্মা ধীর ।
সুবর্ম্মা দুর্ব্বিরোচন অয়বাহু বীর ॥
মহাবাহু চিত্রতাপ নামে সুকুমার ।
ভীমবেগ ভীমবল বলাকী তৎপর ॥
শ্রীভীমবিক্রম উগ্রায়ুধ ভীমশর ।
কনকায়ু তথা দৃঢ়ায়ুধ তারপর ॥
দৃঢ়কর্ম্মা দৃঢ়ক্ষেত্র সোমকীর্ত্তি বীর ॥
অনূদর জরাসন্ধ দৃঢ়সন্ধ ধীর ॥
সত্যসন্ধ সহস্রাক্ষ উগ্রশ্রবা খ্যাত ।
উগ্রসেন ক্ষেত্রমূর্ত্তি শ্রীঅপরাজিতা ॥
সুবর্চ্চা আদিত্যকেতু বহ্বাশী অপর ।
নাগদত্ত অনুযায়ী কবচী তৎপর ॥
জানহ নিষঙ্গী সঙ্গী আর দণ্ডধার ।
ধনুগ্রহ উগ্র তথা ভীমরথ আর ॥
বীর বীরবাহু অলোলুপ নামধেয় ।
অভয় আশু রৌদ্রকর্ম্মা দৃঢ়রথ জেয় ॥
অনাধৃষ্যী কুণ্ডভেদী বিরোধী তৎপর ।
সুদীর্ঘলোচন বীরবাহু অনন্তর ॥
মহাবাহু ব্যূঢ়োরু যে তাহার অ[illegible] ।
জানহ কনকাঙ্গদ পরেতে কুণ্ডজ ॥
চিত্রক শ্রীপুরুমিত্র করণ তৎপর ।
আর সত্যব্রত এই শত সহোদর ॥
বৈশ্যপুত্র যুযুৎসু সে হয় শতোপরি ।
একা সহোদরা মাত্র দুঃশলা সুন্দরী ॥
জ্যেষ্ঠ অনুক্রমে করিলাম এ রচন ।
ভারতে যেমন আছে ব্যাসের বচন ॥
শত এক সুত ধৃতরাষ্ট্রের হইল ।
দুঃশালারে জয়দ্রথ বিবাহ করিল ॥
অংশ অবতার কথা প্রত্যক্ষে প্রকাশ ।
বিরচিত পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস ॥

শকুন্তলা উপাখ্যান ।

মুনি বলিলেন শুন রাজা জন্মেজয় ।
ভরতবংশের কথা শুন মহাশয় ॥
দুষ্মন্ত নামেতে রাজা জগতে বিদিত ।
তাঁহার মহিমা-কথা না হয় বর্ণিত ॥
সংসারে আসিয়া বসুন্ধরা ভোগ করে ।
ধর্ম্মেতে পৃথিবী পালে দুষ্টেরে সংহারে ॥

দুষ্মন্ত শকুন্তলা।

াপরাক্রমী রাজা রূপগুণবন্ত ।
থিবীতে একছত্র করিল দুষ্মন্ত ॥
গয়াতে বড় রত মহাধনুর্দ্ধর ।
গয়া করিতে গেল বনের ভিতর ॥
স্তী হয় পদাতিক না যায় গণন ।
সৈন্যে বেড়িল রাজা এক মহাবন ॥
ংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক বরাহ মৃগগণ ।
নেক মারিল রাজা না যায় গণন ॥
তেক রাজার সৈন্য মারি মৃগচয় ।
কটে পূরিল কেহ স্কন্ধে করি লয় ॥
কান কোন জন তথা খায় পোড়াইয়া ।
ার এক বনে গেল সে বন ছাড়িয়া ॥
রণ্য নামেতে বন অতি মনোরম ।
চত্রবন সমান সে মুনির আশ্রম ॥
ানাজিত বৃক্ষ তথা ফুল ফল ধরে ।
ানাজাতি পক্ষী তথা কলরব করে ॥
ধুচক্র ডালে ডালে আছে তরুগণে ।
ায়ুতেজে পুষ্পবৃষ্টি হয় অনুক্ষণে ॥
ানা পক্ষিগণ তথা সদা ক্রীড়া করে ।
াক্ষীকে না করে ভক্ষ্য মুনিরাজ ডরে ॥
নির আশ্রম বুঝি দুষ্মন্ত নৃপতি ।
াকিয়া বলেন রাজা সৈন্যগণ প্রতি ॥
অগ্নিহোত্র ধূম গিয়া পরশে গগন ।
ব্রহ্মার বদনে যেন মন্ত্র-উচ্চারণ ॥
নি সম্ভাষি আমি না আসি যতক্ষণ ।
এইখানে তাবৎ থাকহ সর্ব্বজন ॥
এত বলি নরপতি পুরোহিত লৈয়া ।
কণ্বের আশ্রমে তবে প্রবেশিল গিয়া ॥
প্রবেশ করিল গিয়া মুনি অন্তঃপুরে ।
দেখিল যে কণ্ব নাই চিন্তে নৃপবরে ॥
হেনকালে শকুন্তলা মুনির নন্দিনী ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তুষ্ট কৈল নৃপমণি ॥
দেখিয়া কন্যার রূপ ভূপতি মোহিত ।
জিজ্ঞাসিল কন্যা প্রতি কামে হতচিত ॥
দুষ্মন্ত ভূপতি আমি শুন সুবদনি ।
থা আইলাম আমি ভেটিবারে মুনি ॥

কোথায় গেলেন তিনি কহত' সুন্দরি ।
তুমি বা কাহার কন্যা কহ সত্য করি ॥
কন্যা বলে পিতা গেল ফলের কারণ ।
মুহূর্ত্তেকে রহ হেথা আসিবে এখন ॥
মুনির নন্দিনী আমি শুন নরবর ।
এত শুনি নরপতি করিল উত্তর ॥
তোমার সদৃশ রূপ কোথাও না দেখি ।
মুনি কন্যা সত্য তুমি কহ শশিমুখি ॥
পরম তপস্বী মুনি ফলমূলাহারী ।
দারাত্যাগী জিতেন্দ্রিয় যতী ব্রহ্মচারী ॥
তাঁহার তনয়া তুমি হইলে কিমতে ।
কহ সত্য সুবদনি আমার সাক্ষাতে ॥
কন্যা বলে শুন মম জন্মের কাহিনী ।
যেমতে হইনু আমি মুনির নন্দিনী ॥
বিশ্বামিত্র মুনি জান বিখ্যাত সংসারে ।
চিরদিন তপস্যা করেন অনাহারে ॥
তাঁর তপ দেখি কম্পবান্ পুরন্দর ।
আমার ইন্দ্রত্ব লবে এই মুনিবর ॥
সর্ব্ব দেবগণ মিলি ভাবে নিরন্তর ।
মেনকারে ডাকি বলে দেব পুরন্দর ॥
রূপে গুণে তব তুল্য নাহি ত্রিভুবনে ।
মম কার্য্য সিদ্ধ কর আপনার গুণে ॥
শুনিয়া মেনকা অতি বিষণ্ণ-বদন ।
যোড়হাত করি ইন্দ্রে করে নিবেদন ॥
সংসারে বিখ্যাত বিশ্বামিত্র মহাঋষি ।
মহাতেজা ক্রোধী সেই পরম তপস্বী ॥
বশিষ্ঠের শত পুত্র প্রকারে মারিল ।
ক্ষত্রক্ষেত্রে জন্মি তবু ব্রাহ্মণ হইল ॥
কৌশিকী নামেতে নদী আজ্ঞাতে সৃজিল ।
সহজাঙ্গে ব্যাধি করি পুনঃ মুক্ত কৈল ॥
দ্বিতীয় করিল সৃষ্টি বিখ্যাত জগতে ।
আপনি করহ ভয় যাঁহার তপেতে ।
তাঁর তপ নষ্ট করে হেন কোনজন ।
কর্ম্মনা হইবে হবে আমার মরণ ॥
অগ্নি-সূর্য্যতেজ যাঁর যুগল নয়নে ।
তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করে কোনজনে ॥

তোমার বচন আমি লঙ্ঘিতে না পারি।
তব কার্য্য সিদ্ধ হ'ক বাঁচি কিংবা মরি ॥
কামদেব বায়ু দেহ আমার সহায়।
তবে যেই মতে হয় করিব উপায় ॥
ইন্দ্র আজ্ঞা কৈল সঙ্গে যাহ দুইজন।
দেবরাজ-আজ্ঞা পেয়ে চলিল তখন ॥
হেমন্ত পর্ব্বতের নিকটে মুনিবর।
মুনি দেখি মেনকার কাঁপিল অন্তর ॥
অতিশয় সুবেশা হইয়া বিদ্যাধরী।
মুনির নিকটে ক্রীড়া করে মায়া করি ॥
হেনকালে বায়ু বহে অতি খরতর।
উড়াইয়া বস্ত্র তার ফেলিল অন্তর ॥
আস্তে ব্যাস্তে মেনকা উঠিয়া বস্ত্র ধরে।
বিবিধ প্রকারে পবনের নিন্দা করে ॥
এ সকল কৌতুক দেখিল মুনিবর।
শরীরেতে ভেদিল কামের পঞ্চশর ॥
মেনকা ধরিয়া মুনি নিল নিজ দেশ।
কামে মত্ত নিত্য করে শৃঙ্গার বিশেষ ॥
হেনমতে বহুদিন গেল ক্রীড়ারসে।
তপ জপ সকল ত্যজিল কামবশে ॥
একদিন সন্ধ্যা হেতু বিশ্বামিত্র মুনি।
মেনকারে ডাকি বলে জল দেহ আনি ॥
শুনিয়া মেনকা আসি বলিল বচন।
এত দিনে ভাল সন্ধ্যা হইল স্মরণ ॥
এত শুনি মুনি হৈল কুপিত অন্তর।
দেখিয়া মেনকা ভয়ে পলায় সত্বর ॥
হ'য়েছিল যেই গর্ভ মুনির ঔরসে।
অরণ্যে প্রসব করি গেলু নিজ দেশে ॥
মুনিতপ নষ্ট করি গেল নিজ স্থানে।
আমারে ফেলিয়া গেল বিজন কাননে ॥
সিংহ ব্যাঘ্র পশুগণ হিংসা নাহি করে।
পক্ষিগণ বেড়িয়া যে রহিল আমারে ॥
তপস্যা করিতে গেল মুনি সেই বনে।
অনাথা দেখিয়া তাঁর দয়া হৈল মনে ॥
গৃহে আনি পালন করিল মুনিবর।
তেঁই আমি তাঁর কন্যা শুন দণ্ডধর ॥
শকুনে বেড়িয়া ছিল নিকুঞ্জকাননে।
শকুন্তলা নাম মুনি রাখে তেকারণে ॥
আদিপর্ব্বে দিব্য শকুন্তলা-উপাখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

দুষ্মন্ত রাজার সহিত শকুন্তলার বিবাহ

রাজা বলে কন্যা তুমি পরমাসুন্দরী।
রাজযোগ্য ধনি তুমি হও মোর নারী ॥
গাছের বাকল ত্যজি পর পট্টবাস।
রত্ন অলঙ্কার পর যেই অভিলাষ ॥
এত শুনি লজ্জিতা হইয়া শকুন্তলা।
মৃদুভাষে ভূপতিরে কহিতে লাগিলা ॥
শুন রাজা আমি করিলাম অঙ্গীকার।
পিতা আসি সম্প্রদান করিবে আমার ॥
রাজা বলে মুনিবর বিলম্বে আসিবে।
ক্ষণেক বিলম্ব হৈলে মম মৃত্যু হবে ॥
বেদোক্ত বিবাহ হয় অষ্টম প্রকার।
গান্ধর্ব্ব বিবাহ লিখে ক্ষত্রিয়-আচার।
আপনি বিবাহ কর যদ্যপি আমারে।
মুনির বচনে দোষ না হবে তোমারে ॥
বেদের বিহিত যথা আছে পূর্ব্বাপর।
গন্ধর্ব্ব বিবাহ হবে শুন নৃপবর ॥
আমার উদরে যেই জন্মিবে কুমার।
সত্য কর তুমি তারে দিবে রাজ্যভার ॥
কামে মত্ত ভূপতি করিল অঙ্গীকার।
গান্ধর্ব্ব বিবাহ করি ভুঞ্জিল শৃঙ্গার ॥
তবে নরপতি বলে কন্যারে চাহিয়া।
রাজ্যেতে লইব তোমা লোক পাঠাইয়া ॥
এত বলি নরপতি করিল গমন।
যাইতে যাইতে পথে চিন্তে মনে মন ॥
কি কহিবে মুনিরাজ আসি নিজ ঘরে।
দুষ্মন্ত নিতান্ত ভীত ভাবিয়া অন্তরে ॥
সসৈন্যে আপন দেশে গেল নরপতি।
কতক্ষণে গৃহে আসে মুনি মহামতি ॥

স্কন্ধ হৈতে ফলভার ভূমেতে থুইল ।
শকুন্তলা এস বলি মুনি ডাক দিল ॥
লজ্জায় মলিন কন্যা না হ'ল বাহির ।
দেখিয়া বিস্ময় চিত্ত হইল মুনির ॥
ধ্যানেতে জানিল মুনি যত বিবরণ ।
হাসিয়া কন্যার প্রতি বলিল বচন ॥
আমারে হেলন করি কৈলে এই কর্ম্ম ।
দুষ্মন্ত নৃপতি সহ করিলে অধর্ম্ম ॥
ক্ষমিলাম তোরে আমি করেছি পালন ।
না করিহ ভয় চিত্তে স্থির কর মন ॥
সবিনয়ে কন্যা বলে যুড়ি দুই কর ।
অপরাধ করিয়াছি ক্ষম মুনিবর ॥
যোগ্যপাত্র সেই সে দুষ্মন্ত নৃপবর ।
গান্ধর্ব্ব বিবাহে তাঁরে বরিলাম বর ॥
ক্ষমহ রাজার দোষ আমায় দেখিয়া ।
এত শুনি মুনিবর বলিল হাসিয়া ॥
তোমার কারণে আমি দিনু তারে বর ।
শুনি শকুন্তলা হৈল হরিষ-অন্তর ॥
হেনমতে মুনি গৃহে আছে শকুন্তলা ।
বিস্মৃত হইল রাজা রাজভোগে ভোলা ॥
কতকালে প্রসব হইল শকুন্তলা ।
পরম সুন্দর পুত্র শশী ষোলকলা ॥
দিনে দিনে বাড়ে পুত্র মুনির ভবনে ।
ছয় বর্ষ পূর্ণ হৈল নাহি কার' মনে ॥
মহাপরাক্রমী বীর হৈল শিশুকালে ।
সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী ধরি আনে পালে পালে ॥
তার পরাক্রম দেখি মুনি চমৎকার ।
দমনক বলি নাম দিলেন তাহার ॥
শকুন্তলা সহ মুনি করিল বিচার ।
যুবরাজযোগ্য পুত্র হইল তোমার ॥
পুত্র সহ যাও তুমি রাজার আলয় ।
পিতৃগৃহে পুত্র কভু সম্ভব না হয় ॥
ধর্ম্মক্ষয় অপযশ হয় কুচরিত্র ।
পিতৃগৃহে বহুধর্ম্মে না হয় পবিত্র ॥
দুষ্মন্ত নৃপতি বৈসে হস্তিনানগর ।
শকুন্তলা গেল যথা আছে নরবর ॥

পাত্রমিত্র সহ রাজা আছেন বসিয়া ।
পুত্র আগে করি তথা উত্তরিল গিয়া ॥
রাজারে চাহিয়া শকুন্তলা বলে বাণী ।
এই পুত্র তোমার দেখহ নৃপমণি ॥
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা রাজা করহ স্মরণ ।
তপোবনে গিয়াছিলে মৃগয়া কারণ ॥
সত্য আপনার রাজা করহ পালন ।
যুবরাজযোগ্য হয় এইত নন্দন ॥
শুনি সভাসদলোকে বিস্ময়-অন্তর ।
হাসিয়া দুষ্মন্ত রাজা করিল উত্তর ॥
কোথাকার তপস্বিনী কাহার নন্দিনী ।
কোনকালে পরিচয় আমি নাহি জানি ॥
এত শুনি শকুন্তলা হইল লজ্জিত ।
ক্রোধেতে অধর ওষ্ঠ সঘনে কম্পিত ॥
পুনঃ ক্রোধ সম্বরিয়া বলে শকুন্তলা ।
পূর্ব্ব সত্য পাসরিয়া রাজভোগে ভোলা ॥
কি বাক্য বলিলা রাজা নাহি ধর্ম্মভয় ।
তুমি হেন মিথ্যা বল উচিত না হয় ॥
দৈবের সে সব কথা কেহ নাহি জানে ।
আপনা আপনি রাজা ভাব মনে মনে ॥
জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা কহে যেই জন ।
সহস্র বৎসর তার নরকে গমন ॥
লুকাইয়া যেই জন করে পাপ কর্ম্ম ।
লোকে না জানয়ে কিন্তু জানে সেই ধর্ম্ম ॥
চন্দ্র সূর্য্য বায়ু অগ্নি মহী আর জল ।
আকাশ শমন ধর্ম্ম জানয়ে সকল ॥
দিবা রাত্রি সন্ধ্যা প্রাতঃকাল বৃদ্ধজনে ।
ধর্ম্মাধর্ম্ম ফল তারে দেয় ত শমনে ॥
মিথ্যা হেন বল রাজা কভু ভাল নহে ।
মিথ্যা হেন পাপ নাহি সর্ব্বশাস্ত্রে কহে ॥
পতিব্রতা নারী আমি না কর হেলন ।
আমারে নীচের প্রায় না ভাব রাজন ॥
পুত্ররূপে জন্ম হয় ভার্য্যার উদরে ।
শাস্ত্রেতে প্রমাণ আছে যত চরাচরে ॥
অর্দ্ধেক শরীর ভার্য্যা সর্ব্বশাস্ত্রে লেখে ।
ভার্য্যা সম বন্ধু রাজা নাহি কোন লোকে ॥

পরম সহায় সখা পতিব্রতা নারী।
যাহার সহায়ে রাজা সর্ব্ব ধর্ম্ম করি ॥
ভার্য্যা বিনা গৃহশূন্য অরণ্যের প্রায়।
বনে ভার্য্যা সঙ্গে থাকে গৃহস্থ বলয় ॥
ভার্য্যাহীন লোক কেহ না করে বিশ্বাস।
সদাই দুঃখিত সেই সদাই উদাস ॥
ভার্য্যাবন্ত লোক ইহকাল বঞ্চে সুখে।
মরণে সংহতি হৈয়া তরে পরলোকে ॥
স্বামীর জীবনে ভার্য্যা আগে যদি মরে।
পথ চাহি থাকে ভার্য্যা স্বামী অনুসারে ॥
মরিলে স্বামীরে উদ্ধারিয়া লয় স্বর্গে।
হেন নীতিশাস্ত্রে রাজা কহে সুরবর্গে ॥
ভার্য্যা হৈতে নরপতি দেখে পুত্রমুখ।
যাহা হৈতে লোক সব ভুঞ্জে নানা সুখ ॥
ভার্য্যা বিনা পুত্র করে কাহার শকতি।
দেব ঋষি মুনি আদি যত মহামতি ॥
পুত্রের সমান রাজা নাহিক সংসারে।
জন্মমাত্র মুখ দেখি পিতা মাতা তরে ॥
পিণ্ডদানে পুত্র তারে করয়ে উদ্ধার।
হেন নীতি আছে রাজা বেদেতে প্রচার ॥
চতুষ্পদে গাভী শ্রেষ্ঠ দ্বিপদে ব্রাহ্মণ।
অধ্যয়নে গুরু শ্রেষ্ঠ পুত্র আলিঙ্গন ॥
ধূলায় ধূসর পুত্র কর আবাহন।
হৃদয়ের যত দুঃখ হইবে খণ্ডন ॥
হেন পুত্র দাণ্ডাইয়া তোমার সম্মুখে।
আলিঙ্গন কর রাজা পরম কৌতুকে ॥
অবজ্ঞা না কর রাজা নীচপুত্র নহে।
উহার মহিমা যত মুনিগণ কহে ॥
শত শত করিবেক অশ্বমেধ ব্রত।
সসাগরা একচ্ছত্র করিবে নিয়ত ॥
পিতার হতাশে পুত্র সদা ভাবে দুঃখ।
সে কারণে দেখিতে আইল তব মুখ ॥
আলিঙ্গন দিয়া রাজা তোষহ কুমারে।
আমারে রাখ না রাখ যা হয় বিচারে ॥
বিশ্বামিত্র মম পিতা মেনকা জননী।
প্রসবিয়া বনে গেল থুয়ে একাকিনী ॥
ত্যজিল জননী পূর্ব্বে তুমি ত্যজ এবে।
তোমারে বলিব কি মরিব এই ভাবে ॥
নিশ্চয় মরিব আমি নাহি তব দুঃখ।
এ পুত্রবিচ্ছেদে মম বিদরিছে বুক ॥
এত বলি শকুন্তলা বিনয় করিল।
নৃপতি শুনিয়া তবে প্রত্যুত্তর দিল ॥
অকারণে পুনঃ পুনঃ কহ কি আমারে।
তোমার বচন শুনি কেবা শ্রদ্ধা করে ॥
জনক তোমার যদি বিশ্বামিত্র মুনি।
মেনকা অপ্সরা বেশ্যা তোমার জননী ॥
বিশ্বামিত্র লোভী বলি জানে ত্রিজগতে।
জন্মিয়া ক্ষত্রিয়-বীর্য্যে গেল বিপ্রপথে ॥
বেশ্যাগর্ভে জন্ম তার বেশ্যার প্রকৃতি।
এই পুত্র তোর নহে হেন লয় মতি ॥
মিথ্যা প্রবঞ্চনা করি ভাণ্ডাও আমারে।
যাহ বা থাকহ কেহ না জিজ্ঞাসে তোরে ॥
শকুন্তলা কহে রাজা কহ বিপরীত।
দেবলোকে নিন্দা করা নহেত উচিত ॥
তোমায় আমায় রাজা অনেক অন্তর।
সুমেরু সরিষা রাজা কর পাঠান্তর ॥
মম মাতা স্বর্গবাসী তুমি বৈস ক্ষিতি।
স্বর্গে মর্ত্ত্যে সমতুল কর নরপতি ॥
আমার দেখহ শক্তি আপন নয়নে।
এখনি যাইতে পারি যথা ইচ্ছা মনে ॥
ইন্দ্র যম কুবের ভুবন আদি করি।
মুহূর্ত্তেকে চরাচর ভ্রমিবারে পারি ॥
যত নিন্দা কর সহি স্বামীর কারণে।
আপনা না জানি নিন্দা কর অন্য জনে ॥
কুরূপ মনুষ্য রাজা নিন্দে সর্ব্বলোকে।
যতক্ষণ দর্পণেতে মুখ নাহি দেখে ॥
সত্যসম পুণ্য রাজা না দেখি তুলনা।
মিথ্যা হেন পাপ নাহি কহে মুনিজনা ॥
হেন মিথ্যাবাদী তুমি হইলে নিশ্চয়।
তোমার নিকটে রহা উচিত না হয় ॥
এত বলি শকুন্তলা চলিল সত্বর।
হেনকালে শব্দ হয় আকাশ উপর ॥

যতেক বচন সত্য বলে শকুন্তলা।
শকুন্তলা বাক্য রাজা না করিও হেলা॥
সতী পতিব্রতা এই তোমার গৃহিণী।
পুত্রসহ সম্ভাষণ কর নৃপমণি॥
স্বামী বলি শকুন্তলা তোমারে ক্ষমিল।
শকুন্তলা ক্রোধে তব নাহি হবে ভাল॥
বংশের তিলক রাজা এই যে নন্দন।
আমার বচনে কর রক্ষণ ভরণ॥
ভরত বলিয়া নাম রাখহ ইহার।
ইহা হৈতে বংশোজ্জ্বল হইবে তোমার॥
দুষ্মন্ত নৃপতি শুনে মন্ত্রী পুরোহিত।
এতেক আকাশ বাণী হৈল আচম্বিত॥
রাজা বলে মন্ত্রিগণ করিলা শ্রবণ।
আমি ও জানি যে ইহা নহি বিস্মরণ॥
একারণে আমি ভাণ্ডালাম মন্ত্রিগণে।
বেশ্যা বলি ইহারে জানিল সর্ব্বজনে॥
এত বলি শীঘ্র উঠি দুষ্মন্ত রাজন।
শকুন্তলা হস্ত ধরি ফিরায় তখন॥
মহানন্দে নরপতি পুত্র কৈল কোলে।
শত শত চুম্ব দিল বদন কমলে॥
শকুন্তলা কৈল রাজা রাজপাটেশ্বরী।
পরম কৌতুকে চিরদিন রাজ্য করি॥
কতদিনে বৃদ্ধকালে দুষ্মন্ত রাজন।
ভরতেরে রাজ্য দিয়া গেল তপোবন॥
পৃথিবীতে মহারাজ হইল ভরত।
অশ্বমেধ যজ্ঞ আদি করে শত শত॥
লক্ষ পদ্ম সুবর্ণ ব্রাহ্মণে দিল দান।
দাতা যে নাহিক কেহ ভরত সমান॥
সসাগরা পৃথিবী শাসিল বাহুবলে।
অদ্যাপি ভারতভূমি ঘোষে ভূমণ্ডলে॥
তার বংশে যত যত হৈল নরপতি।
ভরতের বংশ বলি হইল সুখ্যাতি॥
ভারতের উপাখ্যান যেই নর শুনে।
আয়ুর্যশ পুণ্য তার বাড়ে দিনে দিনে॥
আদিপর্ব্ব ভারত রচিল বেদব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে গায় কাশীরাম দাস॥

চন্দ্রবংশের বিবরণ।

জন্মেজয় বলে কহ মুনি মহামতি।
চন্দ্রবংশে ভরতের হইল উৎপত্তি॥
চন্দ্র হৈতে বংশ হৈল কিমত প্রকারে।
সে সকল কথা মুনি শুনাও আমারে॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
কহিব সকল কথা করহ শ্রবণ॥
ভাল কথা জিজ্ঞাসিলে ভারত আখ্যান।
সোমবংশ চরিত্র করহ অবধান॥
মরীচি ব্রহ্মার পুত্র বিখ্যাত সংসার।
কশ্যপ নামেতে পুত্র হইল তাঁহার॥
তাঁহার নন্দন হৈল সূর্য্য মহাশয়।
বৈবস্ব নাম হৈল তাঁহার তনয়॥
তাঁহার নন্দন হৈল বিদিত জগতে।
ইলাগর্ভে পুরূরবা বুধের বার্য্যেতে॥
অষ্টাদশ দ্বীপে সেই হৈল নরপতি।
চিরদিন ক্রীড়া করে উর্ব্বশী সংহতি॥
নৃপতি হইল আয়ু তাঁহার তনয়।
তার পুত্র হইল নহুষ মহাশয়॥
স্বর্গে ইন্দ্ররাজ হৈল আপনার গুণে।
সর্পযোনি পাইয়াছে ব্রহ্মার বচনে॥
যযাতি নৃপতি হৈল তাহার কুমার।
যযাতির গুণ যত কহিতে অপার॥
শুক্রশাপে জরাগ্রস্ত তাঁহার শরীর।
পুত্রে জরা দিয়া রাজ্য করিল সুসার॥

—

শুক্রস্থানে কচের গমন।

জন্মেজয় বলে কহ ইহার কারণ।
শুক্রস্থানে কোন্ দেশে কহিল রাজন্॥
কোন্ হেতু শাপ দিল ভৃগুর কুমার।
সে সব চরিত্র কহ করিয়া বিস্তার॥
মুনি বলে শুনহ নৃপতি জন্মেজয়।
দেবতা অসুর যুদ্ধ নিরন্তর হয়॥
নিজ নিজ হিত সবে বাঞ্ছা করি মনে।
দুই দলে পুরোহিত কৈল নিয়োজনে॥

বৃহস্পতি পুরোহিত করেন বাসব।
দৈত্যবংশে পুরোহিত হইল ভার্গব ॥
যুদ্ধে যত দৈত্যবধ করে যত দেবে।
সকল জীয়ান শুক্র মন্ত্রের প্রভাবে ॥
সঞ্জীবনীমন্ত্রে ভৃগুপুত্রের অভ্যাস।
যত মরে তত জীয়ে নাহিক বিনাশ ॥
যুদ্ধে যত দেবগণ হইত নিধন।
জীয়াইতে না পারেন অঙ্গিরানন্দন ॥
শুক্রের প্রভাবে দেবগণ চমৎকার।
সকলে মিলিয়া এক করিল বিচার ॥
কচ নামে ছিল বৃহস্পতির নন্দন।
তাঁহারে বলিল তবে সব দেবগণ ॥
বৃষপর্ব্বপুরে হয় শুক্রের বসতি।
তোমা বিনা যাইতে না পারে কোন কৃতী ॥
শিষ্য হ'য়ে শুক্রস্থানে কর অধ্যায়ন।
দেবযানী তাঁর কন্যা করিবে সেবন ॥
এত যদি বলিল সকল দেবগণ।
বৃষপর্ব্বপুরে কচ করিল গমন ॥
শুক্রের চরণে কচ করি নমস্কার।
প্রত্যক্ষেতে পরিচয় দিল আপনার ॥
অঙ্গিরার পুত্র আমি জীবের নন্দন।
পড়িবারে আইলাম তোমার সদন ॥
এত শুনি শুক্র তাঁরে করিল আশ্বাস।
পড়াব' সকল শাস্ত্র এই অভিলাষ ॥
শুক্রের আশ্বাসে কচ আনন্দিত মন।
ব্রহ্মচর্য্য আদি বিদ্যা করেন পঠন ॥
বিবিধ প্রকারে কচ শুক্রে সেবা করে।
ততোধিক সেবে কচ তাহার কন্যারে ॥
করযোড়ে থাকি কচ দেবযানী আগে।
অবিলম্বে আনে কচ যাহা কন্যা মাগে ॥
নৃত্যগীত বাদ্যে সদা তোষে তাঁর মন।
আজ্ঞাবর্ত্তী হৈয়া তার থাকে অনুক্ষণ ॥
হেন মতে পঞ্চশত বৎসর যে গেল।
গাভী রাখিবারে শুক্র কচে নিয়োজিল ॥
গোধন রক্ষণে কচ নিত্য যায় বনে।
দৈত্যগণ তাহারে দেখিল একদিনে ॥
জানিল তাহারে দেবগুরুর নন্দন।
শুক্রস্থানে আসিয়াছে মন্ত্রের কারণ ॥
তবে সব দৈত্যগণ কচেরে মারিয়া।
তীক্ষ্ণ খড়্গে খণ্ড খণ্ড করিল কাটিয়া ॥
অস্থি মাংস সব শার্দ্দূলে খাওয়াইল।
কচে মারি দৈত্যগণ নিজ ঘরে গেল ॥
সন্ধ্যাকালে গাভীগণ প্রবেশে নগরে।
কচ নাহি গাভীগণ প্রবেশিল ঘরে ॥
কচ নাহি দেবযানী হইল চিন্তিত।
কান্দিয়া পিতার ঠাঁই জানায় ত্বরিত ॥
গাভীগণ আসে ঘরে কচ না আইল।
সিংহ ব্যাঘ্র দৈত্যে কি তাহারে বিনাশিল ॥
নিশ্চয় মরিব আমি কচের বিহনে।
এত বলি দেবযানী ভালে কর হানে ॥
শুক্র বলে দেবযানী না কর ক্রন্দন।
মন্ত্রবলে কচে আমি জীয়াব এখন ॥
এস কচ বলি শুক্র তিন ডাক দিল।
মন্ত্রের প্রভাবে কচ আসি উত্তরিল ॥
কচে দেখি দেবযানী আনন্দিত মন।
জিজ্ঞাসিল কোথায় আছিলে এতক্ষণ ॥
কচ বলে দৈত্যগণ আমারে মারিল।
প্রসন্ন হইয়া গুরু পুনঃ জীয়াইল ॥
এত শুনি দেবযানী পিতারে কহিল।
গোধন-রক্ষণ হেতু নিষেধ করিল ॥
ভারতের কথা সব শুনিতে অমৃত।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচিত ॥

কচ ও দেবযানীর পরস্পর অভিশাপ।

তবে কতদিনে কচে বলে দেবযানী।
দেব আরাধিব কিছু পুষ্প দেহ আনি ॥
আজ্ঞা ল'য়ে কচ গেল পুষ্প আনিবারে।
পুনরপি দেখি তারে ধরিল অসুরে ॥
তিলেক প্রমাণ কৈল খড়্গেতে কাটিয়া।
ঘৃতে ভাজি অস্থি মাংস একত্র করিয়া ॥
তবে সব দৈত্যগণ করিল বিচার।
অন্যেতে খাইলে তার নাহিক নিস্তার ॥

এতেক বিচার করি যত দৈত্যগণ ।
করাইল সুরা সহ শুক্রেরে ভোজন ॥
পুনরপি দেবযানী বাপে জিজ্ঞাসিল ।
পুষ্প আনিবারে কচ কাননেতে গেল ॥
বহুক্ষণ হৈল পিতা কচ না আইল ।
বোধ হয় দৈত্যগণ পুনশ্চ মারিল ॥
নিশ্চয় মরিব পিতা কচে না দেখিয়া ।
পুনরপি তারে পিতা দেহ জীয়াইয়া ॥
শুক্র বলে দেবযানী না কর বিষাদ ।
মৃতজন হেতু কেন কর পরিতাপ ॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য মরিলে-না জীয়ে ।
তার হেতু কেন মর ক্রন্দন করিয়ে ॥
দেবযানী বলে পিতা যাই কহ তুমি ।
নিশ্চয় মরিব কচে না দেখিলে আমি ॥
কচের যতেক সেবা কহিতে না পারি ।
কচের সৌজন্য পিতা পাসরিতে নারি ॥
আজি হৈতে পিতা এই সত্য অঙ্গীকার ।
শরীর ত্যজিব আমি করি অনাহার ॥
এত বলি দেবযানী করিছে ক্রন্দন ।
প্রবোধিয়া শুক্র বলে মধুর বচন ॥
কন্যা প্রবোধিয়া শুক্র ভাবিল অন্তরে ।
ধ্যানে দেখে কচ আছে আপন উদরে ॥
শুক্র বলে কচ তুমি কহ বিবরণ ।
আমার উদরে এলে কিসের কারণ ॥
কচ বলে আমারে মারিয়া দৈত্যগণ ।
করাইল সুরাসহ তোমায় ভক্ষণ ॥
এত শুনি শুক্র তবে বলে বার বার ।
তোমারে বাহির কৈলে আমার সংহার ॥
বাহির না করিলে ব্রাহ্মণ বধ হয় ।
মরণ হইতে বড় বিপ্র বধে ভয় ॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ আছে যত জন ॥
ব্রহ্মবধ পাপে নয় কাহার মোচন ॥
এত ভাবি কচে শুক্র বলিল বচন ।
নিশ্চয় দেখি যে পুত্র আমার মরণ ॥
সঞ্জীবনীমন্ত্র আমি দিতেছি তোমারে ।
বাহির হইয়া তুমি জীয়াইবে মোরে ॥
এত বলি মন্ত্র দিল ভৃগুর নন্দন ।
গর্ভে থাকি কচ করে মন্ত্র অধ্যায়ন ॥
তবে দৈত্যগুরু নিজ খড়্গ করে নিয়া ।
বাহির করিল কচে উদর চিরিয়া ॥
হইল বাহির কচ শুক্র ত্যজে প্রাণ ।
পুনরপি জীয়াইল মন্ত্র করি ধ্যান ॥
তবে মহাক্রুদ্ধ হৈল ভৃগুর নন্দন ।
সুরা প্রতি শাপ মুনি দিল তৎক্ষণ ॥
ব্রাহ্মণ হইয়া যেই করে সুরাপান ।
থাকুক পানের কায লয় যদি ঘ্রাণ ॥
আজি হৈতে সুরাপান করে যেইজন ।
ব্রহ্মতেজ নষ্ট তার হবে সেইক্ষণ ॥
ইহলোকে অপূজিত হবে সেইজন ।
মরিলে নরকমধ্যে হইবে গমন ॥
তবে শুক্র ডাকি বলে দৈত্যগণ প্রতি ।
মম শিষ্যে মারিলে যে এ কোন্ প্রকৃতি ॥
আজি হতে পুনঃ কচে কেহ না হিংসিবে ।
এই বাক্য হেলা কৈলে বড় দুঃখ পাবে ॥
কচেরে বলিল শুক্র আশ্বাস করিয়া ।
যথা সুখে বিহরহ নির্ভয় হইয়া ॥
শুক্রের বচনে কচ নির্ভয় হইল ।
নানা বিদ্যা ব্রহ্মচর্য্য অধ্যয়ন কৈল ॥
বিদ্যা পড়ি শুক্রস্থানে সুরপুরী যায় ।
দেবযানী কাছে গেল হইতে বিদায় ॥
এত শুনি দেবযানী বিরস বদন ।
কচেরে ডাকিয়া তবে বলেন বচন ॥
আমার দেখহ কচ যৌবন সময় ।
তোমারে যে দেখি যোগ্য কর পরিণয় ॥
শুনিয়া বিস্ময় হৈল জীবের কুমার ।
হেন অনুচিত বাক্য না বলিহ আর ॥
গুরুর তনয়া তুমি আমার ভগিনী ।
এমন কুৎসিত কেন বল দেবযানী ॥
দেবযানী বলে তুমি না কর খণ্ডন ।
তোমারে করিতে পতি আছে মম মন ॥
মরেছিলা তুমি জীয়াইনু বার বার ।
মম বাক্য নাহি রাখ কেমন বিচার ॥

পূর্ব্বের সৌহৃদ্য রাখ আমার বচন।
এত শুনি কচ হৈল বিষন্ন-বদন॥
কচ বলে দেবযানী এ নহে উচিত।
তোমায় আমায় হেন না হয় পীরিত॥
যেই শুক্র হইতে তোমার জন্ম হয়।
সেই শুক্র হইতে আমার জ্ঞানোদয়॥
সহোদরা তুমি হও সহজে আমার।
কিমতে এমন বল করি কদাচার॥
আজ্ঞা কর যাই আমি আপন আলয়।
শুনি দেবযানী কোপ করে অতিশয়॥
স্ত্রী হইয়া বারে বারে করিনু বিনয়।
না রাখ আমার বাক্য তুমি দুরাশয়॥
যত বিদ্যা তোরে পড়াইল মোর বাপে।
সকল নিষ্ফল তোর হবে মোর শাপে।
কচ বলে দেবযানী করিলা কি কর্ম্ম।
বিনা দোষে দিলা শাপ নহে এই ধর্ম্ম॥
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ শুক্র তুমি কন্যা তার।
মোর শাপে ক্ষত্র-ভর্ত্তা হইবে তোমার॥
মোরে শাপ দিলা তুমি না হয় খণ্ডন।
বিফল হইবে যত করিনু পঠন॥
আমি যত পড়াইব আর শিষ্যগণে।
তারা ফলদায়ী হবে মোর অধ্যয়নে॥
এত বলি কচ গেল ইন্দ্রের নগর।
কচে দেখি আনন্দিত যতেক অমর॥
কহিল সকল কচ যত বিবরণ।
নিঃশঙ্ক হইয়া যুদ্ধ করে দেবগণ॥
দেব-দৈত্য-যুদ্ধকথা না যায় লিখন।
এক্ষণে শুনহ দেবযানীর কথন॥
মহাভারতের কথা ব্যাসের রচিত।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচিত॥

দেবযানীর উপাখ্যান।

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল যুড়ি দুই পাণি।
কি প্রকারে বিবাহিত হৈল দেবযানী॥
মুনি বলে অবধান কর দণ্ডধর।
তাহার বিবাহ কথা অতি মনোহর॥
তার কত দিন পরে বৃষপর্ব্বপুরে।
কন্যাগণ মিলি গেল স্নান করিবারে॥
শর্ম্মিষ্ঠা নামেতে বৃষপর্ব্বের কুমারী।
স্নানেতে চলিল দাসীগণ সঙ্গে করি॥
শুক্রকন্যা দেবযানী চলিল সংহতি।
চলিল একত্র সবে স্নানেতে যুবতী॥
চৈত্ররথ নামে বনে আছে সরোবর।
জলক্রীড়া করে সবে তাহার ভিতর॥
নিজ নিজ বস্ত্র সব রাখি তার কূলে।
উন্মত্তা হইয়া সবে ক্রীড়া করে জলে॥
হেনকালে খরতর বহিল পবন।
একত্র করিল যত সবার বসন॥
জলক্রীড়া করি সবে উঠি কন্যাগণ।
চিনিয়া পরিল সবে বসন॥
শর্ম্মিষ্ঠা দৈত্যের কন্যা উঠি শীঘ্রগতি।
দেবযানী বস্ত্র পরে হইয়া বিস্মৃতি॥
দেবযানী বলে তোর এত অহঙ্কার।
শূদ্রা হ'য়ে বস্ত্র তুই পরিস্ আমার॥
দেবযানীবাক্য শুনি শর্ম্মিষ্ঠা কুপিল।
দেবযানী চাহি তবে ক্রোধেতে বলিল॥
তোমায় আমায় দেখ অনেক অন্তর।
মোর ধন খেয়ে রক্ষা কর কলেবর॥
মোর বাপে তোর বাপ সদা স্তুতি করে।
মোরে হেন বাক্য কহ কোন অহঙ্কারে॥
অল্প হেন করি তোরে করি যে গণনা।
মোর সঙ্গে দ্বন্দ্ব কর না চিন আপনা॥
দেবযানী কূপে ফেলি গেল নিজাগার।
মরিল কি বাঁচিল সে না দেখিল আর॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কেবা খণ্ডিবারে পারে।
সেই বনে গেল রাজা মৃগ মারিবারে॥
মৃগয়াতে রত বড় নহুষ-নন্দন।
সসৈন্য যযাতি রাজা গেল সেই বন॥
তৃষ্ণায় পীড়িত হৈল যযাতি রাজন্।
জল অন্বেষণে ভ্রমে সব সৈন্যগণ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখে কূপের ভিতর।
পড়িয়াছে কন্যা এক পরম সুন্দর॥

আস্তে ব্যস্তে লোক গিয়া জানায় রাজারে ।
শুনিয়া নৃপতি তবে এল' তথাকারে ॥
অতি পুরাতন কূপ আচ্ছন্ন তৃণেতে ।
পড়িয়াছে চন্দ্রের সমান কন্যা তাতে ॥
রাজা বলে কন্যা কহ নিজ-বিবরণ ।
কূপে পড়িয়াছ তুমি কিসের কারণ ॥
দ্বিতীয় চন্দ্রের প্রায় ত্রৈলোক্যমোহিনী ।
কি নাম ধরহ তুমি কাহার নন্দিনী ॥
রাজার বচন শুনি বলে দেবযানী ।
দেবযানী নাম মোর শুক্রের নন্দিনী ॥
আমার বৃত্তান্ত রাজা কহিব পশ্চাতে ।
আগে নরপতি মোরে তোল কূপ হ'তে ॥
কুলীন পণ্ডিত তুমি দেখি মহাজন ।
মহাতেজোবন্ত দেখি রাজার লক্ষণ ॥
এত শুনি নৃপতি বলিল বার বার ।
তোমার বচন চিত্তে না লয় আমার ॥
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ শুক্র তুমি কন্যা তাঁর ।
দ্বিতীয় নবীন যুবা বয়স তোমার ॥
সেকারণে ছুঁইতে তোমারে না যুয়ায় ।
কন্যা বলে রাজা দায় নাহিক তোমায় ॥
অন্ধকূপে পড়িয়া আমার প্রাণ যায় ।
ত্বরিতে উদ্ধার কর প্রাণ রাখ রায় ॥
এত শুনি নরপতি কন্যার বচন ।
কন্যার দক্ষিণ হস্ত ধরি ততক্ষণ ॥
করে ধরি নরপতি উপরে তুলিল ।
কন্যারে উদ্ধারি রায় নিজ দেশে গেল ॥
হেনকালে ঘূর্ণিকা নামেতে সহচরী ।
সম্মুখে দেখিল তারে শুক্রের কুমারী ॥
কান্দি কহিলেন যত দুঃখ আপনার ।
পিতারে জানাও গিয়া মোর সমাচার ॥
পুনঃ নগরেতে নাহি করিব গমন ।
কোন্ লাজে লোকে আমি দেখাব বদন ॥
চলি যাহ ঘূর্ণিকা গো কহ পিতৃস্থান ।
তাঁহাকে কহিয়া আমি ত্যজিব পরাণ ॥
ত্বরিতে জানাও বাপে শুন গুণবতী ।
এত শুনি ঘূর্ণিকা চলিল শীঘ্রগতি ॥

করযোড়ে ঘূর্ণিকা কহিছে সবিস্ময় ।
দেবযানী-বৃত্তান্ত শুনহ মহাশয় ॥
শর্ম্মিষ্ঠা সহিত গেল স্নান করিবারে ।
বলেতে শর্ম্মিষ্ঠা কূপে ফেলাইল তারে ॥
এত শুনি শুক্র হৈল বিরস-বদন ।
দেবযানী দেখিবারে করিল গমন ॥
দেখে শুক্র দেবযানী বনের ভিতরে ।
হেঁটমুখে বসিয়াছে চক্ষে জল ঝরে ॥
বস্ত্র দিয়া দৈত্যগুরু মুছায়ে বদন ।
জিজ্ঞাসিল বার্ত্তা কহ কিবা বিবরণ ॥
কোন্ কালে তুমি যে করিয়াছিলে পাপ ।
তাহার কারণে তুমি পাইলে এ তাপ ॥
পাপ হৈতে দুঃখ পায় না যায় খণ্ডন ।
শুনি দেবযানী বলে করুণ বচন ॥
পাপ নাহি জানি গো যাবৎ মোর জ্ঞান ।
কহি যত বিবরণ কর অবধান ॥
বৃষপর্ব্বকন্যা বলে আমারে ধরিয়া ।
কূপে ফেলাইয়া গৃহে গেল সে চলিয়া ॥
শূদ্রা হৈয়া মম বস্ত্র করিল পিন্ধন ।
কতেক কহিব যে কহিল কুবচন ॥
মোর বাপে স্তুতি শুক্র করে অনুব্রতে ।
সকুটুম্ব বাঁচায় আমার ধন হৈতে ॥
পুনঃ পুনঃ কহিলেক যা আইল মুখে ।
তার বাক্য বজ্র হেন লাগিয়াছে বুকে ॥
শুক্র বলে দেবযানী ত্যজ মনস্তাপ ।
ক্রোধে লোক ভ্রষ্ট হয় ক্রোধে হয় পাপ ॥
অক্রোধের সম পুণ্য নাহিক সংসারে ।
সর্ব্ব ধর্ম্মে ধার্ম্মিক যে ক্রোধকে সম্বরে ॥
শতেক বৎসর তপ করে যেইজন ।
অক্রোধী সহিত সম নহে কদাচন ॥
দেবযানী বলে পিতা আমি সব জানি ।
অপ্রতিভা কৈল মোরে দৈত্যের নন্দিনী ॥
সর্পের দংশনে যেন বিষে অঙ্গ দয় ।
কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণে যেমন অগ্নি হয় ॥
কন্যার বচন শুনি ভৃগুর নন্দন ।
বৃষপর্ব্বদৈত্যস্থানে করিল গমন ॥

বৃষপর্ব্ব চাহি শুক্র বলিল বিশেষ।
অন্য দেশে যাব ত্যজি তোমার এ দেশ ॥
পাপী দুরাচার যেই হিংসা করে লোকে।
পুণ্যবান জন তার নিকটে না থাকে ॥
জানিয়া শুনিয়া পাপ করে যেইজন।
অনুরূপ দুঃখ পায় না যায় খণ্ডন ॥
তারে না ফলিলে তার পুত্র-পৌত্রে ফলে।
ব্যর্থ নাহি হয় হেন বিধি বেদে বলে ॥
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতির নন্দন।
পুনঃ পুনঃ তুই তারে করিলি নিধন ॥
মম কন্যা দেবযানী প্রাণের সমান।
কূপে ফেলাইলি তারে নিধন বিধান ॥
নারীবধ ব্রহ্মবধ কৈলি বারে বার।
সহজে অসুর তুই দুষ্ট দুরাচার ॥
থাকিলে পাপীর কাছে নিত্য পাপ বাড়ে।
সেকারণ সাধুজন পাপী সঙ্গ ছাড়ে ॥
এত বলি ভৃগুসুত চলিল সত্বর।
পায়ে ধরি বসাইয়া বলে দৈত্যেশ্বর ॥
অধম পাপিষ্ঠ আমি বড় দুরাচার।
আপনার গুণে প্রভু কর প্রতিকার ॥
নিশ্চয় গোঁসাই যদি ছাড়ি যাবে মোরে।
গোষ্ঠীর সহিত আমি পশিব সাগরে ॥
শুক্র বলে তুমি গিয়া প্রবেশ সাগরে।
শরীর ত্যজহ কিংবা যাও দেশান্তরে ॥
প্রাণের সদৃশ হয় আমার কুমারী।
তাহার অপ্রিয় আমি করিবারে নারি ॥
ইহাতে যদ্যপি ক্ষমা করে দেবযানী।
তবে ক্ষান্ত হই আমি শুন দৈত্যমণি ॥
এত শুনি দৈত্যরাজ বিনয় করিয়া।
কহে দেবযানীর অগ্রেতে দাঁড়াইয়া ॥
হইল কুকর্ম্ম মম ক্ষম অপরাধ।
আমারে সদয় হও করহ প্রসাদ ॥
দেবযানী বলে রাজা বুঝহ অন্তরে।
তবে সে প্রসন্ন আমি হইব তোমারে ॥
শর্ম্মিষ্ঠা তোমার কন্যা বড়ই দুর্ভাষী।
পরিবার সহ মোরে করি দেহ দাসী ॥
এত শুনি দৈত্যরাজ কৈল অঙ্গীকার।
এইক্ষণে আনি অগ্রে দিব ত' তোমার ॥
এত বলি ধাত্রী পাঠাইল অন্তঃপুরে।
শর্ম্মিষ্ঠারে বার্ত্তা ধাত্রী কহিল সত্বরে ॥
ক্রোধ করি শুক্র যায় নগর ত্যজিয়া।
সে কারণে রাজা মোরে দিল পাঠাইয়া ॥
না মানে প্রবোধ কারো ভৃগুর নন্দন।
কেবল তাহার ক্রোধ তোমার কারণ ॥
অতএব শীঘ্র তুমি চল তথাকারে।
তোমারে লইতে রাজা পাঠাইল মোরে ॥
কন্যা বলে যাহে হবে জ্ঞাতির কুশল।
প্রবোধিয়া শুক্রাচার্য্যে করিব নিশ্চল ॥
এত বলি যায় কন্যা ধাত্রীর সংহতি।
যথায় আছেন পিতা দৈত্য অধিপতি ॥
সহস্রেক দাসী সঙ্গে চড়ি চতুর্দ্দোলে।
পিতার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল তলে ॥
বৃষপর্ব্ব বলে কন্যা দৈবের লিখন।
দেবযানী কাছে তুমি থাক দাসীপণ ॥
শর্ম্মিষ্ঠা বলেন পিতঃ যে আজ্ঞা তোমার।
হইলাম দাসী আমি কর্ম্মে আপনার ॥
এত শুনি উত্তর করিল দেবযানী।
কিমতে হইবে দাসী তুমি ঠাকুরাণী ॥
হেন জন তুমি দাসী হইবে কেমনে।
শুনিয়া উত্তর কন্যা দিল ততক্ষণে ॥
জ্ঞাতির কুশল আর পিতার বচন।
দুই ধর্ম্ম রাখিতে করিনু দাসীপণ ॥
ইহাতে আমার লজ্জা তিলেক না হবে।
তথাচ রাজার কন্যা সবাই বলিবে ॥
পরে শুক্র দেবযানী গেল নিজ ঘর।
সঙ্গেতে শর্ম্মিষ্ঠা গেল সহ সহচর ॥
আদিপর্ব্বে হয় দেবযানীর আখ্যান।
কাশীদাস বলে সব অমৃত-সমান ॥

দেবযানীর বিবাহ।

হেনমতে নানারঙ্গে বঞ্চে দেবযানী।
দাসীভাবে সেবে তাঁরে দৈত্যের নন্দিনী ॥

কতদিনে দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠা লইয়া ।
সহস্রেক দাসীগণ সংহতি করিয়া ॥
চৈত্ররথ নামে বন অতি মনোহর ।
নানারঙ্গে ক্রীড়া করে তাহার ভিতর ॥
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ দেয় তালি ।
মায়া বিস্তারম্ভে কেহ দেয় হুলাহুলি ॥
কিশলয়-শয্যায় শয়ানা দেবযানী ।
পদসেবা করে তাঁর দৈত্যের নন্দিনী ॥
হেনকালে সেই বনে দৈবের ঘটন ।
যযাতি নৃপতি আইল শিকার কারণ ॥
কন্যাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল নৃপমণি ।
কি নাম ধরহ তুমি কাহার নন্দিনী ॥
এত শুনি দেবযানী করিল উত্তর ।
দৈত্যগুরু শুক্র নাম খ্যাত চরাচর ॥
তাঁহার তনয়া আমি নাম দেবযানী ।
শর্ম্মিষ্ঠা আমার সখী দৈত্যের নন্দিনী ॥
কি নাম ধরহ তুমি কাহার নন্দন ।
এথাকারে এলে তুমি কোন্ প্রয়োজন ॥
শুনিয়া কন্যার বাক্য কহেন নৃপতি ।
নহুষ নন্দন আমি নামেতে যযাতি ॥
ব্রহ্মচর্য্যশীল আমি বিখ্যাত সংসারে ।
মৃগয়া কারণ আমি আইনু এথারে ॥
দেবযানী বলে রাজা তুমি মহাতেজা ।
ব্রহ্মচর্য্য বিজ্ঞ তুমি ধর্ম্মশীল রাজা ॥
পূর্ব্বে কূপ হৈতে তুমি তুলিলা আমারে ।
পুরুষ হইয়া তুমি ধরিয়াছ করে ॥
এক্ষণে আমারে কর বিবাহ ভূপতি ।
সহস্রেক দাসী পাবে শর্ম্মিষ্ঠা সংহতি ॥
তোমার বংশেতে কেহ বিবাহ না করে ।
হাত ধরি ল'য়ে যায় কন্যা সেই বরে ॥
এক্ষণে আমার হস্ত ধরি লহ তুমি ।
স্বেচ্ছায় তোমারে রাজা বরিলাম আমি ॥
রাজা বলে শুক্র জানি তপকল্পতরু ।
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ আর দৈত্যগণ গুরু ॥
তাঁহার নন্দিনী তুমি বন্দিতা আমার ।
সে কারণে যোগ্য আমি না হই তোমার ॥
বিবাহ করিতে তোমা বড় ভয় মম ।
পাছে শুক্র-ক্রোধে হয় সংশয় জীবন ॥
সর্পের বিষের তেজে একজন মরে ।
ব্রাহ্মণের ক্রোধ-বিষে সবংশে সংহারে ॥
দেবযানী বলে রাজা কি তোমার ভয় ।
অযাচকে দিলে দান কিবা তার হয় ॥
রাজা বলে যদি তিনি দেন অনুমতি ।
তবেত বিবাহ করি শুন গুণবতী ॥
এত শুনি দেবযানী রাজার উত্তর ।
রাজারে লইয়া গেল পিতার গোচর ॥
পিতারে কহিল কন্যা যত বিবরণ ।
যযাতি নৃপতি এল মৃগয়া কারণ ॥
মহাধর্ম্মশীল রাজা নহুষ-তনয় ।
তাঁরে সম্প্রদান কর মোরে মহাশয় ॥
শুনিয়া কন্যার বাক্য বলে শুক্রাচার্য্য ।
যযাতিকে দিব তোমা এ নহে আশ্চর্য্য ॥
এত বলি দৈত্যগুরু চলে শীঘ্রগতি ।
দেবযানী সহ গেল যথা নরপতি ॥
শুক্রে দেখি নরপতি প্রণতি করিল ।
কৃতাঞ্জলি হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইল ॥
শুক্র বলে শুনহ যযাতি নৃপমণি ।
এই দেবযানী হয় আমার নন্দিনী ॥
রাজা বলে ধর্ম্মাধর্ম্ম জানহ আপনি ।
ক্ষত্রিয়ের যোগ্য নহে ব্রাহ্মণ নন্দিনী ॥
শুক্র বলে আছে দোষ বলে বেদবাণী ।
ব্রাহ্মণতনয়া তিন বর্ণের জননী ॥
তথাপি বিবাহ কর আজ্ঞায় আমার ।
মম তপোবলে দোষ খণ্ডিবে তোমার ॥
এক বাক্য আমার শুনহ নৃপমণি ।
শর্ম্মিষ্ঠা দেখহ এই দৈত্যের নন্দিনী ॥
মম কন্যা দেবযানীর সেবিকা হয় ।
ইহারে ডাকিও নাহি শয়ন সময় ॥
এত বলি সমর্পি দিলেন দেবযানী ।
শুক্রে প্রণমিয়া দেশে গেল নৃপমণি ॥
শর্ম্মিষ্ঠার সহ এক সহস্র যুবতী ।
অশোকবনেতে রাজা দিলেন বসতি ॥

যথাযোগ্য ভক্ষ্য ভোজ্য বসন-ভূষণ।
প্রত্যেকে সবারে রাজা কৈল নিয়োজন॥
দেবযানী হইল প্রধান পাটেশ্বরী।
হেনমতে ক্রীড়া করে দিবস শর্ব্বরী॥
ধরিল প্রথম গর্ভ শুক্রের নন্দিনী।
দশ মাসে প্রসব হইল দেবযানী॥
দ্বিতীয়ার চন্দ্র প্রায় হইল নন্দন।
নন্দনের যদু নাম রাখিল রাজন॥
কতদিন পরে দেখ দৈবের যে গতি।
দৈত্যকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা হইল ঋতুমতী॥
ঋতুস্নান করি কন্যা চিন্তিত হৃদয়ে।
স্বামীহীনা হইলাম কর্ম্ম দুরাশয়ে॥
বৃথা জন্ম গেল মম এ নব যৌবনে।
পুত্রবর মাগি লব যযাতি রাজনে॥
দেবযানী সখী মম হয় ত' ঈশ্বরী।
তাঁহার ঈশ্বর হৈলে মম অধিকারী॥
যদি পাই একান্তে নৃপতি দরশন।
ঋতুদান মাগি লব এই লয় মন॥
যযাতি সে সত্যব্রত বিখ্যাত সংসারে।
যে কিছু যে চাহে তাহা অন্যথা না করে॥
এতেক চিন্তিতে দেখ দৈবের লিখন।
আইল নৃপতি তথা বিহার কারণ॥
হেনকালে শর্ম্মিষ্ঠা রাজারে একা দেখি।
সন্নিকট হইয়া প্রণমিল শশীমুখী॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া সম্মুখে দাণ্ডাইল।
বিনয়পূর্ব্বক কন্যা কহিতে লাগিল॥
উপেন্দ্র মহেন্দ্র চন্দ্র যোগেন্দ্রের প্রায়।
সর্ব্বগুণ নৃপতি তোমারে গণি তায়॥
আমারে রাজন তুমি জান ভালমতে।
শুনহ প্রার্থনা এক কহি যে তোমাতে॥
কামভাবে তোমায় না করি নিবেদন।
ঋতুরক্ষা কর মোর ধর্ম্মের কারণ॥
রাজা বলে ইহা না কহিও কদাচন।
শুক্রের বচন নাহি তোমার স্মরণ॥
দেবযানী-বিবাহে বলিল বারে বারে।
শয়নে কদাচ না ডাকিবা শর্ম্মিষ্ঠারে॥
শুক্রের বচন কেবা খণ্ডাইতে পারে।
কি শক্তি আমার বল পরশি তোমারে॥
কন্যা বলে রাজা তুমি পরম পণ্ডিত।
তোমারে বুঝাব আমি না হয় উচিত॥
বিবাহের কালে সর্ব্বধন-অপহরে।
কৌতুকেতে আর নারী সহিত বিহারে॥
প্রাণের সংশয়ে যদি মিথ্যা কেহ কহে।
এই পঞ্চস্থানে মিথ্যা-পাপ হেতু নহে॥
দেবযানী তোমারে বরিল যেইক্ষণে।
আমার বরণ রাজা হৈল সেই দিনে॥
একে সখী দেবযানী দ্বিতীয়ে ঈশ্বরী।
তাঁর ভর্ত্তা তুমি মোর হৈলা অধিকারী॥
রাজা বলে নহে এই ধর্ম্মের বিচার।
কখনই মিথ্যা বাক্য না শোভে রাজার॥
লোকে মিথ্যা পাপ কৈলে দণ্ড করে রাজা।
রাজা মিথ্যাবাদী হৈলে লোকে নাহি পূজা॥
কন্যা বলে রাজা নহে অধর্ম্ম-আচার।
ভার্য্যা-পুত্র-দাসেতে স্বামীর অধিকার॥
ঈশ্বরী-ঈশ্বর তুমি আমার ঈশ্বর।
সে কারণে তোমারে মাগিনু পুত্রবর॥
কন্যার বচন শুনি সত্যধর্ম্মনীতি।
হৃদয়ে ভাবিয়ে তবে কহে নরপতি॥
রাজা বলে পূর্ব্বে করিলাম অঙ্গীকার।
যেই যাহা মাগে দিব প্রতিজ্ঞা আমার॥
সে কারণে তোমার পুরাব অভিলাষ।
এত বলি গেল রাজা শর্ম্মিষ্ঠার পাশ॥
ঋতুদান শর্ম্মিষ্ঠারে দিয়া নরপতি।
কেহ না জানিল গেল আপন বসতি॥
রাজার ঔরসে শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভ হৈল।
দশমাস দশদিনে পুত্র প্রসবিল॥
শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র হৈল লোকে হৈল শব্দ।
বার্ত্তা পেয়ে দেবযানী হইলেন স্তব্ধ॥
আশ্চর্য্য শুনি যে পুত্র হইল কিমতে।
শর্ম্মিষ্ঠার গৃহে তবে চলিল ত্বরিতে॥
দেবযানী বলে সখী করিলা কি কর্ম্ম।
কার দ্বারা হইল তব পুত্রের জন্ম॥

যযাতির প্রতি শুক্রাচার্য্যের অভিশাপ।

[পৃষ্ঠা—৭৩

শর্ম্মিষ্ঠা বলেন সখী দৈবের লিখন।
মম ঋতুকালে আসে ঋষি একজন ॥
কামভাবে তাহারে না করিনু কামনা।
পুত্রদান দিয়া মোরে গেল সেইজনা ॥
দেবযানী বলে সখী কহ সত্যকথা।
কি নাম ঋষির পুত্র তাঁর বাস কোথা ॥
শর্ম্মিষ্ঠা বলেন ঋষি পরম সুন্দর।
মহাতেজ ধরে আর দিব্য কলেবর ॥
তাঁরে জিজ্ঞাসিতে শক্তি হইবে কাহার।
সেকারণে নাম গোত্র না জানি তাঁহার ॥
দেবযানী বলে সখী তুমি পুণ্যবতী।
ঋষিবরে হৈল পুত্র চন্দ্রসম দ্যুতি ॥
এত বলি দেবযানী গেল অন্তঃপুরে।
হেনমতে যায় কত দিবস অন্তরে ॥
দেবযানী প্রসবিল যুগল নন্দন।
যদু আর তুর্ব্বসু বিখ্যাত সর্ব্বজন ॥
শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে জন্মে ঔরসে রাজার ॥
ঋতুযোগে জন্মাইল এ তিন কুমার ॥
জ্যেষ্ঠ দ্রুহ্যু অনু তার দ্বিতীয় কুমার।
কনিষ্ঠ হইল পুরু সর্ব্বগুণাধার।
রাজার কুমার সব বাড়ে দিনে দিনে।
ঋষি হৈতে পুত্র হয় দেবযানী জানে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

যযাতির প্রতি শুক্রের অভিশাপ।

কিছুদিন পরে তবে যযাতি নৃপতি।
বিহারে চলিল দেবযানীর সংহতি ॥
নানা বৃক্ষে সুশোভিত অশোকের বন।
ফল ফুলে সুগন্ধি কুহরে পক্ষিগণ ॥
দেবযানীসহ ক্রীড়া করে নৃপবর।
শর্ম্মিষ্ঠা আইল সেই বনের ভিতর ॥
শর্ম্মিষ্ঠার তিন পুত্র বাপেরে দেখিয়া।
রাজার নিকটে সবে আইল ধাইয়া ॥
সুন্দর কুমার তিন দেখি দেবযানী।
জিজ্ঞাসিল কার পুত্র কহ নৃপমণি ॥

মৌনেতে রহিল রাজা না করে উত্তর।
কুমারগণেরে জিজ্ঞাসিল অতঃপর ॥
কি নাম তোমরা ধর কাহার নন্দন।
সত্য কহ এথায় আইলা কি কারণ ॥
দেবযানী বলে যদি এতেক বচন।
প্রত্যেকে আপন নাম কহে তিন জন ॥
শর্ম্মিষ্ঠা নামেতে আমা সবাকার মাতা।
রাজা দেখাইয়া বলে এই মম পিতা ॥
এত বলি গেল তিনে রাজার নিকটে।
প্রণিপাত করি দাণ্ডাইল করপুটে ॥
দেবযানী-ভয়ে রাজা না বলিল কিছু।
বিরস হইয়া তিনে বাহুড়িল পিছু ॥
এত শুনি দেবযানী অরুণ নয়ন।
শর্ম্মিষ্ঠারে ডাকিয়া বলিল ততক্ষণ ॥
পূর্ব্বে যে কহিলি তুই আমার গোচরে।
এক ঋষি পুত্রদান দিলেন আমারে ॥
এক্ষণে তোমার কথা হইল বিদিত।
শর্ম্মিষ্ঠা শুনিয়া তাহা হইল বিস্মিত ॥
যোড়কর করিয়া শর্ম্মিষ্ঠা কহে বাণী।
ধর্ম্মে নাহি ঘাটি আমি শুন ঠাকুরাণী ॥
তুমি মম ঈশ্বরী তোমার রাজা পতি।
সে কারণে মোর ভর্ত্তা হৈল নরপতি ॥
সেবিকার পুত্রগণ তোমার সেবক।
ক্রোধ পরিহর মোর দেখিয়া বালক ॥
ক্রোধে দেবযানী ভূপতির প্রতি বলে।
শুক্রবাক্য লঙ্ঘন করিলা অবহেলে ॥
গুরুবাক্য লঙ্ঘ আর ভজহ সেবকী।
এবে জানিলাম তুমি পরম পাতকী ॥
আর না রহিব আমি তোমার সদন।
এত বলি দেবযানী করেন ক্রন্দন ॥
কান্দিতে কান্দিতে যায় জনকের ঘর।
বিনয় করিয়া রাজা বুঝান বিস্তর ॥
রাজার বিনয় বাক্য না শুনিল কানে।
দেখিয়া পাইল বড় ভয় রাজা মনে ॥
পাছে নাহি চায়, ক্রোধে যায় শীঘ্রগতি।
পাছে পাছে নরপতি-চলিল সংহতি ॥

শুক্রের সম্মুখে গিয়া হৈল উপনীত।
প্রণাম করিয়া কহে রাজার চরিত ॥
অবধান কর পিতা মম নিবেদন।
অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হৈল যযাতি রাজন্ ॥
তোমার নিয়ম বাক্য করিয়া হেলন।
বৃষপর্ব্বকন্যাসহ করিল রমণ ॥
তিন পুত্র জন্মাইল তাহার উদরে।
দুর্ভাগা করিল মোরে রাজা অবিচারে ॥
আমার উদরে দুই পুত্র জন্মাইল।
এখন তোমার বাক্য হেলন করিল ॥
কন্যার বচন শুনি ভৃগুর নন্দন।
ক্রোধ করি রাজারে বলিল ততক্ষণ ॥
সর্ব্বধর্ম্ম জ্ঞাত তুমি পরম পণ্ডিত।
মম বাক্য লঙ্ঘ রাজা এ কোন্ বিহিত ॥
গুরুজনে লঙ্ঘ রাজা করি অহঙ্কার।
এই পাপে জরা অঙ্গ হইবে তোমার ॥
শুনিয়া শুক্রের শাপ কম্পিত-হৃদয়।
করযোড় করি রাজা বলিছে বিনয় ॥
কামভাবে শর্ম্মিষ্ঠাকে না করি রমণ।
ঋতুদান শর্ম্মিষ্ঠা যে করিল প্রার্থন ॥
সে কারণে তাকে করিলাম ঋতুদান।
না করিলে নাহি পাপ তাহার সমান ॥
নপুংসক হ'য়ে জন্ম হয় ক্ষিতি তলে।
নরকের মধ্যে গিয়া পড়ে অন্তকালে ॥
ঋতুদান করিলাম করি ধর্ম্মভয়।
অগ্রে মম অঙ্গীকার জান মহাশয় ॥
যেই যাহা মাগে তাহা না করিব আন।
সে কারণে দিনু যে মাগিল ঋতুদান ॥
শুক্র বলে ধর্ম্মভয়ে করিলে বিহার।
মম বাক্য ভয় নাহি এত অহঙ্কার ॥
এতেক বলিবা মাত্রে ভৃগুর নন্দন।
রাজার শরীরে জরা হইল তখন ॥
অশক্ত হইল রাজা শুক্ল হৈল কেশ।
মুখেতে না স্ফুরে বাক্য হৈল বৃদ্ধবেশ ॥
আপনার অঙ্গ দেখি নৃপতি বিস্ময়।
যোড়হস্তে কহে পুনঃ করিয়া বিনয় ॥
যুবভাবে তৃপ্ত নাহি, না পূরে কামনা।
তব কন্যা দেবযানী প্রথম যৌবনা ॥
হইলাম বঞ্চিত এ সংসারের সুখে।
কৃপায় শাপান্ত প্রভু আজ্ঞা কর মোকে ॥
শুক্র বলে মম বাক্য না যায় খণ্ডন।
ভোগ করিবারে রাজ্য যদি আছে মন ॥
আপনার জরাবস্থা দিয়া অন্যজনে।
সাংসারিক সুখভোগ করহ আপনে ॥
রাজা বলে আছে মম পঞ্চ যে কুমার।
যেই জরা লবে তারে দিব রাজ্য ভার ॥
শুক্র বলে জরা লইবেক যেই জন।
দীর্ঘ আয়ু হবে সেই রাজ্যের ভাজন ॥
বংশবৃদ্ধি হবে সেই রাজ্যে হবে রাজা।
পরম পণ্ডিত হবে বলে মহাতেজা ॥
শুক্রের পাইয়া আজ্ঞা যযাতি রাজন।
দেবযানীসহ দেশে করিল গমন ॥
যযাতি-চরিত্রকথা শুনিতে অমৃত।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচিত ॥

যযাতির যৌবন প্রাপ্তি এবং পুত্রের জরা গ্রহণ।

দেশে আসি নৃপতি বসিল সিংহাসনে।
জ্যেষ্ঠপুত্র যদুরে বলিল ততক্ষণে ॥
শুক্রশাপে জরা বাপু হইল শরীরে।
যৌবনের ভোগে মম মন নাহি পূরে ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র হও তুমি পরম পণ্ডিত।
খণ্ডিতে পিতার দুঃখ হয়ত উচিত ॥
সে কারণে মম জরা লহ রে শরীরে।
তোমার যৌবন পুত্র দেহ-ত আমারে ॥
সহস্র বৎসরে পুত্র পাইবে যৌবন।
এত শুনি যদু হৈল বিরস বদন ॥
জরা সম দুঃখ পিতা নাহিক সংসারে।
অন্নপানহীন শক্তি না থাকে শরীরে ॥
শরীর কুৎসিত হয় লোক উপহাসে।
এ জরা লইতে মম চিত্তে না প্রকাশে ॥
শুনিয়া হইল ক্রুদ্ধ যযাতি রাজন্।
জ্যেষ্ঠপুত্র হ'য়ে তুমি হৈলা অভাজন ॥

তোর বংশে রাজা না হইবে কোনকালে।
জ্যেষ্ঠ পুত্র হৈয়া তুমি কুপুত্র হইলে ॥
তাহার অনুজ নাম তুর্ব্বসু সুন্দর।
তাহারে আনিয়া জিজ্ঞাসিল নৃপবর ॥
শুক্রশাপে জরা হৈল না হৈল খণ্ডন।
জরা ল'য়ে দেহ পুত্র আপন যৌবন ॥
এ ভীষণ লহ জরা সহস্র বৎসর।
আমার বচন রাখ উপকার কর ॥
তুর্ব্বসু বলিল জরা পিতা বড় দুঃখ।
আচারে বর্জ্জিত যত সংসারের সুখ ॥
এ জরা লইতে আমি অপারগ অতি।
শুনিয়া কুপিত অতি হইল নৃপতি ॥
পুত্র হ'য়ে পিতৃবাক্যে কর অনাদর।
এই পাপে ম্লেচ্ছ দেশে হবে দণ্ডধর ॥
তব বংশে যতেক হইবে পুত্রগণ।
মূর্খ হ'য়ে করিবেক অভক্ষ্য ভক্ষণ ॥
দেবযানী দুই পুত্র না শুনিল বাণী।
শর্ম্মিষ্ঠার পুত্রগণে ডাকিল আপনি ॥
শর্ম্মিষ্ঠার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্রুহ্য নাম ধরে।
মধুর বচনে রাজা বলিল তাহারে ॥
মম জরা লহ তুমি সহস্র বৎসর।
পাপ জরা দিয়া লব যুবা কলেবর ॥
দ্রুহ্য বলে রাজা জরা বহু দোষ ধরে।
অন্য কার্য্য থাক তার বাক্য নাহি স্ফুরে ॥
না পারিব সহিতে সে জরার যন্ত্রণা।
অন্যেরে করহ আজ্ঞা লয় যেই জনা ॥
শুনিয়া যযাতি ক্রোধে বলিল তখন।
পুত্র হৈয়া পিতৃবাক্য করিলা লঙ্ঘন ॥
চারি জাতি ভেদ না থাকিবে যেই দেশে।
সেই দেশে রাজা হবে তোমার ঔরসে ॥
যতেক করিবে আশা হইবে নিরাশ।
কভু পূর্ণ না হইবে তব অভিলাষ ॥
অণু বলি পুত্র তার কনিষ্ঠ সোদর।
তাহারে ডাকিয়া তবে বলে নৃপবর ॥
মম জরা লহ বাপু কর পুত্রকাজ।
শুনিয়া বলিল অণু শুন মহারাজ ॥
যে কিছু খাইলে জীর্ণ না হয় উদরে।
হেন জরা লৈতে পিতা না বল আমারে।
রাজা বলে তুমি পুত্র বড় দুরাচার।
পুত্র হৈয়া বাক্য তুমি লঙ্ঘিলা আমার ॥
যতকে জরার দুঃখ কহিলা আপনে।
সেই সব দুঃখ তুমি ভুঞ্জ অনুক্ষণে ॥
তোমার ঔরসে পুত্র যতেক হইবে।
যৌবনকালেতে তারা সবাই মরিবে ॥
তবেত নৃপতি বড় হইয়া চিন্তিত।
সবার কনিষ্ঠ পুত্রে ডাকিল ত্বরিত ॥
সবা হৈতে প্রিয় তুমি কনিষ্ঠ নন্দন।
প্রিয় কর্ম্ম কর, রাখ আমার বচন ॥
শুক্রশাপে জরা হৈল আমার শরীরে।
তৃপ্তি নাহি পাই সুখে জানাই তোমারে ॥
পুত্রধর্ম্ম কর, দেহ আপন যৌবন।
সহস্র বৎসর পরে পাইবে আপন ॥
মম জরা দুঃখ বাছা লহ নিজ কায়।
স্বীকার করিলে তুমি মম দুঃখ যায় ॥
পিতার বচন শুনি কহে যোড়করে।
তোমার বচন রাজা কে লঙ্ঘিতে পারে ॥
পুত্র হৈয়া পিতৃবাক্য না রাখে যে জন।
ইহলোকে অপযশ নরকে গমন ॥
তব জরা দেহ পিতা আমার শরীরে।
আমার যৌবন ভোগ ভুঞ্জ কলেবরে ॥
এতেক শুনিয়া রাজা হরষিত মন।
মুখে চুম্ব দিয়া পুত্রে বলেন বচন ॥
বংশবৃদ্ধি হবে তব ধর্ম্মেতে তৎপর।
তোমার বংশেতে হবে রাজ্যের ঈশ্বর ॥
যৌবন পাইয়া তবে যযাতি রাজন।
ধর্ম্মকর্ম্ম করে সদা সুখে অনুক্ষণ ॥
যজ্ঞ হোমে তুষ্ট কৈল যত দেবগণে।
পিতৃগণে তুষ্ট কৈল শ্রাদ্ধাদি তর্পণে ॥
দানেতে তুষিল দ্বিজ দরিদ্র ভিক্ষুক।
সুপালনে প্রজাগণে দিল বড় সুখ ॥
অভ্যাগত অতিথি তুষিল নৃপবর।
প্রতাপে নাহিক দুষ্ট রাজ্যের ভিতর ॥

কামরসে কামিনীগণেরে রাজা তোষে।
সুহৃদ বান্ধব মন্ত্রী তোষে প্রিয়ভাষে॥
হেনমতে রাজ্য করে সহস্র বৎসর।
পূর্ব্ববাক্য স্মরণ করিল নৃপবর॥
জরায় পীড়িত পুত্র দেখিয়া নৃপতি।
আপনারে ধিক্কার করেন মহামতি॥
আপনার জরা দিয়া দিনু পুত্রে দুঃখ।
পুত্রের যৌবনে আমি ভুঞ্জিলাম সুখ॥
কামে মাতি পুত্র কষ্ট না দেখি নয়নে।
ধিক্ মোরে শত ধিক্ এ ছার জীবনে॥
কামুকের কাম পূর্ণ না হয় কখন।
যত ইচ্ছা তত বাড়ে নহে তৃপ্ত মন॥
এত চিন্তি নরপতি বলিল নন্দনে।
বহু ভোগ করিলাম তোমার যৌবনে॥
পুত্রকর্ম্ম করি প্রীত করিলে আমারে।
তোমার মহিমা যত ঘুষিবে সংসারে॥
আপন যৌবন লহ, জরা দেহ মোরে।
ছত্রদণ্ড দিব আমি তোমার উপরে॥
এত বলি জরা নিল নহুষ-নন্দন।
পুরুর হইল প্রাপ্তি আপন যৌবন॥
পুরু রাজা হবে বলি দিলেন ঘোষণা।
পাত্র মিত্র অমাত্য ডাকিল সর্ব্বজনা॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র যত প্রজা।
আনিল সবারে রাজ্যে নিমন্ত্রিয়া রাজা॥
পুরু-অভিষেক দেখি যত প্রজাগণ।
কহিতে লাগিল আর ক্ষত্র রাজগণ॥
নানা শাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি নহুষ-তনয়।
জ্যেষ্ঠ পুত্র বিদ্যমানে কনিষ্ঠ কি হয়॥
সর্ব্বগুণযুত যদু পরম সুন্দর।
তাঁর বিদ্যমানে পুরু নহে রাজ্যেশ্বর॥
ধর্ম্মনীতি যত তুমি জান মহাশয়।
কনিষ্ঠে করিতে রাজা কোন্ শাস্ত্রে কয়॥
প্রজাদের হেন কথা শুনি নৃপবর।
ক্ষণেক চিন্তিয়া মনে করিল উত্তর॥
পিতৃমাতৃ-বাক্য যেই পুত্র নাহি রাখে।
তারে পুত্র বলি হেন কোন্ শাস্ত্রে লেখে॥
পুরুরে জানি যে আমি আপন কুমার।
আর পুত্র অকারণে হইল আমার॥
জরাতে পীড়িত আমি না ছিল যৌবন।
আমা বাক্য না রখিল এই চারিজন॥
পণ্ডিত সুবুদ্ধি পুরু করিল স্বীকার।
সহস্র বৎসর নিল মম জরাভার॥
সে কারণে রাজ্যভারে পুরু যোগ্য হয়।
হেন পুরু রাজা হবে ধর্ম্মে কেন ভয়॥
প্রজাগণ বলে শুক্র জগতে বিদিত।
তাঁর নাতিগণ যোগ্য সংসারে পূজিত॥
তাহারে না দিয়া অন্যে দিবে অধিকার।
হইলে শুক্রের ক্রোধ নাহিক নিস্তার॥
রাজা বলে শুক্রেরে করেছি নিবেদন।
যেই জরা লইবে সে রাজ্যের ভাজন॥
শুক্র বলে যেই পুত্র লবে জরাভার।
আপনার রাজ্যে তারে দিবে অধিকার॥
প্রজাগণ বলে কিছু কহিতাম আর।
শুক্র আজ্ঞা করিয়াছে নাহিক বিচার॥
পিতৃমাতৃ বাক্য যেই করয়ে পালন।
তারে পুত্র বলি হেন কহে মুনিগণ॥
এত যদি বলিল সকল প্রজাগণ।
অভিষেক করিলেন পুরুকে তখন॥
ছত্রদণ্ড দিল তবে নৃপতি যযাতি।
সুতে শিক্ষা করাইল যত রাজনীতি॥
আদিপর্ব্বে বিচিত্র যযাতি-উপাখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

যযাতির স্বর্গে গমন ও পতন

হইল নৃপতি পরে জরাযুক্ত অঙ্গ।
রাজ্য ত্যজি গেল বন মুনিগণ সঙ্গ॥
কঠিন তপস্যা রাজা করে নিরন্তর।
ফল-মূলাহার করে বনের ভিতর॥
অতিথির পূজা রাজা করয়ে তথায়।
হেনমতে সহস্র বৎসর কেটে যায়॥
উঞ্ছবৃত্তি ব্রত করি বঞ্চে বহু ক্লেশ।
ফলমূলাহার ত্যজিলেন রাজা শেষ॥

জলপান ত্যজিয়া করিল বাতাহার ।
তপস্যায় হৈল রাজার অস্থিচর্ম্মসার ॥
হেনমতে গেল দুই সহস্র বৎসর ।
পঞ্চাগ্নি করিল বৎসরেক নৃপবর ॥
যোগে যাগে শরীর ত্যজিল মহারাজ ।
দিব্যরথে চড়ি গেল ইন্দ্রের সমাজ ॥
তথা হৈতে ব্রহ্মলোকে গিয়া নরপতি ।
দশলক্ষ বর্ষ ব্রহ্মলোকে করে স্থিতি ॥
ব্রহ্মলোক হৈতে রাজা আইল ইন্দ্রস্থানে ।
কপটে জিজ্ঞাসে ইন্দ্র তার বিদ্যমানে ॥
জরায় পীড়িত তুমি ছিলে গুণাধার ।
জরা নিল পুরু তব কনিষ্ঠ কুমার ॥
কেন্ নীতি তারে শিখাইলে মহারাজ ।
কেন বা ছাড়িয়া এলে ব্রহ্মার সমাজ ॥
রাজা বলে শিখাইলাম সবি যে তাহারে ।
রাজনীতি বিধিমত শাস্ত্র অনুসারে ॥
রাজছত্র দিয়া আমি কহিনু নন্দনে ।
পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ যত শুন একমনে ॥
পর দুঃখে দুঃখী যেই, পর-উপকারী ।
মধুর কোমল বাক্য বলে মৃদু করি ॥
মর্ম্মকথা পরেরে না বলে কোন কালে ।
অকপট কুবৃত্তিহীন সদা সত্য বলে ॥
আপনারে ক্লেশ করি পরে পরিত্রাণ ।
পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ নাহি তাহার সমান ॥
এ সব লোকের বাক্য শুনিয়া শ্রবণে ।
পুত্রবৎ করিয়া পালিবে প্রজাগণে ॥
দুঃখীর দারিদ্র্য-দুঃখ বিনাশিবে ধনে ।
বিপ্রগণে তুষিবে বিপুল শ্রদ্ধাদানে ॥
উত্তম করিয়া বন্ধুগণেরে তুষিবে ।
চোর দস্যু দুষ্টলোক রাজ্যে না রাখিবে ॥
দয়া করি পালিবে অনাথ বৃদ্ধজনে ।
অবহেলা না করিবে অতিথি-সেবনে ॥
অবশেষে জ্যেষ্ঠ পুত্রে দিয়া রাজ্যভার ।
তপস্যা করিবে করি ফল-মূলাহার ॥
ইন্দ্র বলে রাজা তুমি পরম পণ্ডিত ।
তোমার যতেক কর্ম্ম না হয় বর্ণিত ॥

ইন্দ্রলোকে ব্রহ্মলোকে ভ্রম নিজ সুখে ।
তোমার সমান নাহি দেখি ব্রহ্মলোকে ॥
কি পুণ্য করিয়া তুমি জন্মিলা সংসারে ।
কহ নৃপবর ইচ্ছা আছে শুনিবারে ॥
রাজা বলে বৃষ্টিধারা গণিবারে পারি ।
আমার পুণ্যের কথা কহিবারে নারি ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে না দেখি একজন ।
আমার সহিত তার করি যে গণন ॥
শুনিয়া হাসিয়া বলে ইন্দ্র দেবরাজ ।
আপন প্রশংসা, নিন্দ দেবের সমাজ ॥
এই পাপে ক্ষীণপুণ্য হইলে যযাতি ।
তোমারে না শোভে আর স্বর্গের বসতি ॥
স্বর্গ হৈতে চ্যুত হও বলে পুরন্দর ।
বিস্মিত হইয়া তবে বলে নৃপবর ॥
কহিলাম বাক্য আমি আর না নেউটে ।
ভুঞ্জিব আপন কর্ম্ম আছে যে ললাটে ॥
এক নিবেদন মম তোমার গোচরে ।
কৃপা করি দেবরাজ আজ্ঞা কর মোরে ॥
পুণ্যবান্ লোক যত আছে যেই পথে ।
সেই পথে পড়ি আজ্ঞা কর শচীনাথে ॥
ইন্দ্র বলে রাজা তব বুদ্ধি নাহি ঘটে ।
নিজগুণে পুনঃ স্বর্গে আসিবে নিকটে ॥
এতেক বলিতে তবে পড়িল রাজন ।
আকাশ হইতে যেন পড়িল তপন ॥
হেনকালে শূন্যে অষ্টকাদি চারিজন ।
ডাক দিয়া বলে রহ পড় কোন্জন ॥
পুণ্যবান্ আজ্ঞা কভু না হয় খণ্ডন ।
শূন্যেতে হইল স্থির যযাতি রাজন্ ॥
অষ্টক বলিল তুমি কোন্ মহাজন ।
কোন নাম ধর তুমি কাহার নন্দন ॥
রাজা বলে নাম আমি ধরি যে যযাতি ।
পুরুর জনক আমি [illegible] ভূপতি ॥
পুণ্যবান্ জনে আমি করিনু অমান্য ।
সেই হেতু হইল আমার ক্ষীণ পুণ্য ॥
ধনহীনে পৃথিবীতে বন্ধুগণ ত্যজে ।
পুণ্যহীনে স্বর্গ ত্যজে দেবের সমাজে ॥

অষ্টক বলিলা তুমি আছিলা কোথায়।
কি কারণে চ্যুত হ'লে কহিবা আমায়॥
রাজা বলে মর্ত্ত্যেতে ছিলাম মহারাজা।
পৃথিবীর লক্ষ রাজা সবে করে পূজা॥
পুত্রে রাজ্য দিয়া পুনঃ গেলাম কাননে।
তপ আচরিলাম যে পরম যতনে॥
শরীর ত্যজিয়া স্বর্গে করিয়া গমন।
স্বর্গভোগ করিলাম না যায় খণ্ডন॥
তথা হৈতে গেলাম যে ইন্দ্রের নগরী।
সহস্র বৎসর তথা স্বর্গভোগ করি॥
ইন্দ্রের অমরাবতী নাহি পাঠান্তর।
নানা ভোগ করিলাম সহস্র বৎসর॥
তথা হৈতে ব্রহ্মলোকে করিলাম গতি।
দশলক্ষ বৎসর হইল তথা স্থিতি॥
নন্দনাদি বন তথা কি কব সে কথা।
অপ্সরীর সহ ক্রীড়া করিলাম তথা॥
কামরূপী হৈয়া বেড়ালাম যথা তথা।
দৈবে ইন্দ্র একদিন জিজ্ঞাসিল কথা॥
ইন্দ্রেরে কহিনু আপনার পুণ্যচয়।
তথা হতে সে কারণে পড়ি মহাশয়॥
অষ্টক বলিল কহ শুনি মহামতি।
তথা হৈতে পড়িলে হইবে কোন্ গতি॥
রাজা বলে ক্ষীণপুণ্য হয় যেই জন।
ভৌম নরকের মধ্যে পড়ে ততক্ষণ॥
রজোবীর্য্যযুত হ'য়ে পুনঃ দেহ ধরে।
দ্বিপদ চৌপদ হয় যোনি অনুসারে॥
অষ্টক বলিল তবে হবে কি প্রকার।
এ ঘোর নরক হৈতে পাইতে নিস্তার॥
রাজা বলে-তপ-শান্তি-দয়া-দান-ফলে।
এই সব স্বর্গভোগ হয় অবহেলে॥
যজ্ঞ হোম ব্রত করে অতিথিসেবন।
গুরু-দ্বিজ সেবা করে দেব-আরাধন॥
তবেত তরিতে পারে নরক হইতে।
কহিলাম বৃত্তান্ত এ সকল তোমাতে॥
অষ্টক বলিল তুমি বড় পুণ্যবান্।
হেথায় নাহিক কেহ তোমার সমান॥
চিরদিন হেথায় থাকহ মহাশয়।
নিশ্চিন্ত হইয়া থাক নাহি ইন্দ্রে ভয়॥
রাজা বলে ক্ষীণপুণ্য রহিতে না পারি।
স্বর্গেতে রহিতে আর নহি অধিকারী॥
শুনিয়া অষ্টক শিবি বসু প্রতর্দ্দন।
রাজারে ডাকিয়া তথা বলে সর্ব্বজন॥
আমা সবাকার পুণ্য যতেক আছয়।
সেই পুণ্যে হেথা তুমি রহ মহাশয়॥
রাজা বলে পরদ্রব্য না করি গ্রহণ।
কৃপণের বৃত্তি এই শুন মহাজন॥
শিবি বলে রাজা তুমি তৃণগাছি দিয়া।
আমা সবাকার পুণ্য লহত কিনিয়া॥
রাজা বলে যত কহ বালকের ভাষ।
তৃণ দিয়া লব পুণ্য লোকে উপহাস॥
এত শুনি অষ্টকাদি বলে চারিজন।
নিশ্চয় হেথায় যদি না রহ রাজন্॥
তোমার সহিত তবে যাব চারিজন।
যথায় নৃপতি তুমি করিবা গমন॥
এতেক বচন যদি তাহারা বলিল।
দিব্যমূর্ত্তি পঞ্চরথ সে স্থানে আইল॥
পঞ্চরথে চড়িয়া চলিল পঞ্চজন।
ইন্দ্রের অমরাবতী করিল গমন॥
শ্রীবৈশম্পায়ন বলে শুন জন্মেজয়।
সেই চারিজন তাঁর কন্যার তনয়॥
কন্যার পুত্রের পুণ্যে তরিল যযাতি।
পুনরপি স্বর্গে রাজা করিল বসতি॥
যযাতি-চরিত্রকথা অমৃত সমান।
শ্রবণে মধুর নাহি ইহার সমান॥
হৃদয়ে নির্ম্মল জ্ঞান হয়ত উদিত।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস-বিরচিত॥

পুরু বংশ কথন।

জন্মেজয় বলে স্বর্গে গেল নৃপবর।
পূরুকে করিল রাজা রাজ্যের ঈশ্বর॥
আর চারি পুত্রে শাপ দিল নরপতি।
কি কর্ম্ম করিল তারা কহ মহামতি॥

মুনি বলে যদু হৈতে জন্মিল যাদব।
তুর্ব্বসুর বংশ হৈতে যবন উদ্ভব ॥
দ্রুহ্য হৈতে বর্দ্ধিত হইল ভোজবংশ।
অনুর ঔরসে জন্ম ম্লেচ্ছ অবতংশ ॥
পুরুর ঔরসে জন্ম হইল পৌরব।
যার বংশে আপনার হৈয়াছে উদ্ভব ॥
তপ জপ যজ্ঞ ব্রত ধর্ম্মেতে তৎপর।
পুরুর যতেক কর্ম্ম লোকে অগোচর ॥
পুরুরাজ পাটেশ্বরী পৌষ্ঠী নাম ধরে।
তিন পুত্র হইল যে তাঁহার উদরে ॥
প্রবীর প্রধান পুত্রে দিল রাজ্যভার।
শূরসেনা নামে কন্যা বনিতা তাঁহার ॥
তাঁর পুত্র মনস্যু সে হৈল নরবর।
তিন পুত্র হৈল তার পরমসুন্দর ॥
তিন পুত্র মধ্যে হৈল রাজা সংহনন।
মিশ্রকেশী-গর্ভেতে জন্মিল দশ জন ॥
অনাবৃষ্টি নৃপতির পুত্র মতিনার।
তংসু আদি চারি পুত্র হইল তাঁহার ॥
ঈলিল তাঁহার পুত্র বলে মহাতেজা।
তার পঞ্চ পুত্রেতে দুষ্মন্ত হল রাজা ॥
শকুন্তলা ভার্য্যা তাঁর বিখ্যাত সংসার।
ভরত নামেতে পুত্র হইল তাঁহার ॥
ভরতের গুণ কর্ম্ম কহিতে বিস্তার।
ভুমন্যু বলিয়া পুত্র হইল তাঁহার ॥
সুহোত্র বলিয়া রাজ তাঁহাতে উৎপত্তি।
তাঁর পুত্র হস্তী নামে হইল সুকীর্ত্তি ॥
বসাইল আপনার নামেতে নগর।
হস্তিনা বলিয়া নাম ভুবন ভিতর ॥
অজমীঢ় মহারাজ হস্তীর নন্দন।
তাঁর পুত্র রাজা হৈল নাম সংবরণ ॥
সংবরণ রাজ্যকালে অনাবৃষ্টি কৃত।
দুর্ভিক্ষ হইল, লোক ব্যাধিতে পীড়িত ॥
পাঞ্চাল দেশের রাজা বলে নিল দেশ।
সংবরণ করিলেন বনেতে প্রবেশ ॥
কৃপা করি বশিষ্ঠ সহায় হৈল তাঁর।
পুনরপি রাজ্যপ্রাপ্তি হইল রাজার ॥

নানা যজ্ঞ দান তবে করিল নৃপতি।
তাঁর জায়া সূর্য্যসুতা নামেতে তপতী ॥
তাঁহার নন্দন কুরু বিখ্যাত ভূতলে।
কুরুক্ষেত্র নির্ম্মাইল নিজ বাহুবলে ॥
জন্মেজয় আদি করি পঞ্চ পুত্র তাঁর।
ধৃতরাষ্ট্র রাজা জন্মেজয়ের কুমার ॥
প্রতীপ নামেতে ধৃতরাষ্ট্রের নন্দন।
তিন পুত্র হৈল তাঁর বিখ্যাত ভুবন ॥
দেবাপি শান্তনু আর তৃতীয় বহ্লীক।
এই তিন পুত্র জন্মাইল সে প্রতীপ ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবাপি সন্ন্যাসধর্ম্ম নিল।
বালক-কালেতে সেই অরণ্যে পশিল ॥
শান্তনু দ্বিতীয় পুত্র হৈল নরপতি।
গঙ্গাগর্ভে তাঁর পুত্র ভীষ্ম মহামতি ॥
বিবাহ না করে ভীষ্ম বংশ না হইল।
সত্যবতী কন্যাকে বাপে বিভা দিল ॥
তাঁর গর্ভে শান্তনুর যুগল কুমার।
চিত্রাঙ্গদ বিচিত্রবীর্য্য সর্ব্ব গুণাধার ॥
গন্ধর্ব্বে মারিল চিত্রাঙ্গদ নরবর।
রাজ্যেতে বিচিত্রবীর্য্য হৈল দণ্ডধর ॥
বংশ না হইতে তাঁর হইল নিধন।
পুনঃ বংশবৃদ্ধি কৈল ব্যাস তপোধন ॥
ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু আর বিদুর নন্দন।
ধৃতরাষ্ট্রপুত্র হৈল এক শত জন ॥
ভ্রাতার বিবাদে সবে হইল নিধন।
বংশরক্ষা হেতু হৈল পাণ্ডুর নন্দন ॥
যুধিষ্ঠির ভীম আর বীর ধনঞ্জয়।
নকুল পঞ্চম সহদেব মহাশয় ॥
অর্জ্জুনের পুত্র হৈল সুভদ্রা উদরে।
যৌবনে মরিল সেই ভারত-সমরে ॥
তাঁর ভার্য্যা উত্তরা আছিল পতিব্রতা।
পরীক্ষিত মহারাজ তাহাতে-উৎপাদ ॥
আপনি হইলা তুমি তাহার নন্দন।
তোমার নন্দন এই দেখ দুইজন ॥
শতানন্দ আর শঙ্কু দুই সহোদর।
মেরুদণ্ড হৈল শতানীকের কুমার ॥

পুরু-বংশ পুণ্যকথা যেইজন শুনে।
আয়ুর্যশ পুণ্য তার বাড়ে দিনে দিনে॥
সংসারে যতেক ধর্ম্ম শাস্ত্রে বেদে কয়।
সর্ব্বধর্ম্ম ফল পায় নাহিক সংশয়॥
আদিপর্ব্ব ভারত শ্রীব্যাস-বিরচিত।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া সঙ্গীত॥

মহাভিষ রাজার প্রতি ব্রহ্মার অভিশাপ
এবং শান্তনুর উৎপত্তি।

জন্মেজয় বলে মুনি কহ আর বার।
সংক্ষেপে কহিলা, কহ করিয়া বিস্তার॥
ত্রৈলোক্যপাবনা গঙ্গা বিষ্ণু-অংশে জন্ম।
শান্তনুর ভার্য্যা শুনি এ অদ্ভুত কর্ম্ম॥
মুনি বলে শুন কহি তাহার কারণ।
মহাভিষ নামে রাজা ইক্ষ্বাকুনন্দন॥
ইন্দ্রের সম্মতে যজ্ঞ করিল বিস্তর।
সহস্রেক অশ্বমেধ কৈল নরবর॥
দেব দ্বিজ দরিদ্রে তুষিল মহামতি।
দানেতে পৃথিবী পূর্ণ কৈল নরপতি॥
ব্রহ্মলোকে গেল রাজা যজ্ঞপুণ্যফলে।
ব্রহ্মার সহিত তথা বৈসে কুতূহলে॥
বহুকাল তথায় আছয়ে নরপতি।
একদিন দেখে রাজা দৈবের যে গতি।
ধ্যানেতে আছেন ব্রহ্মা বসিয়া আসনে।
সম্মুখে বেষ্টিত যত সিদ্ধ মুনিগণে॥
ব্রহ্মার সভার তুল্য নাহি পাঠান্তর।
সবে তথা চতুর্ম্মুখ গৌর-কলেবর॥
দক্ষ আদি প্রজাপতি ইন্দ্র আদি দেবে।
দেব ঋষি মুনিগণ নিত্য আসি সেবে॥
গঙ্গাদেবী আইলেন ব্রহ্মার সদন।
হেনকালে অতি বেগে বহিল পবন॥
বায়ুতেজে জাহ্নবীর উড়িল বসন।
দেখি হেট মুণ্ড করিলেন দেবগণ॥
অপূর্ব্ব গঙ্গার অঙ্গ দেখিয়া সঘনে।
মহাভিষ রাজা দেখে নিশ্চল নয়নে॥
মহাভিষ রাজা অতি রূপে অনুপম।
তাঁর দিকে গঙ্গাদেবী চান অবিরাম॥
দোঁহার দেখিয়া দৃষ্টি বলে প্রজাপতি।
মম লোকে আসি রাজা করিলে অনীতি॥
ব্রহ্মলোকে আসি কর মনুষ্য-আচার।
মর্ত্ত্যে জন্ম ল'য়ে ভোগ কর পুনর্ব্বার॥
পুনরপি এথায় আসিবে পুণ্যবলে।
সোমবংশে জন্ম গিয়া লও ভূমণ্ডলে॥
ব্রহ্মার পাইয়া আজ্ঞা চিন্তে নরপতি।
তথা হৈতে পতন হইল শীঘ্রগতি॥
সোমবংশে মহারাজ প্রতীপ আছিল।
মহাভিষ রাজা তাঁর গৃহে জন্ম নিল॥
বাহুড়িল গঙ্গা, করি ব্রহ্মা দরশন।
পথেতে দেখিল আসে বসু অষ্টজন॥
বিরস-বদন গঙ্গা দেখি বসুগণে।
জিজ্ঞাসিল তোমরা চিন্তিত কি কারণে
বসুগণ বলে চিন্তা করি নিজ দোষে।
বশিষ্ঠ দিলেন শাপ জন্মিতে মানুষে॥
পৃথিবীতে জন্ম হবে কাঁপিছে অন্তর।
বিশেষ মনুষ্য যোনি নরক দুস্তর॥
উপায় না দেখি মনে ভাবি সে কারণ।
ভাল হৈল তব সনে হৈল দরশন॥
গঙ্গা বলে কি করিব কহ সন্নিধান।
যা বলিবে অঙ্গীকার না করিব আন॥
বসুগণ বলে মর্ত্ত্যে জন্মিব নিশ্চয়।
নরযোনি জন্মিতে হতেছে বড় ভয়॥
আপনি মনুষ্যলোকে হ'য়ে রাজনারী।
আমা সবাকার তুমি হও গর্ভধারী॥
আর এক নিবেদন করি যে তোমারে।
জন্মমাত্র ভাসাইয়া দিও গঙ্গানীরে॥
বসুর বচনে গঙ্গা স্বীকার করিল।
শুনি অষ্টবসু তবে হরষিত হৈল॥
কুরুবংশে আছিল প্রতীপ নামে রাজা।
ধর্ম্মেতে তৎপর বড়, বলে মহাতেজা॥
দেবাপি নামেতে তাঁর প্রথম নন্দন।
অল্পকালে সন্ন্যাসী হইয়া গেল বন॥
দেবাপি বিহনে রাজা হৈল পুত্রহীন।
গঙ্গাজলে থাকে সদা বয়সে প্রবীণ॥

তপ জপ ব্রত করে বেদ অধ্যয়ন।
বৃদ্ধকালে নরপতি রূপেতে মদন ॥
তাঁর রূপ গুণ দেখি প্রীতি যে পাইল।
জল হৈতে গঙ্গাদেবী বাহির হইল ॥
জাহ্নবীর রূপে নিন্দে এ তিন ভুবন।
দ্বিতীয় চন্দ্রের যেন হৈল কিরণ ॥
দক্ষিণ উরুতে গিয়া বসিল রাজার।
দেখিয়া বিস্মিত হৈল কৌরব-কুমার ॥
রাজা বলে কি করিব কি বাঞ্ছা তোমার।
সত্য করি কহ যেই বাঞ্ছা আপনার ॥
কন্যা বলে কুরুশ্রেষ্ঠ তুমি মহামতি।
তোমারে ভজিনু আমি হও মম পতি ॥
হৈয়া উপযাচিকা ভজয়ে যদি নারী।
পুরুষ না ভজিলে সে হয় পাপকারী ॥
রাজা বলে পরদার আমি নাহি ভজি।
পরদার পরশিলে নরকেতে মজি ॥
কন্যা বলে নহি আমি পরের গৃহিণী।
দেবকন্যা আমি মোরে ভজ নৃপমণি ॥
রাজা বলে কন্যা না বলিও হেন বাণী।
দক্ষিণ উরুতে বসে পুত্রবধূ গণি ॥
পুরুষের বাম উরু ভার্য্যার আসন।
বুঝিয়া এমত বাক্য কহ কি কারণ ॥
সে কারণে তোমারে বধূর মধ্যে গণি।
কেমনে করিব ভার্য্যা অনুচিত বাণী ॥
তোমার বচনে আমি হইনু স্বীকার।
বরিব তোমারে সুতে করি অঙ্গীকার ॥
আমার নিয়ম এই শুন মহারাজ।
নিষেধ না করিবে আমার প্রিয় কাজ ॥
তবে সে তোমার সুতে করিব বরণ।
এত বলি অন্তর্দ্ধান হ'লেন তখন ॥
কন্যার বচনে রাজা হরষিত হৈল।
সুপুত্র হইবে রাজা ভার্য্যারে কহিল ॥
ভার্য্যা সহ ব্রতাচার করিল নৃপতি।
কত দিনে গর্ভে সুত হইল উৎপত্তি ॥
দশমাস দশদিনে হইল কুমার।
রাজীবলোচন মুখ চন্দ্রের আকার ॥
শান্তশীল সুত নাম শান্তনু থুইল।
তাঁহার অনুজে নাম বহ্লীক রাখিল ॥
দিনে দিনে বাড়ে তাঁর যুগল তনয়।
কতদিনে দেখি পুত্র যৌবন সময় ॥
শান্তনুর নিকটেতে আসি নৃপবর।
রাজনীতি ধর্ম্মশিক্ষা দিলেন বিস্তর ॥
এক কথা কহি আমি শুন মহামতি।
আমার বচন এই না হও বিস্মৃতি ॥
তব জন্ম না হইতে দৈবে একদিনে।
পরমা সুন্দরী কন্যা আসে এই স্থানে ॥
বধূ করি তাহারে করিলাম বরণ।
অঙ্গীকার করি কন্যা করিল গমন ॥
পরমা সুন্দরী কন্যা হয় দেবরূপী।
তোমার সদনে যদি আইসে কদাপি ॥
তোমারে ভজিলে তুমি ভজিও তাহারে।
নিষেধ না করিবে, সে যেই কর্ম্ম করে ॥
পিতা যাহা বলে তাহা স্বীকার করিল।
শান্তনুরে রাজ্য দিয়া রাজা বনে গেল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্ ॥

অষ্টবসুর জন্ম বিবরণ।

হস্তিনানগরে রাজা শান্তনু হইল।
ক্রমে তাঁর গুণরাশি পৃথিবী পূরিল ॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক রাজা মহাধনুর্দ্ধর।
মৃগয়া করিয়া ভ্রমে বনের ভিতর ॥
জাহ্নবীর দুই তটে ভ্রমে রাজা একা।
পাইল দৈবাৎ তথা জাহ্নবীর দেখা ॥
পদ্মের কেশর-বর্ণ শুক্ল বস্ত্র-ধারী।
রূপেতে নিন্দিত যত স্বর্গ বিদ্যাধরী ॥
আশ্চর্য্য কন্যার রূপ শান্তনু দেখিয়া।
জিজ্ঞাসিল নরপতি নিকটেতে গিয়া ॥
কে তুমি দেবের কন্যা অপ্সরা কিন্নরী।
কিবা নাগকন্যা তুমি কিবা বিদ্যাধরী ॥
অপরূপ রূপ ধর বর্ণিতে না পারি।
তোমাতে মজিল মন হও মম নারী ॥

কন্যা বলে রাজা, ভার্য্যা হইব তোমার।
এক নিবেদন আছে নিয়ম আমার॥
আপন ইচ্ছায় আমি করিব যে কাজ।
আমারে নিষেধ না করিবে মহারাজ॥
কদাচিৎ কভু যদি বল কুবচন।
আমার সহিত আর না হবে দর্শন॥
ত্যাগ করি তোমারে যাইব নিজ স্থান।
স্বীকার করিল রাজা তাঁর বিদ্যমান॥
যে কিছু তোমার ইচ্ছা কর নিজ সুখে।
কখনও নিষেধ না করিব তোমাকে॥
রাজার বচনে গঙ্গা স্বীকার করিল।
গঙ্গারে লইয়া রাজা হস্তিনা আসিল॥
দিব্য রত্ন ভূষণ বসন অলঙ্কারে।
নানামত দ্রব্যে তুষিল সদা গঙ্গারে॥
অনুগত হইয়া থাকেন নরপতি।
চিরকাল ক্রীড়া করে গঙ্গার সংহতি॥
মুনিশাপে বসুগণ জন্ম নিল আসি।
জন্মিল গঙ্গার পুত্র যেন পূর্ণশশী॥
পুত্র দেখি শান্তনুর আনন্দিত মন।
নানা দান, নানা যজ্ঞ, করিছে রাজন॥
হেথা পুত্র ল'য়ে গঙ্গা গেল গঙ্গাজলে।
জলেতে ডুবিয়া মর পুত্র প্রতি বলে॥
দেখিয়া শান্তনু হইল বিরস-বদন।
ভয়েতে গঙ্গারে কিছু না বলে বচন॥
তবে কতদিনে আর এক পুত্র হৈল।
সেইমত করি গঙ্গা জলে ডুবাইল॥
পূর্ব্বসত্যভয়ে রাজা কিছু নাহি বলে।
নিরন্তর দহে তনু পুত্র-শোকানলে॥
এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় সাত।
একে একে গঙ্গাদেবী করিল নিপাত॥
পুত্র শোকে শান্তনুর দহে কলেবর।
কতদিনে জন্ম হৈল অষ্টম কুমার॥
সুত ল'য়ে গঙ্গাদেবী যায় নিজ জলে।
ব্যগ্র হয়ে নরপতি গঙ্গাপ্রতি বলে॥
কোন্ মায়াবিনী তুমি এলে কোথা হ'তে।
তব সম নিন্দিতা না দেখি পৃথিবীতে॥
পাষাণ শরীর তব বড়ই নির্দ্দয়।
এত বলি কোলে নিল আপন তনয়॥
গঙ্গা বলে সুত-বাঞ্ছা কৈলে নরপতি।
পূর্ব্বের নিয়ম পূর্ণ হৈল মহামতি॥
তোমায় আমায় আর নাহি দরশন।
এ সুত পালিও রাজা করিয়া যতন॥
আমি পরিচয় তবে দিব নরপতি।
আমি ত জাহ্নবী তিনলোকে মম গতি॥
আমার উদরে যত হৈল সুতগণ।
বশিষ্ঠের শাপে এই বসু অষ্টজন॥
মুনিশাপে বসুগণ হইয়া কাতর।
আমারে মিনতি করি মাগিলেক বর॥
গর্ভেতে ধরিব বলি করি অঙ্গীকার।
সে কারণে হইলাম বনিতা তোমার॥
রাজা বলে কহ শুনি পূর্ব্ব বিবরণ।
বসুগণে বশিষ্ঠ শাপিল কি কারণ॥
গঙ্গা বলে সেই কথা শুন নরপতি।
বরুণের পুত্র সে বশিষ্ঠ মহামতি॥
হিমালয় পর্ব্বতে মুনির তপোবন।
নানা ফল-ফুলে সদা শোভে তরুগণ॥
দক্ষকন্যা সুরভি সে কশ্যপ-গৃহিণী।
কামদুঘা ধেনু হৈল তাহার নন্দিনী॥
সেই ধেনু প্রাপ্ত হৈল বরুণ নন্দন।
বৎস সহ সদা থাকে মুনির সদন॥
দৈবযোগে একদিন বসু অষ্টজন।
ভার্য্যার সহিত তথা করিল গমন॥
আপন আপন ভার্য্যা সহ অষ্টজন।
ক্রীড়া করি ভ্রমে সদা মুনির কানন॥
দিব্যবসু-ভার্য্যা কামদুঘা ধেনু দেখি।
একদৃষ্টে চাহে কন্যা অনিমিষ আঁখি॥
সুন্দর দেখিয়া গাভী কহিল স্বামীরে।
কাহার সুন্দর গাভী দেখ বনে চরে॥
দিব্যবসু বলে এই বশিষ্ঠের গাভী।
কশ্যপের অংশে জন্ম জননী সুরভী॥
ইহার যতেক গুণ কহনে না যায়।
এক পল দুগ্ধ যদি নরলোকে পায়॥

পান কৈলে জীয়ে দশ সহস্র বৎসর।
শুনিয়া কহিল কন্যা স্বামীর গোচর॥
নরলোকে সখী এক আছয়ে আমার।
উশীনর-কন্যা জিতবতী নাম তার॥
তাহার কারণে তুমি গাভী দেহ মোরে।
যদ্যপি থাকয়ে স্নেহ আমার উপরে॥
বিনয় করিয়া কন্যা বলে বারে বারে।
স্ত্রীবশ হইয়া বসু ধরিল গাভিরে॥
ভার্য্যা-বোলে গাভী ধরে পাছে না গণিল।
কামদুঘা ধেনু লৈয়া নিজ ঘরে গেল॥
কতক্ষণে মুনিবর আইল আশ্রমে।
গাভী না দেখিয়া মুনি তপোবনে ভ্রমে॥
না পাইল গাভী মুনি ভ্রমিল বিস্তর।
কেবা নিল গাভী মুনি চিন্তিত-অন্তর॥
ধ্যান করি দেখে তবে বরুণ-নন্দন।
জানিল হরিল গাভী বসু অষ্টজন॥
ক্রোধেতে বশিষ্ঠ শাপ দিল ততক্ষণে।
নরযোনি জন্ম লহ বসু অষ্টজনে॥
বশিষ্ঠ দিলেন শাপ শুনি বসুগণে।
করযোড়ে স্তুতি করে মুনির সদনে॥
মুনি বলে মম বাক্য না হয় খণ্ডন।
বৎসরেক গর্ভবাসে রবে সাতজন॥
বৎসরে বৎসরে ক্রমে হইবে মুকতি।
সবে না হইবে তাহে একই সুকৃতি॥
তোমা সবা মধ্যে গাভী লৈল যেইজন।
নরলোকে রহি মুক্ত হবে সেইজন॥
মুনিশাপে বসুগণ হইয়া কাতর।
স্তুতি করি আমারে মাগিল এই বর॥
জন্মমাত্র আমা সবে ডুবাইবে জলে।
অঙ্গীকার করিলাম তা সবার বোলে॥
সে কারণে ভার্য্যা আমি হলেম তোমার।
এই ত কুমার রাজা বসু-অবতার॥
পালন করিয়া সুতে যুবক হইলে।
তোমারে আনিয়া দিব কত দিন গেলে॥
এত বলি সুত লৈয়া হৈল অন্তর্দ্ধান।
কান্দিতে কান্দিতে রাজা গেল নিজ স্থান॥

গঙ্গা কর্তৃক দেবব্রতকে শান্তনুর করে অর্পণ
দেবব্রতের যুবরাজ হওন।

গঙ্গার শোকেতে রাজা হইল কাতর।
গঙ্গার ভাবনা বিনা নাহি চিন্তা আর॥
বিবাহ না করে রাজা নবীন যৌবনে।
দান ধ্যান তপ জপ করে নিশি দিনে॥
বছর শতেক ষষ্টি গেল এই মতে।
একদিন গেল রাজা গঙ্গার তটেতে॥
আচম্বিতে দেখে রাজা গঙ্গা বসি নীরে।
ছয় ঋতু বহে সদা গঙ্গা দেবী ঘিরে॥
তার পাশে তেজোদীপ্ত আছে এক বীর।
হাতে ধনু শরাসন উজ্জ্বল শরীর॥
তদন্ত জানিতে রাজা কাছে যাই গেল।
রাজা হেরি মহাবীর জলেতে ডুবিল॥
পূর্ব্ব মূর্ত্তি ত্যজি গঙ্গা অন্যরূপ ধরি।
দেবব্রতে অগ্রে করি এলো তট'পরি॥
ভাগিরথী তবে ডাকি নৃপে চাহি বলে।
অষ্টম কুমারে নিয়ে যাও রাজ্যে চলে॥
দেবব্রত নাম ধরে তনয় তোমার।
বশিষ্ঠের স্থানে শিক্ষা অস্ত্র হ'ল তার॥
জানে অস্ত্র বিদ্যা ভৃগু রামের সমান।
দৈত্যগুরু দেবগুরু সম শাস্ত্রে জ্ঞান॥
তোমারে দিলাম পুত্র লও মহারাজ।
অভিষেক করি এরে কর যুবরাজ॥
পুত্র পেয়ে আনন্দিত হ'ল নরপতি।
অভিষেক করে পুত্রে শান্তনু ভূপতি॥
কিছুদিন পরে নৃপ মৃগয়া কারণ।
কালিন্দীর তীরে করে মৃগ অন্বেষণ॥
গন্ধে আমোদিত চারিভীতে চায়।
কিসের সুগন্ধ তাহা না জানিল রায়॥
গন্ধ অনুসারে তবে যায় নরপতি।
আচম্বিতে নৌকাপরে দেখিল যুবতী॥
পরমা সুন্দরী কন্যা জিনি বিদ্যাধরী।
কিরণে উজ্জ্বল করে কালিন্দীর বারি॥
কন্যা দেখি নৃপতিরে পীড়িল মদন।
আগু হইয়া কন্যা প্রতি জিজ্ঞাসে রাজন॥

কোন জাতি হও তুমি কোথা তব ধাম।
কাহার নন্দিনী তুমি কি তোমার নাম॥
কন্যা বলে আমি দাস রাজার দুহিতা।
ধর্ম্মার্থে বহিতে নৌকা আজ্ঞা দিল পিতা॥
শুনি পরিচয় রাজা গেল শীঘ্রগতি।
যথায় মৎস্য জীবী দাসের বসতি॥
রাজা হেরি করযোড়ে দাসরাজা কয়।
কি হেতু আইলে আজ্ঞা কর মহাশয়॥
কন্যা তরে আমি আসি শুন তব স্থান।
তব কন্যা কর তুমি মোরে আজি দান॥
দাস কহে সত্য কর ধর্ম্মার্থে লইবে।
কন্যার গর্ভেতে যবে সন্তান হইবে॥
সেই জনে দিবে তুমি রাজ্য অধীকার।
তবে আমি দিতে পারি কন্যা রত্ন সার॥
দেবব্রত মুখ চাহি রাজা এল ঘরে।
হেন সত্যে বদ্ধ হতে রাজা নাহি পারে॥
কন্যা দেখি সেই দিন হইতে রাজন।
স্নানাহার ছাড়ি রাজা রয় বিস্মরণ॥
পিতার ঘটনা সব করিয়া শ্রবণ।
দেবব্রত গেল রথে দাস রাজা স্থান॥
দেবব্রত বলে রাজা তুমি ভাগ্যবান।
আমার পিতারে তুমি কন্যা দেহ দান॥

মৎস্যগন্ধার উৎপত্তি।

দ্বাপর যুগেতে রাজা নামে পরিচর।
সত্যশীল ধর্ম্মবন্ত তপেতে তৎপর॥
সকল ত্যজিয়া রাজা ধর্ম্মে দিল মন।
কঠিন তপস্যা বনে করে অনুক্ষণ॥
কভু ফল মূল খায় কভু অম্বু পান।
শিরে জটা বৃক্ষের বল্কল পরিধান॥
কখন গলিত পত্র কভু বাতাহার।
বৎসরেক নৃপতি করিল অনাহার॥
গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিকে জ্বালিয়া আগুন।
ঊর্দ্ধপদে তার মধ্যে রহিল রাজন্॥
হেনমতে তপ করে সহস্র বৎসর।
তাঁর তপ দেখিয়া ত্রাসিত পুরন্দর॥
ঐরাবতে চড়িয়া চলিল দেবরাজ।
যথা তপ করে রাজা অরণ্যের মাঝ॥
ডাক দিয়া বলে ইন্দ্র শুন নৃপবর।
দেখিয়া তোমার তপ সবে পায় ডর॥
নিবর্ত্ত কঠোর তপ না কর রাজন।
এত বলি ইন্দ্র দিল দিব্য আভরণ॥
বৈজয়ন্তী মালা নৃপতির গলে দিল।
ছত্রদণ্ড দিল আর শ্রবণ-কুণ্ডল॥
চেদি নামে রাজ্যে করি অভিষেক তাঁরে।
রাজা করি দেবরাজ গেল নিজপুরে॥
চেদিরাজ্যে নৃপতি হইল পরিচর।
নানাবিধ যজ্ঞ দান করে নিরন্তর॥
অযোনিসম্ভবা কন্যা পর্ব্বতে পাইল।
পরমা সুন্দরী দেখি বিবাহ করিল॥
ঋতুস্নান করিল সে রাজ পাটেশ্বরী।
পবিত্র হইল তবে স্নানদান করি॥
সেই দিন পিতৃলোক কহিল রাজায়।
মৃগমাংসে শ্রাদ্ধ আজি কর মহাশয়॥
পিতৃগণ আজ্ঞা পেয়ে রাজা পরিচয়।
মৃগয়া করিতে গেল অরণ্য ভিতর॥
মহাবনে প্রবেশিল মৃগ অন্বেষণে।
ঋতুমতী ভার্য্যা তাঁর প'ড়ে গেল মনে॥
মৃগয়া করয়ে রাজা নাহি তাহে মন।
অনুক্ষণ ভার্য্যা মনে হয়ত স্মরণ॥
কাম হেতু তাঁর বীর্য্য হইল স্খলিত।
দেখিয়া নৃপতি চিত্তে হইল চিন্তিত॥
করেতে সঞ্চান পক্ষী আছিল রাজার।
পত্রে করি বীর্য্য দিল স্থানেতে তাহার॥
এই বীর্য্য লৈয়া দিবে পাটেশ্বরী স্থানে।
এত বলি নরপতি পঠায় সঞ্চানে॥
চলিল সঞ্চান পাখী রাজার আজ্ঞাতে।
আর এক সঞ্চান দেখিল শূন্যপথে॥
ভক্ষ্যদ্রব্য বলিয়া তাহারে ছোঁ মারিল।
অন্তরীক্ষে যুগল সঞ্চানে যুদ্ধ হৈল॥
সঞ্চানের নিকট হইতে সেইকালে।
পতিত হইল রেতঃ যমুনার জলে॥

দ্রীবিকা নামেতে ছিল স্বর্গ বিদ্যাধরী ।
মুনিশাপে জলমধ্যে হইয়া শফরী ॥
সেই ত শফরী বীর্য্য করিল ভক্ষণ ।
খণ্ডন না যায় কভু দৈবের ঘটন ॥
তবে সেই দশমাসে ধীবরের জালে ।
পড়িল প্রবীণ মৎস্য তুলিলেক কূলে ॥
কূলেতে তুলিতে মৎস্য প্রসব হইল ।
মুনিশাপে মুক্ত হৈয়া নিজ দেশে গেল ॥
এক গুটি সুতা তাহে এক গুটি সুত ।
দেখিয়া ধীবরগণ মানিল অদ্ভুত ॥
যুগল সন্তান তবে ল'য়ে কোলে করি ।
গেল যথা পরিচর চেদি-অধিকারী ॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া রাজা হইল বিস্ময় ।
কৈবর্ত্তে তনয়া দিয়া লইল তনয় ॥
অপুত্রক রাজা, পুত্রে করিল পালন ।
মৎস্যরাজ বলি নাম হইল ঘোষণ ॥
কন্যা ল'য়ে ধীবর আইল নিজ ঘরে ।
বহুবিধ যত্ন করি পালিল তাহারে ॥
রূপেতে তাহার সম না মিলে সংসারে
দোষের মধ্যে মৎস্যের গন্ধ কলেবরে ॥
দুর্গন্ধেতে কেহ তার নিকটে না যায় ।
দেখিয়া ধীবর-রাজ চিন্তিল উপায় ॥
যমুনার জল পথ গহন কাননে ।
সেই পথে নিত্য পার হয় মুনিগণে ॥
কন্যারে বলিল তুমি থাক এই স্থানে ।
ধর্ম্ম অর্থে পার কর যত মুনিগণে ॥
মহামুনি পরাশর শক্তির কুমার ।
তীর্থযাত্রা করিবারে যান পুনর্ব্বার ॥
আচম্বিতে পরাশর আসে সেই পথে ।
কৈবর্ত্ত কুমারী কন্যা দেখিল নৌকাতে ॥
অনিন্দিত অঙ্গ তার প্রথম যৌবন ।
প্রমত্ত কোকিল-স্বর জিনিয়া বচন ॥
তাহার লাবণ্য দেখি মোহ গেল মুনি ।
জিজ্ঞাসিল কন্যা তুমি কাহার নন্দিনী ॥
কন্যা বলে আমি দাসরাজার কুমারী ।
পিতা মাতা নাম দিল মৎস্যগন্ধা করি ॥
মুনি বলে কন্যা তুমি জগৎমোহিনী ।
আমারে ভজহ, আমি পরাশর মুনি ॥
এত শুনি কন্যা বলে যুড়ি দুই কর ।
কন্যাজাতি প্রভু আমি নহি স্বতন্তর ॥
সহজে কৈবর্ত্তকন্যা হই নীচজাতি ।
অঙ্গেতে দুর্গন্ধ মম দেখ মহামতি ॥
দুর্গন্ধে নিকটে না আইসে কোন জনে ।
আমারে পরশ মুনি করিবে কেমনে ॥
এত শুনি হাসিয়া কহেন পরাশর ।
আমি বর দিব কন্যা নাহি কোন ডর ॥
মৎস্যের দুর্গন্ধ আছে তব কলেবরে ।
পদ্মগন্ধ হইবেক আমার এ বরে ॥
অনূঢ়া আছহ তুমি প্রথম যৌবনে ।
সদা এইরূপে থাক আমার বচনে ॥
বলিলে তোমার জন্ম কৈবর্ত্তের ঘরে ।
মহারাজ বিবাহ করিবে মম বরে ॥
এতেক বচন যদি সে মুনি বলিল ।
পূর্ব্ব গন্ধ ত্যজি কন্যা পদ্মগন্ধা হৈল ॥
অত্যন্ত সুন্দরী হৈল মুনিরাজ বরে ।
আপনা নেহারে কন্যা হরিষ অন্তরে ॥
পুনরপি বলে কন্যা যুড়ি দুই কর ।
খণ্ডিতে কাহার শক্তি তোমার উত্তর ॥
যমুনার দুই তটে আছে লোক জন ।
যমুনার জলে নৌকা আছে অগণন ॥
ইহার উপায় প্রভু চিন্তহ আপনি ।
লোকেতে প্রচার যেন না হয় কাহিনী ॥
শক্তিপুত্র পরাশর মহা-তপোধন ।
আজ্ঞাতে করিল মুনি কুজ্ঝটি সৃজন ॥
যমুনার মধ্যে দ্বীপ হইল তখন ।
পদ্মগন্ধা কন্যা মুনি করিল রমণ ॥
সেইকালে গর্ভ হৈল কন্যার উদরে ।
ব্যাসদেব জন্মিলেন বিখ্যাত সংসারে ॥
দ্বীপে জন্ম হেতু নাম তাঁর দ্বৈপায়ন ।
চারিভাগ কৈল বেদ ব্যাস সে কারণ ॥
জন্মমাত্র জননীরে বলেন বচন ।
আজ্ঞা কর মাতা আমি যাব তপোবন ॥

যখন তোমার কিছু হবে প্রয়োজন।
আসিব তোমার ঠাঁই করিলে স্মরণ ॥
জননীর আজ্ঞা পেয়ে গেল তপোবন।
তোমারে কহিনু এই পূর্ব্ব বিবরণ ॥

সত্যবতীর বিবাহ।

জন্মেজয় বলে তবে কহ মুনিবর।
পিতামহে কোন বাক্য বলিল ধীবর ॥
মুনি বলে দাসরাজ বিবিধ বিধানে।
বিনয়পূর্ব্বক বলে শান্তনু নন্দনে ॥
পূর্ব্বেতে তোমার পিতা এসেছিল হেথা।
কন্যার কারণে কহিলেন এই কথা ॥
এক্ষণে আপনি তুমি কহ মহাশয়।
মোর কর্ম্মদোষে ইহা ঘটনা না হয় ॥
রূপেতে তোমার পিতা কামদেব জিনে।
কুরুকুল মহাবংশ বিখ্যাত ভুবনে ॥
হেন বংশে দিব কন্যা ভাগ্য নাহি করি।
তবে এক কথা আছে এই হেতু ডরি ॥
দেবব্রত বলে কহ আছে কোন কথা।
মম সাধ্য হ'লে তাহা করিব সর্ব্বথা ॥
দাস বলে মহাশয় কর অবধান।
যেই হেতু নাহি করিলাম কন্যাদান ॥
তোমা হেন পুত্র যাঁর রাজ্যের ভাজন।
তাঁর কি উচিত পুনঃ পত্নীর গ্রহণ ॥
তোমার মহিমা যত বিখ্যাত সংসারে।
তোমার ক্রোধেতে ইন্দ্র আদি দেব ডরে ॥
এতেক শুনিয়া বলে গঙ্গার নন্দন।
অনুমানে বুঝিলাম তোমার বচন ॥
সে কারণে সত্য আমি করি দাসরাজ।
অবধানে শুন যত ক্ষত্রিয়-সমাজ ॥
পিতার বিবাহ হেতু করি অঙ্গীকার।
আজি হৈতে রাজ্যে মম নাহি অধিকার ॥
তোমার কন্যার গর্ভে হইলে কুমার।
হস্তিনানগরে তার হৈবে রাজ্যভার ॥
দাসরাজ বলে তব অপূর্ব্ব বচন।
আর এক মহাশয় আছে নিবেদন ॥
তুমি সত্য করিলে তা করিবে পালন।
পাছে দ্বন্দ্ব করে শেষে তব সুতগণ ॥
সে কারণে ভয়ান্বিত আমার অন্তর।
এত শুনি দেবব্রত করিল উত্তর ॥
আমি ত্যাগ করিলাম যদি রাজ্যভার।
সুত হেতু ভয় কেন হইল তোমার ॥
তোমার অগ্রেতে আমি করি অঙ্গীকার।
বিবাহ না করিব এ প্রতিজ্ঞা আমার ॥
দেবব্রত যদি এই বচন কহিল।
দেবতা গন্ধর্ব্ব-নর বিস্মিত হইল ॥
ধন্য ধন্য শব্দে সবে চারিভিতে ডাকে।
হেন কর্ম্ম কেহ পূর্ব্বে নাহি করে লোকে ॥
দেবাসুর নরে এই কর্ম্ম অনুপম।
এ হেন প্রতিজ্ঞা হেতু ভীষ্ম হ'ল নাম ॥
সত্য করি কন্যা লয় দিতে জনকেরে।
সেই হেতু সত্যবতী নাম কন্যা ধরে ॥
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা শুনি কৈবর্ত্তের পতি।
ভীষ্ম আগে আনি দিল কন্যা সত্যবতী ॥
সত্যবতী দেখি ভীষ্ম বলে যোড়হাতে।
নিজ গৃহে চল মাতা চড় আসি রথে ॥
রথেতে চড়ায়ে তবে করিল গমন।
হস্তিনানগরে আসি দিল দরশন ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় তথা যত রাজা ছিল।
অপূর্ব্ব শুনিয়া সবে দেখিতে আইল ॥
ধন্য ধন্য বলিয়া ডাকয়ে সর্ব্বজনে।
ভীষ্ম ভীষ্ম বলি রব হইল ভুবনে ॥
কন্যা লৈয়া দিল ভীষ্ম পিতার গোচরে।
দেখিয়া শান্তনু হৈল বিস্ময় অন্তরে ॥
তুষ্ট হ'য়ে বর তবে দিলেন নন্দনে।
ইচ্ছামৃত্যু হও তুমি মম বর দানে ॥
ভীষ্ম-জন্ম কর্ম্ম আর গঙ্গার চরিত্র।
অপূর্ব্ব ভারত কথা ত্রৈলোক্য পবিত্র ॥
এ সব রহস্য কথা যেই জন শুনে।
শরীর পবিত্র হয় জ্ঞান তৎক্ষণে ॥
ব্যাসের রচিত চিত্র অপূর্ব্ব ভারত।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর মত ॥

বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যু ও ধৃতরাষ্ট্রাদির উৎপত্তি ।

সত্যবতী পাইয়া শান্তনু শান্তমনে ।
অনুক্ষণ ক্রীড়া করে সত্যবতী সনে ॥
কিছুকাল পরে রাজ্ঞী হৈল গর্ভবতী ।
দশ মাসে প্রসব হইল সত্যবতী ॥
পরম সুন্দর সুত মুখ কোকনদ ।
সুন্দর দেখিয়া নাম রাখে চিত্রাঙ্গদ ॥
আর কত দিনেতে দ্বিতীয় সুত হৈল ।
তার নাম তবে বিচিত্রবীর্য্য রাখিল ॥
সত্যবতী গর্ভে হৈল যুগল কুমার ।
পরম সুন্দর যেন কাম অবতার ।
কতদিন অন্তরে শান্তনু নৃপবর ।
ত্যজিলেন অক্লেশে ভৌতিক কলেবর ॥
রাজার মরণে হৈল দুঃখী সর্ব্বজন ।
ভীষ্ম সত্যবতী হৈল শোকাকুল মন ॥
বালক কুমার দুই অভাবে পিতার ।
পালন করিল ভীষ্ম আপনি দোঁহার ॥
চিত্রাঙ্গদ উপরে ধরিল ছত্রদণ্ড ।
আপনি পালেন ভীষ্ম মহারাজ্যখণ্ড ॥
কত দিনে চিত্রাঙ্গদ হইল যুবক ।
মহাধনুর্দ্ধর হৈল প্রতাপে পাবক ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ দৈত্য নর নাগে ।
হেন জন নাহি যুঝে চিত্রাঙ্গদ আগে ॥
হেনমতে এক রথে জিনিল সকল ।
একরথে ভ্রমে বীর পৃথিবী-মণ্ডল ॥
চিত্ররথ নামে এক গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর ।
কুরুক্ষেত্রে তাহাকে ভেটিল নৃপবর ॥
সরস্বতী নদীতীরে হইল সমর ।
সম্পূর্ণ হইল যুদ্ধ দ্বাদশ বৎসর ॥
নিজ তেজে গন্ধর্ব্ব অধিক হৈল বলে ।
চিত্রাঙ্গদে মারি গেল গগন-মণ্ডলে ॥
চিত্রাঙ্গদ বধ শব্দ হইল নগরে ।
ধরিল বিচিত্রবীর্য্য রাজছত্র শিরে ॥
তাহার বিবাহ তরে সবে চিন্তা করে ।
শুনে তবে স্বয়ংবর কাশীরাজ করে ॥
রূপবতী তিন কন্যা আছে তার ঘরে ।
হেন শুনি ভীষ্ম তবে চলিল সত্বর ॥
এক রথে কাশী রাজ্যে হৈল উপনীত ।
ভীষ্ম দেখি কাশীরাজ হয় পুলকিত ॥
পৃথিবীর যত রাজা তথা বিদ্যমান ।
সভা আলো করি সবে আছে গুণবান ॥
হেনকালে বলে ভীষ্ম সভার ভিতর ।
আমার বচন শুন কাশীর ঈশ্বর ॥
আমার অনুজ আছে শান্তনু নন্দন ।
তার হেতু তব কন্যা করিব হরণ ॥
এত বলি তিন কন্যা রথে চড়াইল ।
পুনরপি ডাক দিয়া রাজারে কহিল ॥
স্বয়ংবর হৈতে কন্যা বলে যাই ল'য়ে ।
যার শক্তি থাকে যুদ্ধ করহ আসিয়ে ॥
মাতঙ্গে তুরঙ্গে কেহ, কেহ চড়ে রথে ।
শতপুর করিয়া বেড়িল চারিভিতে ॥
শেল শূল জাঠা শক্তি মুষল মুদ্গর ।
নানা বর্ণে অস্ত্র ফেলে ভীষ্মের উপর ॥
মুহূর্ত্তেকে হৈল সব অন্ধকার প্রায় ।
না দেখায় ভীষ্মবীর আছয়ে কোথায় ॥
ক্ষিপ্রহস্ত ভীষ্মবীর গঙ্গার কুমার ।
বশিষ্ঠমুনির শিক্ষা যমের দোসর ॥
শরজালে আপনারে করে আচ্ছাদন ।
শরে শরে অস্ত্র সব করিল বারণ ॥
কাটিয়া সকল অস্ত্র গঙ্গার কুমার ।
নিজ অস্ত্রে রাজগণে করিল প্রহার ॥
কাটিল কাহার মুণ্ড কুণ্ডল সহিত ।
শ্রবণ কাটিল কারো দেখি বিপরীত ॥
শরীর ত্যজিল কেহ ভূমিতলে পড়ি ।
রত্ন অলঙ্কার সব যায় গড়াগড়ি ॥
বাম হস্ত সহিত ধনুক গেল কাটি ।
বুকেতে বাজিল কেহ করে ছটফটি ॥
পড়িল সকল সৈন্য পৃথিবী আচ্ছাদি ।
করিল গঙ্গার পুত্র ক্ষণে রক্ত নদী ॥
বিমুখ হইল কেহ না রহে সম্মুখে ।
ধন্য ধন্য ভীষ্ম বলি রাজগণ ডাকে ॥

কন্যা ল'য়ে যায় ভীষ্ম শাল্বরাজা দেখে ।
না পালাও না পালাও বলি ভীষ্মে ডাকে ॥
হস্তিনী কারণ যেন ক্রোধে হস্তিবর ।
ধাইয়া আইল হেন শাল্ব নৃপবর ॥
ক্রোধোত্তে আকর্ণ পূরি মহাধনুর্দ্ধর ॥
দিব্য অস্ত্র প্রহারিল ভীষ্মের উপর ॥
নেউটিয়া ভীষ্মবর নিল শরাসন ।
শাল্ব ভীষ্ম দুইজনে হৈল মহারণ ॥
দুই সিংহ যুঝে যেন পর্ব্বত উপর ।
দুই বৃষে যুঝে যেন গোষ্ঠের ভিতর ॥
ক্রোধেতে নির্ধূম অগ্নি যেন ভীষ্মবীর ।
দুই বাণে কাটে তার সারথির শির ॥
চারি অশ্ব কাটিল, কাটিল রথধ্বজ ।
ধনুক কাটিল তার গঙ্গার অঙ্গজ ॥
অশ্ব রথ সারথি ধনুক কাটা গেল ।
ভূমে পড়ি দ্রুত শাল্বরাজ পলাইল ॥
কাতর দেখিয়া তারে দিল প্রাণদান ।
না মারিল অস্ত্র আর গঙ্গার সন্তান ॥
সংগ্রাম জিনিয়া তবে চলে মতিমান ।
কন্যা ল'য়ে নিজ দেশে করিল পয়ান ॥
আনন্দিত লোক সব হস্তিনাপুরের ।
বিবাহ উদ্‌যোগ হৈল বিচিত্রবীর্য্যের ॥
পুরোহিত লইয়া করিল শুভক্ষণ ।
আইল যতেক দ্বিজ বিবাহ কারণ ॥
বরের নিকটে তিন কন্যা বসাইল ।
অম্বা নামে জ্যেষ্ঠা কন্যা তখন কহিল ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি শান্তনু-নন্দন ।
তোমায় করি যে আমি এক নিবেদন ॥
সভামধ্যে দেখিয়া সকল রাজগণে ।
শাল্বেরে বরিতে আমি করিয়াছি মনে ॥
পিতার সম্মতি আছে দিবেন শাল্বেরে ।
আমারে বিবাহ দেহ আনিয়া তাহারে ॥
ব্রাহ্মণ-সভাতে কন্যা এমত কহিল ।
বিচার করিয়া ভীষ্ম তাহারে ত্যজিল ॥
পুনর্ব্বার গেল কন্যা শাল্বরাজ স্থান ।
শাল্বরাজ বলে তোরে না করি গ্রহণ ॥

কান্দিয়া ভীষ্মের স্থানে পুনঃ সে আইল ।
তুমি বলে নিলে তেঁই শাল্ব তেয়াগিল ।
তবে ভীষ্ম বলে তুমি বড় দুরাচার ।
পুন না লইব তোরে ধর্ম্মের বিচার ॥
এত শুনি হৈল কন্যা পরম দুঃখিত ।
সেইখানে অগ্নিকুণ্ড করিল ত্বরিত
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি করিল প্রবেশ ।
ভীষ্মের বধের হেতু কামনা বিশেষ ॥
অম্বালিকা অম্বিকা যুগল সুন্দরী ।
দোঁহার রূপেতে নিন্দে স্বর্গবিদ্যাধরী ॥
বিচিত্রবীর্য্যেরে সেই দুই কন্যা দিল ।
শচী তিলোত্তমা যেন দেবেন্দ্র পাইল ॥
সহজে বিচিত্রবীর্য্য নবীন বয়েস ।
যুগল কন্যার সহ শৃঙ্গার বিশেষ ॥
অল্পকালে যক্ষ্মাকাশ তাহার ঘটিল ।
অনেক উপায় ভীষ্ম তাহার করিল ॥
বহু যত্ন করি রক্ষা নারিল করিতে ।
মরিল বিচিত্রবীর্য্য পুত্র না জন্মিতে ॥
শোকেতে আকুল হৈল যত বধূগণ ।
বধূ সহ সত্যবতী করেন ক্রন্দন ॥
তবে সত্যবতী আসি গঙ্গার নন্দনে ।
কহিতে লাগিল তাঁরে করিয়া ক্রন্দনে ॥
কুরুকুল মহাবংশ পৃথিবী ঈশ্বর ।
এ বংশ ধরিতে পুত্র তুমি একেশ্বর ॥
রাজা হইয়া রাজ্য রাখ পাল প্রজাগণ ।
পুত্র জন্মাইয়া কর বংশের রক্ষণ ।
কুরুকুল অস্ত যায় করহ রক্ষণ ।
তোমা বিনা রক্ষা হেতু নাহি অন্যজন ॥
নরক হইতে উদ্ধারহ পিতৃগণে ।
সর্ব্বশাস্ত্র ধর্ম্ম বাপু জানহ আপনে ॥
অপুত্রক তব ভাই হইল নিধন ।
নিঃসন্তান আছে তব ভ্রাতৃবধূগণ ॥
অবিরোট ধর্ম্ম বাপু আছে পূর্ব্বাপর ।
পুত্র জন্মাইয়া কর বংশের উদ্ধার ॥
এতেক শুনিয়া বলে শান্তনু-নন্দন ।
বেদের সদৃশ মাতা তোমার বচন ॥

আমার বচন মাতা জানহ আপনে ।
অঙ্গীকার করিলাম তোমার কারণে ॥
ত্রিভুবন কেহ যদি দেয় অধিকার ।
তথাপি না লব আমি রাজ্য অধিকার ॥
যাবৎ শরীরে মম আছয়ে পরাণ ।
না ছুঁইব নারী সত্য নহে মম আন ॥
দিনকর ত্যজে তেজ, চন্দ্র শীত ত্যজে ।
ধর্ম্ম সত্য ত্যজে পরাক্রম দেবরাজে ॥
ত্যজিবারে পারয়ে এ সব কদাচন ।
তবু সত্য নাহি ত্যজে গঙ্গার নন্দন ॥
সত্যবতী বলে পুত্র আমি সব জানি ।
তোমার মহিমা গুণ কহে সুর মুনি ॥
আমার বিবাহে যে করিলা অঙ্গীকার ।
সকল জানি যে আমি প্রতিজ্ঞা তোমার ॥
তথাপি বিপদে ত্রাণ কর কোনমতে ।
আপনি উপায় কর কুলধর্ম্ম হ'তে ॥
বিপদে দেবতা পুছে বৃহস্পতি-স্থানে ।
দৈত্যগণ যুক্তি পুছে ভৃগুর নন্দনে ॥
তোমা বিনা আমি জিজ্ঞাসিব কার কাছে ।
যেমত জানহ কর যাহে বংশ বাঁচে ॥
দৈব বিধি ধর্ম্ম পুত্র তোমাতে গোচর ।
অবিরোধে ধর্ম্ম পুত্র বংশ রক্ষা কর ॥
এত বলি সত্যবতী করয়ে ক্রন্দন ।
নিবর্ত্তিয়া পুনঃ বলে গঙ্গার নন্দন ॥
ক্ষত্রিয় হইয়া যেই প্রতিজ্ঞা না পালে ।
অপযশ ঘোষে তার এ মহীমণ্ডলে ॥
কুরুবংশরক্ষা হেতু করিব বিধান ।
পূর্ব্বাপর আছে কহি কর অবধান ॥
জমদগ্নি সুত রাম পিতার কারণে ।
দশ শত ভুজধর মারিল অর্জ্জুনে ॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া ক্ষত্র করিল সংহার ।
নিঃক্ষত্র করিল ক্ষিতি তিন সপ্তবার ॥
ক্ষত্র আর না রহিল পৃথিবী ভিতর ।
যত ক্ষত্রনারী প্রবেশিল বিপ্রঘর ॥
বেদেতে পারগ যেই পবিত্র ব্রাহ্মণ ।
তাঁহার ঔরসে বংশ করিল রক্ষণ ॥

ক্ষত্রক্ষেত্রে জন্ম হৈল ব্রাহ্মণ ঔরসে ।
যার ক্ষেত্র তার সুত বেদে হেন ভাষে ॥
বিপ্র হৈতে ক্ষত্রজন্ম আছে পূর্ব্বাপর ।
অদূষিত কর্ম্ম এই ধর্ম্মের উত্তর ॥
আর পূর্ব্বকথা মাতা কহিব তোমারে ।
উতথ্য নামেতে ঋষি বিখ্যাত সংসারে ॥
তাহার কনিষ্ঠ দেবগুরু বৃহস্পতি ।
মমতা নামেতে কন্যা উতথ্য যুবতী ॥
কামেতে পীড়িত হৈয়া ধরে বৃহস্পতি ।
মমতা ডাকিয়া বলে বৃহস্পতি প্রতি ॥
ক্ষমা কর এই নহে রমণ সময় ।
মম গর্ভে আছে তব ভ্রাতার তনয় ॥
অক্ষয় তোমার বীর্য্য হইবে সন্ততি ।
দুই পুত্র ধরিবারে নাহিক শকতি ॥
নিবৃত্ত নিবৃত্ত তুমি নহে সুবিচার ।
পরম পণ্ডিত আছে গর্ভেতে আমার ॥
গর্ভেতে ষড়ঙ্গ বেদ করে অধ্যয়ন ।
নিবর্ত্তহ বৃহস্পতি ইহার কারণ ॥
কামেতে পীড়িত গুরু না করি বিচার ।
নিষেধ না শুনি তারে করিল শৃঙ্গার ॥
উতথ্য-নন্দন যেই গর্ভেতে আছিল ।
বৃহস্পতি প্রতি সেই ডাকিয়া বলিল ॥
অনুচিত কর্ম্ম তাত কর কি বিধান ।
তব বীর্য্য রহিবারে নাহি হেথা স্থান ॥
সঙ্কীর্ণেতে রহিবারে নাহি স্থান ইথে ।
মোর পীড়া হইবে তোমার বীর্য্যেতে ॥
না শুনিল বৃহস্পতি তাহার বচন ।
কামেতে হইয়া রত করিল রমণ ॥
এতেক দেখিয়া তবে উতথ্য-কুমার ।
যুগল চরণে বন্ধ কৈল রেতোদ্বার ॥
পড়িল জীবের বীর্য্য না পাইয়া স্থল ।
দেখি ক্রোধে গুরু হৈল জ্বলন্ত অনল ॥
মম বীর্য্য ঠেলিয়া ফেলিলা ভূমিতলে ।
দিনু শাপ হও অন্ধ নয়ন যুগলে ॥
অন্ধ হৈয়া জন্ম হৈল উতথ্য-নন্দন ।
সৌরভি-বংশেতে যেই কৈল অধ্যয়ন ॥

তার কর্ম্ম দেখিতে যতেক ঋষিগণ।
ধিক্কার করিয়া সবে বলিল বচন ॥
নিকটে বসিতে যোগ্য নহে দুরাচার।
দূর করি দেহ এরে করি গঙ্গাপার ॥
এত বলি সব মুনি ধরিল তাঁহারে।
বান্ধি ভাসাইয়া দিল জাহ্নবীর নীরে ॥
ভেলার বন্ধনে ভাসি গেল বহুদূর।
দৈবেতে দেখিল তারে বলি মহাশূর ॥
ধরিয়া আনিল ভেলা দেখিল ব্রাহ্মণ।
জিজ্ঞাসিল তাহাকে যতেক বিবরণ ॥
কহিল সকল কথা উতথ্য-নন্দন।
বলি বলে আমি তোমা করিনু বরণ ॥
গৃহে আনি দ্বিজবরে করিল অর্চ্চন।
সুদেষ্ণা রাণীকে ডাকি বলিল বচন ॥
এই দ্বিজে ভক্তি কর বংশের উন্নতি।
দ্বিজ হৈতে পুত্র হবে আছে হেন নীতি ॥
অন্ধ দেখি সুদেষ্ণা করিল অনাদর।
পুত্রা দাসী পাঠাইল যথা দ্বিজবর ॥
দ্বিজের ঔরসে তার হৈল পুত্রগণ।
চারি বেদ ষটশাস্ত্র করে অধ্যয়ন ॥
হেনকালে বলি গেল দ্বিজের ভবন।
জিজ্ঞাসিল এই সব কাহার নন্দন ॥
দ্বিজ বলে এরা নহে কুমার তোমার।
শূদ্রাগর্ভে জন্ম হৈল আমার কুমার ॥
অন্ধ দেখি আমায় তোমার পাটেশ্বরী।
না আইল মম কাছে অনাদর করি ॥
এত শুনি বলি গেল নিজ অন্তঃপুরে।
কহিল সকল কথা সুদেষ্ণা রাণীরে ॥
তবে ত চলিল রাণী স্বামীর আদেশে।
তিন পুত্র জন্মাইল দ্বিজের ঔরসে ॥
অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ এ তিন পুত্র নাম।
পৃথিবীর মধ্যে রাজা হৈল অনুপম ॥
অঙ্গদেশে বসাইল জ্যেষ্ঠ পুত্র অঙ্গ।
কলিঙ্গ কলিঙ্গদেশে, বঙ্গদেশে বঙ্গ ॥
হেনমতে দ্বিজ হৈতে ক্ষত্রির উৎপত্তি।
[illegible] হৈল প্রজাপতি ॥

পরম্পর আছে এই কহে বেদবাণী।
তোমার বিচারে যেই আইসে জননী ॥
মন্ত্রী পুরোহিত লৈয়া করহ বিচার।
ভারতবংশের হেতু কর প্রতিকার ॥
সত্যবতী বলে পুত্র তুমি ব্রহ্মচারী।
তোমার বচন আমি বেদতুল্য ধরি ॥
মম পূর্ব্ব বিবরণ কহি যে তোমাতে।
যখন ছিলাম আমি পিতার গৃহেতে ॥
পিতা দেশে ধর্ম্মার্থে বাহি নৌকা নদীতে।
তেজ পুঞ্জ ঋষি এক উঠে তরণীতে ॥
তাঁর নাম মহামুনি হয় পরাশর।
মহাতেজা জ্যোতির্ম্ময় দেখি লাগে ডর ॥
কহিবার যোগ্য পুত্র নহে ত তোমারে।
সে মুনির কর্ম্ম পুত্র অদ্ভুত সংসারে ॥
মৎস্যের দুর্গন্ধ মম শরীরে আছিল।
আজ্ঞামাত্র পদ্ম গন্ধ মম দেহে হৈল ॥
কুজ্ঝটি সৃজিয়া মুনি কৈল অন্ধকার।
মহাভয়ে বশীভূত হইলাম তাঁর ॥
তাঁহার ঔরসে মম হৈল নন্দন।
দ্বীপমধ্যে পুত্র মোর হৈল সেইক্ষণ ॥
জন্মমাত্র তার কর্ম্ম লোকে অনুপম।
দ্বীপে জন্ম হৈল তাই দ্বৈপায়ন নাম ॥
বেদ চতুর্ভাগ কৈল ব্যাস সে কারণ।
কৃষ্ণ নাম বলি কৃষ্ণ অঙ্গের বরণ ॥
জন্মমাত্র পুত্র তবে যায় তপোবন।
আমারে বলিয়া গেল এই ত বচন ॥
ত্বরিতে আসিব আমি করিলে স্মরণ।
কন্যাকালে পুত্র মম ব্যাস তপোধন ॥
তোমার সম্মত হৈলে করি যে স্মরণ।
তুমি আমি কহি তারে বংশের কারণ ॥
করযোড় করি বলে শান্তনু-নন্দন।
তবে চিন্তা কর মাতা কিসের কারণ ॥
তোমার কুমার মাতা ব্যাস তপোধন।
শীঘ্রগতি কর মাতা তাঁহাকে স্মরণ ॥
দেবগণমধ্যে যেথা ব্যাস তপোধন।
ভীষ্মের বচনে দেবী করিল স্মরণ ॥

নানাশাস্ত্র ধর্ম্ম কহিছেন দেবস্থানে ।
চংকর্ণা জন্মিল তাঁর মাতার স্মরণে ॥
সইক্ষণে আসি তথা হৈল উপনীত ।
দখি ভীষ্ম পূজা তাঁরে কৈল বিধিমত ॥
এতদিনে সত্যবতী দেখিয়া নন্দন ।
আলিঙ্গন দিয়া পুত্রে করেন ক্রন্দন ।
নয়নেতে নীর ঝরে দুগ্ধ ঝরে স্তনে ।
তনদুগ্ধে স্নান করাইল তপোধনে ॥
মায়ের রোদন দেখি বিষণ্ণ বদন ।
কমণ্ডলু জল মুখে করিল সেচন ॥
নিবারিয়া ক্রন্দন কহেন ব্যাসমুনি ।
কেন ডাকিয়াছ আজ্ঞা করহ জননী ॥
করিব তোমার প্রিয় আজ্ঞা দেহ মোরে ।
কি কর্ম্ম অসাধ্য তব সংসার ভিতরে ॥
সত্যবতী কহে পুত্র কহিতে অশেষ ।
আমার দুঃখের কথা নাহি পরিশেষ ॥
শিশু-পুত্র রাখি স্বামী গেল স্বর্গবাস ।
গন্ধর্ব্বেতে জ্যেষ্ঠপুত্রে করিল বিনাশ ॥
কনিষ্ঠ বালকে ভীষ্ম পালন করিল ।
কাশীরাজ দুই কন্যা বিবাহ যে দিল ॥
বংশ না হইতে সেই হইল নিধন ।
বিধবা যুগল বধূ নবীন যৌবন ॥
কুরুকুল অন্ত যায় নাহি রাজ্যস্বামী ।
এ শোক-সাগরে পুত্র পড়িয়াছি আমি ॥
উপায় না দেখি তোমা করিনু স্মরণ ।
উপায়ে আমার বংশ করহ রক্ষণ ॥
পিতা মাতা হৈতে হয় সন্তান-সন্ততি ।
এক বিনা অন্যে নহে সন্তান-সঙ্গতি ॥
তুমি পুত্র যেমন, তেমন দেবব্রত ।
ইহার উপায় কর দোঁহার সম্মত ॥
সে কারণে তোমা বিনা না দেখি উপায় ।
আপনি উদ্ধার কর কুল অন্ত যায় ॥
ব্যাস বলে জননী গো করিনু স্বীকার ।
করিব পালন আজ্ঞা যে হয় তোমার ॥
সত্যবতী বলে তব আছে ভ্রাতৃবধূ ।
পরম পবিত্র রূপ জিনি পূর্ণবিধু ॥

আপন ঔরসে তারে দেহ পুত্রদান ।
ইহা বিনা উপায় না দেখি আমি আন ॥
ব্যাস বলে মাতা তুমি ধর্ম্মেতে তৎপর ।
ধর্ম্মেতে বিহিত এই আছে পরাম্পর ॥
তোমার বচন আমি করিব পালন ।
রাজ্যহিতে তব কুল করিব রক্ষণ ॥
আর এক নিবেদন শুনহ জননী ।
পবিত্র হইতে বধূ বলহ আপনি ॥
সম্পূর্ণ বৎসর এক ব্রত আচরিবে ।
দান যজ্ঞ ব্রত করি পবিত্র হইবে ॥
তবে যে পরশ অঙ্গ করিব তাহার ।
দেবতুল্য পরাক্রম হইবে কুমার ॥
সত্যবতী বলে পুত্র বিলম্ব না সয় ।
অরাজকে রাজ্য নষ্ট দুষ্ট-চোর-ভয় ॥
মায়ের বচনে বলে ব্যাস তপোধন ।
মোর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি হবে দরশন ॥
সেই মূর্ত্তি দেখি বধূ সহিবারে পারে ।
সুপুত্র হইবে তবে তাহার উদরে ॥
আসিব বলিয়া তবে বনে গেল ব্যাস ।
সত্যবতী চলে তবে অম্বিকার পাশ ॥
মধুর বচনে তবে বলে সত্যবতী ।
আমার বচন বধূ কর অবগতি ॥
মজিল ভারতবংশ নাহিক উপায় ।
বংশরক্ষাহেতু কহি যে তোমায় ॥
যে উপায় বলে মোরে গঙ্গার কুমার ।
সেই ত উপায় আছে নিকটে তোমার ॥
অর্দ্ধরাত্রে আসিবেন তোমার তাস্থর ।
ভজিবে তাহারে তুমি ভয় করি দূর ॥
আপনি থাকিয়া তবে দেবী সত্যবতী ।
বিবিধ কুসুমে তার শয্যা দিল পাতি ॥
পুনঃ পুনঃ বলি দেবী গেল নিজ স্থান ।
অর্দ্ধরাত্রে ব্যাসদেব কৈল আগমন ॥
কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গ সুপিঙ্গল জটাভার ।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি যেন ভৈরব আকার ॥
দেখি মহাভয়ে রাণী মুদিল নয়ন ।
তবে ব্যাস মুনি হৈল বিস্মিত-বদন ॥

রজনী বঞ্চিয়া মুনি কৈল স্নানদান।
প্রাতঃকালে সত্যবতী গেল তাঁর স্থান ॥
সত্যবতী বলে পুত্র কহ বিবরণ।
ব্যাস বলে পালিলাম তোমার বচন ॥
মহাবলবন্ত মাতা হইবে কুমার।
অযুত হস্তীর বল হইবে তাহার ॥
কেবল হইবে অন্ধ জননীর দোষে।
শত পুত্র হইবেক তাহার ঔরসে ॥
সত্যবতী বলে পুত্র নহিল কারণ।
কুরুকুলে অন্ধরাজা নহিবে শোভন ॥
আর এক পুত্র কর বংশের কারণ।
অঙ্গীকার করি গেল ব্যাস তপোধন ॥
তবে দশমাস পরে ধৃতরাষ্ট্র হইল।
যুগল নয়ন অন্ধ মুনি যাহা কৈল ॥
পুনরপি অম্বালিকা কৈল ঋতুস্নান।
পুনঃ ব্যাসে সত্যবতী করিল আহ্বান ॥
পূর্ব্ব ভয়ে অম্বালিকা না মুদিল আঁখি।
শরীর পাণ্ডুর বর্ণ হৈল মুনি দেখি ॥
তবে ব্যাস মহামুনি মায়েরে কহিল।
আমারে দেখিয়া বধূ পাণ্ডুবর্ণ হৈল ॥
সে কারণ হবে পুত্র পাণ্ডুর বরণ।
এত বলি গেল চলি ব্যাস তপোধন ॥
সত্যবতী বলে পুত্র কর অবধান।
আর এক পুত্র দেহ গন্ধর্ব্ব সমান ॥
মায়ের বচনে ব্যাস স্বীকার করিল।
অন্তর্দ্ধান হ'য়ে মুনি নিজ স্থানে গেল ॥
পুনরপি আইল ব্যাস মাতার স্মরণে।
ভয়ে অম্বালিকা নাহি গেল তার স্থানে ॥
সেবিকা আছিল তার পরমা সুন্দরী।
পাঠাইল মুনিস্থানে সুবেশাদি করি ॥
নবীন বয়েস তার হয় শূদ্রজাতি।
মুনির চরণে বহু করিল ভকতি ॥
সন্তুষ্ট হইয়া মুনি বলিল তাহারে।
ধর্ম্মবন্ত পুত্র হবে তোমার উদরে ॥
পরম পণ্ডিত হবে নরেতে প্রধান।
বর দিয়া গেল ব্যাস আপনার স্থান ॥
মুনিবরে গর্ভ তার হইল উৎপত্তি।
আপনি জন্মিল তায় যম মহামতি ॥
মহাভারতের কথা শ্রবণে অমৃত।
কাশীরাম কহে সাধু পিয়ে অবিরত ॥

বিদুরের জন্ম বিবরণ এবং ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের বিবাহ।

জন্মেজয় বলে মুনি কহ বিবরণ।
যম আসি জন্ম নিল কিসের কারণ ॥
মুনি বলে মাণ্ডব্য নামেতে মুনিবর।
সত্যবন্ত যশোবন্ত ধর্ম্মেতে তৎপর ॥
জন্মাবধি তপ করে বৃক্ষমূলে বসি।
ঊর্দ্ধ বাহু মৌনব্রত সদা উপবাসী ॥
হেনমতে চিরকাল আছে মুনিবর।
দৈবে একদিন তথা নগর ভিতর ॥
চুরি করি নগরেতে চোরগণ যায়।
নগররক্ষক তার পাছে পাছে ধায় ॥
পলাইতে নাহি পারে যত চোরগণ।
মুনির আশ্রমে প্রবেশয়ে সর্ব্বজন ॥
তার পাছে আসে যত রাজচরগণ।
মুনিরে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল ততক্ষণ ॥
এই পথে অগ্রে অগ্রে চোরগণ এল।
দেখিয়াছ মহাশয় কোন পথে গেল ॥
কিছু না বলিল মুনি ছিল মৌনব্রতে।
হেনকালে দ্রব্য দেখে সেই আশ্রমেতে ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা দেখে চোরগণ।
চোরগণে দেখি তবে করিল বন্ধন ॥
সেনাপতি তবে মনে করিল বিচার।
ভাবিল সকল কর্ম্ম এই বামনার ॥
লোকে ভাণ্ডাইতে করে তপের আরম্ভ।
ইহারে বন্ধন কর, না কর বিলম্ব ॥
চোরগণ সহিত বান্ধিয়া নিল তারে।
চোর ধরিলাম বলি জানায় রাজারে ॥
রাজা আজ্ঞা দিল শূলে দেহ সর্ব্বজনে।
নগর বাহিরে শূলে দিল ততক্ষণে ॥

মাণ্ডব্যেরে শূলে দিল চোরের সহিতে।
চিরদিন আছে মুনি বসিয়া শূলেতে ॥
একদিন মুনিগণ দেখিল তাহারে।
দেখিয়া পরম চিন্তা হৈল সবাকারে ॥
মুনিগণ মিলি তবে সে শূল ধরিল।
অনেক যতনে উপাড়িতে না পারিল ॥
জিজ্ঞাসিল মুনিগণ মাণ্ডব্যের প্রতি।
কোন পাপে মুনি তব এতেক দুর্গতি ॥
মাণ্ডব্য বলিল আমি বহুপাপকারী।
কোন পাপে হেন শাস্তি বলিতে না পারি ॥
মুনিগণ কথা তবে শুনিল ভূপতি।
শূলেতে আছয়ে মুনি রাজা ভীত অতি ॥
সকুটুম্ব সহ রাজা আসে শীঘ্রগতি।
অশেষ বিশেষ মুনিবরে করে স্তুতি ॥
রাজা তাঁরে নানাবিধ করিল বিনয়।
দয়া করি মুনিরাজ হইল সদয় ॥
তবে নরপতি সেই শূল উপাড়িল।
মুনি অঙ্গ হৈতে শূল কাড়িতে লাগিল ॥
অনেক যতনে শূল নহিল বাহির।
দেখিয়া বিস্ময়চিত্ত হৈল নৃপতির ॥
বাহিরে যতেক ছিল কাটিয়া ফেলিল।
ভিতরে যে কিছু ছিল ভিতরে রহিল ॥
তথাপি ও দুঃখ মনে নাহিক মুনির।
নাহিক বেদনা চিত্তে প্রফুল্ল শরীর ॥
মুনিগর্ভে শূল রহে দেখি যত লোকে।
সেই হইতে মাণ্ডব্য নাম তার রাখে ॥
একদিন মুনিবর ভাবিল অন্তরে।
কোন পাপে ধর্ম্ম শাস্তি দিলেন আমারে ॥
তবে মুনিবর গেল ধর্ম্মের সদন।
কহিল তাঁহারে সব নিজ বিবরণ ॥
কহ ধর্ম্মরাজ মোরে কারণ ইহার।
কোন দোষে হেন শাস্তি করিলা আমার ॥
ধর্ম্মরাজ বলে তুমি বালক বয়সে।
বালক সহিত ছিলা বাল্যক্রীড়া রসে ॥
একদিন তুমি ক্ষুদ্র পতঙ্গ ধরিলা।
ঈষীকাতে তার গুহ্যে তুমি শূল দিলা ॥
এত শুনি মহাক্রোধে বলে তপোধন।
মম তপোবল আমি দেখাই এখন ॥
অল্প দোষে হেন শাস্তি এ তব বিচার।
তাহাতে বালকবুদ্ধি কি জ্ঞান আমার ॥
বাল্যকালে অল্প দোষে এ দণ্ড তোমার।
এমত করিলে তবে মজিবে সংসার ॥
পাঁচবর্ষ পর্য্যন্ত যতেক করে পাপ।
তোমার সদনে তার নাহিক সন্তাপ ॥
এই হেতু নরলোকে শূদ্র যোনি মাঝ।
অবশ্য লভিবে জন্ম শুন ধর্ম্মরাজ ॥
এত বলি মুনিরাজ চলিল আশ্রম।
তাঁর শাপে শূদ্রযোনি পাইলেক যম ॥
পরম পণ্ডিতবুদ্ধি ধর্ম্মের আচার।
কুরুতে বিদুর-রূপে যম অবতার ॥
হেনমতে কুরুবংশে তিন পুত্র হৈল।
অহর্নিশি নানা দান নানা যজ্ঞ কৈল ॥
তিন পুত্রে ভীষ্মবীর করিল পালন।
নানা অস্ত্র শস্ত্র বিদ্যা করান পঠন ॥
কতদিনে দেখি সবে যৌবন সময়।
বিবাহ কারণে চিন্তে গঙ্গার তনয় ॥
যদুবংশে সুবল নামেতে নৃপমণি।
গান্ধারী নামেতে কন্যা তাঁহার নন্দিনী ॥
ভগবানে আরাধিয়া পায় কন্যা বর।
একশত পুত্র হবে মহাবলধর ॥
বার্ত্তা পেয়ে ভীষ্মবীর দূত পাঠাইল।
সুবল রাজারে দূত সকল কহিল ॥
বিচিত্রবীর্য্যের পুত্র ধৃতরাষ্ট্র নাম।
কুরুতে বিখ্যাত বীর রূপে অনুপম ॥
তাঁর হেতু বরিবারে তোমার কুমারী।
ভীষ্মবীর পাঠাইল মোরে শীঘ্র করি ॥
শুনিয়া গান্ধার রাজা ভাবে মনে মনে।
কুরুকুল মহাবংশ বিখ্যাত ভুবনে ॥
সকল সম্পন্ন দেখি অন্ধমাত্র বর।
না দিলে বিরস হবে ভীষ্ম কুরুবর ॥
হস্তী হয় রথ রত্ন শকটে পূরিয়া।
দাস দাসী গো মহিষ বিপুল করিয়া ॥

শকুনির সঙ্গে দিল অনেক ব্রাহ্মণ।
চতুর্দ্দোলে কন্যা দিল করিয়া সাজন ॥
গান্ধারী শুনিল অন্ধবরে সমর্পিল।
আপন কুকর্ম্ম ভাবি চিত্তে ক্ষমা দিল ॥
শুক্ল পট্টবস্ত্র দেবী শতপুরু করি।
আপন নয়নদ্বয় বান্ধিল সুন্দরী ॥
পতি প্রীতি হেতু সতী মুদিল নয়ন।
পতিব্রতা গান্ধারী সে জগতে ঘোষণ ॥
শকুনি চলিল সেই ভগিনী সংহতি।
হস্তিনানগরে উত্তরিল শীঘ্রগতি ॥
ধৃতরাষ্ট্রে সমর্পিল ভগিনী রতন।
নানা রত্ন অলঙ্কার করিয়া ভূষণ ॥
হস্তী অশ্ব রথ রত্ন করি বহু দান।
শকুনি আপন দেশে করিল পয়ান ॥
জ্যেষ্ঠের বিবাহ দিয়া গঙ্গার নন্দন।
পাণ্ডুর বিবাহ হেতু সচিন্তিত মন ॥
শূর নামে যাদব কৃষ্ণের পিতামহ।
কুন্তী ভোজ নৃপতিরে বড় অনুগ্রহ ॥
পিতৃষ্বস্পুত্র কুন্তে অপুত্রক দেখি।
পালিবারে দিল কন্যা পৃথা শশিমুখী ॥
পৃথারে আনিয়া বলে কুন্তী নরপতি।
অতিথি শুশ্রূষা তুমি কর গুণবতী ॥
পিতৃ আজ্ঞা পেয়ে কন্যা পুজে অতিথিরে।
কতকালে দুর্ব্বাসা আইল সেই ঘরে ॥
মুনিরাজে দেখি কন্যা পাদ্য অর্ঘ্য দিল।
আপনার হস্তে দুই পদ প্রক্ষালিল ॥
করযোড় করি কুন্তী মুনি আগে রয়।
দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈল মুনি মহাশয় ॥
তুষ্ট হৈয়া বলিল দুর্ব্বাসা মহামুনি।
এক মন্ত্র দিব তোমা লহ সুবদনি ॥
মন্ত্র জপি যেই দেবে করিবা স্মরণ।
তোমার অগ্রেতে সেই আসিবে তখন ॥
এত বলি মন্ত্র দিয়া গেল মুনিবর।
মন্ত্র পেয়ে কুন্তীদেবী হরিষ অন্তর ॥
পরীক্ষা করিতে মন্ত্র ভোজের নন্দিনী।
মন্ত্র জপি স্মরণ করিল দিনমণি ॥
কুন্তীর স্মরণে তথা আসে দিনকর।
সূর্য্য দেখি কুন্তী হৈল বিরস অন্তর ॥
করযোড় করি কুন্তী প্রণাম করিল।
সবিনয়ে কুন্তীদেবী বলিতে লাগিল ॥
দুর্ব্বাসার মন্ত্র আমি পরীক্ষা কারণ।
শেষ না গণিয়া করি তোমারে স্মরণ ॥
অপরাধ করিলাম অজ্ঞান মোহিত।
বামা জাতি সদা দোষী ক্ষমিতে উচিত ॥
সূর্য্য বলে ব্যর্থ নহে মুনির বচন।
ব্যর্থ নহে কন্যা কভু মম আগমন ॥
প্রথম লইয়া মন্ত্র আমারে ডাকিলে।
তোর মন্ত্র ব্যর্থ হবে আমা না ভজিলে ॥
কুন্তী বলে কন্যা আমি শৈশব বয়সে।
করিলে কুৎসিত কর্ম্ম লোকে অপযশে ॥
দিনকর বলে ভয় না করিহ মনে।
মোর হেতু তোর দোষ নহিবে ভুবনে ॥
প্রবোধিয়া কুন্তীকে সে অনেক প্রকার।
বর দিয়া গেল সূর্য্য ভুঞ্জিয়া শৃঙ্গার ॥
তাঁর বীর্য্যে গর্ভে এক হইল নন্দন।
জন্ম হৈতে অক্ষয় কবচ বিভূষণ ॥
লোকে খ্যাত হবে বলি হইল বিরস।
কুলেতে কলঙ্ক কর্ম্ম লোকে অপযশ ॥
এতেক চিন্তিয়া কুন্তী পুত্র লৈয়া কোলে।
তাম্রকুণ্ড করি ভাসাইয়া দিল জলে ॥
এক সূত সদা করে যমুনায় স্নান।
ভাসি যায় তাম্রকুণ্ড দেখি বিদ্যমান ॥
ধরিয়া আনিয়া দেখে সুন্দর কুমার।
আনন্দে লইয়া গেল গৃহে আপনার ॥
রাধা নামে ভার্য্যা তার পরমা সুন্দরী।
অপুত্র আছিল পালিল পুত্র করি ॥
বসুসেন নাম করি থুইল তাহার।
দিনে দিনে বাড়ে যেন চন্দ্রের আকার ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ হৈল মহাবীর।
অহর্নিশি আরাধনা করয়ে মিহির ॥
জিতেন্দ্রিয় মহাবীর ব্রতে অনুরত।
ব্রাহ্মণেরে দান বীর দেয় অনুব্রত ॥

যেই যাহা চায় দিতে নাহি করে আন।
প্রাণ কেহ নাহি চাহে তেঁই রহে প্রাণ ॥
তাহারে দেখিয়া সাধু দেব পুরন্দর।
পুত্রহিতে মায়ায় ব্রাহ্মণ কলেবর ॥
কুণ্ডল কবচ দান মাগিল তাহারে।
সেইক্ষণে অঙ্গ কাটি দিল পুরন্দরে ॥
তীক্ষ্ণ ক্ষুরে কাটি দিল অঙ্গ আপনার।
সেই হৈতে কর্ণ নামে ঘোষয়ে সংসার ॥
সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র বলে লহ বর।
একাঘ্নী মাগিয়া নিল কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥
একাঘ্নী নামেতে অস্ত্র জানে ত্রিভুবন।
যাহারে প্রহারে তার অবশ্য মরণ ॥
কর্ণ নাম দিয়া ইন্দ্র গেল নিজপুর।
সেই হৈতে হৈল কর্ণ ঘোষে তিনপুর ॥
কুন্তী ভোজনন্দিনী আছিল পিত্রালয়ে।
স্বয়ংবর করিল সে যৌবন সময়ে ॥
নিমন্ত্রিয়া আনাইল যত রাজগণে।
আইল সকল রাজা তার নিমন্ত্রণে ॥
বসিল সকল রাজা যার যেই স্থান।
মধ্যেতে বসিলা পাণ্ডু ইন্দ্রের সমান ॥
গ্রহগণ মধ্যে যেন শোভে দিনকর।
পাণ্ডু তেজে আচ্ছাদিল যত নরবর ॥
পাণ্ডুরে দেখিয়া কুন্তী উল্লাসিত মন।
গলে মাল্য দিয়া তাঁরে করিল বরণ ॥
ভোজরাজ পাণ্ডুর করিল সুসম্মান।
কুন্তীরে লইয়া পাণ্ডু আইল নিজস্থান ॥
পুরন্দর কোলে যেন পুলোমা-নন্দিনী।
রজনীপতির কোলে শোভিতা রোহিণী ॥
হস্তিনানগরে লোক হৈল হরষিত।
স্থানে স্থানে নগরে হইল নৃত্যগীত ॥
তবে কতদিনে ভীষ্ম বিচারিয়া মনে।
বংশবৃদ্ধিহেতু আর বিবাহ কারণে ॥
শল্য নামে রাজা আছে মদ্রের ঈশ্বর।
পৃথিবীতে বিখ্যাত অতুল গুণধর ॥
তাহার ভগিনী আছে পরমা সুন্দরী।
বার্ত্তা পেয়ে গেল ভীষ্ম তাহার নগরী ॥

শল্য রাজা শুনিল সে ভীষ্মের আগমন।
অগ্রসরি নিজ গৃহে লৈল ততক্ষণ ॥
বিধিমতে গঙ্গাপুত্রে পূজিল তখন।
জিজ্ঞাসিল কোন কার্য্যে হেথা আগমন ॥
ভীষ্ম বলে তুমি রাজা বিখ্যাত সংসার।
বন্ধু করিবারে ইচ্ছা হৈয়াছে আমার ॥
তোমার ভগিনী আছে কহে সর্ব্বজন।
ভ্রাতার নন্দনে মম করহ অর্পণ ॥
হাসিয়া বলেন শল্য বিধি মিলাইল।
কে জানে এমত ভাগ্য আমার যে ছিল ॥
একমাত্র নিবেদন আছয়ে আমার।
পূর্ব্বাপর আছয়ে আমার কুলাচার ॥
ঠেলিতে না পারি কৈল পিতামহ পিতা।
তোমারে কহিতে যোগ্য নহে সেই কথা ॥
শল্যের বচনে ভীষ্ম বুঝিল কারণ।
কুলধর্ম্মরক্ষা হেতু কর্ত্তব্য যতন ॥
ইন্দ্র প্রতি প্রজাপতি বলিল বচন।
দোষকর্ম্ম কুলধর্ম্ম না করি লঙ্ঘন ॥
আপনার কুলধর্ম্ম করিবে পালন।
নাহিক তাহাতে দোষ বেদের বচন ॥
এত বলি ভীষ্ম দিল অমূল্য রতন।
সাত কুম্ভ পূর্ণ করি দিলেন কাঞ্চন ॥
অশ্ব রথ গজ দিল বিচিত্র বসন।
ধনলাভে প্রীতি হৈল মদ্রের নন্দন ॥
নানা রত্নে ভূষিয়া ভগিনী আনি দিল।
মাদ্রী লৈয়া ভীষ্মদেব নিজদেশে গেল ॥
পাণ্ডুর বিবাহে মহা উৎসব করিল।
দেখিয়া মাদ্রীর রূপ পাণ্ডু হৃষ্ট হৈল ॥
যুগল বনিতা পাণ্ডু দেখিয়া সমান।
দুই ভার্য্যা সমভাব নাহি ভেদজ্ঞান ॥
তবে পাণ্ডু কতদিনে সবার অগ্রেতে।
প্রতিজ্ঞা করিল দিগ্‌বিজয় করিতে ॥
পদাতি রথাশ্বগজ চতুরঙ্গ দলে।
সাজিয়া পশ্চিম দিকে চলে মহাবলে ॥
দশার্ণ দেশের রাজা পূর্ব্ব অপরাধী।
তাহারে জিনিয়া পায় বহুরত্ন নিধি ॥

মগধ রাজ্যেতে জিনি মদ্ররথ রাজা।
মিথিলা ঈশ্বর কাশীখণ্ড মহাতেজা ॥
জমদগ্নিসম তেজ পাণ্ডু মহামতি।
একে একে জিনিল সকল নরপতি ॥
তবে ত সকল রাজা একত্র হইয়া।
পাণ্ডুর সহিত যুদ্ধ করিল আসিয়া ॥
না পারিয়া ভঙ্গ দিল যত নৃপবর।
পাণ্ডুকে পূজিয়া সবে দেয় রাজকর ॥
হস্তী ঘোড়া রথ গাভী বিবিধ রতন।
উট খর মেষ অজ না যায় কথন ॥
রাজগণ জিনি পাণ্ডু ল'য়ে রাজকর।
আপনার রাজ্যে গেল হস্তিনানগর ॥
পাণ্ডুর মহিমা যশে পৃথিবী পূরিল।
পূর্ব্বেতে ভরত রাজা যে কর্ম্ম করিল ॥
পাণ্ডু প্রতি বড় প্রীতি গঙ্গার নন্দন।
আশীর্ব্বাদ করি করে মস্তক চুম্বন ॥
তবে একে একে পাণ্ডু সবারে বন্দিল।
যতেক আনিল দ্রব্য ধৃতরাষ্ট্রে দিল ॥
ধন পেয়ে ধৃতরাষ্ট্র করিল সম্মান।
নানা রত্ন লইয়া করিল বহুদান ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ বহু ধৃতরাষ্ট্র কৈল।
হস্তী হয় গাভী স্বর্ণ ভুমি দান দিল ॥
ধৃতরাষ্ট্রে দিয়া পাণ্ডু রাজ্য অধিকার।
মৃগয়াতে রত সদা বনেতে বিহার ॥
কুন্তী মাদ্রী সহ রাজা সদা থাকে বনে।
যথা থাকে তথা যেন হস্তিনাভুবনে ॥
তবে কতদিনে ভীষ্ম বিদুর কারণ।
সুদেব রাজার কন্যা করিল বরণ ॥
রূপেতে নিন্দিত যত স্বর্গবিদ্যাধরী।
সুদেব রাজার কন্যা নামে পরাশরী ॥
মহাভারতের কথা অমৃত অর্ণবে।
পাঁচালী প্রবন্ধে কয় কাশীরাম দেবে ॥

দুর্য্যোধনাদির জন্ম কথন।

মুনি বলে শুন, কর অবধান,
পূর্ব্ব পিতামহ কথা।
ব্যাস তপোনিধি, পূজে নিরবধি,
গান্ধারী সুবল-সুতা ॥
তাঁর সেবাবশে, বর দিল ব্যাসে,
হইয়া হরিষ যুত।
মহা বলবান, স্বামীর সমান,
পাইবে শতেক সুত ॥
পরম হরিষে, কতেক দিবসে,
গর্ভ ধরিল গান্ধারী।
দশ মাস যায়, প্রসব না হয়,
চিত্তে চিন্তিত সুন্দরী ॥
হেনকালে ধ্বনি, আচম্বিতে শুনি,
কুন্তীর পুত্র হইল।
শুনিয়া গান্ধারী, আপনা পাসরি,
মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়িল ॥
পুত্র হৈলে জ্যেষ্ঠ, রাজ্যে হবে শ্রেষ্ঠ,
কুরুকুলে হবে রাজা।
কুন্তী ভাগব্যতী, পাইল সন্ততি,
সবাই করিবে পূজা ॥
আমি অভাগিনী, পরম পাপিনী,
কর্ম্মফল আপনার।
দ্বিবৎসর হৈল, কিছু না জন্মিল,
পরিশ্রম মাত্র সার ॥
প্রসবি যদ্যপি, ভাবনা তথাপি,
সহজে হইবে দাস।
ভাবি হেন মত, দৃঢ় করি চিত,
গর্ভের করিতে নাশ ॥
লোহার মুদ্গারে, আপন উদরে,
নির্ঘাত করিয়া হানে।
পাইয়া আঘাত, গর্ভ হৈল পাত,
ধৃতরাষ্ট্র নাহি জানে ॥
নাহি পদ মুণ্ড, সবে মাংসপিণ্ড,
গান্ধারী প্রসব হৈল।
ডাকাইল দাসী, চিত্তে ঘৃণা বাসি,
ফেলাইতে ইচ্ছা কৈল ॥
জানিয়া কারণ, মুনি দ্বৈপায়ন,
আসি হৈল উপনীত।

বলে ক্রোধ করি, শুন গো গান্ধারী,
এ কর্ম্ম কোন্ বিহিত ॥
জানি সর্ব্ব ধর্ম্ম, কর হেন কর্ম্ম,
তোমার উচিত নহে।
হিংসা মহাক্লেশ, অধর্ম্ম অশেষ,
আপনা আপনি দহে ॥
শুনিয়া বচন, লজ্জিত বদন,
কহে করযোড় করি।
তোমার বচন, হইল লঙ্ঘন,
এ বড় বিস্ময় হেরি ॥
বলে ব্যাসমুনি, শুন সুবদনী,
মম বাক্য অন্য নয়।
দুঃখ পরিহর, মম বাক্য ধর,
হইবে শত তনয় ॥
শত কুণ্ড করি, ঘৃতে তাহা পূরি,
মাংসপিণ্ড সিঞ্চ জলে।
এত বলি মুনি, সিঞ্চিল আপনি,
মাংসপিণ্ড করি কোলে ॥
শীতল জলেতে, সিঞ্চিতে সিঞ্চিতে,
যেন বিধি নিরমিল।
এক মাংসপিণ্ড, কৈল শত খণ্ড,
একাধিক শত হৈল ॥
অঙ্গুলির পর্ব্ব, প্রায় হৈল সর্ব্ব,
ঘৃতকুণ্ডে লৈয়া ফেলে।
তবে তপোধন, সুদৃঢ় বচন,
গান্ধারী দেবীর বলে ॥
এই কুণ্ডগণে, রাখিয়া যতনে,
নাহি হও উতরোল।
আপন ইচ্ছায়, জানাও রাজায়,
নাহি ভাঙ্গ মম বোল ॥
এত বলি ঋষি, হিমালয়বাসী,
গেল হিমালয়ে চলি।
গত কিছু দিন, হৈল দুর্য্যোধন,
মূর্ত্তিমন্ত যুগ কলি ॥
ভীম যেই দিনে, জন্মিল কাননে,
সেই দিনে দুর্য্যোধন।
জনম মাত্রেতে, শিখিগণ ডাকে,
যেমন গৃধ্র গর্জ্জন ॥
তার ডাক শুনি, যেন গৃধ্রধ্বনি,
গৃধ্রগণ সব ডাকে।
কুকুর শৃগাল, ডাকে পালে পাল,
নগর পূরিল ডাকে ॥
বহে তপ্ত বাত, সঘনে নির্ঘাত,
দশদিক যায় পুড়ি।
মিহির মুদিল, রুধির বর্ষিল,
ঝনঝনা হয় গিরি ॥
এ সব চরিত, দেখি বিপরীত,
চিন্তিল কৌরব পতি।
ভীষ্ম মহামতি, বিদুর প্রভৃতি,
জানাইল শীঘ্রগতি ॥
সবার অগ্রেতে, লাগিল কহিতে,
ধৃতরাষ্ট্র গুণাধার।
শব্দ শুনা গেল, পাণ্ডুপুত্র হৈল,
বংশের জ্যেষ্ঠ কুমার ॥
রাজা সেই হবে, প্রজা সুখী হবে,
মোর মন তাহে সুখী।
মোর পুত্র হ'তে, অতি বিপরীতে,
বহু অমঙ্গল দেখি ॥
বিধান ইহার, করিয়া বিচার,
কহ মোরে সর্ব্বজন।
রাজার বচন, করিয়া শ্রবণ,
বিদুর বলে তখন ॥
ভারত-সঙ্গীত জগৎ মোহিত,
কেবল অমৃত নিধি।
কাশীদাস কয়, খণ্ডে মম ভয়,
পান কর নিরবধি ॥

——

দুঃশলার জন্ম

বিদুর বলেন অবধান মহারাজ।
যত অমঙ্গল দেখি ভাল নহে কাজ ॥
ইথে প্রায়শ্চিত্ত রাজা নাহি কিছু আর।
তবে সে মঙ্গল হয় ত্যজহ কুমার ॥

কুলের অন্তক রাজা এ পুত্র তোমার।
ইহাকে পালিলে দুঃখ পাইবা অপার ॥
নিজ কুলহিত এবে চিন্তহ রাজন।
এক উন হউক তব শতেক নন্দন ॥
কুলের কারণ রাজা ত্যজি একজন।
সুত ত্যাগ কর রাজা রাজ্যের কারণ ॥
এতেক বচন যদি বিদুর বলিল।
পুত্রস্নেহে ধৃতরাষ্ট্র হেলন করিল ॥
তবে আর উনশত হইল নন্দন।
হেনমতে হৈল ভাই একশত জন ॥
একশত পুত্র হৈল কন্যা নাহি গণি।
শুনি মুনিবরে জিজ্ঞাসিল নৃপমণি ॥
আপনি বলিলা ব্যাসদেবের যে বরে।
একশত পুত্র হবে গান্ধারী-উদরে ॥
অধিক হইল কন্যা কিসের কারণ।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহ তপোধন ॥
মুনি কহে শুন তত্ত্ব শ্রীজনমেজয়।
যখন বিভাগ করে ব্যাস মহাশয় ॥
সতী পতিব্রতা দেবী সুবল-নন্দিনী।
মনেতে বাঞ্ছিল এক কন্যা দেহ মুনি ॥
শুনিয়াছি স্ত্রীলোকের কন্যার পীরিত।
দানেতে অক্ষয় স্বর্গ আছে হেন নীত ॥
শত পুত্র বর দিল ব্যাস মহামুনি।
নাহিক সন্দেহ পুত্র হইবে এখনি ॥
কায়মনোবাক্যে যদি আমি হই সতী।
পতিব্রতা হই আমি পতি মম গতি ॥
ব্রাহ্মণেরে গাভী দিয়া থাকি কোটি কোটি।
তবে মম ইথে কন্যা হবে এক গুটি ॥
ব্রত তপ ক'রে থাকি গুরুর সেবন।
যদি কভু পূজে থাকি দেব দ্বিজগণ ॥
গান্ধারী মানস আর বিধির সৃজন।
মাংসপিণ্ড ব্যাসদেব করিল সিঞ্চন ॥
একে একশত ভাগ মাংসপিণ্ড হৈল।
দেখি মহামুনি ব্যাস গান্ধারীকে কৈল ॥
আমার বচন বধূ কভু মিথ্যা নয়।
এই দেখ হইলেক শতেক তনয় ॥
একখানি অধিক যে সুবল-নন্দিনী।
তোমার মানস হ'তে হ'ল একখানি ॥
শুনি হরষিত হৈল সুবল-দুহিতা।
সে কারণে অধিক হইল এক সুতা ॥
অন্যা ধৃতরাষ্ট্রভার্য্যা বৈশ্যের কুমারী।
বহু সেবা ধৃতরাষ্ট্রে করিল সুন্দরী ॥
তাহার উদরে হৈল একই নন্দন।
যুযুৎসু বলিয়া নাম জানে সর্ব্বজন ॥
হেনমতে একত্রেতে শত সহোদর।
সবে মহাবলবন্ত পরম সুন্দর ॥
বিবাহ করিল সব রাজার কুমারী।
জয়দ্রথে সমর্পিল দুঃশলা সুন্দরী ॥
কৌরবের জন্মকথা কহিলাম সব।
বলি শুন পাণ্ডবের যেমতে উদ্ভব ॥

মৃগরূপী ঋষিকুমারের প্রতি পাণ্ডুর শরাঘাত।

চিরকাল বৈসে পাণ্ডু বনের ভিতর।
সঙ্গে দুই ভার্য্যা আর কত সহচর ॥
নিরন্তর ভ্রমে পাণ্ডু মৃগ অন্বেষণে।
পর্ব্বত-কন্দর ঘোর মহা শালবনে ॥
সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী খড়্গী ভল্লুক শূকর।
পাইয়া পাণ্ডুর শব্দ যায় বনান্তর ॥
হেনমতে একদিন দেখে নরবর।
হরিণীযূথের মধ্যে মৃগ একেশ্বর ॥
কিন্দম নামেতে সেই ঋষির কুমার।
মৃগরূপ ধরি করে মৃগীকে শৃঙ্গার ॥
মৃগ দেখি কুরুপুত্র প্রহারিল শর।
তীক্ষ্ণশরে ভেদিল ঋষির কলেবর ॥
শরাঘাতে ঋষিপুত্র করে ছটফটি।
মৃগীর উপর হইতে ভূমে পড়ি লুটি ॥
ডাক দিয়া ঋষিপুত্র পাণ্ডু প্রতি বলে।
ধার্ম্মিক পণ্ডিত হৈয়া কি কর্ম্ম করিলে ॥
মূর্খ দুরাচার যেই হিংসা করে পরে।
বড় শত্রু হইলে এ সময়ে না মারে ॥
পাণ্ডু বলে মৃগ তুমি নিন্দ কি কারণ।
ক্ষত্রধর্ম্ম মৃগ মারি পাই হে যখন ॥

কুম্ভযোনি করিলেন ভক্ষ্য মৃগগণ ।
দেবঋষি ভক্ষ্য হেতু মৃগের সৃজন ॥
রিপুসম মৃগে অস্ত্র করিব প্রহার ।
নীতিশাস্ত্রে কহে হেন ক্ষত্রিয়-আচার ॥
মুনি বলে মৃগ বধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ।
রমণে বিরোধ করা মহাপাপ কর্ম্ম ॥
কুরুবংশে জন্মি কর হেন অনুচিত ।
রতিরসে জ্ঞাত সব শাস্ত্রেতে পণ্ডিত ॥
রাজা হ'য়ে হেন কর্ম্ম কর দুরাচার ।
রাজা যদি পাপ করে মজিবে সংসার ॥
ঋষির নন্দন আমি তপের সাগর ।
সকল ত্যজিয়া থাকি বনের ভিতর ॥
মৃগরূপে আমি করি হরিণী রমণ ।
হেনকালে মোর তুমি বধিলে জীবন ॥
মৃগদেহ মারিলা ইহাতে পাপ নয় ।
এই পাপ, মারিলা যে মৈথুন সময় ॥
এই হেতু শাপ আমি দিলাম রাজন ।
মৈথুন সময় হবে তোমার মরণ ॥
আমি যেন অশুচিতে যাই পরলোক ।
এইমত হইবে তোমার চিত্তে শোক ॥
স্বর্গেতে রহিতে শক্তি নহিবে তোমার ।
কভু মিথ্যা নাহি হবে বচন আমার ॥
এত বলি ঋষিপুত্র ত্যজিল জীবন ।
হইল শুনিয়া পাণ্ডু বিষণ্ণ বদন ॥
শোকেতে আকুল হৈয়া করেন ক্রন্দন ।
প্রদক্ষিণ করি মৃত ঋষির নন্দন ॥
ভার্য্যা সহ কান্দেন যেমন বন্ধুশোকে ।
অশেষ বিশেষ রাজা নিন্দে আপনাকে ॥
কেন হেন বড় কুলে হইল উদ্ভব ।
আপনার কর্ম্মভোগ করে লোক সব ॥
শুনিয়াছি পিতা করিলেন কদাচার ।
কামলোভে অল্পকালে তাঁহার সংহার ॥
তাঁর ক্ষেত্রে জন্ম মম সহজে অধম ।
দুষ্টবুদ্ধি দুরাচার তেঁই ব্যতিক্রম ॥
রাজনীতি ধর্ম্ম কত আছয়ে সংসারে ।
সব ত্যজি ভ্রমি মৃগবধ অনুসারে ॥
সমুচিত ফল তার হৈল এত কালে ।
খণ্ডন না হয় কর্ম্ম অনুসারে ফলে ॥
আজি হ'তে ত্যজিলাম সংসার বিষয় ।
শরীর ত্যজিব তপ করিয়া আশ্রয় ॥
একাকী হইয়া পৃথ্বী করিব ভ্রমণ ।
সকল ইন্দ্রিয়গণ করিব দমন ॥
কুন্তী মাদ্রী প্রতি রাজা বলিছে বচন ॥
হস্তিনানগরে দোঁহে করহ গমন ॥
বিদুর প্রভৃতি যত সুহৃদ সকল ।
যে দেখিলা শুনিলা কহিবে অবিকল ॥
এত শুনি দুইজনে করেন ক্রন্দন ।
কান্দিতে কান্দিতে কহে করুণ বচন ॥
নিশ্চয় নৃপতি যদি না লবে সংহতি ।
ক্ষণেক রহিয়া যাও শুন নরপতি ॥
আমরা তোমার অগ্রে প্রবেশি আগুনে ।
তারপর যেথা ইচ্ছা যাও সেই স্থানে ॥
অনেক বিনয় করি কান্দে দুইজন ।
দেখিয়া ব্যাকুল পাণ্ডু নৃপতি তখন ॥
বলিলেন নিশ্চয় সহিত যদি যাবে ।
তোমরা অশেষ ক্লেশ অরণ্যেতে পাবে ॥
গাছের বাকল পর ত্যজহ বসন ।
শিরে জটা ধর আর ত্যজ আভরণ ॥
ফলমূলাহারী হও ত্যজ দিব্য হার ।
লোভ মোহ কাম ত্যজ ক্রোধ অহঙ্কার ॥
স্বামীর বচন তবে শুনি দুইজন ।
ততক্ষণে পরিত্যাগ করে আভরণ ॥
কেশপাশে করিল মস্তকে জটাভার ।
নৃপতির অগ্রে দিল সব অলঙ্কার ॥
দেখিয়া নৃপতি মনে হইল বিস্ময় ।
দেখিয়া দোঁহার বেশ বিদরে হৃদয় ॥
তবে রাজা ত্যজিলেন নিজ অলঙ্কার ।
করিয়া সকল ত্যাগ তপস্বী আচার ॥
রত্ন অলঙ্কার দ্বিজে করিলেন দান ।
তপস্যা করিতে রাজা করেন প্রস্থান ॥
অনুচরগণ যত আছিল সংহতি ।
সবাকারে বলিলেন পাণ্ডু নরপতি ॥

হস্তিনা-নগরে সবে করহ গমন।
সবাকারে কহিবে আমার বিবরণ ॥
পাণ্ডুর বচন এত শুনি সর্ব্বজন।
হাহাকার শব্দে করে সকলে ক্রন্দন ॥
সঘনে নিশ্বাস মুখে করুণ বচন।
হস্তিনানগরে সবে করিল গমন ॥
একে একে সবারে কহিল সমাচার।
শুনি পুরলোক সব করে হাহাকার ॥
অন্তঃপুরে উঠিল ক্রন্দন মহারোল।
প্রলয়ের কালে যেন সাগর কল্লোল ॥
গাঙ্গেয় বিদুর আদি আর যত জন।
পাণ্ডুর শোকেতে সবে করয়ে ক্রন্দন ॥
শুনি ধৃতরাষ্ট্র রাজা অত্যন্ত অস্থির।
নাহি রুচে অন্ন জল না হন বাহির ॥
রত্নময় পালঙ্ক ছাড়িয়া নরবর।
ভূমে গড়াগড়ি যান শোকেতে কাতর ॥
হেনমতে রোদন করিছে বন্ধুগণ।
হেথা পাণ্ডু প্রবেশ করিলেন কানন ॥
চৈত্ররথ নামে বন অতি সে বিস্তার।
গন্ধর্ব্ব অপ্সর তথা করিছে বিহার ॥
সে বন ত্যজিয়া যায় নৈমিষ-কানন।
বহু নদ নদী দেশ করিয়া লঙ্ঘন ॥
তিনজনে হিমালয় করি আরোহণ।
তথা হৈতে চলিলেন শ্রীগন্ধমাদন ॥
তথায় আছয়ে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর।
মহাপুণ্য তীর্থ যাহে বাঞ্ছিত অমর ॥
তাহে স্নান করিয়া গেলেন তিনজন।
শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে করেন অরোহণ ॥
মহা উচ্চ গিরিবর দেখিতে উত্তম।
অনেক তপস্বী ঋষিগণের আশ্রম ॥
পর্ব্বত পাইয়া রাজা আনন্দিত মন।
করেন তপস্যা তথা সহ ঋষিগণ ॥
করেন কঠোর তপ তথা তিনজন।
দিনশেষে ফল মূল করেন ভক্ষণ ॥
ঘোর তপ দেখিয়া বাখানে ঋষিগণ।
তপস্যাতে সিদ্ধ হইলেন তিনজন ॥

স্বর্গেতে যাইতে শক্তি হৈল হেন বাসি।
তথা হৈতে গেলেন প্রণমি যত ঋষি ॥
অতি উচ্চ গিরিবর পরশে গগন।
স্বর্গেতে যাইতে করিলেন আরোহণ ॥
পথেতে দেখেন সব দেবতার স্থান।
নানারত্ন বিভূষিত বিচিত্র নির্ম্মাণ ॥
দেখেন গঙ্গার মধ্যে প্রবল তরঙ্গ।
দেবকন্যাগণ তথা করে ক্রীড়া রঙ্গ ॥
কোন স্থানে দেখিলেন পর্ব্বত উপর।
জলধরগণে বৃষ্টি করে নিরন্তর ॥
তাহার অন্তরেতে অগম্য ভূমি দেখি।
আছুক অন্যের কায যেতে নারে পাখী ॥
তিনজনে দেখিলেন তথা ঋষিগণ।
ডাক দিয়া ঋষিগণ বলেন বচন ॥
কোথাকারে যাও হে তোমরা তিনজন।
অগম্য বিষম ভূমি যাহ কি কারণ ॥
ঋষিগণ বচনে বলেন নরপতি।
পাণ্ডু নামে আমি কুরুবংশেতে উৎপত্তি ॥
অপুত্রক হইলাম নিজ কর্ম্মদোষে।
সংসার ত্যজিয়া আমি যাই স্বর্গবাসে ॥
চারি ঋণ লইয়া মনুষ্যদেহ ধরে।
ঋণ হৈতে পার হৈলে মুক্ত কলেবরে ॥
যজ্ঞ করি দেবঋণে হইবেক পার।
মুনিগণে তুষিবেক করি ব্রতাচার ॥
পিতৃঋণে মুক্ত হয় পিতৃপিণ্ড দিয়া।
মনুষ্য হইবে পার অতিথি সেবিয়া ॥
ঋণে পার হইলাম আমি তিন স্থানে।
সবে না হৈলাম পার পিতৃগণ-ঋণে ॥
আপন কুকর্ম্ম-ফল না হয় খণ্ডন।
শরীর ত্যজিতে আমি যাই সে কারণ ॥
ঋষিগণ বলে তুমি পণ্ডিত সুজন।
ধার্ম্মিক সুবুদ্ধি সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥
পুত্রহীন জন স্বর্গে যাইতে না পারে।
দ্বারপালগণ তথা দ্বার রক্ষা করে ॥
অকারণে তথাকারে যাও নরপতি।
কদাচিত না পাইবা স্বর্গের বসতি ॥

পৃথিবীতে বহুলোক দান পুণ্য করে।
পুত্রহীন হৈলে স্বর্গে যাইতে না পারে॥
স্বর্গেতে যতেক বৈসে দেব সিদ্ধ ঋষি।
মর্ত্ত্যে পুত্র জন্মাইয়া সবে স্বর্গবাসী॥
শুনিয়া বলেন রাজা বিনয় বচন।
কি করি আমারে আজ্ঞা কর তপোধন॥
মুনিগণ বলে রাজা থাক এই স্থানে।
হইবেক পুত্র তব দেব বরদানে॥
দিব্যচক্ষে মোরা সব করি দরশন।
মহাবীর্য্যবন্ত হবে তব পুত্রগণ॥
ঋষিগণ বচনে নিবর্ত্তে নরপতি।
শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে করিলেন স্থিতি॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

পুত্রোৎপাদনে কুন্তীর প্রতি পাণ্ডুর অনুমতি।

কুন্তীরে বলেন তবে পাণ্ডু নৃপবর।
আপনি শুনিলে মুনিগণের উত্তর॥
মৃগঋষি শাপে শক্তি নাহি যে আমার।
উপায় করিয়া পিতৃগণে কর পার॥
আর হেন আছে পূর্ব্ব শাস্ত্রের বিধান।
বিবরিয়া কহি তাহা কর অবধান॥
স্বয়মুৎপাদিত কেহ সহজে নন্দন।
নতুবা কাহারে পুত্র দেয় কোন জন॥
মূল্য লৈয়া পোষ্য করে পুত্রবৎ করি।
আপনি প্রবেশে কেহ অন্ন হেতু মরি॥
পুত্রহীনে কোন জন কন্যা করে দান।
তার পুত্র হৈলে সেই হয় পুত্রবান॥
নতুবা স্বামীর আজ্ঞা লৈয়া কোন জনে।
আপন সদৃশ কিম্বা উচ্চজন স্থানে॥
তাহাতে জন্মিলে হয় আপন নন্দন।
পূর্ব্বাপর আছে হেন ব্রহ্মার বচন॥
সেই অনুসারে আমি বংশের কারণ।
আজ্ঞা করি কর তুমি বংশের রক্ষণ॥
কুন্তী বলে রাজা তুমি পরম পণ্ডিত।
কি কারণে কহ তুমি এমন কুৎসিত॥

আমি ধর্ম্মপত্নী তুমি ধর্ম্মজ্ঞ আপনে।
তোমা বিনা অন্য জন না দেখি নয়নে॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি রাজা কহে মুনিগণ।
ব্যুষিতাশ্ব রাজা ছিল কৌরব নন্দন॥
মহারাজা ব্যুষিতাশ্ব ধর্ম্মেতে তৎপর।
যজ্ঞ করি তুষিলেক যতেক অমর॥
তাঁর দক্ষিণায় সুখী হৈল দ্বিজগণ।
বাহুবলে জিনিল সকল রাজগণ॥
ভদ্রা যে তাঁহার ভার্য্যা পরমা সুন্দরী।
রাজারে সেবয়ে সদা পুত্রকাম্য করি॥
কামনায় তাঁহার কামুক নরবর।
তাঁহার সঙ্গমে ব্যাধিযুক্ত কলেবর॥
যক্ষ্মাকাশ রোগে রাজা হইল নিধন।
ভদ্রা হৈল শোকের সাগরে নিমগন॥
স্বামী বিনা ভার্য্যা জীয়ে ধিক্ তার প্রাণ।
স্বামী বিনা ঘর দ্বার শ্মশান সমান॥
স্বামীর বিহনে নারী জীয়ে যেই জনা।
নিত্য নিত্য ভুঞ্জে সেই বিবিধ যন্ত্রণা॥
স্বামী পুত্রহীন নারী লোকে অনাদরে।
গণনা না করে কেহ মনুষ্য ভিতরে॥
হেনমতে ভদ্রা বহু করিছে ক্রন্দন।
ডাকিয়া তাহারে শব বলে ততক্ষণ॥
না কান্দহ ভদ্রা তুমি উঠি যাও ঘরে।
আমি জন্মাইব পুত্র তোমার উদরে॥
শবের বচনে ভদ্রা গেল নিজ স্থান।
শবেরে রাখিল করি যতন বিধান॥
ঋতুযোগে ভদ্রা তবে শবের সঙ্গমে।
সপ্ত পুত্র উদরে ধরিল ক্রমে ক্রমে॥
শব স্বামী হৈতে ভদ্রা পুত্র জন্মাইল।
হেনমতে হয় পূর্ব্বে মুনিরা কহিল॥
তুমিও এখন রাজা যোগ কর মনে।
আমার উদরে জন্ম করাও নন্দনে॥
পাণ্ডু বলিলেন সে মনুষ্যে না সম্ভব।
দৈববলে শব হৈতে পুত্রের উদ্ভব॥
সেইরূপ শক্তি কুন্তী নাহিক আমার।
পূর্ব্বের আচার কিছু কহি শুন আর॥

পূর্ব্বকালে নাহি ছিল এ সব নিয়ম।
যারে যার ইচ্ছা হয় করিত সঙ্গম ॥
ইচ্ছামত স্ত্রীগণ যাইত যথা স্থানে ॥
না ছিল বিরোধ পূর্ব্বে ব্রহ্মার সৃজনে ॥
নিময় করিল ঋষিপুত্র একজন।
তাহার বৃত্তান্ত কহি শুন দিয়া মন ॥
উদ্দালক নামে এক মহা তপোধন।
শ্বেতকেতু নাম ধরে তাহার নন্দন ॥
পিতা মাতা কোলে ক্রীড়া করে অনুক্ষণ।
হেনকালে আইলেন মুনি একজন ॥
কামাতুর হৈয়া মুনি ধরে তার মায়।
স্বামী পুত্র কাছে হৈতে ধরি ল'য়ে যায় ॥
বিস্ময় হইয়া শিশু চায় পিতৃপানে।
ক্রোধমুখে জিজ্ঞাসিল জনকের স্থানে ॥
কোথা হৈতে আসে দ্বিজ বড় দুরাচার।
জননীরে ল'য়ে যায় কোথায় আমার ॥
শুনিয়া বচন মুনি করেন প্রবোধ।
পূর্ব্বাপর আছে বাপ না করিও ক্রোধ ॥
শুনিয়া হইল শিশু অধিক কুপিত।
এ হেন কুৎসিত কর্ম্ম বিধির সৃজিত ॥
সৃষ্টি করে প্রজাপতি নিয়ম না জানে।
হেন অনুচিত কর্ম্ম করে সে কারণে ॥
আজি হৈতে সৃষ্টি মধ্যে করিব নিয়ম।
দেখ পিতা আজি মম তপঃ পরাক্রম ॥
নিজ নিজ স্বামী ভার্য্যা ত্যজি যেই জন।
পরনারী পরস্বামী করিবে গমন ॥
সংসারে যতেক পাপে হইবে সে পাপী।
নরক হইতে পার না হবে কদাপি ॥
স্ত্রী হইয়া স্বামীর বচন নাহি শুনে।
স্বামী যদি নিয়োজেন বংশের রক্ষণে ॥
অবজ্ঞায় স্বামী বাক্য করে অনাদর।
চিরকাল মজে সেই নরক ভিতর ॥
হেনমতে মুনিপুত্র নিয়ম করিল।
পূর্ব্বমত ত্যজি তাই হেনমত হৈল ॥
আর পূর্ব্ব কথা কহি করহ শ্রবণ।
সূর্য্যবংশে ছিল নাম সৌদাস রাজন ॥
মদয়ন্তী ভার্য্যা তাঁর পরমা সুন্দরী।
অপত্য বিহনে দোঁহে সদা চিন্তা করি ॥
বশিষ্ঠের স্থানে ভার্য্যা নিযুক্ত করিল।
মুনির ঔরসে তাঁর বহুপুত্র হৈল ॥
বংশ হেতু হেন মত আছে পূর্ব্বতন।
বিস্ময় না কর ইথে স্থির কর মন ॥
সেই হেতু আজ্ঞা আমি করি যে তোমারে।
পুত্রার্থে নাহিক শক্তি কি বল আমারে ॥
কৃতাঞ্জলি করি আমি নিবেদি তোমায়।
পুত্র জন্মাইতে কর আপনি উপায় ॥
রাজার করুণ বাক্য শুনি পতিব্রতা।
কহিতে লাগিল আপনার পূর্ব্বকথা ॥
বাল্যকালে পিতৃগৃহে ছিলাম যখন।
অতিথি সেবনে ছিল মম নিয়োজন ॥
অকস্মাৎ আইল দুর্ব্বাসা মুনিবর।
মুনিরাজে সেবা করিলাম বহুতর ॥
পরম পণ্ডিত সেই মুনি মহাশয়।
সেবাবশে মম প্রতি হইল সদয় ॥
মন্ত্র দিয়া আমারে কহিলেন সে মুনি।
যেই দেবে ইচ্ছা তব হবে সুবদনা ॥
এই মন্ত্র পড়ি তারে করিবা আহ্বান।
অবিলম্বে সে দেব আসিবে তব স্থান ॥
যেই বর ইচ্ছা কর পাবে সেই বর।
এত বলি দুর্ব্বাসা গেলেন দেশান্তর ॥
এখন যেমত আজ্ঞা কর দণ্ডধর।
আজ্ঞা কর দেবস্থানে মাগি পুত্রবর ॥
যে তোমারে কহিলাম পূর্ব্বের বিধান।
আজ্ঞা কর কোন দেবে করিব আহ্বান ॥
রাজা বলিলেন মুনি দিয়াছেন বর।
পুত্রের কারণে তবে কেন চিন্তা কর ॥
হোম যজ্ঞ পূজা করি যাঁহার উদ্দেশে।
নানামতে অর্চ্চি যাঁরে অতিশয় ক্লেশে ॥
তথাপি দেবের নাহি পাই দরশন।
উদ্দেশে মাগি যে বর যার যেই মন ॥
হেন দেব সাক্ষাতে চাহিবা তুমি বর।
শুভকার্য্যে সুবদনী বিলম্ব না কর ॥

দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম মহাশয়।
সর্ব্বপাপ হরে যাঁর লইলে আশ্রয়॥
ধর্ম্মবন্ত হইবেক তেঁই সে কুমার।
মহাবলবন্ত হবে সর্ব্বগুণাধার॥
নিয়ম করিয়া ধর্ম্মে করহ স্মরণ।
আজিকার বিলম্ব না সহে একক্ষণ॥
রাজার বচনে কুন্তী করিল স্বীকার।
স্বামী প্রদক্ষিণ করি করে নমস্কার॥
আদি পর্ব্ব ভারত যে ব্যাসের রচিত।
পরম পবিত্র পুণ্য শ্রবণে অমৃত॥
আয়ুর্যশ পুণ্য বাড়ে যাহার শ্রবণে।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীরাম দাস ভণে॥

যুধিষ্ঠিরাদির জন্ম।

মুনি বলিলেন শুন রাজ্য অধিকারী।
বৎসরেক গর্ভ যবে ধরিল গান্ধারী॥
সেইত সময়ে তবে ভোজের নন্দিনী।
যেই মন্ত্র দিয়াছিল সে দুর্ব্বাসা মুনি॥
সেই মন্ত্র জপি ধর্ম্মে করিলা আহ্বান।
তৎক্ষণে আইল ধর্ম্ম কুন্তী বিদ্যমান॥
ধর্ম্মের সঙ্গমে হইল গর্ভের সঙ্গতি।
পরম সুন্দর সুত প্রসবিল সতী॥
ইন্দ্রচন্দ্র সম কান্তি তেজ দিবাকর।
উজ্জ্বল করিল শতশৃঙ্গ গিরিবর॥
দিবা দুই প্রহরেতে পুণ্য তিথিযুত।
অতি শুভক্ষণেতে জন্মিল কুন্তীসুত॥
সেইক্ষণে হল ধ্বনি আকাশ উপর।
সকল ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ এই সুতবর॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় হবে মহারাজ।
জগতের লোকে তাঁরে করিবেক পূজা॥
এতেক আকাশ বাণী শুনিয়া রাজন।
কুন্তীরে ডাকিয়া পুনঃ বলেন বচন॥
শুনিলা আকাশবাণী বলে দেবগণ।
ধার্ম্মিক সুবুদ্ধি শান্ত হইবে নন্দন॥
ক্ষত্রিয়প্রধান গণি বলিষ্ঠ কোঙর।
ধার্ম্মিক গণি যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ভিতর॥
সে কারণে কুন্তী তুমি ভজ পুনর্ব্বার।
যাঁহা হৈতে হইবেক বলিষ্ঠ কুমার॥
রাজার বচনে কুন্তী তবে মনে মনে।
দেবগণ মধ্যে দেখি বলিষ্ঠ পবনে॥
মন্ত্র জপে কুন্তী করি বায়ুর উদ্দেশ।
সেইক্ষণে বায়ু তথা করিল প্রবেশ॥
পবন সঙ্গমে পুত্র লভিল জনম।
জন্ম মাত্র তাহার শুনহ যে বিক্রম॥
পুত্র প্রসবিয়া কুন্তী কোলে লৈতে চায়।
তুলিতে নারিল, ভারি পর্ব্বতের প্রায়॥
অশক্ত হইয়া ফেলে পর্ব্বত উপরে।
শতশৃঙ্গ পর্ব্বত কাঁপিল থর থরে॥
শিলা বৃক্ষ গিরি শৃঙ্গ হৈল চূর্ণময়।
বালকের শব্দে পায় গিরিবাসী ভয়॥
সিংহ ব্যাঘ্র মহিষাদি যত পশুগণ।
পর্ব্বত ত্যজিয়া সবে গেল অন্য বন॥
হেনকালে শূন্যবাণী হয় ততক্ষণ।
শুন কুন্তী পাণ্ডু এই তোমার নন্দন॥
যতেক বলিষ্ঠ আছে পৃথিবী ভিতর।
সবা হৈতে শ্রেষ্ঠ এই মহাবলধর॥
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর এই দুষ্টজনরিপু।
অস্ত্রেতে অভেদ্য এই বজ্রসম বপু॥
দেখিয়া শুনিয়া পাণ্ডু হইল বিস্ময়।
আশ্চর্য্য মানিল কুন্তী দেখিয়া তনয়॥
পুনরপি কুন্তীরে বলেন নৃপবর।
এইমত জন্ম হৈল যুগল কুমার।
এক হৈল ধার্ম্মিক নির্দ্দয় আর জন।
সর্ব্বগুণযুত এক জন্মাও নন্দন॥
কুন্তী বলে হেন পুত্র হইবে কেমনে।
সর্ব্বগুণযুত পাব কার আরাধনে॥
ইহা শুনি পাণ্ডু কহিলেন মুনিগণে।
দেব মধ্যে আছে কোনজন সর্ব্বগুণে॥
তাঁরে আরাধিয়া আমি লভিব নন্দনে।
এত শুনি বলিল যতেক মুনিগণে॥
সর্ব্বদেবগণ মধ্যে ইন্দ্র দেবরাজ।
তাঁহারে সেবিলে রাজা সিদ্ধ হবে কাজ॥

ইন্দ্রের উদ্দেশে তপ কর নৃপবর।
নিয়ম করিয়া তপ কর সম্বৎসর॥
বিনা তপে নহে তুষ্ট দেব পুরন্দর।
এত শুনি তপ আরম্ভিল নৃপবর॥
ঊর্দ্ধবাহু একপদে রহে দাঁড়াইয়া।
সম্বৎসর করে তপ বায়ু আহারিয়া॥
তপে তুষ্ট হ'য়ে ইন্দ্র আইল তথায়।
কহিলেন পাণ্ডুরে শুনহ কুরুরায়॥
আপন বাঞ্ছিত ফল মাগ মহাশয়।
সর্ব্বগুণযুত হবে তোমার তনয়॥
বর দিয়া ইন্দ্র হইলেন অন্তর্দ্ধান।
তপ নিবর্ত্তিয়া পাণ্ডু গেলেন স্বস্থান॥
কুন্তীরে কহিল পাণ্ডু হরিষ অন্তর।
পুত্রবর আমারে দিলেন পুরন্দর॥
স্ববাঞ্ছিত ফল লাভ হইবে তোমার।
সর্ব্বগুণযুত তুমি পাইবা কুমার॥
তপস্যায় করিলাম প্রসন্ন বাসবে।
মুনিমন্ত্রে স্মরণ করহ তাঁরে তবে॥
স্মরণ করিল কুন্তী স্বামীর বচনে।
দেবরাজ আইল তখন সেস্থানে॥
উভয়ের সঙ্গম হইল সুখময়।
ইন্দ্রের ঔরসে জন্ম হইল তনয়॥
জন্ম মাত্র শূন্যবাণী হইল গভীর।
সুরাসুরে এই পুত্র হবে মহাবীর॥
পরাক্রমে হবে তুল্য কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন।
তিনলোকে বিখ্যাত হইবে পুত্রগুণ॥
পৃথিবীর লক্ষ রাজা জিনি বাহুবলে।
যুধিষ্ঠিরে অভিষেক করিবে ভূতলে॥
ভ্রাতৃসহ করিবেক তিন অশ্বমেধ।
ভৃগুরাম সদৃশ শিখিবে ধনুর্ব্বেদ॥
শিখি দিব্য অস্ত্র দিব্যমন্ত্র যেইমতে।
এ পুত্র না জানে হেন নাহিক জগতে॥
পিতৃলোক উদ্ধারিবে এই পুত্রবর।
খাণ্ডব দহিয়া এ তুষিবে বৈশ্বানর॥
এতেক আকাশবাণী হইল আকাশে।
দেখিতে আইল সব লোক তার পাশে॥
ইন্দ্র সহ আইল যতেক দেবগণ।
চন্দ্র সূর্য্য পবন শমন হুতাশন॥
দেখিতে আইল যত গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
সিদ্ধ ঋষিগণ যত অপ্সরী অপ্সর॥
একাদশ ঋষি উনপঞ্চাশ পবন।
অশ্বিনীকুমার আর বিশ্বাবসুগণ॥
যক্ষরাজ প্রজাপতি আইল ত্বরিত।
দেবাঙ্গনা আসি করে কত নৃত্যগীত॥
দেবগণ ঋষিগণ করিয়া কল্যাণ।
নিরখিয়া সবে গেল আপনার স্থান॥
তবে কতদিনে পাণ্ডু নিভৃতে বসিয়া।
কুন্তী প্রতি বলিলেন একান্তে ডাকিয়া।
আমার পুত্রের বাঞ্ছা পূর্ণ নাহি হয়।
পুনরপি কহিতে তোমায় যোগ্য নয়॥
চতুর্থ পুরুষে নারী হয় যে স্বৈরিণী।
পঞ্চম পুরুষে নারী বেশ্যা মধ্যে গণি॥
সে কারণে তোমারে কহিতে না যোয়ায়।
পুত্রবাঞ্ছা পূর্ণ হয় না দেখি উপায়॥
হেনমতে কুন্তী সহ কথোপকথনে।
পুত্রচিন্তা নরবর সদা ভাবে মনে॥
মহাভরেতের কথা অমৃত সমান।
একমনে শুনিলে বাড়য়ে দিব্যজ্ঞান॥

নকুল ও সহদেবের জন্ম।

একদিন পাণ্ডু নৃপে একান্তে দেখিয়া।
বলিতে লাগিল মাদ্রী নিকটে বসিয়া॥
কুরুবংশে তিন পুত্র আছে যে সম্প্রতি।
ইতিমধ্যে দুইজন হৈল পুত্রবতী॥
শুনিলাম গান্ধারীর শতেক নন্দন।
প্রত্যক্ষে কুন্তীর পুত্র দেখি তিনজন॥
অভাগিনী আমি ইথে হইনু বঞ্চিত।
তোমায় কি কব মম অদৃষ্টে লিখিত॥
দয়া করি কুন্তী যদি অনুগ্রহ করে।
মন্ত্রবলে জপি পুত্র পাই দেববরে॥
সহজে সতীন কুন্তী কি বলিতে পারি।
দেয় বা না দেয় আমি চিত্তে ভয় করি॥

মাদ্রীর বচন শুনি বলে নৃপবর।
মম চিত্তে এই কথা জাগে নিরন্তর॥
তোমারে প্রকাশ আমি তেঁই নাহি করি।
শুন কি না শুন তুমি হও ধর্ম্মনারী॥
এখন আপনি তুমি কহিলা আমারে।
তোমার কারণে আমি কহিব কুন্তীরে॥
মম বাক্য কুন্তী কভু না করিবে আন।
মাদ্রীরে কহিয়া রাজা যান কুন্তীস্থান॥
কুন্তীরে একান্তে পেয়ে কহে নৃপতি।
কুলের কল্যাণ হেতু কহি শুন সতী॥
ইন্দ্রত্ব পাইয়া ইন্দ্র নিত্য যজ্ঞ করে।
যশের কারণে আর শাস্ত্র অনুসারে॥
বেদে তপে পারগ হইয়া দ্বিজগণ।
তথাপি করেন তাঁরা দ্বিজের সেবন॥
সেই হেতু কুন্তী আমি কহি যে তোমারে।
মাদ্রীকে উদ্ধার কর এ ভব সংসারে॥
মদ্রের বংশের হেতু করহ উপায়।
তার পুত্র হৈলে হবে এ পুত্র সহায়॥
এতেক শুনিয়া কুন্তী কহিল রাজায়।
একবার দিব মন্ত্র তোমার আজ্ঞায়॥
মাদ্রীকে ডাকিয়া তবে কুন্তী পাণ্ডুপ্রিয়া।
মন্ত্র বলে দিল তারে প্রসন্ন হইয়া॥
একবার দিতে পারি বলেন বচন।
চিন্তিত হইয়া মাদ্রী ভাবে মনে মন॥
একবার বিনা কুন্তী না দিবেক আর।
কি উপায়ে হবে মম অধিক কুমার॥
ভাবিয়া করিল যুক্তি মাদ্রী এই সার।
দেব মধ্যে যুগ্ম হয় অশ্বিনী কুমার॥
অশ্বিনীকুমারদ্বয়ে করিল স্মরণ।
মন্ত্রের প্রভাবে দোঁহে আইল ততক্ষণ॥
তাদের ঔরসে গর্ভ হইল সঞ্চার।
প্রসবিল মাদ্রীদেবী যুগল কুমার।
জন্মমাত্র শুনি শব্দ আকাশ উপরে।
রূপেগুণে শোভা দোঁহে করিবেক নরে॥
হেনমতে ক্রমে পঞ্চ নন্দন হইল।
পর্ব্বতনিবাসী ঋষি আসি নাম দিল॥

জ্যেষ্ঠ পুত্র নাম তার হৈল যুধিষ্ঠির।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি সেই হ'ল ভীম-বীর॥
তৃতীয় অর্জ্জুন নাম থুইল ঋষিগন।
চতুর্থ নকুল নাম মাদ্রীর নন্দন॥
সহদেব নাম থুইল কুমার পঞ্চম।
মহাবীর্য্যবন্ত পঞ্চ সিংহের বিক্রম॥
পঞ্চ পুত্র নৃপতির দেখিতে সুন্দর।
উজ্জ্বল করিল শতশৃঙ্গ গিরিবর॥
পুত্র নিরখিয়া রাজা হরিষ অন্তর।
হরষিত কুন্তী মাদ্রী দেখিয়া কুমার।
পুত্র সঙ্গ তিনজন তিলেক না ছাড়ে।
ক্ষণেক না করে রাজা নয়নের আড়ে॥
হেনমতে পঞ্চ পুত্র করেন পালন।
একদিন কুন্তী প্রতি বলেন রাজন।
পুত্রসম সুখ নাহি সংসার ভিতরে।
বঞ্চিত সকল সুখ পুত্রহীন নরে॥
রাজ্যবন্ত ধনবন্ত বিদ্যাবন্ত জন।
পুত্র বিনা তার হয় সব অকারণ॥
ইহকালে সুখদায়ী লোকেতে গৌরব।
পরকালে নিস্তারয়ে নরক রৌরব॥
ভাগ্যবন্ত ধৃতরাষ্ট্র শত-সুত-পিতা।
সে কারণে কহি শুন ভোজের দুহিতা॥
পুনরপি মন্ত্র দেহ মদ্র নন্দীনারে।
বহু পুত্রে বহুসুখ হয় এ সংসারে॥
শুনিয়া বলেন কুন্তী যুড়ি দুই কর॥
আর না কহিও আজ্ঞা শুন নৃপবর॥
পরম কপটি মাদ্রী দেখহ আপনে।
একবার বর সে পাইয়া মোর স্থানে॥
তাহে জন্মাইল মাদ্রী যুগল নন্দনে।
মাদ্রীরে আমার ভয় হয় সে কারণে॥
কৃতাঞ্জলি করি আমি নিবেদি তোমারে।
মাদ্রীর কারণে আর না কহ আমারে॥
মৌনে রহিল পাণ্ডু কুন্তীর বচনে।
আর সুত বাঞ্ছা ত্যাগ করিলেন মনে॥
পাণ্ডবের জন্মকথা অপূর্ব্ব কথন।
স্ববাঞ্ছিত ফল লভে শুনে যেইজন॥

ব্যাসের বচন ইথে নাহিক সংশয়।
পাঁচালি প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয়॥

পাণ্ডুরাজার মৃত্যু।

সুখেতে থাকেন রাজা পুত্রের সহিত।
ঋতুরাজ বসন্ত হইল উপনীত॥
বসন্তকালেতে বন হইল শোভিত।
নানা বৃক্ষগণ সব হইল পুষ্পিত॥
পলাশ চম্পক আম্র অশোক কেশর।
পারিভদ্র কেতকী করবী পুষ্পবর॥
হৃদয়ে আনন্দ পাণ্ডু দেখিয়া কানন।
গহন নিকুঞ্জবনে করেন ভ্রমণ॥
কুন্তীসহ পুত্রগণ রাখিয়া মন্দিরে।
মাদ্রীসহ যান রাজা অরণ্য ভিতরে॥
রাজার সহিত মাদ্রী কুন্তী নাহি জানে।
গহন কানন মধ্যে ভ্রমে দুইজনে॥
মদনের শরে হৈল অবশ রাজন।
সঘনে মাদ্রীর রূপ করে নিরীক্ষণ॥
বদনকমল পদ্ম শশধর জিনি।
শ্রবণ গৃধিনী চারু পঙ্কজনয়নী॥
যুগল দাড়িম্ব সম দুই পয়োধর।
বিপুল নিতম্বভারে গমন মন্থর॥
সতত মধুর ভাষে বরিষয়ে সুধা।
নিরখিয়া পাণ্ডুর জন্মিল রতিক্ষুধা॥
মদনে আচ্ছন্ন রাজা অতি অচেতন।
হইল বিস্মৃত সেই মুনির বচন॥
নিবৃত্ত হইতে শক্তি নহিল রাজার।
মাদ্রীরে ধরিয়া বলে করেন শৃঙ্গার॥
নিবৃত্ত নিবৃত্ত ডাকে মদ্রের নন্দিনী।
অতি উচ্চৈঃস্বরে ডাকে হাহাকার ধ্বনি॥
হস্ত পদ আস্ফালনে ছট ফট করে।
কুৎসিত আচারে মাদ্রী ভৎসিল তাহারে।
মৃগ-ঋষি-শাপ প্রভু ভুলিলা এখন!
ক্ষণেকে প্রমাদ হবে না জান কারণ॥
পি মদনশরে হইয়া বিহ্বল।
হি শুনেন মাদ্রীর যত বোল॥
কালেতে যে করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে।
পরম পণ্ডিত বুদ্ধি কালেতে সংহারে॥
সঙ্গম করিতে রাজা মাদ্রীর সহিত।
ঋষিশাপে মৃত্যু আসি হইল উপনীত॥
শরীর ত্যজেন পাণ্ডু দেখিয়া সুন্দরী।
ক্রন্দন করেন মাদ্রী হাহাকার করি॥
এ স্থানে ভোজের কন্যা উচাটিত মন।
মাদ্রীর সহিত নাহি দেখয়ে রাজন॥
হইল অনেক বেলা যায় কোথাকারে।
পুত্রসহ গেল কুন্তী খুঁজিতে রাজারে॥
শব্দ অনুসারে যায় অতি শীঘ্রগতি।
দেখিল কান্দিছে মাদ্রী কোলে নরপতি॥
ব্রজাঘাত মুণ্ডে যেন হ'ল আচম্বিতে।
মূর্চ্ছিত হইয়া কুন্তী পড়িল ভূমিতে॥
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে উচাটন মন।
কান্দিয়া মাদ্রীর প্রতি বলেন বচন॥
কি কর্ম্ম করিলে মদ্রকন্যা স্বামী বধি।
এই হেতু তোমারে ভোগাব নিরবধি॥
কেন একা এলে তুমি রাজার সংহতি।
কি হেতু নিবৃত্ত না করিলে নরপতি॥
যদি বা আইলে সঙ্গে আনিতে নন্দন।
তবে কেন নৃপতির হইবে নিধন॥
মৃগঋষিশাপ তোর না ছিল স্মরণে।
সকল ত্যজিয়া বনে বঞ্চ এ কারণে॥
অনিমিষে থাকি আমি রাজার রক্ষণে।
সঙ্গে আসিয়াছ তুমি জানিব কেমনে॥
আপনা খাইয়া মম হৈল হেন গতি।
হারাইব কেন স্বামী থাকিলে সংহতি॥
মাদ্রী বলে কুন্তী মোরে নিন্দ অকারণ।
আমি করিলাম বহুবিধ নিবারণ॥
দৈবে যাহা করে খণ্ডে হেন কোনজন।
না রাখি আমার বাক্য ঘটিল নিধন॥
কুন্তী বলে ভাবি কর্ম্ম না যায় খণ্ডন।
সম্প্রতি শুনহ তুমি আমার বচন॥
পঞ্চপুত্রে পালন করহ ভালমতে।
অনুমৃতা যাই আমি রাজার সহিতে॥

দ্রী বলে হেন বাক্য না বল আমারে।
লেক না জীব আমি না দেখি রাজারে ॥
মার বিলম্বে এতক্ষণ আছি প্রাণে।
নি শরীর ত্যজি যাব প্রভুস্থানে ॥
মার যৌবনে প্রভু তৃপ্ত নাহি হয়।
মা সনে রমণে যাঁহার হৈল ক্ষয় ॥
র সংহতি আমি ছাড়িব কেমনে।
ভু স্বামী সনে দেহ রাখিব এক্ষণে ॥
মার নিকটে করি এক নিবেদন।
নায় তোমার স্থানে মাগি যে এখন ॥
ঃ পুনঃ তোমারে করি যে পরিহার।
নে পালিবা এই দুইটি কুমার ॥
বিনা তোমায় কহিতে নাহি কিছু।
চ্ছে না করিও আমার পুত্র পিছু ॥
তৃ মাতৃ বিনা পুত্র সহজে অনাথ।
মি সর্ব্ব বন্ধু যেন তুমি মাতা তাত ॥
তেক বলিয়া মাদ্রী নিঃশব্দ হইল।
দায় করিয়া শবে আলিঙ্গন দিল ॥
লিঙ্গন করি মাদ্রী ত্যজিল পরাণ।
মি শতশৃঙ্গবাসী আইল সেই স্থান ॥
গণ মিলিয়া করিল এ বিচার।
ত্রসহ ছিল পাণ্ডু আশ্রমে আমার ॥
ন শরীর ত্যাগ করিল রাজন।
নাথ হইল কুন্তী শিশু পুত্রগণ ॥
ণ্ডপুত্রগণ স্থিতি না শোভে কাননে।
গেতে লইয়া রাখ পাণ্ডুপুত্রগণে ॥
ই শব স্কন্ধে করি লহ চরগণ।
ত্রসহ কুন্তী লৈয়া, করহ গমন ॥
দিনে গেল কুন্তী হস্তিনানগরে।
বেশ করিল সবে নগর ভিতরে ॥
জ-অন্তঃপুরেতে-হইল সমাচার।
ন্তী সহ আইল পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার ॥
ষ্ম সোমদত্ত আর বাহ্লীক বিদুর।
তরাষ্ট্র আদি যত বৈসে অন্তঃপুর ॥
ত্যবতীসহ বধূ গান্ধারী সুন্দরী।
হেতে বৈসেন আর যত বৃদ্ধ নারী ॥
ঋষিগণে প্রণমিয়া দিলেন আসন।
কহিতে লাগিল বার্ত্তা সব ঋষিগণ ॥
শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে ছিলেন পাণ্ডুরাজ।
ব্রহ্মচর্য্য করিতেন মুনির সমাজ ॥
দেববরে পঞ্চপুত্র হইল তাঁহার।
কালেতে তাঁহারে কালে করিল সংহার।
মদ্রকন্যা অতি ধন্যা ভুবনে মানিতা।
হইলেন অনুমৃতা পাণ্ডুর বনিতা ॥
এই কুন্তী সহ দেবসুত পঞ্চজন।
এই পাণ্ডু মাদ্রী দোঁহে রহিত জীবন ॥
যেমন বিচার হয় করহ বিধান।
এত বলি মুনিগণ করিল প্রয়াণ ॥
এত শুনি রোদন করিল সর্ব্বজন।
হাহাকার শব্দ মুখে করুণ ক্রন্দন ॥
সত্যবতী আই কান্দে কৌশল্যা জননী।
শ্রীভীষ্ম বিদুর কান্দে অন্ধ নৃপমণি ॥
নগরের লোক করে বিলাপ ক্রন্দন।
বাল-বৃদ্ধ তরুণী কান্দয়ে সর্ব্বজন ॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র বলে বিদুরে ডাকিয়া।
দুই শব দগ্ধ কর গঙ্গাতীরে লৈয়া ॥
হেন রাজবিধান আছয়ে পূর্ব্বাপর।
শুনিয়া বিদুর তবে হইল সত্বর ॥
দুই শব কান্দে করি ল'য়ে পুত্রগণে।
চতুর্দ্দোল বিভূষিত বিবিধ বিধানে ॥
উপরে ধরিল ছত্র যেন রাজনীত।
শত শত চামর ঢুলায় চারিভিত ॥
অগুরু চন্দন কাষ্ঠ আনিল বিস্তর।
কলসে কলসে ঘৃত আনে থরে থর ॥
পঞ্চভাই দিল পিণ্ড ক্ষত্রিয় বিধান।
দ্বাদশ দিবসে করে অগ্নি শান্তি দান ॥
স্বর্ণদান ভূমিদান করে গাভীদান।
কাঞ্চন-রজত-দান বিবিধ বিধান ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্ ॥

সত্যবতীর প্রাণত্যাগ।

কত দিন পরেতে আইল বেদব্যাস।
একান্তে কহেন মুনি জননীর পাশ ॥
অবধানে শুন মাতা আমার বচন।
পুণ্যকাল গেল পাপকাল আরম্ভন ॥
তোমার বংশেতে হবে বড় দুরাচার।
কপট হইবে বড় হিংসা অহঙ্কার ॥
এই সবাকার পাপে মজিবে সকল।
পৃথিবী হরিবে শস্য মেঘে অল্প জল ॥
ধর্ম্মলুপ্ত হইবেক যত দ্বিজবর।
আত্ম আত্ম হিংসা সবে করিবে বিস্তর ॥
ধৃতরাষ্ট্র-কপটে হইবে কুলক্ষয়।
ধর্ম্ম ত্যজি নর লবে অধর্ম্মে আশ্রয় ॥
সে কারণে মাতা আমি কহি যে তোমায়।
কুলক্ষয় নয়নে দেখিতে না যুয়ায় ॥
এত বলি ব্যাস মুনি হৈল অন্তর্দ্ধান।
শুনি সত্যবতী চিত্তে চিন্তেন বিধান ॥
দুই বধূ ডাকিয়া আনিল নিজ পাশ।
কহিতে লাগিল যত কহিলেন ব্যাস ॥
তোমার নন্দন বধূ করিবে দুর্নীতি।
কপট হিংস্থক হবে করিবে দুষ্কৃতি ॥
কুলক্ষয় হইবেক তার কদাচারে।
এ সব শুনিয়া আমি জানাই তোমারে ॥
সে কারণে সাধ মম যাই তপোবনে।
করহ বিধান বধূ যেই লয় মনে ॥
শুনিয়া যুগলবধূ চলিল সংহতি।
ভীষ্মে আনি সব কথা কহিলেন সতী ॥
অন্তঃপুরে ছিল যত বৃদ্ধ নারীগণ।
সত্যবতীসহ সবে গেল তপোবন ॥
ফলমূলাহারী হৈয়া তপ আচরিল।
যোগে মন দিয়া সব শরীর ত্যজিল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত প্রস্তাবে।
পাঁচালী প্রবন্ধে গায় কাশীরাম দেবে ॥

ভীমের বিষপান।

মুনি বলিলেন রাজা শুন অতঃপরে।
পুত্রসহ কুন্তীদেবী রহে অন্তঃপুরে ॥
কৌরব পাণ্ডব ভাই পঞ্চোত্তর শত।
বেদশাস্ত্র অধ্যয়নে সবে পারগত ॥
বালকের ক্রীড়া যত আছয়ে সংসারে।
ক্রীড়ায় উত্তম সবে সদা ক্রীড়া করে ॥
ক্রীড়ারসে বলে শ্রেষ্ঠ পঞ্চ সহোদর।
সবার অধিক বল বীর বৃকোদর ॥
যাইতে পবন সম সিংহ সম হাঁকে।
আস্ফালনে গজ সম মেঘ সম ডাকে ॥
যেই দিক্ দিয়া ভীম বেগে যায় চলি।
দশ বিশ ভূমে ফেলে ভুজাস্ফালে ঠেলি ॥
ক্রোধে সব সহোদরে ধরে একেবারে।
অবহেলে বৃকোদর শরীর ঝাঁকারে ॥
দুই হস্তে ধরে বীর সবাকার কর।
চক্রাকার করিয়া ঘুরায় বৃকোদর ॥
প্রাণ যায় যায় বলি পরিত্রাহি ডাকে।
মৃতকল্প দেখি তবে তারে ভীমরাখে ॥
জলমধ্যে ক্রীড়া সব করে ভ্রাতৃগণ।
একেবারে ধরে ভীম দশ দশ জন ॥
জলের ভিতরে চুবে চাপি দুই কাঁখে।
মৃতকল্প করি ছাড়ে প্রাণমাত্র রাখে ॥
ভয়েতে ভীমের কেহ না যায় নিকটে।
জলেতে দেখিলে ভীম সবে থাকে তটে ॥
ফলহেতু উঠে সবে বৃক্ষের উপরে।
তলে থাকি বৃক্ষে ভীম চরণ প্রহারে ॥
চরণের ঘায় বৃক্ষ করে থর থর।
ফলসহ ভূমে পড়ে সর্ব্ব সহোদর ॥
বালককালেতে ভীম মহাপরাক্রম।
ভীমেরে বালকগণ দেখে যেন যম ॥
দুর্য্যোধন দেখি হৈল পরম চিন্তিত।
বালককালেতে বল ধরে অপ্রমিত ॥
বয়োধিক হইলে হইবে মহাবল।
ইহার জীবনে নাহি আমার কুশল ॥

দে চিন্তি দুর্য্যোধন করিল বিচার ।
মেরে মারিব হেন যুক্তি করে সার ॥
ম মারি চারি ভায়ে রাখিব বান্ধিয়া ।
বেত ভুঞ্জিব রাজ্য নিষ্কণ্টক হৈয়া ॥
লককালেতে করে এমত বিচার ।
য কালে না করে লোক হিংসা অহঙ্কার ॥
বে অনুচরে ডাকি বলে দুর্য্যোধন ।
ঙ্গাতীরে আছে তথা গহন কানন ॥
হাতে বিচিত্র স্থল করহ নির্ম্মাণ ।
ত্তম বরণ ঘর কর স্থানে স্থান ॥
র্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় শকটে পূরিয়া ।
কল গৃহের মধ্যে পূর্ণ কর গিয়া ॥
জ্ঞামাত্র করে সব অনুচরগণ ।
ব ভ্রাতৃগণেরে ডাকিল দুর্য্যোধন ॥
জি চল ভাই সব যাই গঙ্গাজলে ।
লক্রীড়া করিব পরম কুতূহলে ॥
উত্তম বিহার করি আহার সহিতে ।
ভক্ষ্যদ্রব্য আছে সব প্রমাণ-কোটিতে ॥
শুনিয়া সম্মত হইলেন যুধিষ্ঠির ।
করিব সলিল ক্রীড়া চল গঙ্গাতীর ॥
পঞ্চোত্তর শত ভাই একত্র করিয়া ।
রথ গজ অশ্ব যানে আরোহণ হৈয়া ॥
প্রমাণকোটিতে করিল যে দুর্য্যোধন ।
অতি মনোহর স্থল বিচিত্র কানন ॥
অনুচরগণ সব চলিল সহিতে ।
ভ্রাতৃগণসহ গেল প্রমাণকোটিতে ॥
একত্র হইয়া সবে আসনে বসিল ।
নানা দ্রব্য উপহার খাইতে লাগিল ॥
হেনকালে ক্রূর কুরুপতি দুর্য্যোধনে ।
দুষ্ট কালকূট দিল ভীমের বদনে ॥
পুনঃ পুনঃ তথিপর দিল উপহার ।
ভক্ষণে সন্তুষ্ট বীর আনন্দ অপার ॥
কালকূট পান করিলেন বৃকোদর ।
দুর্য্যোধন হৈল বড় হরিষ-অন্তর ॥
তবে সব ভ্রাতৃগণ গেল গঙ্গাজলে ।
জলক্রীড়া আরম্ভিল মহা কুতূহলে ॥

কেহ উঠে কেহ ডুবে কেহ ফেলে জল ।
ক্রীড়ায় হইল হীন ভীম মহাবল ॥
জলক্রীড়া করি শ্রান্ত হৈল সর্ব্বজন ।
প্রমাণকোটিতে পুনঃ করিল গমন ॥
দিব্য বস্ত্র পিন্ধন ভূষণ অলঙ্কার ।
উপহার দ্রব্য যত করিল আহার ॥
রত্নময় পালঙ্কেতে করিল শয়ন ।
ক্রীড়াশ্রমে নিদ্রাগত হৈল সর্ব্বজন ॥
বিষেতে আবৃত ভীম হৈল অচেতন ।
সবে নিদ্রা গেল মাত্র জাগে দুর্য্যোধন ॥
অচেতন ভীমেরে দেখিয়া কুরুপতি ।
হস্তপদ বন্ধন করিল শীঘ্রগতি ॥
ধরিয়া ফেলে গঙ্গার অগাধ সলিলে ।
নাহিক শরীরে জ্ঞান জরিল গরলে ॥
ভাসিয়া চলিল বীর স্রোতে বিপরীত ।
নাগের আলয়ে গিয়া হৈল উপনীত ॥
বিপুল শরীর দেখি বেড়ে নাগগণ ।
ক্রোধে চতুর্দ্দিকে সবে করিল দংশন ॥
নাশিল স্থাবর বিষ জঙ্গম বিষেতে ।
চেতন পাইয়া ভীম দেখে চতুর্ভিতে ॥
অবহেলে ছিঁড়ে কর-পদের বন্ধনে ।
মুষ্ট্যাঘাত প্রহারে যতেক নাগগণে ॥
ভীমের মুষ্টিকাঘাত বজ্রের সমান ।
পলায় সকল নাগ লইয়া পরাণ ॥
বাসুকির অগ্রে গিয়া করে নিবেদন ।
নাগকুল নাশিল মনুষ্য একজন ॥
মনুষ্যের আচরণ না দেখি তাহার ।
অনুমানে বুঝি ইন্দ্র নর-অবতার ॥
বন্ধনেতে ছিল হেথা আইল ভাসিয়া ।
ক্রোধে সব নাগগণে ফেলিল মারিয়া ॥
অচেতন ছিল পূর্ব্বে হইল চেতন ।
সবে পলাইল শুনি তাহার গর্জ্জন ॥
ভীম পরাক্রমে বীর আছে সেই স্থানে ।
দিব্যচক্ষু বাসুকি জানিল ততক্ষণে ॥
পবন-ঔরসে জন্ম কুন্তীর নন্দন ।
মধুর বচনে ভীমে করে সম্ভাষণ ॥

আমার নাতির নাতি হও বৃকোদর।
কি করিব তব প্রিয় করহ উত্তর ॥
ধন রত্ন লহ তুমি যাহা লয় মনে।
এত শুনি বলিল যতেক নাগগণে ॥
তোমার পরম বন্ধু যদি এ কুমার।
ভক্ষ্য ভোজ্য দিয়া প্রীতি জন্মাও ইহার ॥
ধন রত্নে ইহার নাহিক প্রয়োজন।
ইহার পরম প্রীতি পাইলে ভক্ষণ ॥
এত শুনি ফণিরাজ লৈয়া বৃকোদরে।
গৃহমধ্যে বসাইল পালঙ্ক উপরে ॥
নাগের আলয়ে আছে সুধাকুণ্ডগণ।
ভীমে বলে কর পান যত লয় মন ॥
সহস্র হস্তীর বল এক কুণ্ড পানে।
যত ইচ্ছা তত পান করহ এক্ষণে ॥
একে বৃকোদর, তাহে পরিশ্রম ক্ষুধা।
তাহে লোভী পাইল অপূর্ব্ব কুণ্ডসুধা ॥
একে একে অষ্ট কুণ্ড পান যে করিল।
চলিতে নাহিক শক্তি উদর পূরিল ॥
হেথা সবে গৃহে যেতে করিল বিচার।
রথে অশ্বে গজে উঠে চড়ে যে যাহার ॥
ভ্রাতৃগণে ডাকিয়া কহেন যুধিষ্ঠির।
সবে আছে কেবল না দেখি ভীমবীর ॥
ফল হেতু ভীম কিবা গিয়াছে কাননে।
গঙ্গাজলে গেল কিবা বিহার কারণে ॥
ভীমের উদ্দেশ কর ভাই সর্ব্বজন।
চতুর্দ্দিকে ভ্রাতৃগণ গেল ততক্ষণ ॥
কেহ গেল গঙ্গাতীরে কেহ মধ্যভাগে।
ভীম ভীম বলি কেহ ডাকে চতুর্দ্দিকে ॥
না পাইয়া বাহুড়িল সব ভ্রাতৃগণ।
ভীমেরে না পাই ভাই বলে সর্ব্বজন ॥
যুধিষ্ঠির হইলেন বিরস-বদন।
কোথাকারে গেল ভীম না জানি কারণ ॥
কেহ বলে বৃকোদর ছিল এইক্ষণ।
কেহ বলে অগ্রে ঘরে করিল গমন ॥
অসন্তুষ্ট যুধিষ্ঠির উঠিয়া সত্বর।
গৃহে গিয়া দেখেন জননী একেশ্বর ॥
মায়ে দেখি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের কুমার।
গৃহে আসিয়াছে মাতা ভাই বৃকোদর ॥
গৃহের মধ্যেতে নাহি দেখি কি কারণে।
কিবা কোথা পাঠাইলে বুঝি অনুমানে ॥
ভীমে না দেখিয়া মম স্থির নহে মতি।
ভীমের কুশল মাতা কহ শীঘ্রগতি ॥
জল স্থল দেখিলাম কানন নগর।
কোথাও না পাইলাম ভাই বৃকোদর ॥
শুনিয়া বিষণ্ণমনা হ'য়ে ভোজসুতা।
বলিলেন ভীম নাহি আইসেন হেথা ॥
কোথাকারে ভীম তবে করিল গমন।
শীঘ্র গিয়া তল্লাসিয়া আন পুত্রগণ ॥
আইল বিদুর তবে কুন্তীর আদেশে।
বিদুরে কহেন কুন্তী গদগদ ভাষে ॥
ভাই সহ গেল ভীম ক্রীড়ার কারণে।
সবে আসে বৃকোদর না আসে কেনে ॥
দুষ্ট দুর্য্যোধন তারে দেখিতে না পারে।
ক্রূরমতি নিলর্জ্জ সে মারিয়াছে তারে ॥
নিশ্চয় মারিল ভীমে করিয়া মন্ত্রনা।
হৃদয় অস্থির, চিত্তে হইল যন্ত্রণা ॥
বিদুর কহিল কুন্তী এ কথা না কহ।
আর চারি পুত্রের জীবন যদি চাহ ॥
দুষ্টমতি দুর্য্যোধন বড় দুরাচার।
ছিদ্রকথা শুনিলে করিবে অবিচার ॥
এত শুনি কুন্তীদেবী করেন ক্রন্দন।
ভূমে গড়াগড়ি যায় ভাই চারিজন ॥
ভীমের শোকেতে বড় পাইয়া সন্তাপ।
অধোমুখে কান্দে তবে করিয়া বিলাপ ॥
ব্যাসের বচন তুমি ভুলিলা এখন।
পৃথিবীতে অবধ্য পাণ্ডব পঞ্চজন ॥
ব্যাসের বচন কুন্তী কভু মিথ্যা নয়।
এখনি আসিবে ভীম নাহিক সংশয় ॥
এত বলি প্রবোধিয়া গেল নিজ ঘর।
শোকাকুল অতি রয় চারি সহোদর ॥
হেথা নাগলোকে নিদ্রা যায় বৃকোদর।
নিদ্রা ভঙ্গ হৈল অষ্ট দিবস অন্তর ॥

ভীমে সচেতন দেখি বলে নাগগণ।
আপন আলয়ে তুমি করহ গমন॥
ভাই সব শোকাকুল কান্দয়ে জননী।
অষ্টদিন হৈল কোন বার্ত্তা নাহি শুনি॥
এত বলি নাগগণ নানা রত্ন দিয়া।
স্কন্ধে করি প্রমাণকোটিতে থুল গিয়া॥
তথা হৈতে চলে বীর বীর মদে মাতি।
আপন মন্দিরে উত্তরিল শীঘ্রগতি॥
মায়ে প্রণমিয়া প্রণমিল যুধিষ্ঠিরে।
তিন ভাই আলিঙ্গিয়া চুম্ব দিল শিরে॥
জিজ্ঞাসেন কোথা ভাই এতদিন ছিলা।
আমা সব পরিহরি কেমনে রহিলা॥
শুনিয়া কহিল যত সব বিবরণ।
সেই মত দুর্য্যোধন করিল বন্ধন॥
সন্দেশ বলিয়া বিষ দিল মম মুখে॥
গঙ্গাজলে ভাসিয়া গেলাম নাগলোকে॥
নাগগণ দংশনে পুনঃ হৈল চেতন।
বাসুকি দিলেন সুধা করিতে ভক্ষণ॥
এত বলি রত্ন সব দিল মাতৃস্থানে।
চমকিত যুধিষ্ঠির সেই বিবরণে॥
যুধিষ্ঠির বলে ভাই শুন চারিজনে।
এই সব কথা যেন কেহ নাহি শুনে॥
দুর্য্যোধন দুষ্ট, কেহ না যাবে বিশ্বাস।
একা হৈয়া কেহ নাহি যাবে তার পাশ॥
হেনমতে বিচার করেন পঞ্চজন।
সেই হৈতে বাল্যক্রীড়া হইল বর্জ্জন॥
মহাভরেতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

কৃপাচার্য্যের জন্ম।

তবে কতদিনে ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
অস্ত্রশিক্ষা হেতু নিয়োজিল পৌত্রগণ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ কৃপাচার্য্য নাম।
শরদ্বান ঋষিপুত্র হস্তিনায় ধাম॥
পঞ্চোত্তর শত ভাই কৌরব পাণ্ডব।
কৃপাচার্য্য ধনুর্ব্বেদ শিখাইল সব॥
জন্মেজয় কহিলেন কহ মহাশয়।
ক্ষত্রধর্ম্ম কৈল কেন ব্রাহ্মণতনয়॥
মুনি বলিলেন নৃপ কর অবধান।
গৌতম ঋষির পুত্র নাম শরদ্বান॥
শরদ্বান্ নাম হৈল শরসহ জন্ম।
ধনুর্ব্বেদে রত হৈল ত্যজি দ্বিজকর্ম্ম॥
বেদশাস্ত্র নাহি পড়ে ধনুর্ব্বেদে মন।
তপোবন মধ্যে তপ করে অনুক্ষণ॥
তার তপ দেখিয়া সশঙ্ক শতক্রতু।
সৃজিলেন উপায় সে তপোভঙ্গহেতু॥
জানপদী দেবকন্যা দেন পাঠাইয়া।
যথা তপ করে তথা উত্তরিল গিয়া॥
কন্যা দেখি শরদ্বান্ হইল অধৈর্য্য।
ধনুঃশর খসিল স্খলিত হৈল বীর্য্য॥
স্খলিত হইতে মুনি হৈল অচেতন।
সে বন ত্যজিয়া মুনি গেল অন্য বন॥
যাইতে ঋষির বীর্য্য পড়িল ভূতলে।
দুই ঠাঁই হইয়া পড়িল সেই স্থলে॥
তপস্বী ঋষির বীর্য্য কভু নষ্ট নয়।
এক গুটি কন্যা হৈল একটি তনয়॥
শান্তনু নৃপতি গেল মৃগয়া কারণ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল সেই তপোবন॥
অনাথ যুগল শিশু দেখি অনুচরে।
আস্তে ব্যস্তে জানাইল রাজার গোচরে॥
শুনিয়া গেলেন রাজা ভাবি চমৎকার।
দেখেন রোদন করে কুমারী কুমার॥
ধনুঃশর আছে আর আছে মৃগচর্ম্ম।
অনুমানে জানিলেন ঋষির আশ্রম॥
গৃহে আনি দোঁহাকারে করেন পালন।
কতদিনে আইলেন শরদ্বান্ তপোধন॥
শরদ্বান বলে রাজা তুমি ধর্ম্মময়।
কৃপায় পুষিলা সেই তনয়া তনয়॥
সে কারণে নাম রাখিলাম দোঁহাকার।
কৃপ কৃপী নাম হেন ঘোষয়ে সংসার॥
তবে শরদ্বান্ মুনি আপন নন্দনে।
নানা অস্ত্রবিদ্যা শিখাইল দিনে দিনে॥

পরে দ্রোণাচার্য্যকে করিল সমর্পণ।
দ্রোণাচার্য্য সর্ব্বশাস্ত্র করান জ্ঞাপন॥
ধনুর্ব্বেদে কৃপসম নাহিক মানুষে।
অল্পকালে আচার্য্য বলিয়া লোকে ঘোষে॥
কুরুবংশ যদুবংশ অন্ধ বৃষ্ণিবংশে।
আর যত রাজগণ বৈসে দেশে দেশে॥
সবে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করে কৃপস্থানে।
বিশেষ কিমতে শিক্ষা হবে পৌত্রগণে॥
কৃপগুরু ভীষ্ম মহাবীর চিন্তিলেন মনে।
বিশেষ কিমতে শিক্ষা হবে পৌত্রগণে॥
এত বলি দ্রোণেরে করিল সমর্পণ।
দ্রোণাচার্য্য সর্ব্বশাস্ত্র করান জ্ঞাপন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

—

দ্রোণাচার্য্যের উৎপত্তি।

রাজা বলিলেন মুনি কর অবধান।
কার পুত্র দ্রোণাচার্য্য কোথা তাঁর ধাম॥
ধনুর্ব্বেদ শিখাইল তাঁরে কোন্ জন।
কুরুদেশে গুরু হইলেন কি কারণ॥
ব্যাসশিষ্য মুনিবর সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞাতা।
কহিবারে লাগিলেন দ্রোণাচার্য্য-কথা॥
ভরদ্বাজ মহামুনি খ্যাত ভূমিতলে।
একদিন স্নানার্থে গেলেন গঙ্গাজলে॥
অন্তরীক্ষে চলি যায় ঘৃতাচী অপ্সরা।
পরমাসুন্দরী হয় অপ্সরাতে বরা॥
দক্ষিণ পবনে তাঁর উড়িল বসন।
মুনি তার অঙ্গ করিলেন দরশন॥
দেখিয়া তাঁহার মনে জন্মিল উদ্বেগ।
পঞ্চশর-শরের অধিক তার বেগ॥
নাহি হেন জন যারে না মোহে কামিনী।
স্খলিত হইল রেত চিন্তান্বিত মুনি॥
সম্মুখে দেখিয়া দ্রোণী রাখিলেন তায়।
দ্রোণীমধ্যে পুত্র জন্ম হইল ত্বরায়॥
পুত্র দেখি ভরদ্বাজ হরিষ বিধান।
পুত্র লৈয়া গেলেন সে আপনার স্থান॥

দ্রোণীতে জন্মিল পুত্র তেঁই দ্রোণ আখ্যা।
বেদ বিদ্যা সর্ব্বশাস্ত্র করিলেন শিক্ষা॥
ছিলেন পৃষত নামে পাঞ্চাল রাজন।
দ্রুপদ বলিয়া নাম তাঁহার নন্দন॥
ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে সদা যায়।
সমান বয়স, দ্রোণ সহিত খেলায়॥
এক ঠাঁই দুই জন করে অধ্যয়ন।
ক্রীড়া করে এক ঠাঁই ভোজন শয়ন॥
তিলেক না রহে দোঁহে না হইলে দেখা।
পরস্পরে হইল দোঁহার দোঁহে সখা॥
তবে কতদিনে রাজা পৃষত মরিল।
পাঞ্চাল দেশেতে রাজা দ্রুপদ হইল॥
স্বর্গেতে গেলেন ভরদ্বাজ তপোধন।
তপস্যা করিতে দ্রোণ যান তপোবন॥
কতদিনে দ্রোণাচার্য্য পিতৃ-আজ্ঞা মানি।
বিবাহ করেন কৃপাচার্য্যের ভগিনী॥
পরমা সুন্দরী কন্যা ব্রতে অনুরতা।
যজ্ঞ-হোম-তপে নিষ্ঠা সতী পতিব্রতা॥
যজ্ঞ-তপঃ ফলে তার হইল নন্দন।
জন্মমাত্র করিলেক অশ্বের গর্জ্জন॥
হেনকালে আচম্বিতে হৈল শূন্যবাণী।
জন্মমাত্র পুত্র করিবেক অশ্বধ্বনি॥
অশ্বত্থামা নাম পুত্রে রাখে সে কারণে।
দীর্ঘজীবী হবে আর পূর্ণ সর্ব্বগুণে॥
পুত্রে দেখি দ্রোণাচার্য্য আনন্দিত মন।
নানা বিদ্যা তারে তিনি যতনে শিখান॥
তবে কতদিনে দ্রোণ করেন শ্রবণ।
জমদগ্নিসুতের দানের বিবরণ॥
নানা ধন বিপ্রে রাম দিতেছেন দান।
পৃথিবীতে শব্দ হৈল দানের বাখান॥
মহেন্দ্র-পর্ব্বত মধ্যে রামের নিলয়।
তথায় গেলেন ভরদ্বাজের তনয়॥
দ্রোণে দেখি জিজ্ঞাসেন ভৃগুর নন্দন।
কোথা হৈতে এলে দ্বিজ কিবা প্রয়োজন॥
দ্রোণ বলিলেন মম দ্রোণাচার্য্য নাম।
ভরদ্বাজ আমার জনক গুণধাম॥

বহু দান কর তুমি শুনি লোকমুখে।
বার্ত্তা পেয়ে আইলাম তোমার সম্মুখে॥
পূর্ণ করি ধন দিবা আমারে হে রাম।
সকল কুটুম্বে যেন পূরে মনস্কাম॥
শুনিয়া বলেন জমদগ্নির নন্দন।
সব ধন দিয়া আমি এই যাই বন॥
হেনকালে এলে তুমি ব্রাহ্মণ-কুমার।
কোন্ দ্রব্য দিয়া তুষ্টি করিব তোমার॥
পৃথিবীর মধ্যে মম নাহি অধিকার।
কশ্যপে দিলাম আমি সকল সংসার॥
আছে মাত্র প্রাণ আর ধনুঃ শর দ্রোণ।
যাহা ইচ্ছা মম স্থানে মাগি লহ ধন।
দ্রোণাচার্য্য মাগিলেন তবে ধনুর্ব্বাণ।
মন্ত্র সহ অস্ত্র দেন ভৃগুর সন্তান॥
ধনুর্ব্বেদে নিপুণ হইয়া দ্রোণাচার্য্য।
পরে চলিলেন তিনি দ্রুপদের রাজ্য॥
অত্যন্ত দরিদ্র দ্রোণ না মাগেন কারে।
পুত্রের দেখিয়া কষ্ট ভাবেন অন্তরে॥
বালক-কালের সখা দ্রুপদ রাজন।
তার স্থানে গেলে হবে দারিদ্র্য-ভঞ্জন॥
ভাবিয়া গেলেন দ্রোণ পাঞ্চালনগর।
উত্তরিল যথায় দ্রুপদ নরবর॥
পিন্ধন মলিন জীর্ণ কটি মাত্র ঢাকে।
সকল শরীর শীর্ণ সদাকাল দুঃখে॥
রাজারে বলেন বহুকাল পরে দেখা।
অবধান কর রায় হই আমি সখা॥
এত শুনি নরপতি কটাক্ষেতে চায়।
নয়ন লোহিতবর্ণ কহে কম্পকায়॥
কোথাকার দ্বিজ তুমি দরিদ্র ভিক্ষুক।
অজ্ঞান বাতুল কিবা হইবে দুর্ম্মুখ॥
আমি মহারাজ হই পাঞ্চাল ঈশ্বর।
কোন্ লাজে সখা বল সভার ভিতর॥
ধনীর নির্ধন সখা কভু না যুয়ায়।
সুর নরলোকে কেহ সখা নাহি হয়॥
কোথা সখ্য হইয়াছে নৃপতি ভিক্ষুকে।
সমানে সমানে সখ্য হয় অতি সুখে॥
উত্তমে অধমে সখ্যে নাহি হয় সুখ।
অধমে উত্তমে দ্বন্দ্ব সেইরূপ দুঃখ॥
কোথা হৈতে এলে তুমি দরিদ্র এখানে।
দেখেছি কি না দেখেছি নাহি পড়ে মনে॥
এতেক শুনিয়া তাঁর নিষ্ঠুর উত্তর।
অভিমানে দ্রোণের কম্পিত কলেবর॥
সর্পবৎ বহে শ্বাস নেত্র দুটি শোণ।
মুহূর্ত্তেক স্তব্ধ হইয়া রহিলেন দ্রোণ॥
পুনশ্চ না দেখিলেন রাজার বদন।
কারে কিছু না বলিয়া করিলা গমন॥
তথা হৈতে যান দ্রোণ হস্তিনানগর।
দ্রোণে দেখি কৃপাচার্য্য হরিষ অন্তর॥
দারাপুত্র-সহ দ্রোণ থাকেন তথায়।
হেনমতে গুপ্তবেশে কতদিন যায়॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচেন॥

কুরু বালকদিগের বাল্যক্রীড়া।

একদিন মিলে সব কুরু পুত্রগণ।
নগর বাহিরে করে ক্রীড়া সর্ব্বজন॥
লোহার প্রকাণ্ড ভাঁটা ভূমিতে ফেলিয়া।
দণ্ড হাতে করি তাহা যায় তাড়াইয়া॥
আচম্বিতে লৌহ ভাঁটা দৈবনির্ব্বন্ধনে।
নিরুদক কূপ মধ্যে পড়িল তাড়নে॥
পড়ি গেল কূপে দেখি সকল কুমার।
তুলিবারে ভাঁটা যত্ন করিল অপার॥
কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য না হইল।
হেনকালে দ্রোণাচার্য্য তথায় আইল॥
দ্রোণে দেখি শিশুগণ জানায় বেদন।
তুলিবারে ভাঁটা শক্ত নহি কোনজন॥
দ্রোণ বলে ঈষীকায় করিব উদ্ধার।
ভোজ্য দিয়া তুষ্ট তবে করিবা আমার॥
এত বলি কুশাঙ্কুরা কূপে দিল ফেলি।
ঈষীকা আনিয়া এক বলে হের তুলি॥
এত বলি মন্ত্র পড়ি ঈষীকা মারিল।
মন্ত্রতেজে লৌহ ভাঁটা অমনি ভেদিল॥

পুনঃ পুনঃ তার পর মারেন আবার।
ঈষীকা ঈষীকা জুড়ি হৈল দীর্ঘাকার ॥
ঈষীকার গোড়া তবে দ্রোণ ধরি করে।
আকাশে তুলেন ভাঁটা মাথার উপরে ॥
দেখিয়া দুষ্কর কার্য্য বালকের গণ।
পরিচয় জিজ্ঞাসিল দ্রোণেরে তখন ॥
দ্রোণ বলে শুন সবে আমার উত্তর।
কবে মম সমাচার ভীষ্মের গোচর ॥
এত শুনি শীঘ্রগতি যতেক কুমার।
পিতামহ আগে কহে সব সমাচার ॥
এত শুনি গঙ্গাপুত্র ভাবিয়া তখন।
বুঝিলেন দ্রোণাচার্য্য হয় এই জন ॥
কুরুবংশ যোগ্য গুরু মেলে এতদিনে।
দ্রোণেরে আনিল ভীষ্ম আপন ভবনে ॥
পৌত্রগণে সমর্পি তোমার বিদ্যমান।
কৃপাকরি সবাকারে দেহ দিব্যজ্ঞান ॥
এত বলি ভীষ্ম তবে পূজি বহুতর।
থাকিবারে দিলেন সুরত্নময় ঘর ॥

দ্রোণাচার্য্যের নিকট রাজকুমারদিগের অস্ত্রশিক্ষা।

দ্রোণাচার্য্য সব রাজকুমারে লইয়া।
কহিবারে লাগিলেন একান্তে বসিয়া ॥
অস্ত্রবিদ্যা সবারে করাব অধ্যয়ন।
শিক্ষা করি মম বাক্য করিবা পালন ॥
আমার যে বাঞ্ছা আছে শুন সব শিষ্য।
সত্য কর তোমরা তা করিবে অবশ্য ॥
দ্রোণের বচন শুনি সব শিষ্যগণ।
নিঃশব্দ হইল সবে না কহে বচন ॥
অর্জ্জুন বলেন সত্য করি অঙ্গীকার।
করিব পালন হয় যে আজ্ঞা তোমার ॥
অর্জ্জুন বচনে দ্রোণ হরিষ-অন্তর।
আলিঙ্গন চুম্ব দিল মস্তক উপর ॥
একান্তে বলেন দ্রোণ করি অঙ্গীকার।
শিষ্য না করিব কারে সদৃশ তোমার ॥
তবে দ্রোণাচার্য্য সব লৈয়া শিষ্যগণ।
সর্ব্বদা করান সদা অস্ত্র অধ্যয়ন ॥

অস্ত্রশিক্ষা করে কুরু পাণ্ডুর কুমার।
রাজ্যে রাজ্যে গেল গুরু দ্রোণ সমাচার ॥
যত রাজপুত্রগণ শিক্ষার কারণ।
হস্তিনানগরে সবে করিল গমন ॥
ঋষিবংশ যদুবংশ অনু ভোজ আদি।
আর যত রাজগণ সাগর অবধি ॥
কর্ণ মহাবীর অধিরথের নন্দন।
সদা দুর্য্যোধনের সে অনুগত জন ॥
সেও অস্ত্র দ্রোণস্থানে করে অধ্যয়ন।
হেনমতে বহু শিষ্য হইল ঘটন ॥
শিক্ষা হেতু শিষ্যগণ থাকে নিরন্তর।
নিজ পুত্রে পড়াইতে নাহি অবসর ॥
সবারে কহেন দ্রোণ কপট করিয়া।
গঙ্গাজল আন কমণ্ডলুতে ভরিয়া ॥
কমণ্ডলু ল'য়ে যত রাজপুত্রগণ।
জল আনিবারে সবে করিল গমন ॥
গোপনে পুত্রেরে দ্রোণ অস্ত্রশিক্ষা দেন।
এ সব কারণ মাত্র জানেন অর্জ্জুন ॥
বরুণ নামেতে অস্ত্র ধনুকে যুড়িয়া।
কমণ্ডলু দিল লৈয়া জলেতে পূরিয়া ॥
জল আনিবারে যায় যত শিষ্যগণ।
অশ্বত্থামা অর্জ্জুন করেন অধ্যয়ন ॥
অহর্নিশি পার্থের নাহিক অবসর।
নাহি নিদ্রা শ্রম সদা হাতে ধনুঃশর ॥
নিরবধি গুরুপদ করেন সেবন।
কৃতাঞ্জলি সদা স্তুতি বিনয় বচন ॥
পার্থের বিনয় দেখি দ্রোণ বড় প্রীত।
বহু বিদ্যা অর্জ্জুনে দিলেন অপ্রমিত ॥
তবে একদিন তথা দ্রোণ গুরুস্থানে।
আইল নিষাদ এক শিক্ষার কারণে ॥
হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য নাম।
দ্রোণের চরণে আসি করিল প্রণাম ॥
যোড়হাত করি বলে বিনয় বচন।
শিক্ষা হেতু আইলাম তোমার সদন ॥
দ্রোণ বলিলেন তুই হ'স্ নীচজাতি।
তোরে শিক্ষা করাইলে হইবে অখ্যাতি ॥

অনেক বিনয়ে বলে নিষাদ নন্দন।
তথাপি তাহারে না করান অধ্যয়ন॥
দ্রোণাচার্য্য-মুখে যবে নিষ্ঠুর শুনিল।
দণ্ডবৎ করিয়া অরণ্যে প্রবেশিল॥
নিষাদের বেশ ত্যজি হৈল ব্রহ্মচারী।
জটাবল্ক পরিধান ফল-মূলাহারী॥
মৃত্তিকার দ্রোণ এক করিয়া গঠন।
নানা পুষ্প দিয়া তাঁর করয়ে পূজন॥
নিরন্তর একলব্য হাতে ধনুঃশর।
সর্ব্ব মন্ত্র অস্ত্র জ্ঞাত হৈল ধনুর্দ্ধর॥
তবে কতদিন পরে কৌরব-নন্দন।
সেই বনে গেল সবে মৃগয়া কারণ॥
কেহ রথে কেহ গজে কেহ তুরঙ্গমে।
সঙ্গেতে চলিল ভ্রাতৃগণ ক্রমে ক্রমে॥
মৃগয়ানিপুণ গুণী লইয়া সংহতি।
মহাবনে প্রবেশ করিল শীঘ্রগতি॥
মৃগয়া করিছে যত রাজার কুমার।
হেনকালে পাণ্ডবের এক অনুচর॥
করিয়া কুকুর সঙ্গে যায় পিছে পিছে।
উত্তরিল যথায় নিষাদ-পুত্র আছে॥
মৃত্তিকা পুত্তলি অগ্রে করি যোড়কর।
বসিয়াছে ব্রহ্মচারী হাতে ধনুঃশর॥
শব্দ করে কুকুর দেখিয়া ব্রহ্মচারী।
চারিভিতে ভ্রমে তারে প্রদক্ষিণ করি॥
কুকুরের শব্দে তার ভাঙ্গিলেক ধ্যান।
ক্রোধে কুকুরের মুখে মারে সপ্তবাণ॥
না মরিল কুকুর না হইল মুখে ঘা।
অলক্ষিতে কুকুরের রোধিলেক রা॥
কুকুর নিঃশব্দ হৈল মুখে সপ্ত শর।
কতক্ষণে গেল তবে কুমার গোচর॥
কুকুরের মুখে শর আশ্চর্য্য দেখিয়া।
জিজ্ঞাসিল অনুচরে বিস্মিত হইয়া॥
এ হেন অদ্ভুত কর্ম্ম কভু নাহি শুনি।
বহু শিক্ষা জানি এই বিদ্যা নাহি জানি॥
লজ্জায় মলিন হৈল যত ভ্রাতৃগণ।
চল যাই দেখিব বিস্কিল কোন জন॥
অনুচর লৈয়া যায় যথা ব্রহ্মচারী।
দেখিল বসিয়া আছে ধনুঃশর ধরি॥
জিজ্ঞাসিল তুমি হও কোন্ মহাজন।
কার স্থানে এ বিদ্যা করিলে অধ্যয়ন॥
ব্রহ্মচারী বলে মম একলব্য নাম।
অস্ত্রশিক্ষা করিলাম দ্রোণ গুরুস্থান॥
শুনিয়া বিস্ময় মানে যতেক কুমার।
অর্জ্জুন শুনিয়া চিন্তা করেন অপার॥
মৃগয়া সংবরি তবে যত ভ্রাতৃগণ।
দ্রোণস্থানে করিলেন সব নিবেদন॥
বিনয়ে কহেন পার্থ বিরস-বদন।
আমারে আপনি কেন করিলা বঞ্চন॥
পূর্ব্বেতে আমার প্রতি ছিল অঙ্গীকার।
তব সম প্রিয় শিষ্য নাহিক আমার॥
তোমার সদৃশ বিদ্যা নাহি দিব কারে।
এখন ছলনা প্রভু করিলা আমারে॥
পৃথিবীতে যেই বিদ্যা কেহ নাহি জানে।
হেন বিদ্যা শিখাইলে নিষাদ-নন্দনে॥
অর্জ্জুনের বাক্যে দ্রোণ মানিয়া বিস্ময়।
ক্ষণেক নিঃশব্দে চিন্তা করয়ে হৃদয়॥
অর্জ্জুনেরে বলেন সে আছে কোন্ স্থানে।
শীঘ্রগতি চল তথা যাব দুই জনে॥
দ্রোণ আর অর্জ্জুন করিলেন গমন॥
দ্রোণে দেখি ত্বরা উঠি নিষাদ-নন্দন॥
দূরে থাকি ভূমে লুটি প্রণাম করিল।
কৃতাঞ্জলি হইয়া অগ্রেতে দাণ্ডাইল॥
নিষাদ-নন্দন বলে মধুর বচন।
আজ্ঞা কর গুরু হেথা কোন্ প্রয়োজন॥
দ্রোণ বলিলেন যদি তুমি শিষ্য হও।
তবে গুরুদক্ষিণা আমারে আজি দাও॥
একলব্য বলে প্রভু মম ভাগ্যবশে।
কৃপা করি আপনি আইলা এই দেশে॥
এ দ্রব্য সে দ্রব্য নাহি করহ বিচার।
সকল দ্রব্যেতে হয় গুরু অধিকার॥
যে কিছু মাগিবা প্রভু, সকল তোমার।
আজ্ঞা কর গুরু করিলাম অঙ্গীকার॥

দ্রোণ বলিলেন যদি আমারে তুষিবে।
দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধ অঙ্গুলিটি দিবে ॥
ততক্ষণে কাটিয়া অঙ্গুলি গোটা দিল।
গুরুর আজ্ঞায় সে বিলম্ব না করিল ॥
তুষ্ট হইলেন দ্রোণ আর ধনঞ্জয়।
মনে জানিলেন গুরু আমারে সদয় ॥
তাহার কঠোর কর্ম্ম দেখি দুইজন।
প্রশংসা করিয়া দেশে করিল গমন ॥
তবে কতদিনে দ্রোণ বিদ্যা পরীক্ষিতে।
কাষ্ঠের রচিয়া পক্ষী রাখিল বৃক্ষেতে ॥
একে একে ডাকিলেন সব শিষ্যগণে।
আইলেন যুধিষ্ঠির অগ্রে সেইক্ষণে ॥
ধনুঃশর দিয়া দ্রোণ যুধিষ্ঠির করে।
ভাস পক্ষী দেখাইয়া কহেন তাহারে ॥
ওই দেখ ভাস পক্ষী বৃক্ষের উপর।
উহারে করিয়া লক্ষ্য ধর ধনুঃশর ॥
যেইক্ষণে মম আজ্ঞা হইবে বাহির।
সেইক্ষণে কাটিবা উহার তুমি শির ॥
এত শুনি ধনুঃশর যুড়ি যুধিষ্ঠির।
ভাসপক্ষী পানে দৃষ্টি করিলেন স্থির ॥
ডাকি বলিলেন দ্রোণ কুন্তীর কুমারে।
কোন্ কোন জনে তুমি পাও দেখিবারে ॥
ধর্ম্ম বলিলেন ভাস দেখি বৃক্ষোপরে।
ভূমিতে তোমারে দেখি আর সহোদরে ॥
এত শুনি দ্রোণ তাঁরে অনেক নিন্দিয়া।
ছাড় ছাড় বলি ধনু নিলেন কাড়িয়া ॥
দুর্য্যোধন শত ভাই বীর বৃকোদর।
একে একে সবারে দিলেন ধনুঃশর ॥
যেইরূপ কহিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
সেইমত কহিল সকল ভ্রাতৃগণ ॥
সবাকারে বহু নিন্দা করি দ্রোণ বীর।
ধনু লৈয়া ঠেলা মারি করেন বাহির ॥
ধনুঃশর দেন গুরু অর্জ্জুনের হাতে।
বৃক্ষে ভাস দেখাইয়া কহেন অগ্রেতে ॥
নির্গত হইবা মাত্র মম মুখে বাণী।
নিঃশব্দে করিবা বাপু ভাসপক্ষী হানি ॥
গুরুবাক্যে তখনি টানিয়া ধনুগুর্ণ।
পক্ষী প্রতি দৃষ্টি করি রহেন অর্জ্জুন ॥
কতক্ষণ থাকি দ্রোণ বলেন অর্জ্জুনে।
কোন কোন জন তুমি দেখহ নয়নে ॥
অর্জ্জুন বলেন আমি অন্য নাহি দেখি।
বৃক্ষমধ্যে শুধু দেখিবারে পাই পক্ষী ॥
হৃষ্ট হইয়া দ্রোণ পুনঃ বলেন বচন।
কিরূপ ভাসের অঙ্গ কর নিরীক্ষণ ॥
অর্জ্জুন বলেন আর ভাস নাহি দেখি।
কেবল দেখি যে মুণ্ডসহ দুই আঁখি ॥
দ্রোণ বলিলেন অস্ত্রে কাট পক্ষি-শির।
না স্ফুরিতে বাক্য মাত্র কাটে পার্থবীর ॥
দ্রোণাচার্য্য নিরখিয়া হরষিত মন।
আলিঙ্গিয়া পুনঃ পুনঃ করেন চুম্বন ॥
প্রশংসা করেন দ্রোণ অর্জ্জুনে অপার।
দেখি চমৎকার হৈল সকল কুমার ॥
তবে একদিন দ্রোণ যান গঙ্গাস্নানে।
সঙ্গেতে করিয়া লইলেন শিষ্যগণে ॥
জলেতে নামিল গুরু শিষ্যগণ তটে।
কুম্ভীর ধরিল তাঁরে দশন বিকটে ॥
শক্তিসত্ত্বে মুক্ত নাহি হইয়া আপনে।
ডাক দিয়া বলিলেন সব শিষ্যগণে ॥
আমারে কুম্ভীর ধরি ল'য়ে যায় জলে।
এই ডুবাইল, রাখ আমারে সকলে ॥
দ্রোণের বচনে সবে হইল চমৎকার।
আস্তে ব্যস্তে ল'য়ে যায় অস্ত্র যে যাহার ॥
দ্রোণের মুখেতে তবে নাহি সরে বাণী।
অলক্ষিতে পঞ্চবান মারিল ফাল্গুনী ॥
খণ্ড খণ্ড হইল কুম্ভীর-কলেবর।
মরিল কুম্ভীর ভাসে জলের উপর ॥
জল হৈতে উঠি দ্রোণ ধরিল অর্জ্জুনে।
বার বার তুষিলেন চুম্ব আলিঙ্গনে ॥
তুষিয়া দিলেন অস্ত্র নাম ব্রহ্মশির।
অস্ত্র দিয়া বলিলেন দ্রোণ মহাবীর ॥
এই অস্ত্র প্রহারিবা দেবতা রাক্ষসে।
কদাচিত অস্ত্র নাহি ছাড়িবা মানুষে ॥

দেখিয়া গুরুর এত অর্জ্জুনে সম্মান।
ক্রোধে দুর্য্যোধন রহে মরণ সমান ॥
হেনমতে দ্রোণাচার্য্য সব শিষ্যগণে।
নানা বিদ্যা শিক্ষা করাইলেন যতনে ॥
রথ অরোহণে দৃঢ় হন যুধিষ্ঠির।
গদায় কুশল দুর্য্যোধন ভীম বীর ॥
তুরঙ্গে নকুল হৈল সহদেব কুন্ত।
হেনমতে সবে হইলেন বিদ্যাবন্ত ॥
ইন্দ্রের নন্দন পার্থ অনুজ সমান।
সকল বিদ্যায় পূর্ণ হইল বাখান ॥
মহাভরতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাসে কহে শুনে পুণ্যবান ॥

রাজার নিকট অস্ত্র পরীক্ষা।

সব শিষ্যগণ যবে হইল প্রখর।
দ্রোণ চলিলেন যথা অন্ধ নৃপবর।
ভীষ্ম কৃপাচার্য্য আদি যত ক্ষত্রগণ।
সভাতে কহেন ভরদ্বাজের নন্দন ॥
বিদ্যায় পারগ হৈল সকল কুমার।
সাক্ষাতে পরীক্ষা কর বিদ্যা সবাকার ॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র আনন্দিত মন।
বিদুরে ডাকিয়া আজ্ঞা করেন তখন ॥
রঙ্গভূমি সজ্জাদি করহ শীঘ্রগতি।
যেইরূপ আচার্য্য কহেন মহামতি ॥
রাজ-আজ্ঞা পাইয়া বিদুর ততক্ষণে।
আদেশ করেন যত অনুচরগণে ॥
যে স্থান প্রশস্ত চারি দিকেতে সোসর।
রঙ্গভূমি বিরচিল তাহার ভিতর ॥
চতুর্দ্দিকে নির্ম্মাইল উচ্চ গৃহগণ।
নানা রত্নে গৃহ সব করিল মণ্ডন ॥
রাজগণ বসিবারে তথির উপর।
বিচিত্র পালঙ্ক শয্যা থুইল বিস্তর ॥
রাজনারীগণ হেতু কৈল ভিন্ন স্থল।
জল হেতু মঞ্চ নির্ম্মাইল সুকোমল ॥
হেনমতে রঙ্গভূমি করিয়া নির্ম্মাণ।
বিদুর জানাইল সে ধৃতরাষ্ট্র-স্থান ॥
শুভদিন করিয়া চলিল সর্ব্বজন।
কৃপাচার্য্য ধৃতরাষ্ট্র গঙ্গার নন্দন ॥
বাহ্লীক চলিল সহ পুত্র সোমদত্ত।
আর যত রাজগণ আসে শত শত ॥
গান্ধারীর সুতা আর কুন্তী আদি করি।
আইল সকল যত অন্তঃপুর-নারী ॥
রথ গজ অশ্বপৃষ্ঠে মঞ্চের উপরে।
লক্ষপুর করিয়া রহিল দেখিবারে ॥
নানা বাদ্য বাজে সদা কর্ণে লাগে তালি।
প্রলয়কালেতে যেন সিন্ধুর কল্লোলি ॥
আইলেন তখন আচার্য্য মহাশয়।
তারা মধ্যে হ'ল যেন চন্দ্রের উদয় ॥
শুক্লবাস শুক্লবেশ শুক্লপুষ্পমালে।
সর্ব্বাঙ্গে লেপিত শুক্ল মলয়জ ভালে ॥
পুত্রসহ গুরু দাণ্ডাইল সভামাঝে।
কহিলেন আসিবারে পাণ্ডব অগ্রজে ॥
সভাতে প্রবেশ করিলেন যুধিষ্ঠির।
বিকচ-পঙ্কজ মুখ নির্ম্মল শরীর ॥
টঙ্কারিয়া ধনুর্গুণ সন্ধি দিব্য শর।
মহাশব্দে প্রহারিল লোকে ভয়ঙ্কর ॥
এক অস্ত্রে বহু অস্ত্র করেন সৃজন।
বায়ব্য অনল আদি বহু অস্ত্রগণ।
ধন্য ধন্য করি সবে করিল আখ্যান।
সবে বলে কেহ নাহি ইহার সমান ॥
নিবর্ত্তিয়া যুধিষ্ঠিরে তপোধন দ্রোণ।
আজ্ঞা করিলেন এস ভীম দুর্য্যোধন ॥
গদা হাতে করিয়া আইসে দুইবীর।
মল্লবেশে রঙ্গমাটি ভূষিত শরীর ॥
মাথায় মুকুট পরিধান বীরধড়া।
দুই ভিতে দোঁহে যেন পর্ব্বতের চূড়া।
গদা হাতে করি দোঁহে করিয়া মণ্ডলী।
দোঁহার হুঙ্কার শব্দে কর্ণে লাগে তালি ॥
দুই মত্ত গজ যেন শুণ্ডে জড়াজড়ি।
চরণে চরণে মুণ্ডে মুণ্ডে তাড়াতাড়ি ॥
দোঁহার দেখিয়া কর্ম্ম লোকে ভয়ঙ্কর।
অন্যে অন্যে কথা হয় সভার ভিতর ॥

কেহ বলে মহাবলী বীর বৃকোদর।
কেহ বলে ভীম হৈতে বলী কুরুবর॥
হেনমতে দুই পক্ষ হইল সভায়।
উঠিল প্রলয় শব্দ কথায় কথায়॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী পাণ্ডবগণ-মাতা।
তিনজনে বিদুর কহেন সব কথা॥
বুঝিয়া লোকের কর্ম্ম দ্রোণ মহাশয়।
আজ্ঞা করিলেন দোঁহে নিবৃত্ত যে হয়॥
মধ্যে গিয়া দাণ্ডাইল গুরুর নন্দন।
নিবৃত্ত হইল দোঁহে ভীম দুর্য্যোধন।
আজ্ঞা করিলেন গুরু অর্জ্জুনে আসিতে।
আইলেন ধনঞ্জয় ধনুঃশর হাতে॥
নবজলধর প্রায় অঙ্গের বরণ।
পূর্ণ-শশধর মুখ রাজীবলোচন॥
দেখিয়া মোহিত হৈল যত সভাজন।
কেহ বলে আইলেন কুন্তীর নন্দন॥
কেহ বলে পাণ্ডুপুত্র পাণ্ডব মধ্যম
কেহ বলে কুরুশ্রেষ্ঠ রিপুগণ-যম॥
বীর ধর্ম্মশীল সাধু সর্ব্বলোকে বলে।
ইহা সম বীর্য্যবন্ত নাহিক ভূতলে॥
এইমত কথাবার্ত্তা সকলে সভাতে।
ধন্য ধন্য বলি শব্দ হৈল আচম্বিতে॥
শব্দ শুনি ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মে জিজ্ঞাসিল।
কি হেতু এমন শব্দ সভাতে হইল॥
বিদুর বলেন রাজা আইল অর্জ্জুন।
সভাসদ সকলে প্রশংসে তার গুণ॥
ধৃতরাষ্ট্র শুনি প্রশংসিলেন অপার।
কুরুবংশে ভাগ্য মম এতেক কুমার॥
ধন্য কুন্তী এই পুত্র গর্ভে জন্মাইল।
যাহার মহিমা যশ সভাতে পূরিল॥
কুন্তীদেবী শুনি আনন্দিত হৈল মন।
স্তনযুগে ঝরে দুগ্ধ সজল-নয়ন॥
তবে পার্থ মহাবীর সভামধ্যে গিয়া।
সভাতে পূরেন শব্দ ধনু টঙ্কারিয়া॥
মারিল অনল অস্ত্র হইল অনল।
অগ্নি প্রবেশিল গিয়া গগনমণ্ডল॥
দেখিয়া সকল লোক মানিল বিস্ময়।
চতুর্দ্দিকে দেখে সব হৈল অগ্নিময়॥
যুড়িল বরুণ বাণ কুন্তীর নন্দন।
বারিলেন অগ্নিবৃষ্টি বরিষে জীবন॥
বায়ু অস্ত্রে করিলেন জল নিবারণ।
আকাশ অস্ত্রেতে বায়ু করেন বারণ॥
সাধিয়া পর্ব্বত অস্ত্রে করি গিরিবর।
পর্ব্বত করেন চূর্ণ মারি বজ্রশর॥
ভূমি অস্ত্রে নির্ম্মাণ করেন ভূমণ্ডল।
সিন্ধু অস্ত্রে জল পূর্ণ করিল সকল॥
অন্তর্দ্ধান অস্ত্র মারি হইলেন লুকি।
কোথায় আছেন পার্থ কেহ নাহি দেখি॥
কভু রথে ধনঞ্জয় কভু ভূমিপরে।
বাদিয়ার বাদি যেন ফেরেন সত্বরে॥
নানা বিদ্যা প্রকাশ করেন ধনঞ্জয়।
ধন্য ধন্য করি শব্দ হৈল সভাময়॥
নিবৃত্তিয়া সর্ব্ব বিদ্যা ইন্দ্রের নন্দন।
বাহুস্ফোটে করিলেন বজ্রের নিঃস্বন॥
সেই শব্দে সবার কর্ণেতে লাগে তালি।
গুরু অগ্রে রহিলেন করি কৃতাঞ্জলি॥
মহাভারতের কথা অমৃত-অর্ণবে।
পাঁচালি প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দেবে॥

রঙ্গস্থলে কর্ণের আগমন।

অর্জ্জুনের বিদ্যা যদি হৈল সমাধান।
রঙ্গভূমি মধ্যে কর্ণ করে আগমন॥
কাঞ্চন জিনিয়া তার অঙ্গের বরণ।
শ্রবণ পরশে দিব্য পঙ্কজ-নয়ন॥
শ্রবণে কুণ্ডলযুগ্ম দীপ্ত দিনকর।
অভেদ্য কবচে আবরিত কলেবর॥
দুই দিকে দুই তূণ বামে ধরে ধনু।
আজানুলম্বিত ভুজ অনিন্দিত তনু॥
অবহেলে অবজ্ঞা করয়ে সর্ব্বজনে।
বালকের ক্রীড়া হেন ভাবে লোক মনে॥
কর্ণের বচন শুনি লোকে চমৎকার।
কেহ বলে এই হবে দেবের কুমার॥

গন্ধর্ব্ব কিন্নর কিবা না জানি নির্ণয়।
আচম্বিতে কোথা হৈতে আইল দুর্জ্জয়।
দেখিবারে তবে লোক করে হুড়াহুড়ি।
ঠেলাঠেলি একের উপরে আর পড়ি॥
তবে কর্ণ মহাবীর সূর্য্যের নন্দন।
অর্জ্জুনে চাহিয়া বলে করিয়া গর্জ্জন॥
এতেক করিলা তুমি সভার ভিতর।
যাহা হৈতে বিদ্যা আমি জানি বহুতর॥
দেখিয়া আমার বিদ্যা হইবা বিস্ময়।
অসংখ্য আমার বিদ্যা সংখ্যা নাহি হয়॥
এত শুনি সর্ব্বলোক বিষণ্ণ বদন।
দুর্য্যোধন শুনি হৈল আনন্দিত মন॥
বিরস-বদন হৈল বীর ধনঞ্জয়।
এত শুনি আজ্ঞা দেন দ্রোণ মহাশয়॥
কোন্ বিদ্যা জানহ সবার অগ্রে কহ।
শুনি কর্ণ মহাবীর ঘুচায় সন্দেহ॥
প্রকাশিল নানা অস্ত্র লোকে অগোচর।
শিখিয়াছিলেন যত পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
দেখিয়া সবার মনে বিস্ময় জন্মিল।
দুর্য্যোধন নিরখিয়া প্রফুল্ল হইল॥
ভ্রাতৃগণ মধ্যে বসি ছিল দুর্য্যোধন।
অতি শীঘ্র উঠিয়া করিল আলিঙ্গন॥
ধন্য ধন্য বীর তুমি ছিলা কোন দেশে।
হেথায় আইলা তুমি মম ভাগ্যবশে॥
ক্ষিতিমধ্যে যত ভোগ আছয়ে আমার।
আজি হৈতে দিলাম সে সকল তোমার॥
কর্ণ বলে সত্য আমি করি অঙ্গীকার॥
আজি হৈতে দাস আমি হইনু তোমার।
কেবল আছয়ে এই এক নিবেদন।
অর্জ্জুনের সঙ্গে ইচ্ছা করিবারে রণ॥
এতেক বলিল যদি কর্ণ মহাবীর।
ক্রোধে ধনঞ্জয় অতি কম্পিত-শরীর॥
অর্জ্জুন-বলিল তোরে কে ডাকিল হেথা।
কেবা বলে-তোমারে সভাতে কহ কথা॥
অনাহূত কর দ্বন্দ্ব আসিয়া সভায়।
ইহার উচিত ফল পাইবে ত্বরায়॥
নাহি জিজ্ঞাসিতে যেবা বলয়ে বচন।
আপনি আসিয়া খায় বিনা নিমন্ত্রণ॥
ঘোর নরকেতে গতি পায় সেই জন।
সেই গতি মম স্থানে পাইবে এখন॥
কর্ণ বলে ধনঞ্জয় গর্ব্ব পরিহর।
সভাতে সকল লোক জিনি অস্ত্র ধর॥
বীর্য্যেতে অধিক যেই তারে বলি রাজা।
ধর্ম্মবন্ত লোক বীর্য্যবন্তে করে পূজা॥
হীনলোকপ্রায় কেন দেহ গালাগালি।
অস্ত্রে অস্ত্রে দ্বন্দ্ব কর তবে জানি বলী॥
মম সহ রণে জিন তবে জানি বীর।
দ্রোণ গুরু অগ্রেতে কাটিব তোর শির॥
এতেক শুনিয়া দ্রোণ ঘূর্ণিত নয়ন।
আজ্ঞা দেয় অর্জ্জুনেরে কর গিয়া রণ॥
এত শুনি সুসজ্জ হইল ধনঞ্জয়।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া করেন প্রলয়॥
সপক্ষ হইল পৃষ্ঠে চারি সহোদর।
কৃপাচার্য্য দ্রোণাচার্য্য ভীষ্ম বীরবর॥
অগ্র হৈল কর্ণ বীর হাতে ধনুঃশর।
সপক্ষ হইল কুরু শত সহোদর॥
আর যত মহারথী যোদ্ধা লক্ষ লক্ষ।
কেহ পাণ্ডবের পক্ষ কেহ কুরুপক্ষ॥
পুত্রস্নেহে গগনে আগত পুরন্দর।
অর্জ্জুনে করিল ছায়া যত জলধর॥
কর্ণভিতে যত তাপ করেন তপন।
সুসজ্জ হইল সবে করিবারে রণ॥
সকুণ্ডল কর্ণবীরে দেখি বিদ্যমানে।
কুন্তীদেবী জানিলেন আপন নন্দনে॥
পুত্রে পুত্রে বিবাদ দেখিয়া কুন্তীদেবী।
ঘন ঘন মূর্চ্ছা যায় মহাতাপ ভাবি॥
হেনকালে কৃপাচার্য্য বলিল ডাকিয়া।
সর্ব্বলোক শুনে কহে কর্ণেরে চাহিয়া॥
এই পার্থ বীর হয় পৃথার নন্দন।
কুরুমহাবংশে জন্ম বিখ্যাত ভুবন॥
তোমার সহিত আসি করিবেক রণ।
তুমি কহ কোন্ বংশে কাহার নন্দন॥

জ্ঞাত হৈলে দোঁহাকার করাইব রণ।
সম বংশ হৈলে যুদ্ধ হয় সুশোভন ॥
নাহি অভিমান সম জয় পরাজয়।
রাজপুত্র ইতর লোকেতে যুদ্ধ নয় ॥
শুনিয়া কৃপের কর্ণ এতেক বচন।
হেঁটমুখ হৈল বীর বীরস-বদন ॥
না দিল উত্তর কিছু কর্ণ মহাবল।
বৃষ্টি হৈলে ছিন্ন যেন কমলের দল ॥
কৃপেরে চাহিয়া বলে রাজা দুর্য্যোধন।
বিবিধ প্রকারে রাজা শাস্ত্রের বচন ॥
সহজ বংশজ আর লোকে যারে পূজে।
সবা হৈতে বীর্য্যবন্ত যেই জন তেজে ॥
রাজা হৈলে পার্থ যদি করিবেন রণ।
আজি আমি কর্ণে রাজা করিব এখন ॥
অঙ্গদেশে কর্ণ আজি হবে দণ্ডধর।
এত বলি আজ্ঞা দিল ডাকি অনুচর ॥
অভিষেক-দ্রব্য আনাইল ততক্ষণে।
বসাইল কর্ণবীরে কনক-আসনে ॥
শিরেতে ধরিল ছত্র রতন-মণ্ডিত।
রাজগণে চামর ঢুলায় চারিভিত ॥
কনক-অঞ্জলি সব ফেলিল নিছিয়া।
ভীষ্ম দ্রোণ রহিলেন বিস্মিত হইয়া ॥
তবে কর্ণ মহাবীর প্রসন্নবদন।
দুর্য্যোধন প্রতি বলে হৈয়া হৃষ্টমন ॥
দিলা অঙ্গদেশেতে আমার অধিকার।
আজ্ঞা কর প্রিয় কিবা করিব তোমার ॥
দুর্য্যোধন বলে অন্য নাহি প্রয়োজন।
হইব তোমার সখা এই মম মন ॥
অচল সৌহৃদ্য ইচ্ছা তোমার সহিতে।
এই মম বাঞ্ছা আজ্ঞা কর তুমি মিতে ॥
কর্ণ বলে সখা মম সুদৃঢ় বচন।
পরম স্নেহেতে দোঁহে করি আলিঙ্গন ॥
হেনকালে অধিরথ জাতিতে সারথি।
লোকমুখে শোনে পুত্র হৈল নরপতি ॥
অধিক বয়সে সেই চলে যষ্ঠিভরে।
উঠিতে পড়িতে বুড়া যায় দেখিবারে ॥

বৃদ্ধ দেখি সব লোক ছাড়ি দিল পথ।
সভামধ্যে প্রবেশ করিল অধিরথ ॥
অধিরথে দেখি কর্ণ আস্তে ব্যাস্তে উঠি।
প্রণাম করিল শির ভূমিতলে লুঠি ॥
কর্ণ প্রণমিল অধিরথের চরণে।
দেখিয়া বিস্ময় মানিলেক সভাজনে ॥
পাণ্ডব জানিল, কর্ণ সূতের নন্দন।
উপহাস করি ভীম বলিল বচন ॥
অর্জ্জুন সহিত রণে হও শক্তিমন্ত।
এখন সে জানিলাম তব আদি অন্ত ॥
সভাতে সম্ভ্রমে কার্য্য কর জাতিমত।
হাতেতে চাবুক ল'য়ে চালা গিয়া রথ ॥
আরে নরাধম তোর কি বড় যোগ্যতা।
অঙ্গদেশে রাজা হও এ অদ্ভুত কথা ॥
যজ্ঞের নিকটে যদি সারমেয় যায়।
যজ্ঞের বিভাগ হবি কুকুর কি পায় ॥
ভীমবাক্য শুনি কর্ণের কাঁপে অধর।
নিশ্বাস ছাড়িয়া কর্ণ চাহে দিনকর ॥
ভীমবাক্যে মহাক্রুদ্ধ হৈল দুর্য্যোধন।
অস্ত্র লৈয়া বলে দম্ভে মেঘের গর্জ্জন ॥
সখা করিলাম কর্ণে সভার ভিতর।
এ কথা কহিতে যোগ্য নহে বৃকোদর ॥
শ্রেষ্ঠ বলি ক্ষত্রমধ্যে বলিষ্ঠ যে জন।
শূরের নদীর অন্ত পায় কোনজন ॥
জল হৈতে শীতল যে না শুনি শ্রবণে।
তাহাতে জন্মিল অগ্নি দহে ত্রিভুবনে ॥
দধীচির হাড়েতে বজ্রের হৈল জন্ম।
দানব দলন করি করে সুর-কর্ম্ম ॥
কার্ত্তিকেয় জন্ম কেহ দৃঢ় নাহি জানে।
কেহ বলে শিব হৈতে কেহ বা আগুনে।
গঙ্গার নন্দন কেহ বলে কৃত্তিকার।
জন্মের নিয়ম নাহি পূজ্য সবাকার ॥
বিপ্র হৈতে ক্ষত্রজন্ম সর্ব্বকাল জানি।
ক্ষত্র হৈতে বিপ্র হৈল বিশ্বামিত্র মুনি ॥
কলসে জন্মিল দ্রোণ কৃপ শরবনে।
বশিষ্ঠ অপ্সরীপুত্র কেবা নাহি জানে ॥

তোমা সবাকার জন্ম জানি ভালমতে ।
তুমি নিন্দা কর পিছে আমার সাক্ষাতে ॥
কর্ণেরে কি মত বলি লয় তোর মনে ।
ক্ষিতি মধ্যে আছে কেহ এমত লক্ষণে ॥
সহজ কুণ্ডল কবচ যাহার কলেবর ।
তোর চিত্তে লয় অধিরথের কোঙর ॥
প্রত্যক্ষ দেখহ কর্ণ সম দিবাকরে ।
ব্যাঘ্র কভু জন্ম লয় মৃগীর উদরে ॥
সকল পৃথিবী শোভে কর্ণে অধিকার ।
কর্ণ রাজা হৈল অঙ্গদেশ কোন ছার ॥
কর্ণ-বাহুবলে সবে করিবেক পূজা ।
অনুগত হইব আমরা সর্ব্ব রাজা ॥
এতেক কহিল সভামধ্যে দুর্য্যোধন ।
হাহাকার শব্দ হৈল সভাতে তখন ॥
কেহ বলে ভেদাভেদ হৈল ভ্রাতৃগণ ।
কেহ বলে দ্বন্দ্ব আর নহে নিবারণ ॥
অস্ত গেল দিনকর রজনী-প্রবেশ ।
রাজগণ চলি গেল যার যেই দেশ ॥
কর্ণহস্ত ধরিয়া চলিল দুর্য্যোধন ।
পিছু পিছু চলে ভাই একশত জন ॥
পঞ্চ ভাই পাণ্ডব চলিল নিজ স্থান ।
পাছে পাছে পরিবার করিল প্রয়াণ ॥
চিন্তান্বিত কুন্তদেবী জানিয়া কারণ ।
অঙ্গদেশে রাজা হৈল আমার নন্দন ॥
দুর্য্যোধন হরষিত হইল নির্ভয় ।
নিরবধি কম্প হৈত দেখি ধনঞ্জয় ॥
ত্যজিল অর্জ্জুন ভয় কর্ণেরে পাইয়া ।
যুধিষ্ঠির ভীত অতি কর্ণেরে দেখিয়া ॥
কর্ণসম বীর নাহি আর যে সংসারে ।
এই ভয় সদা জাগে ধর্ম্মের অন্তরে ॥
আদিপর্ব্ব ভারত ব্যাসের বিরচিত ।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া সঙ্গীত ॥

দ্রোণাচার্য্যের দক্ষিণা প্রার্থনা ।

কতদিনে দ্রোণাচার্য্য শিষ্যগণ প্রতি ।
দক্ষিণা আমারে দেহ বলেন সুমতি ॥
দ্রোণ বলিলেন শুন পার্থ দুর্য্যোধন ।
রত্ন আদি ধনে মম নাহি প্রয়োজন ॥
পাঞ্চাল ঈশ্বর খ্যাত দ্রুপদ ভূপতি ।
রণমধ্যে তারে আন বান্ধিয়া সম্প্রতি ॥
বিশেষ প্রতিজ্ঞা কৈল কুন্তীর নন্দন ।
পূর্ব্বে সত্য কৈলা না করিতে অধ্যয়ন ॥
যেমতে পারহ আন করিয়া বন্ধন ।
আমার দক্ষিণা এই শুন শিষ্যগণ ॥
এতেক শুনিয়া যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন ।
সৈন্যগণ সাজিতে বলিলেন ততক্ষণ ॥
সৈন্যগণ সাজিল দেখিয়া ধনঞ্জয় ।
এক রথে চড়ি যায় নির্ভয় হৃদয় ॥
করপুটে জ্যেষ্ঠেরে করেন নিবেদন ।
তুমি তথাকারে যাবে কিসের কারণ ॥
আমা হৈতে কর্ম্ম যদি না হয় সাধন ।
তবে প্রভু পাঠাও অন্য কোন জন ॥
এতেক বলিয়া পার্থ হইয়া সত্বর ।
প্রবেশ করেন ক্ষণে পঞ্চাল নগর ॥
দ্রুপদ পাইয়া অর্জ্জুনের সমাচার ।
আজ্ঞা কৈল আপনার সৈন্য সাজিবার ॥
দ্রুপদ চিন্তিত অতি না জানি কারণ ।
অর্জ্জুনের আগমন কোন প্রয়োজন ॥
মন্ত্রী পাঠাইয়া দিল অর্জ্জুন-গোচর ।
মন্ত্রী বলে অর্জ্জুনে করিয়া যোড়কর ॥
কহ কুরুবর এলে কোন্ প্রয়োজন ।
আজ্ঞা কর কোন কর্ম্ম করিব সাধন ॥
রাজার মন্দিরে চল লহ রাজপূজা ।
তোমা দরশনে বড় ইচ্ছা করে রাজা ॥
অর্জ্জুন বলেন সব হবে ব্যবহার ।
রাজারে জানাও এই সংবাদ আমার ॥
অতিথির যত পূজা পাইলাম আমি ।
কেবল আমারে আজি যুদ্ধ দেহ তুমি ॥
সসৈন্যে আসিতে বল সংগ্রামের স্থলে ।
নহিলে অনিষ্ট বড় হইবে পঞ্চালে ॥
কহিলেন মন্ত্রী গিয়া রাজার গোচর ।
শুনি ক্রোধে কম্পিত নৃদ্রুপদপবর ॥

[illegible]।
[illegible] ॥
[illegible] গজ রথ [illegible]।
[illegible] ॥
বসিয়া [illegible]।
নানা অস্ত্র [illegible] ॥
[illegible] অর্জ্জুন।
আকর্ণ পূরিয়া টঙ্কারিয়া ধনুর্গুণ ॥
দ্রোণের চরণ বন্দি এড়েন যে শর।
মুহূর্ত্তেকে আচ্ছাদিল যেন দিবাকর ॥
আষাঢ় শ্রাবণে যেন জলধর।
বৃষ্টিধারা পড়ে যেন সৈন্যের উপর ॥
রথ কাটা গেল বহু পড়িল সারথি।
[illegible] কাটিল পলাইয়া যায় হাতী ॥
গলায় [illegible] কাটা গেল আসোয়ার।
পদাতি [illegible] যত কাটা গেল যার ॥
পলাইল যত জন পাইল সে প্রাণ।
[illegible] রণে হৈল সাবধান ॥
[illegible] সৈন্য লইয়া পলায় নরপতি।
[illegible] বলেন পার্থ কৃতী ॥
[illegible] রাজা মাহত দ্রুপদ।
[illegible] নাহিক আপদ ॥
[illegible] রণে।
[illegible] যদি না যায় গঞ্জনে ॥
[illegible] নরপতি অর্জ্জুন হরষে।
[illegible] দ্রুপদে অর্জ্জুন ॥
[illegible] অর্জ্জুন।
[illegible] ধনুর্গুণ ॥
[illegible]।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]।
[illegible] ॥
যুদ্ধে চালাইয়া দিল, [illegible]।
সেইমতে [illegible] ॥
কোলাহল দ্রুপদেরে [illegible]।
দ্রুপদে দেখিয়া দ্রোণ বলেন তখনে ॥
হেদে রে দ্রুপদ তোর চিত্ত গেল কোথা।
কোথা তোর প্রজাগণ নবদণ্ড ছাতা ॥
পুনরপি হাসিয়া বলেন গুরু দ্রোণ।
স্থির হও ভয় নাহি আমার সদন ॥
জাতিতে ব্রাহ্মণ আমি ক্ষণমাত্র ক্রোধ।
বিশেষ বাল্যের সখা চিত্তে উপরোধ ॥
পূর্ব্বের বচন সখা হয় কি স্মরণ।
সেবক বলিলা দিতে একটি ভোজন ॥
এক্ষণে সমান হইলাম দুইজন।
এবে সখা বলিবে কি আমারে রাজন ॥
বাল্যকালে করেছিলে যেই অঙ্গীকার।
আমি রাজা হৈলে অর্দ্ধ রাজ্য অধিকার ॥
পালিতে নারিলে তুমি আপন বচন।
এবে সব রাজ্য হৈল আমার শাসন ॥
তুমি না পালিলে আমি চাহি পালিবারে।
পঞ্চালে অর্দ্ধেক রাজ্য দিলাম তোমারে ॥
গঙ্গার দক্ষিণ তীর কর অধিকার।
উত্তর তটের রাজ্য সকলি আমার ॥
অর্দ্ধ অর্দ্ধ রাজ্য এই দোঁহার সমান।
পুনঃ সখা হও যদি হও বুদ্ধিমান্ ॥
এত শুনি বলিল দ্রুপদ নরবর।
পরম মহৎ তুমি জগৎ ভিতর ॥
যে আজ্ঞা করিলে তাহা স্বীকার আমার।
তুমি হও সখা আমি হইনু তোমার ॥
দ্রোণ বলিলেন [illegible]।
মুক্ত হয়ে যাও তুমি [illegible] ॥
মাকন্দী নগরে [illegible] ভাগীরথী তীরে।
[illegible] ॥
[illegible]।

লে নাহি [illegible]
ই মনে চিন্তে [illegible] ॥
তরাষ্ট্রপুত্র দুষ্টমতি দুর্য্যোধন।
আমারে সভাতে নিন্দ করিয়া বচন ॥
দ্রোণ দুর্য্যোধন দুই বধের কারণ।
যজ্ঞ করিবারে দ্বিজ কৈল নিয়োজন।
দ্বিজবাক্য মন্ত্র বিনা নাহিক উপায়।
এত ভাবি যজ্ঞ করে পাঞ্চালের রায় ॥
অর্দ্ধেক পাঞ্চাল ভাগীরথীর দক্ষিণ।
তার অধিকারী হৈল দ্রুপদ রাজন ॥
অহিচ্ছত্রা নামে ভূমি গঙ্গার উত্তর।
অর্দ্ধেক পাঞ্চালে দ্রোণ হলেন ঈশ্বর ॥

যুধিষ্ঠিরের যৌবনরাজ্যাভিষেক।

মুনি বলিলেন রাজা কর অবধান।
অনন্তর শুন পিতামহ উপাখ্যান ॥
ধৃতরাষ্ট্র নরপতি বুঝিয়া বিধান।
যুবরাজ করিতে করেন অনুমান ॥
কুরুকুলে জ্যেষ্ঠ কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির।
সকল জনের প্রিয় ধর্ম্মশীল বীর ॥
যুধিষ্ঠিরে অভিষেক কৈল যুবরাজ।
পাইল পরম প্রীতি সকল সমাজ ॥
যুধিষ্ঠির সৌজন্যেতে সবে হৈল বশ।
পৃথিবী হইল পূর্ণ ধর্ম্মপুত্র যশ ॥
ভীমার্জ্জুন দুই ভাই রাজাজ্ঞা পাইয়া।
চতুর্দ্দিকে রাজগণে বেড়ায় শাসিয়া ॥
জিনিল অনেক দেশ কত কব নাম।
বহু রাজা সহ হৈল অনেক সংগ্রাম ॥
উত্তর পশ্চিম পূর্ব্ব জম্বুদ্বীপ আদি।
জিনিয়া আনিল লোকে বহু রত্ন নিধি ॥
কুরুকুলে জন্মে যেই অসাধ্য আছিল।
ভীমার্জ্জুন দুই ভাই [illegible] করিল ॥
নানা রত্নে হৈল পূর্ণ [illegible]।
পৃথিবী পূরিল [illegible]।
নকুল [illegible]।
কৌর[illegible]

[illegible]
[illegible] পোষণ ॥
কুরুবংশ [illegible] যত রাজগণ।
পাণ্ডব সূর্য্যের [illegible] তারা আচ্ছাদনে ॥
দিনে দিনে বাড়ে তেজ [illegible]।
পাণ্ডবের কীর্ত্তি লোকে গায় অহর্নিশি ॥
ধৃতরাষ্ট্র দেখিয়া হইল [illegible]।
পাণ্ডবের যশকীর্ত্তি বাড়ে নিতি নিতি ॥
বিধির লিখন কেবা খণ্ডাইতে পারে।
সংশয় হইল চিত্তে অন্ধ নরবরে ॥
মম পুত্রগণ গুণ কেহ নাহি বলে।
পাণ্ডবের যশ প্রচারিল ভূমণ্ডলে ॥
এই সব ভাবনা করয়ে অনুক্ষণ।
শয়নে নাহিক নিদ্রা, না রুচে ভোজন ॥
কুরুবংশে বৃদ্ধ মন্ত্রী জাতিতে ব্রাহ্মণ।
কণিকেরে ডাকি আনিলেন ততক্ষণ ॥
একান্তে কণিকে আনি বলিল তাহাকে।
পরম বিশ্বাস তেঁই ডাকাই তোমাকে ॥
দিবানিশি আমার হৃদয়ে নাহি সুখ।
তোমার মন্ত্রণাবলে খণ্ডিব সে দুখ ॥
পাণ্ডবের যশকীর্ত্তি বাড়ে দিনে দিনে।
চিত্ত স্থির নহে মম ইহার কারণে ॥
ইহার উপায় তুমি বলহ সত্বর।
কণিক শুনিয়া তবে করিল উত্তর ॥
আমার বচন যদি রাখ [illegible]।
খণ্ডিবে সকল চিন্তা হইবে [illegible] ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে তুমি যে কহ বিচার।
মম দৃঢ় বাক্য সেই কর্ত্তব্য আমার ॥
কণিক বলিল রাজা শুন রাজনীতি।
পূর্ব্বাপর আছে যেবে শাস্ত্রের বিহিত ॥
কার্য্য না থাকিলে [illegible]
আত্মবশ করি[illegible]
আত্মছিদ্র [illegible]
রিপুছিদ্র [illegible]
[illegible]
[illegible]

দুর্ব্বল দেখিয়া শত্রু দয়া নাহি করি।
শরণ লইলে তবু না রাখিবে বৈরী ॥
বালক দেখিয়া শত্রু না করিবে ত্রাণ।
ব্যাধি অগ্নি রিপু জল একই সমান ॥
শত্রুকে বলিষ্ঠ দেখি বলিবে বিনয়।
অপমান আদি ক্লেশ সহিবে হৃদয় ॥
সদাই থাকিবে তারে স্কন্ধেতে করিয়া।
সময় পাইলে মার ভূমে আছাড়িয়া ॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এক শুন নরপতি।
বনেতে শৃগাল বৈসে বিজ্ঞ রাজনীতি ॥
এক দিন বনে চরে একটি হরিণী।
অতিশয় মাংস গায় আছয়ে গর্ব্বিণী ॥
শৃগাল দেখিয়া কহে মৃগের ঈশ্বরে।
যত্নেতেও সিংহ তারে নারে ধরিবারে ॥
শৃগাল বলিল তবে শুন সখাগণ।
ধরিব হরিণ শুন আমার বচন ॥
বলেতে সমর্থ কেহ নহিবে তাহার।
মূষিক হইতে তারে করিব সংহার ॥
শ্রান্ত আছে হরিণী শুইবে যেই স্থান।
ধীরে ধীরে মূষা তথা করিবে গমন ॥
দূরে থাকি যাবে তথা করিয়া সুড়ঙ্গ।
নিঃশব্দেতে যাবে যেন না জানে কুরঙ্গ ॥
সুড়ঙ্গ কাটিবে তার চরণ যথায়।
কাটিবা পদের শির করিয়া উপায় ॥
পদশির কাটা গেলে অশক্ত হইবে।
অবহেলে সিংহ তারে অবশ্য ধরিবে ॥
এত শুনি সম্মত হইল সর্ব্বজন।
যা বলিল জম্বুক করিল ততক্ষণ ॥
কাটা গেল পদশির মূষিক দংশনে।
হীনশক্তি দেখি সিংহ ধরিল তখনে ॥
হরিণ পড়িল সবে হরিষ বিধান।
শৃগাল আপন চিত্তে করে অনুমান ॥
সকল খাইতে মাংস করিব উপায়।
চেষ্টার অসাধ্য কিছু নাহিক ধরায় ॥
ইহা ভাবি শৃগাল করিয়া যোড়কর।
নীতি বুঝাইয়া কহে সবার গোচর ॥

দেখ দৈবযোগে আজি পড়িল হরিণ।
মাংস শ্রাদ্ধ করি সবে তোষ' পিতৃগণ ॥
স্নান করি শুচি হৈয়া সবে আইস গিয়া।
ততক্ষণ মৃগ আমি রাখিব জাগিয়া ॥
বুদ্ধিমান শৃগালের যুক্তি অনুসারে।
ততক্ষণ গেল সব স্নান করিবারে ॥
সবা হৈতে শ্রেষ্ঠ সিংহ বলিষ্ঠ বিশেষ।
গিয়া স্নান করি আসে চক্ষের নিমেষ ॥
স্নান করি আসি সিংহ দেখয়ে জম্বুকে।
অত্যন্ত বিরসে বসি আছে হেঁটমুখে ॥
সিংহ বলে সখা কেন বিরস বদন।
স্নান করি এস মাংস করিব ভক্ষণ ॥
শৃগাল কহিল সখা কি কহিব কথা।
মূষিকের বচনে জন্মিল বড় ব্যথা ॥
মহাবলী সিংহ বলি জানে সর্ব্বজন।
আমি মারিলাম মৃগ করিবে ভক্ষণ ॥
সিংহ বলে হেন বাক্য সহে কোন্ জন।
কোন ছার মূষা হেন বলিবে বচন ॥
না খাইব মাংস আমি খাউক আপনি।
নিজ বীর্য্যবলে মৃগ ধরিব এখনি ॥
হেন বাক্য বলে তার মুখ না চাহিব।
আপন অর্জ্জিত বস্তু আপনি খাইব ॥
এত বলি গেল সিংহ গহন কাননে।
স্নান করি ব্যাঘ্র তবে আইল সেখানে ॥
আস্তে ব্যস্তে কহে শিবা শুন প্রাণসখা।
ভাগ্যেতে সিংহ তোমারে না পাইল দেখা।
এখনি গেলেন তিনি তোমা ধরিবারে।
আমারে বলিল তুমি না বলিও তারে ॥
চিরকাল সখা তুমি না বলি কেমনে।
বুঝিয়া করহ কার্য্য যেবা লয় মনে ॥
এতেক শুনিয়া ব্যাঘ্র শৃগাল বচন।
হৃদয়ে বিস্মিত হৈয়া ভাবে মনে মন ॥
নাহি জানি কোন দোষ করিলাম তার।
কুপিয়াছে কেন, না বুঝিনু অভিপ্রায় ॥
এথায় থাকিলে হবে বড়ই প্রমাদ।
স্থান ছেড়াগিয়া যাব কি কাজ বিবাদ ॥

ত বলি ব্যাঘ্র প্রবেশিল ঘোর বনে ।
তক্ষণে মূষিক আইল সেই স্থানে ॥
ষিকে দেখিয়া তবে যুড়িল ক্রন্দন ।
স, এস সখা তোমা করি আলিঙ্গন ॥
খা হেন নকুলের হইল কুমতি ।
াড়িতে নারিল সখা আপন প্রকৃতি ॥
াচম্বিতে সর্পসঙ্গে হৈল তার দেখা ।
ুদ্ধে হারি তার কাছে হৈল তার সখা ॥
ান করি এখানে আইল দুইজন ।
র্পেরে দিলেক মাংস করিতে ভক্ষণ ॥
াঞ্চজন মিলিয়া মারিলাম যে মৃগী ।
এখন নকুল আনে আর এক ভাগী ॥
ুইজন মিলি গেল তোমা খুঁজিবারে ।
এথা এলে ধরিও বলিয়া গেল মোরে ॥
এত শুনি মূষিকের উড়িল পরাণ ।
াতি শীঘ্র পলাইয়া গেল অন্য স্থান ॥
হনকালে নকুল আসিয়া উপনীত ।
ক্রোধে শিবা কহে তারে সময় উচিত ॥
সিংহ আদি তিন জন করিল সমর ।
হারিয়া আমার যুদ্ধে গেল বনান্তর ॥
তোর শক্তি থাকে যদি আসি কর রণ ।
নহিলে পলাও তুমি লইয়া জীবন ॥
সহজে নকুল ক্ষুদ্র শিবা বলবান ।
বিনা যুদ্ধে পলাইয়া গেল অন্য স্থান ॥
কণিক বলিল রাজা কর অবধান ।
এমত করিলে রাজা হয় রাজ্যবান ॥
বলিষ্ঠে বুদ্ধিতে জিনি মারিবেক বলে ।
লুব্ধজনে ধন দিয়া মারিবেক ছলে ॥
শত্রুরে পাইলে রাজা কভু না ছাড়িবে ।
জন্মাইয়া বিশ্বাস বিপক্ষে সংহারিবে ॥
জানিবেক শত্রু মম জীবনের বৈরী ।
তাহারে মারিবে আনাইয়া দিব্য করি ॥
বিশ্বাসিয়া দিব্য করি মারে শত্রু সব ।
নাহিক ইহাতে পাপ কহেন ভার্গব ॥
শত্রুরে পালন করি করিয়া বিশ্বাস ।
খচ্চরী জন্মিলে যেন গর্ভের বিনাশ ॥
এ সব বুঝিয়া রাজা করহ উপায় ।
এবে না করিলে শেষে দুঃখ পাবে রায় ॥
এত বলি কণিক চলিল নিজ ঘর ।
চিন্তিতে লাগিল মনে অন্ধ নৃপবর ॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনিলে পবিত্র ।
কাশীরাম দাস কহে অদ্ভুত-চরিত্র ॥

পাণ্ডবদিগের বারণাবতে গমন ।

যুধিষ্ঠির যুবরাজ সুখী সর্ব্বজন ।
স্থানে স্থানে বিচার করয়ে প্রজাগণ ॥
ধর্ম্মশীল যুধিষ্ঠির দয়ার সাগর ।
পুত্রভাবে দেখে রাজা অমাত্য কিঙ্কর ॥
যুধিষ্ঠির রাজা হৈলে সবে থাকে সুখে ।
রাজার নন্দন রাজ্য সম্ভবে তাহাকে ॥
ভীষ্ম রাজা নহিলেন সত্যের কারণ ।
ধৃতরাষ্ট্র না হইল অন্ধ দ্বি-নয়ন ॥
বিশেষ রাজার যোগ্যপাত্র যুধিষ্ঠির ।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সুবুদ্ধি সুধীর ॥
চলহ যাইয়া, প্রজা আছি যে যতেক ।
যুধিষ্ঠিরে রাজা করি, করি অভিষেক ॥
হাট বাট নগর চত্বরে এই কথা ।
দুর্য্যোধনে শুনিয়া জন্মিল বড় ব্যথা ॥
বিরস বদনে গেল পিতার গোচর ।
দেখিল জনক রাজা ব'সে একেশ্বর ॥
সকরুণে পিতারে বলয়ে দুর্য্যোধন ।
অবধান কর রাজা বলে প্রজাগণ ॥
অবজ্ঞায় অনাদর করিল তোমারে ।
পতি ইচ্ছা করে সবে কুন্তীর কুমারে ॥
এইমত বিচার করয়ে সর্ব্বজন ।
রাজপুত্র যুধিষ্ঠির হইবে রাজন ॥
তাহার নন্দন হৈলে সেই হবে রাজা ।
আমা সবাকারে আর না গণিবে প্রজা ॥
অকারণে হই আমি পরভাগ্যজীবী ।
অকারণে আমারে ধরিল এ পৃথিবী ॥
পুত্রের শুনিয়া রাজা এতেক বচন ।
হৃদয়ে বাজিল শেল চিন্তিত রাজন ॥

কি করিব কি হইবে চিন্তে মনে মন।
হেনকালে এল তথা দুষ্ট মন্ত্রীগণ ॥
দুঃশাসন কর্ণ আর শকুনি দুর্ম্মতি।
বিচারিয়া কহে কথা অন্ধরাজ প্রতি ॥
ক্ষণেক চিন্তিয়া বলে অম্বিকানন্দন।
কিমতে বাহির করি পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
যখন আছিল পাণ্ডু পৃথিবীতে রাজা।
সেবকের প্রায় মম করিত সে পূজা ॥
নাম মাত্র রাজা সেই আমি দিলে খায়।
নিরবধি সমর্পয়ে যাহা যথা পায় ॥
মম আজ্ঞাবর্ত্তী হয়েছিল অনুক্ষণ।
ভাই হ'য়ে কারো ভাই না হবে এমন ॥
তাহার অধিক হয় তার পুত্রগণ।
আজ্ঞাবর্ত্তী হৈয়া মম থাকে অনুক্ষণ ॥
দেবপ্রায় আমারে পূজেন যুধিষ্ঠির।
কোন দোষ দিয়া তারে করিব বাহির ॥
পিতৃ পিতামহ তার পুষিল সবারে।
কার শক্তি হয় বল দূর করিবারে ॥
দুর্য্যোধন বলে যাহা কহিলে প্রমাণ।
পূর্ব্বে আমি জানিয়া করিলাম বিধান ॥
যত রথী মহারথী আছে ভ্রাতৃগণ।
সবারে করিব বশ দিয়া বহুধন ॥
সেবকগণের প্রতি নাহিক বিচার।
নিশ্চয় বুঝিয়া কর্ম্ম করহ আমার ॥
নগর বারণাবত দেশের বাহির।
ভ্রাতৃ মাতৃ সহ তথা যাক যুধিষ্ঠির ॥
এথা আমি নিজ রাজ্য স্ববশ করিলে।
এস্থানে আসিবে পুনঃ কতদিন গেলে ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলেন করিলা যে বিচার।
নিরবধি এই চিত্তে জাগয়ে আমার ॥
পাপ কর্ম্ম বলি ইহা প্রকাশ না করি।
গুপ্তে রাখিলাম লোকাচারে বড় ডরি ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ বিদুরের ধর্ম্মচিত।
এ কথা স্বীকার না করিবে কদাচিত ॥
এই চারি জন যদি নহিবে স্বীকার।
কার্য্যসিদ্ধি হইবেক কেমন প্রকার ॥

এত শুনি পুনরপি বলে দুর্য্যোধন।
তাহার যেমন ভীষ্ম আমার তেমন ॥
অশ্বত্থমা গুরুপুত্র মম অনুগত।
দ্রোণ কৃপ সহ অশ্বত্থামার সম্মত ॥
বিদুর সর্ব্বাংশে সেবা করে পাণ্ডবেরে।
হইলে সহজে একা কি করিতে পারে ॥
তুমি ত চিন্তহ পিতা উপায় ইহার।
পাণ্ডব থাকিতে নিদ্রা নাহিক আমার ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে যদি করি দূর তারে।
অপযশ ঘুষিবেক সকল সংসারে ॥
এমন উপায় করি করহ মন্ত্রণা।
আপন ইচ্ছায় যায় নগর বারণা ॥
এত শুনি দুর্য্যোধন চলিল সত্বর।
নানা রত্ন লৈয়া গেল মন্ত্রিগণ ঘর ॥
তবে দুর্য্যোধন দিয়া বিবিধ রতন।
ক্রমে ক্রমে বশ করে সব মন্ত্রিগণ ॥
শিখাইল মন্ত্রিগণে কপট করিয়া।
নগর বরণাবত উত্তম বলিয়া ॥
সর্ব্বক্ষণ কহ সবে যাহাকে তাহাকে।
নগর বারণা সম নাহি ইহলোকে ॥
দুর্য্যোধন দুর্ম্মতি পাইয়া মন্ত্রিগণে।
সেইমত বলিতে লাগিল অনুক্ষণে ॥
কতদিনে হৈল শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী।
রাজার নিকটে সব মন্ত্রিগণ বসি ॥
নগর বারণাবত পুণ্যক্ষেত্র গণি।
প্রত্যক্ষ বৈসেন তথা দেব শূলপাণি ॥
আর মন্ত্রী বলে সে জগৎ মনোরম।
নগর বারণাবত ভুবনে উত্তম ॥
আর মন্ত্রী বলে তার নাহিক তুলনা।
অমর কিন্নর তথা থাকে সর্ব্বজনা ॥
হেনমতে মন্ত্রিগণ বলেন বচন।
বিধির লিখন কর্ম্ম না হয় খণ্ডন ॥
যুধিষ্ঠির বলেন সে পুণ্যক্ষেত্রবর।
দেখিব বারণাবত কেমন নগর ॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র আনন্দিত মন।
হৃদয় কপট মুখে অমৃত বচন ॥

ইচ্ছা যদি হয় তথা করিতে বিহার।
সঙ্গে করি লয়ে যাও যত পরিবার॥
জননী সহিত তথা পঞ্চ সহোদর।
মন সুখে রহ সবে বারণানগর॥
ধন রত্ন সঙ্গে লও যেই মনে লয়।
কত দিনে বঞ্চিয়া আইস নিজালয়॥
এত যদি ধৃতরাষ্ট্র বলে বার বার।
স্বীকার করিল রাজা ধর্ম্মের কুমার॥
দেখিবারে ইচ্ছামাত্র হইল আমার।
এখনি যাইতে বল সহ পরিবার॥
ধৃতরাষ্ট্র আজ্ঞাবহ ধর্ম্মের নন্দন।
তার আজ্ঞা কখন না করেন লঙ্ঘন॥
নাইব বারণাবত করি অঙ্গীকার।
ধৃতরাষ্ট্র চরণে করেন নমস্কার॥
বিজ্ঞ মন্ত্রিগণে তবে করিয়া সম্ভাষ।
যুধিষ্ঠির চলিলেন জননীর পাশ॥
দেখি দুর্য্যোধন রাজা হরিষ অন্তর।
পুরোচন মন্ত্রী বলি ডাকিল সত্বর॥
দুর্য্যোধনের বিশ্বাসী জাতিতে যবন।
একান্তে আনিয়া তারে কহিল বচন॥
তোমার সমান নাহি মন্ত্রীর ভিতরে।
পরম বিশ্বাস তেঁই ডাকি হে তোমারে॥
তোমার সহিত আমি করি যে বিচার।
অন্যজন মধ্যে ইহা না হয় প্রচার॥
নগর বারণাবতে পাণ্ডুপুত্র যায়।
তারা না যাইতে আগে যাইবে তথায়॥
খচর-সংযোগ রথে করি আরোহণ।
অতি শীঘ্র তুমি তথা করিবে গমন॥
উত্তম করিয়া স্থল করিয়া আলয়।
অগ্নিগৃহ বিরচিবে ব্যক্ত নাহি হয়॥
স্তম্ভ বিরচিয়া তাহে পুরাইবে ঘৃতে।
স্বর্ণ নিয়োজিয়া গৃহ করিবে তাহাতে॥
এমন রচিবা কেহ লক্ষিতে না পারে
নানা চিত্র বিরচিবা লোক-মনোহরে॥
জতুগৃহ বেড়িয়া করিবে অস্ত্রঘর।
মন্ত্র বিরচিয়া অস্ত্র রাখিবা ভিতর॥

জতুগৃহে কদাচিত নহিবেক ত্রাণ।
অস্ত্রগৃহে অস্ত্রবাজি হারাইবে প্রাণ॥
তার চতুর্দ্দিকে গড় খুদিবা গভীর।
লাফে যেন পার নাহি হয় ভীমবীর॥
সময় বুঝিয়া অগ্নি দিবে সে আলয়ে।
একত্র থাকিবে তবে সমস্ত সময়ে॥
ত্বরিতে চলিয়া যাও না কর বিলম্ব।
শীঘ্রগতি কর গিয়া গৃহের আরম্ভ॥
দুর্য্যোধন আজ্ঞা পেয়ে মন্ত্রী পুরোচন।
বাহন যুড়িল রথে পবন-গমন॥
ক্ষণেকে পাইল গিয়া বারণানগর।
গৃহ বিরচিতে নিয়োজিল নিজচর॥
যেমন করিয়া কহিলেন দুর্য্যোধন।
ততোধিক গৃহ বিরচিল পুরোচন॥
ভ্রাতৃ সহ যুধিষ্ঠির সহিত জননী।
সব বৃদ্ধগণে যায় মাগিতে মেলানি॥
বাহ্লীক গাঙ্গেয় দ্রোণ কৃপ সোমদত্ত।
গান্ধারী সহিত গৃহে নারীগণ যত॥
একে একে সবা স্থানে হইয়া বিদায়।
পুরোহিত বিপ্রগণে প্রণমিল রায়॥
দুষ্টবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র করিল কুমতি।
সে কারণে হেন কর্ম্ম করিছে অনীতি॥
সত্যবুদ্ধি ধর্ম্মশীল পাণ্ডুপুত্রগণ।
বাহির করিয়া দেয় দুষ্ট দুর্য্যোধন॥
হেন ছার নগরে রহিতে না যুয়ায়।
যথা যান যুধিষ্ঠির যাইব তথায়॥
হেতা সবে রহিবেক যত দুষ্টচিত।
মোরা না রহিব হেথা যাইব নিশ্চিত॥
এত বলি দ্বিজগণ চলিল সুমতি।
পুত্র দারা পরিবার লইয়া সংহতি॥
অগ্রসরি বিদুর গেলেন কতদূরে।
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন ম্লেচ্ছভাষাচারে॥
বারণাবতেতে যাও পঞ্চ সহোদর।
সাবধানে থাকিবা আছয়ে তাহে ডর॥
স্বযোনি-অন্তক যেই শীতলের রিপু।
তাহে সাবধানেতে রাখিবা সবে বপু॥

এত বলি বিদুর করিল আলিঙ্গন।
স্নেহবশে শিরে ধরি করিল চুম্বন ॥
নয়নের নীর ঝরে ভাবে গদগদ।
যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভাই প্রণমিল পদ ॥
বাহুড়িয়া বিদুর চলিল নিজালয়।
বারণা গেলেন পঞ্চপাণ্ডুর তনয় ॥
প্রবেশ করেন গিয়া নগর ভিতর।
অগ্রসরি নিল যত নগরের নর ॥
হেনকালে পুরোচন করে নমস্কার।
ভূমিষ্ঠ হইয়া যেন রাজ-ব্যবহার ॥
করযোড় করি দুষ্ট পুরোচন কহে।
এথায় রহিলে কেন চল নিজ গৃহে ॥
তব আগমন শুনি করিনু মণ্ডন ॥
বিলম্ব না কর তুমি দিন শুভক্ষণ ॥
এত শুনি হৃষ্ট হৈয়া পঞ্চ সহোদর।
জননী সহিত গিয়া প্রবেশেন ঘর ॥
বিচিত্র নির্ম্মাণ মনোহর সে আলয়।
দেখি হৃষ্ট হইলেন ধর্ম্মের তনয় ॥
তবে কতক্ষণে পুরী করি নিরীক্ষণ।
ভীমে দেখি যুধিষ্ঠির বলেন বচন ॥
গৃহের পরীক্ষা, দেখি লও বৃকোদর।
মম মনে বিশ্বাস না হয় এই ঘর ॥
বৃকোদর নিলেন সে ঘরের আঘ্রাণ।
জানিলেন ঘর জতুঘৃতের নির্ম্মাণ ॥
বৃকোদর বিস্মিত কহেন যুধিষ্ঠিরে।
জোঘৃত-সরিষা-তৈল গন্ধ পাই ঘরে ॥
প্রত্যক্ষ অগ্নির ঘর ইথে নাহি আন।
আমা সবা দহিবারে করেছে নির্ম্মাণ ॥
পথে দেখিলাম যত অনুচরগণ।
এই সব দ্রব্য এনেছিল অনুক্ষণ ॥
যুধিষ্ঠির বলেন সে প্রমাণ হইল।
আসিতে যবনভাষে বিদুর বলিল ॥
বিশ্বাস করিয়া সবে থাকিলে এ ঘরে।
অচেতন হইব সকলে নিদ্রাভরে ॥
তখন অনল ইথে দিবে পুরোচন।
হেন বুদ্ধি করিয়াছে দুষ্ট দুর্য্যোধন ॥

ভীম বলিলেন ত্যজি অনলের ঘর।
পুনরপি যাই চল হস্তিনাগরর।
যুধিষ্ঠির বলিলেন নহে সুবিচার।
এই কথা লোকে ভাই হইবে প্রচার ॥
দুর্য্যোধন বিচার করিবে নিজ চিতে।
নিশ্চয় আমার কার্য্য পারিল জানিতে ॥
সৈন্যগণ সাজি দুষ্ট করিবেক রণ।
তার হাতে সর্ব্ব সৈন্য সর্ব্ব রত্ন ধন ॥
কি কার্য্য বিবাদে ভাই না যাব তথায়।
নির্ধন সিংসৈন্য আমি নাহিক সহায় ॥
সাবধান হৈয়া এই গৃহেতে বঞ্চিব।
আমরা জানি যে ইহা কারে না বলিব ॥
পঞ্চভাই একত্রে না র'ব কোন স্থলে।
হেথা হৈতে পলাইব কতদিন গেলে ॥
অনুক্ষণ মৃগয়া ক'রিব পঞ্চজন।
পথ ঘাট জ্ঞাত হব' বন উপবন ॥
সব জ্ঞাত হব' আমি কেহ নাহি জানে।
হেনমতে বিচারে রহিল ছয় জনে ॥
হেথায় আকুল চিত্ত বিদুর সুমতি।
নিরন্তর অনুশোচে পাণ্ডবের প্রতি ॥
কি মতে বাহির হবে জোগৃহ হইতে।
নিশ্চয় যাইবে কেহ না পারে লক্ষিতে ॥
বিচারিয়া বিদুর করিল অনুমান।
খনক আনিল জানে সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ ॥
খনক সুবুদ্ধি বড় বিদুরে বিশ্বাস।
সকল কহিয়া পাঠাইল ধর্ম্মপাশ ॥
খনক করিল যুধিষ্ঠিরে নমস্কার।
ধীরে ধীরে কহে বিদুরের সমাচার ॥
পাঠাইল বিদুর আমারে তব কাছে।
ভূমি খনিবার বিদ্যা আমার যে আছে ॥
একান্তে কহিল মোরে ডাকি নিজ পাশ।
দুর্য্যোধন-লোক বলি না যাবে বিশ্বাস ॥
অতএব এই চিহ্ন কহিল আমারে।
আসিতে কি ম্লেচ্ছভাষে কহিল তোমারে।
যুধিষ্ঠির শুনিয়া করিলেন আশ্বাস।
জানিলাম তোমারে নাহিক অবিশ্বাস ॥

বিদুরের প্রিয় তুমি তেঁই পাঠাইল ।
তুমি যে বিদুর তুল্য আজি জানা গেল ॥
আমা সবাকার ভাগ্যে হৈলে উপনীত ।
সাবধানে দেখ দুষ্ট কৌরব-চরিত ॥
স্বর্ণ জতুগৃহ বাঁশ-সংযোগে রচিত ।
যন্ত্রের খিলনি কৈল গৃহ চতুর্ভিত ॥
করে চতুর্দ্দিকে গর্ত্ত গভীর বিস্তার ।
অক্ষৌহিণীবলে পুরোচন রাখে দ্বার ॥
এইরূপে পড়িয়াছি বিপদ-বন্ধনে ।
উপায় করিয়া মুক্ত কর ছয় জনে ॥
লোকে যেন নাহি জানে সব বিবরণ ।
হেন বুদ্ধি কর তুমি হও বিচক্ষণ ॥
শুনিয়া খনক তবে করিল উত্তর ।
খুদিতে লাগিল গর্ত্ত গৃহের ভিতর ॥
সুড়ঙ্গের মুখে দিল কপাট উত্তম ।
উপরে মৃত্তিকা দিয়া কৈল ভূমি সম ॥
চতুর্দ্দিকে ছিল গর্ত্ত অতীব গভীর ।
ততোধিক তথায় খনিল মহাবীর ॥
গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত খনক খনি গেল ।
সম্পন্ন করিয়া কার্য্য আসি নিবেদিল ॥
শুনিয়া হরিষ চিত্ত পঞ্চ সহোদর ।
প্রণমিয়া খনক চলিল নিজ ঘর ॥
সাবধানে রহে সদা ভাই ছয়জন ।
মৃগয়া করিয়া ভ্রমে বন উপবন ॥
বৎসরেক জতুগৃহে করিল নিবাস ।
পুরোচন জানিল যে হইল বিশ্বাস ॥
পুরোচন মন বুঝি ধর্ম্মের নন্দন ।
ভ্রাতৃগণে আনিয়া বলিল ততক্ষণ ॥
আমা সবা বিশ্বাস জানিল পুরোচন ।
সাবধান হইয়া থাকিব ছয়জন ॥
আজি রাত্রি অগ্নি দিবে বুঝি পুরোচন ।
বিদুরের কথা ভাই চিন্তহ এখন ॥
ভীম বলে দিবসে করিতে নারে বল ।
রাত্রি হৈলে পাবে দুষ্ট আপনার ফল ॥
কুন্তীদেবী শুনিয়া বলেন পুত্রগণে ।
পলাইয়া কোথায় ভ্রমিবে বনে বনে ॥
ভালমতে কর আজি ব্রাহ্মণ-ভোজন ।
ক্ষুধিত বিপ্রেরে তোষ' দিয়া বহু ধন ॥
মাতার আজ্ঞায় আনাইল দ্বিজগণ ।
কুন্তীদেবী করাইল ব্রাহ্মণ-ভোজন ॥
ভোজন করিয়া দ্বিজ গেল সর্ব্বজন ।
অন্ন হেতু আইল যতেক দুঃখীগণ ॥
পঞ্চ পুত্রসহ এক নিষাদ-গৃহিণী ।
অন্ন হেতু আসে যথা কুন্তীঠাকুরাণী ॥
পুত্রগণে দেখি কুন্তী জিজ্ঞাসেন তায় ।
আপন দুঃখের কথা নিষাদী জানায় ॥
দিনকর অস্ত গেল নিশা প্রবেশিল ।
যথাস্থানে সর্ব্বলোক শয়ন করিল ॥

জতুগৃহ-দাহ ।

পরিবার লয়ে গৃহে শোয় পুরোচন ।
কত রাত্রে হইল নিদ্রায় অচেতন ॥
বৃকোদরে আজ্ঞা দেন ধর্ম্মের নন্দন ।
পুরোচনদ্বারে অগ্নি দাও এইক্ষণ ॥
বৃকোদর পুরোচনদ্বারে অগ্নি দিল ।
অগ্নি দিয়া মাতৃসহ গর্ত্তে প্রবেশিল ॥
মাতৃসহ পঞ্চভাই শীঘ্রগতি চলে ।
হেথা জতুগৃহ ব্যাপ্ত হইল অনলে ॥
অগ্নির পাইয়া শব্দ গ্রামবাসিগণ ।
জল লৈয়া চতুর্দ্দিকে ধায় সর্ব্বজন ॥
নিকটে যাইতে শক্তি নহিল কাহার ।
চতুর্দ্দিকে ভ্রমে লোক ক'রে হাহাকার ॥
জোঘৃত তৈলের গন্ধ চতুর্দ্দিকে ধায় ।
জতুগৃহ বলিয়া যে লোকে টের পায় ॥
দুষ্ট কর্ম্ম কৈল ধৃতরাষ্ট্র দুরাচার ।
কপটে দহিল পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার ॥
ধর্ম্মশীল পঞ্চ ভাই নহে অপরাধী ।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সর্ব্বগুণনিধি ॥
তবে সবে জানিল পুড়িল পুরোচন ।
ভাগ্য ভাগ্য বলিয়া বলেন সর্ব্বজন ॥
নির্দ্দোষগণেরে হিংসা করে যেই জন ।
এইরূপ শাস্তি তারে দেন নারায়ণ ॥

এত বলি কান্দে যত নগরের লোক।
পাণ্ডবের গুণ স্মরি করে বহু শোক ॥
জননী সহিত হেথা পাণ্ডুর নন্দন।
সুড়ঙ্গে বাহির হৈয়া প্রবেশিল বন ॥
ঘোর অন্ধকার নিশা গহন কানন।
লতা বৃক্ষ কণ্টকেতে যায় ছয় জন ॥
চলিতে অশক্ত কুন্তা ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির।
ধনঞ্জয় মাদ্রীপুত্র কোমল শরীর ॥
কতদূর গিয়া কুন্তী হন অচেতন।
শীঘ্রগতি যাইতে না পারে পঞ্চ জন ॥
তবে বৃকোদর নিল মায়ে স্কন্ধে করি।
দুই স্কন্ধে মাদ্রীপুত্র হস্তে দোঁহা ধরি ॥
বায়ুবেগে যান ভীম সহ পঞ্চজনে।
বৃক্ষ শিলা চূর্ণ হয় ভীমের চরণে ॥
অতি শীঘ্রগতি যায় ভীম মহাবীর।
নিশাযোগে উত্তরিল জাহ্নবীর তীর ॥
গভীর গঙ্গার জল অতি সে বিস্তার।
দেখি হৈল চিন্তিত কেমনে হৈব পার ॥
চিন্তিত ভোজরে পুত্রী পঞ্চ সহোদর।
গঙ্গাজল পরিমাণ করে বৃকোদর ॥
হেনকালে দিব্য এক আইল তরণী।
পবন গমন তাহে শোভে পতাকিনী ॥
নৌকায় কৈবর্ত্ত বিদুরের অনুচর।
না জানিয়া পঞ্চ ভাই চিন্তিত অন্তর ॥
দূরে থাকি কৈবর্ত্ত করিল নমস্কার।
কহিতে লাগিল বিদুরের সমাচার ॥
আমারে পাঠায়ে দিল পরম যতনে।
তোমা সবা পার করিবারে নৌকাসনে ॥
অবিশ্বাসী নহি আমি বিদুরের জন।
সঙ্কেতে আমারে পাঠাইল সে কারণ ॥
যখন আইলা সবে বারণানগর।
ম্লেচ্ছভাষে তোমারে সে কহিল উত্তর ॥
যাহে জন্ম তাহে ভক্ষ্য শীতল বিনাশে।
ইহার আছয়ে ভয় যাহ সেই দেশে ॥
এই চিহ্ন বলি মোরে আসিবার কালে।
পাঠাইল করিবারে পার গঙ্গাজলে ॥
তাহার বচন শুনি বিশ্বাস জন্মিল।
ছয় জন গিয়া, নৌকা আরোহণ কৈল ॥
চালাইল নৌকা তবে পবন গমনে।
পুনরপি কহে দাস বিদুর বচনে ॥
বিদুর কহিল এই করুণ বচন।
হেথা থাকি শিরে ঘ্রাণ করি আলিঙ্গন ॥
কিছুকাল অজ্ঞাতে বঞ্চহ কোন স্থান।
দুঃখ ক্লেশ সহি কর কালের হরণ ॥
এই কথা কহিতে হইল গঙ্গাপার।
কূলে উঠিলেন সবে পাণ্ডুর কুমার ॥
বলেন কৈবর্ত্ত প্রতি ধর্ম্মের নন্দন।
বিদুরে কহিবে গিয়া এই নিবেদন ॥
বিষম প্রমাদ হৈতে সবে হৈনু পার।
তোমা হৈতে পাণ্ডবের বন্ধু নাহি আর ॥
তোমার উপায় হেতু রহিল জীবন।
পুনঃ ভাগ্য হইলে হইবে দরশন ॥
এত বলি কৈবর্ত্তে করিল মেলানি।
বনেতে প্রবেশ কৈল প্রভাত রজনী ॥
গঙ্গার দক্ষিণে যান কুন্তীর নন্দন।
উত্তরে বাহিয়া নৌকা গেল সে তখন ॥
এখানে প্রভাত হৈলে নগরের লোক।
জতুগৃহ নিকটে আসিয়া করে শোক ॥
জল দিয়া নিভাইল যে ছিল অনল।
ভস্ম উলটিয়া সবে নিরখে সকল ॥
দ্বারমধ্যে দেখিল পুড়িল পুরোচন।
তাহার সুহৃদ যত ভাই বন্ধুগণ ॥
জতুগৃহ দ্বারে তবে গেল ততক্ষণ।
দেখিল অনলে দগ্ধ আছে ছয় জন ॥
দেখিয়া সকল লোক হাহাকার করে।
গড়াগড়ি দিয়া পড়ে ভূমির উপরে ॥
হায় হায় কোথা কুন্তী মাদ্রীর নন্দন।
নিরখিয়া সর্ব্বলোক করয়ে ক্রন্দন ॥
এই কর্ম্ম-করিল পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন।
জতুগৃহ করিতে আইল পুরোচন ॥
দুষ্টবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র সেও ইহা জানে।
কপট করিয়া দগ্ধ কৈল পুত্রগণে ॥

এই ক্ষণে আমা সবাকার এই কায।
লোক পাঠাইয়া দেহ হস্তিনার মাঝ ॥
ধৃতরাষ্ট্রে বল না করিও কিছু ভয়।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তোর হলো দুরাশয় ॥
হস্তিনানগরে দূত গেল শীঘ্রগতি।
জানাইল সমাচার অন্ধরাজ প্রতি ॥
জৌতুগৃহে ছিলেন কুন্তী পাণ্ডুর নন্দন।
নিশাযোগে অগ্নি তাহে দিল কোন্ জন ॥
পুত্রসহ কুন্তীদেবী হইল দাহন।
পরিবারসহ দগ্ধ হৈল পুরোচন ॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র শোকে অচেতন।
ক্ষণেক নিঃশব্দ হৈয়া করিল ক্রন্দন ॥
হাহা কুন্তী যুধিষ্ঠির ভীম ধনঞ্জয়।
হাহা সহদেব আর নকুল দুর্জ্জয় ॥
বহুবিধ বিলাপ করয়ে অন্ধবর।
সমাচার গেল অন্তঃপুরীর ভিতর ॥
গান্ধারী প্রভৃতি ছিল যত নারীগণ।
শোকেতে আকুল সবে করয়ে ক্রন্দন ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য বাহ্লীক বিদুর।
পাণ্ডবের মৃত্যু শুনি শোকেতে আকুল ॥
নগরের সব লোক কান্দয়ে শুনিয়া।
পাণ্ডবের গুণ সব হৃদয়ে স্মরিয়া ॥
কেহ ডাকে যুধিষ্ঠির কেহ বৃকোদর।
কেহ ধনঞ্জয় কেহ মাদ্রীর কুমার ॥
হাহা কুন্তী বলি কেহ করয়ে ক্রন্দন।
এই মত নগরে কান্দয়ে সর্ব্বজন ॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র শ্রাদ্ধ করিল বিধান।
ব্রাহ্মণের দিল বহুরত্ন ধেনু দান ॥
এথায় পাণ্ডবগণ ভুঞ্জি অতি ক্লেশ।
হিড়িম্বের অরণ্যেতে করিল প্রবেশ ॥
পথশ্রম আর ভয় ক্ষুধা তৃষ্ণা যত।
কহেন ডাকিয়া কুন্তী প্রতি পঞ্চসুত ॥
বহুদূর আইলাম অরণ্য ভিতর।
তৃষ্ণায় আকুল, নাহি চলে কলেবর ॥
যাইতে না পারি আর বিনা জলপানে।
কতক্ষণ বিশ্রাম করহ এই স্থানে ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির বলেন বচন।
না জানি মরিল কিবা জীয়ে পুরোচন ॥
দুষ্ট দুরাচার দুর্য্যোধনের মন্ত্রণা।
এই সমাচার পাছে কহে কোন জনা ॥
তবে ত সাজিয়া সব আসিবে হেথায়।
কি করিব তবে পুনঃ করহ উপায় ॥
ভীম বলে নিঃশব্দে থাকহ এইস্থানে।
পশ্চাতে যাইব তৃপ্ত হৈলে জলপানে ॥
অন্য সর্ব্বজনেরে রাখিয়া বটমূলে।
জলে অন্বেষণে ভীম ভ্রমে নানা স্থলে ॥
জলচর শব্দ বীর শুনি কত দূরে।
শব্দ অনুসারে গেল জল আনিবারে ॥
জলেতে নামিয়া ভীম কৈল স্নান পান।
জল লইবারে ভীম নাহি পায় স্থান ॥
স্থল না পাইয়া ভীম বস্ত্র ভিজাইল।
বসনে করিয়া জল লইয়া চলিল ॥
দুই ক্রোশ গিয়াছিল জলের কারণ।
ক্ষণমাত্রে পুনঃ এল পবন-নন্দন ॥
দেখিল সকলে নিদ্রাগত অচেতন।
কহিতে লাগিল ভীম বিলাপ বচন ॥
বিচিত্র পালঙ্কোপরি শয্যা মনোহর।
নিদ্রা নাহি হয় যাঁর তাহার উপর ॥
হেন মাতা গড়াগড়ি যায় ধরাতলে।
হরি হরি বিধি হেন লিখিল কপালে ॥
কমল অধিক যার কোমল শরীর।
হেন ভাই ভূমিতলে লোটায় শরীর ॥
তিন লোক ঈশ্বরের যোগ্য যেইজন।
সহজ মানুষ প্রায় ভূমিতে শয়ন ॥
অর্জ্জুন সমান বীর্য্যবন্ত কোন জন।
হেন ভাই কৈল হায় ধরাতে শয়ন ॥
সুন্দর নকুল সহদেব অনুপম।
বীর্য্যবন্ত বুদ্ধিমন্ত সর্ব্বগুণধাম ॥
এরূপ দুর্গতি নাহি হয় কোন জনে।
দুষ্টবুদ্ধি জ্ঞাতি দুর্য্যোধনের কারণে ॥
আপদে তরয়ে লোক জ্ঞাতির সহায়।
বনে যেন বৃক্ষে বৃক্ষে বাতে রক্ষা পায় ॥

দুর্য্যোধন কুলাঙ্গার হৈল জ্ঞাতিবৈরী।
গৃহ ত্যজি যার হেতু বনে বনচারী ॥
দুর্য্যোধন কর্ণ আর শকুনি দুর্ম্মতি।
ধৃতরাষ্ট্র সেও দুষ্ট করিল অনীতি ॥
ধর্ম্মেরে না করে ভয় রাজ্যে লুব্ধ মন।
পাপেতে নিমগ্ন হৈল দুষ্ট দুর্য্যোধন ॥
পুণ্যবলে নাহি দুষ্ট জায়ে দেববলে।
কোন দেব বরদায়ী হৈল হেনকালে ॥
সে কারণে আজ্ঞা না করেন যুধিষ্ঠির।
নতুবা গদার বাড়ি লোটাই শরীর ॥
কোন্ মন্ত্র মহৌষধি কৈল কোন্ জন।
সে কারণে রহে দুষ্ট তোমার জীবন ॥
ধর্ম্ম-আত্মা যুধিষ্ঠিরে করে পাপাচার।
সে কারণে এত দুঃখ আমা সবাকার ॥
কোন কর্ম্মে অশক্ত যে ইহ মোরা সব।
তবু আজ্ঞা না করেন মারিতে কৌরব ॥
কহিতে কহিতে ক্রোধ হৈল বৃকোদরে।
দুই চক্ষু লোহিত কচালে দুই করে ॥
পুনঃ ক্রোধ সম্বরিয়া দেখে ভ্রাতৃগণে।
নিদ্রা ভঙ্গ না করেন বিচারিয়া মনে ॥
হেনকালে হিড়িম্বা নামেতে নিশাচর।
বিপুল বিস্তার কায় লোকে ভয়ঙ্কর ॥
দন্তপাটি বিদাকাটি জিহ্বা লহ লহ।
দীর্ঘকর্ণ রক্তবর্ণ চক্ষু কূপগৃহ ॥
কৃষ্ণ অঙ্গ অতি ব্যঙ্গ শিরা দীর্ঘতর।
সেই কালে ছিল ভাল মহীর উপর ॥
পেয়ে গন্ধ হ'য়ে অন্ধ চতুর্দ্দিকে চায়।
চন্দ্রপ্রভা মুখশোভা জলরুহ প্রায় ॥
সুশোভন ছয় জন দেখি বটমূলে।
দুষ্টমতি স্বসা প্রতি নিশাচর বলে ॥
চিরদিন ভক্ষ্যহীন থাকি উপবাসে।
দৈবযোগে দেখ আজি আইল মানুষে ॥
সুপ্রভাত অকস্মাৎ মাংস উপনীত।
ছয় জনে মম স্থানে আনহ ত্বরিত ॥
নাহি ভয় নিজালয় যাও শীঘ্রগতি।
মোর বন কোন্ জন বিরোধিবে সতী ॥
ভ্রাতৃকথা শুনি তথা চলিল রাক্ষসী।
বীরবর বৃকোদর যথা আছে বসি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

——

পাণ্ডবের নিকট হিড়িম্বার আগমন। হিড়িম্ব রাক্ষস বধ। হিড়িম্বার বিবাহ ও ঘটোৎকচের জন্ম।

ভীম হিড়িম্বাতে হয় কথোপকথন।
দূরে থাকি হিড়িম্ব করয়ে নিরীক্ষণ ॥
বসিয়াছে হিড়িম্বা ভীমের বামদিকে।
ভুবনমোহন রূপ বিদ্যুৎ ঝলকে ॥
কবরী বেড়িয়া দিব্য কুসুমের মালে।
মাণিক প্রবাল মুক্তা হার তার গলে ॥
বসন ভূষণ দিব্য নূপুর কঙ্কণ।
স্বর্গবিদ্যাধরী মোহে নবীন যৌবন ॥
ভগিনীরে ডাক দিয়া বলয়ে হিড়িম্ব।
এই হেতু এতক্ষণ তোমার বিলম্ব ॥
ধিক্ তোর জীবনে কুলের কলঙ্কিনী।
মনুষ্য স্বামীতে লোভ করিলি পাপিনী ॥
মম ক্রোধ তোমার হইল পাসরণ।
মম ভক্ষ্য ব্যাঘাত করিলি সে কারণ ॥
এই হেতু অগ্রে তোরে করিব সংহার।
পশ্চাৎ এ সব জনে করিব আহার ॥
এত বলি যায় হিড়িম্বারে মারিবারে।
নয়ন লোহিত দন্ত কড়মড় করে ॥
ভীম বলে রাক্ষসা রে তোর লাজ নাই।
ভগিনীরে পাঠাইলি পুরুষের ঠাঁই ॥
তুই পাঠাইলি তেঁই আইল হেথায়।
মদনের বশ হৈয়া ভজিল আমায় ॥
কামপত্নী আমার হইল তোর স্বসা।
মম বিদ্যমানে দুষ্ট বলিস দুর্ভাসা
মারিবারে চাহিস, করিস অহঙ্কার।
এইক্ষণে পাঠাইব যমের দুয়ার ॥
মাতা ভ্রাতা শুইয়া যে নিদ্রায় বিহ্বল।
নিদ্রাভঙ্গ হইবেক না করিস গোল ॥

ভীমের বচনেতে রাক্ষস নাহি থাকে ।
উদ্ধবাহু যায় মারিবারে হিড়িম্বাকে ॥
ধরিয়া কুন্তীর পুত্র দুই হাত ধরে ।
এক টানে ফেলে অষ্ট ধনুক অন্তরে ॥
মহাবল রাক্ষস উঠিয়া তাড়াতাড়ি ।
বৃকোদরে ধরিলেক করিয়া আঁকাড়ি ॥
বায়ুর নন্দন ভীম অতি ভয়ঙ্কর ।
পরম আনন্দ যার পাইলে সমর ॥
দুইজনে টানাটানি ধরি ভুজে ভুজে ।
শুণ্ডে শুণ্ডে টানাটানি যেন করে গজে ॥
দুই মত্তসিংহ যেন করে সিংহনাদ ।
মেঘের নিস্বন যেন করয়ে আহ্লাদ ॥
দোঁহাকার আস্ফালনে ভাঙ্গে বৃক্ষগণ ।
পলায় কাননবাসী ত্যজিয়া কানন ॥
কাননে পূরিল শব্দ দোঁহার গর্জ্জনে ।
নিদ্রাভঙ্গ হইয়া উঠিল পঞ্চজনে ।
দাঁড়ায়াছে হিড়িম্বা নিন্দিত বিদ্যাধরী ।
দেখিয়া বিস্ময় হৈল ভোজের কুমারী ॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া কুন্তী উঠি শীঘ্রগতি ।
মৃদুভাষে জিজ্ঞাসেন হিড়িম্বার প্রতি ॥
কে তুমি কোথায় হৈতে আইলে গো হেথা ।
অপ্সরা নাগিনা কিবা বনের দেবতা ॥
হিড়িম্বা প্রণাম করি কুন্তী প্রতি বলে ।
জাতিতে রাক্ষসী আমি নিবাস এস্থলে ॥
এই বননিবাসী হিড়িম্বা নিশাচর ।
মহাযোদ্ধা বীর সে আমার সহোদর ॥
পঞ্চ পুত্র সহ তোমা ধরি লইবারে ।
ভাই মোরে পাঠাইয়া দিল হেথাকারে ॥
পরম সুন্দর দেখি তোমার তনয় ।
কামে বশ হৈয়া আমি ভজিলাম তায় ॥
বিলম্ব দেখিয়া মম আসি মম ভাই ।
তোমার পুত্রের সহ যুঝে দেখ ওই ॥
হিড়িম্বার মুখে শুনি এতেক উত্তর ।
চারি ভাই ভীম স্থানে চলিল সত্বর ॥
ভীম হিড়িম্বাতে যুদ্ধ না যায় বর্ণন ।
যুগল পর্ব্বত প্রায় দেখে দুইজন ॥
যুদ্ধে ধূলি ধূসর দোঁহার কলেবর ।
কুজ্‌ঝটিতে আচ্ছাদিত যেন গিরিবর ॥
দুইভিতে দোঁহাকারে টানে দুইজন ।
নিশ্বাস পবন ঝড়ে উড়ে বৃক্ষগণ ॥
ডাক দিয়া যুধিষ্ঠির বলেন বচন ।
রাক্ষসের ভয় নাহি করিও এখন ॥
তোমা সহ রাক্ষসের হৈয়াছে বিবাদ ।
নিদ্রায় ছিলাম এত না জানি প্রমাদ ॥
সবে মিলি রাক্ষসেরে করিব সংহার ।
এত শুনি বলে ভীম পবনকুমার ।
কি কারণে সন্দেহ করহ মহাশয় ।
এইক্ষণে বিনাশিব রাক্ষস দুর্জ্জয় ॥
পথিক লোকের প্রায় দেখ দাণ্ডাইয়া ।
এত বলি দিল লাফ ভুজ প্রসারিয়া ॥
অর্জ্জুন বলেন বহু করিলা বিক্রম ।
রাক্ষসের যুদ্ধে বহু হৈল পরিশ্রম ॥
বিশ্রাম করহ তুমি থাকিয়া অন্তরে ।
আমি বিনাশিব ভাই এই নিশাচরে ॥
অর্জ্জুন বচনে ভীম অধিক কুপিল ।
চুলে ধরি হিড়িম্বারে ভূমেতে ফেলিল ॥
চড় আর চাপড় মুষ্টিক পদাঘাত ।
পক্ষিবৎ করি তারে করিল নিপাত ॥
মধ্যদেশ ভাঙ্গিয়া করিল দুইখান ।
দেখাইল নিয়া সব ভ্রাতৃ বিদ্যমান ॥
পরস্পর আলিঙ্গন পঞ্চ সহোদরে ।
প্রশংসিল ভ্রাতৃ সব বীর বৃকোদরে ॥
অর্জ্জুন বলেন তবে চাহি যুধিষ্ঠিরে ।
এই ত নিকটে গ্রাম নহে বহুদূরে ॥
এই সমাচার যদি শুনে কোনজন ।
লোকমুখে বার্ত্তা তবে পাবে দুর্য্যোধন ॥
সে কারণে ক্ষণেক রহিতে না যুয়ায় ।
শীঘ্র চল অন্য স্থানে ত্যজিয়া হেথায় ॥
হেন মতে যুক্তি করি পাণ্ডব তখন ।
মাতা সহ শীঘ্রগতি করেন গমন ॥
হিড়িম্বা চলিল তবে কুন্তীর সংহতি ।
হিড়িম্বা দেখিয়া ক্রোধে বলয়ে মারুতি ॥

[illegible] বলে বল [illegible]।
[illegible] যেমন [illegible] ॥
[illegible] ক্ষুধা [illegible] না পারে।
[illegible] পাইলে [illegible] মারিবারে ॥
তাহার ভ্রাতার [illegible] ইহা মনে।
আমার [illegible] এ [illegible] সে কারণে ॥
এক [illegible] তোরে ভ্রাতার সংহতি।
এত বলি মারিবারে যায় মহামতি ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন ভীম-শুন আর।
অবধ্য স্ত্রীজাতি কেন করিবে সংহার ॥
করিলে সংহার [illegible] হিড়িম্বার।
তোমা বধিবারে শক্তি আছে কি ইহার ॥
যুধিষ্ঠির বচনে রহিল বৃকোদর।
হিড়িম্বা কুন্তীরে কহে হইয়া কাতর ॥
[illegible] মম সত্য অঙ্গীকার।
তোমা বই [illegible] মোর গতি নাই আর ॥
[illegible] হ'য়ে আমি অজ্ঞান হইনু।
[illegible] ভ্রাতৃ ত্যাগ কৈনু ॥
[illegible] তোমার নন্দনে।
[illegible] আমি নিলাম শরণে ॥
[illegible] ক্রোধ না হয় উচিত।
[illegible] দেখিয়া দুঃখিত ॥
[illegible] সেবিব আমি তোমার চরণে।
[illegible] আমি [illegible] বনে ॥
[illegible] বৃকোদরে।
[illegible] তোমার গোচরে ॥
[illegible] আমি করি গো বিনয়।
[illegible] হইবে নিশ্চয় ॥
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] কহিলেন।
ভীমে ল'য়ে হিড়িম্বা চলিল ততক্ষণ ॥
শূন্যপথে লইয়া চলিল নিশাচরী।
নানা বন উপবনে ভ্রমে ক্রীড়া করি ॥
যথা মন করে, তথা যায় মুহূর্ত্তেকে।
নদ নদী মহাগিরি ভ্রময়ে কৌতুকে ॥
নিত্য নিত্য নববেশ ধরে অনুপম।
হেনমতে রতি ক্রীড়া করে অবিশ্রাম ॥
কত দিনে ঋতুযোগে হৈল গর্ভবতী।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি পুত্র হৈল উৎপত্তি ॥
জন্মমাত্র যুবক হইল মহাবীর।
যক্ষ রক্ষ সুরাসুরে বিপুল শরীর ॥
বিবিধ বরণ ঘট কচ স্থূলাকার।
ঘটোৎকচ নাম তেঁই ভীমের কুমার ॥
মহাবলবান হৈল হিড়িম্বানন্দন।
ইন্দ্রের একাঘ্নী শক্তি যে হবে ভাজন ॥
ঘটোৎকচ মাতৃ সহ মন্ত্রণা করিয়া।
কৃতাঞ্জলি কহে দোঁহে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥
আজ্ঞা কর যাব মোরা আপন আলয়।
স্মরিলে আসিব এই রহিল নিশ্চয় ॥
আজ্ঞা পেয়ে মাতা পুত্রে করিল গমন।
উত্তর দিকেতে গেল আপ[illegible] ॥
পাণ্ডবেরা চলিলেন লইয়া জননী।
এক স্থানে না থাকেন কাটান রজনী ॥
পথে লোকজন দেখি লুকায়েন বনে।
শীঘ্রগতি যান যথা কেহ নাহি জানে ॥
ত্রিগর্ত্ত পাঞ্চাল মৎস্যাদিক যত দেশ।
ভ্রমিলেন বহুদেশে করিয়া [illegible] ॥
হেনমতে ভ্রমেণ যে [illegible]।
আচম্বিতে আইলেন ব্যাস তপোধন ॥
ব্যাসে দেখি কুন্তীদেবী পুত্রের সহিতে।
কৃতাঞ্জলি প্রণমিয়া [illegible] অগ্রেতে ॥
ব্যাসের সাক্ষাতে কুন্তী করেন ক্রন্দন।
[illegible] দেবী [illegible] ॥
[illegible]।
[illegible] ॥

[illegible] কহিলেন [illegible]।
অনেক সঙ্কটে [illegible]॥
যত কৈল অগোচর নাহিক আমার।
সে কারণে দেখিবারে আইনু হেথার॥
দুঃখ না ভাবিও বধূ স্থির কর মন।
অচিরে হইবে তব দুঃখ বিমোচন॥
তব পুত্রগণ গুণ না জানহ তুমি।
মম অগোচর নাহি সব জানি আমি॥
ধর্ম্মবলে বাহুবলে জিনিবে সকলে।
বিভব করিবে সাগরান্ত ভূমণ্ডলে॥
এক্ষণে যে বলি আমি শুন সাবধানে।
বহু দুঃখ পেলে, বহু ভ্রমিলে কাননে॥
নিকটে নগর এই একচক্রা নাম।
কিছুদিন রহি হেথা করহ বিশ্রাম॥
গুপ্তবেশে এই স্থানে থাক ছয়জনে।
তাবৎ থাকহ আমি না আসি যত দিনে॥
ব্রাহ্মণের গৃহে রহিলেন ছয়জন।
স্বস্থানে গেলেন ব্যাস মহাতপোধন॥
পুণ্যকথা ভারতের অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

এক চক্রানগরে যুধিষ্ঠিরাদির স্থিতি ও বক বধ।

রহেন ব্রাহ্মণগৃহে পাণ্ডুপুত্রগণ।
নগরে ভ্রমেণ নিত্য ভিক্ষার কারণ॥
ভিক্ষা করি আসি সবে দিবা অবসানে।
যে কিছু পায়েন দেন জননীর স্থানে॥
জননী করিয়া পাক দেন সবাকারে।
অর্দ্ধেক করিয়া দেন বীর বৃকোদরে॥
মাতা সহ অর্দ্ধ খান চারি সহোদর।
তথাপি ও তৃপ্তি নহে বীর বৃকোদর॥
হেনমতে বিপ্রগৃহে বঞ্চে বহুক্লেশে।
ভিক্ষা করি আনি দেন ব্রাহ্মণের বেশে॥
একদিন গৃহেতে রহিল বৃকোদর।
ভিক্ষাতে গেলেন আর চারি সহোদর॥
আচম্বিতে বিপ্রগৃহে মহাশব্দ শুনি।
বিলাপ [illegible]॥

[illegible] কুন্তী [illegible]।
কহিলেন নিভৃতেতে ভীমেরে ডাকিয়া॥
এতদিন বিপ্রগৃহে আছি যে সুখেতে।
পরম সাহায্য বিপ্র করিল বিপদে॥
এখন বিপদগ্রস্ত হইল ব্রাহ্মণ।
অবশ্য বিপদে তাঁরে করহ রক্ষণ॥
উপকারী জনে যে সাহায্য নাহি করে।
পরলোকে পাপ হয় অযশ সংসারে॥
ভীম বলিলেন মাতা জিজ্ঞাস ব্রাহ্মণে।
শক্তি অনুসারে রক্ষা করিব এক্ষণে॥
ভীমের আশ্বাস পেয়ে যান কুন্তীদেবী।
বৎসের বন্ধনে যেন ধায় ত সুরভি॥
ব্রাহ্মণ কাতর হৈয়া বলে ব্রাহ্মণীরে।
এই হেতু পূর্ব্বে কত বলিনু তোমারে॥
রাক্ষসের উপদ্রব যেই দেশে হয়।
সে দেশে বসতি কভু উপযুক্ত নয়॥
পিতা মাতা স্নেহে তুমি লঙ্ঘিলা বচন।
তাহার উচিত দুঃখ পাইলে এখন॥
কি করিব উপায় না দেখি যে ইহার।
কোন বুদ্ধি করিব না দেখি প্রতিকার॥
তুমি ধর্ম্মপত্নী হও আমার গৃহিণী।
সর্ব্ব ধর্ম্মবিশারদা সুখপ্রদায়িনী॥
বিশেষ বালক পুত্র আছে যে তোমার।
তোমা বিনা মুহূর্ত্তেক না জীবে কুমার॥
অরণ্যের প্রায় দুঃখ হবে তোমা বিনে।
জীয়ন্তে হইবে মরা তোমার মরণে॥
আপনা রাখিয়া তোমা দিব রাক্ষসেরে।
অপযশ হবে আমা সংসার ভিতরে॥
অপূর্ব্ব সুন্দরী এই কন্যা সুবদনী।
কন্যার রাক্ষসেরে দিলে কুলে কালিমা॥
কন্যা জন্ম হৈলে পিতৃলোকে করে আশা।
দান হৈলে [illegible]॥
[illegible]।
[illegible]॥
[illegible]।
এত [illegible]॥

ব্রাহ্মণী বলেন প্রভু কেন দুঃখ ভাব।
তোমরা থাকহ আমি সুখে তথা যাব॥
তুমি যদি যাবে তথা একে হবে আর।
একেবারে মজিবে সকল পরিবার॥
আমি সহমৃতা হব তোমার মরণে।
অনাথ হইবে কন্যা পুত্র দুইজনে॥
তবে কদাচিত যদি রাখিব জীবন।
কি শক্তি আমার শিশু করিতে পালন॥
তোমা বিনা অনাথ হইব তিন জনে।
অনাথের বেশী কষ্ট হবে দিনে দিনে॥
দরিদ্র দেখিয়া তবে অকুলীন জন।
এই কন্যা বরিবেক দিয়া কিছু ধন॥
অল্পকালে এই পুত্র হইবে ভিক্ষুক।
কুলধর্ম্ম আর বেদে হইবে বিমুখ॥
বলিষ্ঠ দুর্ম্মুখ লোক কামে মুগ্ধ হবে।
অনাথা দেখিয়া মোরে বলে আকর্ষিবে॥
বিবিধ দুর্গতি হবে তোমার বিহনে।
অনুচিত তোমার যাইতে সে কারণে॥
অপত্য নিমিত্ত তুমি করিলে সংসার।
পুত্র কন্যা দুই গুটি হ'য়েছে তোমার॥
আমি বিনা গৃহস্থালী হবে আর বার।
তোমার বিহনে সর্ব্ব হবে ছারখার॥
ভার্য্যার পরম ধর্ম্ম স্বামীর সেবন।
স্বামী বিনা অকারণ নারীর জীবন॥
সঙ্কটে তারয়ে স্বামী দিয়া আপনাকে।
ভুঞ্জয়ে অক্ষয় স্বর্গ যশ ইহলোকে॥
তপ জপ যজ্ঞ ব্রত নানাবিধ দান।
স্বামীর প্রসাদে হয় সর্ব্বত্র সম্মান॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম আছে ইথে শাস্ত্রেতে বিহিত।
রাক্ষসের ঠাঁই আমি যাইব নিশ্চিত॥
ব্রাহ্মণী এতেক যদি করিল উত্তর।
গলে ধরি উচ্চৈঃস্বরে কান্দে দ্বিজবর॥
স্বামীর ক্রন্দন দেখি কান্দয়ে ব্রাহ্মণী।
মা বাপের দশা দেখি কন্যা বলে বাণী॥
অনাথের প্রায় দোঁহে কান্দ কি কারণ।
ক্রন্দন সংবর শুন মম নিবেদন॥
রাক্ষসের ঠাঁই যদি জননী যাইবে।
জননী বিচ্ছেদে এই বালক মরিবে॥
পিণ্ডদান যাবে আর হবে কুলক্ষয়।
সে কারণে মাতার যাইতে বিধি নয়॥
জন্ম হৈলে কন্যারে অবশ্য ত্যাগ করে।
বিধির নিয়ম ইহা কে খণ্ডিতে পারে॥
দৈবেতে আমারে পিতা অন্যে দিবে দান।
এক্ষণে রাক্ষসে দিয়া দোঁহে হও ত্রাণ॥
আমা হেন কত হবে তোমরা থাকিলে।
সে কারণে মোরে দিয়া বঞ্চ কুতূহলে॥
হইলে আমার পুত্র তারিবে পশ্চাতে।
সম্প্রতি তরিয়া আমি যাইব নিশ্চিতে॥
এতেক শুনিয়া কান্দে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
তিন জনে গলাগলি কান্দে উচ্চধ্বনি॥
এমত শুনিয়া পুত্র তিনের ক্রন্দন।
মুখে হস্ত দিয়া করে সবারে বারণ॥
রাক্ষসে মারিব এই বাড়ির প্রহারে।
কোথা আছে দেখাইয়া দেহ দেখি তারে॥
বালকের বচন শুনিয়া তিনজন।
হাসিতে লাগিল তারা ত্যজিয়া ক্রন্দন॥
ক্রন্দন নিবৃত্ত দেখি ভোজের নন্দিনী।
বলেন ব্রাহ্মণ প্রতি সকরুণ বাণী॥
মৃতের উপরে যেন সুধা বরিষণে।
জিজ্ঞাসেন কুন্তীদেবী মধুর বচনে॥
কি কারণে ক্রন্দন করহ তিনজন।
জানিলে হইবে সাধ্য করিব মোচন॥
দ্বিজ বলে যেই হেতু করি যে ক্রন্দন।
মনুষ্যের শক্তি নাহি করিতে মোচন॥
এই নগরেতে আছে বক নিশাচর।
অত্যন্ত দুরন্ত সেই রাজ্যের ভিতর॥
যক্ষ রক্ষ প্রেত ভূত পরচক্র ভয়।
তার ভুজবলে ইথে নাহিক সংশয়॥
নগরের মধ্যে ইথে আছে যত নর।
রাক্ষসের নির্ণয় করিল এই কর॥
পায়স পিষ্টক যত শকটে পূরিয়া।
এক নরবলি দেয় নিয়ম করিয়া॥

এই কার্য্য বিনা অন্য নাহিক তাহার ।
বহুকালে মম প্রতি হয়েছে কড়ার ॥
এইরূপে বলি নাহি দেয় যেই জন ।
কুটুম্ব সহ তারে করয়ে ভক্ষণ ॥
আজি তার পঞ্চক হইল মম ঘরে ।
কি করিব কি হইবে বাক্য নাহি সরে ॥
এই ভার্য্যা কন্যা পুত্র আছি চারিজনা ।
কারে দিব বলিদান করি যে ভাবনা ॥
মনুষ্য কিনিয়া দিব নাহি হেন ধন ।
স্বজন কুটুম্ব তরে নাহি হেন জন ॥
কারো মায়া তেয়াগিতে নারে কোন জন ।
সবে মিলি যাব ভাগ্যে যা থাকে লিখন ॥
ব্রাহ্মণের এতেক কাতর বাক্য শুনি ।
সদয় হৃদয়া বলে ভোজের নন্দিনী ॥
ভয় ত্যজ দ্বিজবর না কর ক্রন্দন ।
সকুটুম্ব যাবে কেন রাক্ষস-সদন ॥
পঞ্চপুত্র আছে মম শুন হে ব্রাহ্মণ ।
এক পুত্র দিব আমি তোমার কারণ ॥
দ্বিজ বলে কি প্রকারে করিব এ কর্ম্ম ।
লোকে অসম্ভব হবে মজিবেক ধর্ম্ম ॥
আত্ম দিয়া দ্বিজে রাখে বেদে হেন কয় ।
দ্বিজ দিয়া আত্মরক্ষা উচিত না হয় ॥
অজ্ঞানে ব্রাহ্মণ-বধে নাহি প্রতিকার ।
কি মতে করিব হেন কর্ম্ম দুরাচার ॥
কুন্তী বলিলেন যে কহিলা দ্বিজমণি ।
মম অগোচর নহে আমি সব জানি ॥
লোকের বেদনা মম না সহে পরাণে ।
বিশেষ ব্রাহ্মণ-দুঃখ সহিব কেমনে ॥
দ্বিজ বলে হেন বাক্য না বলিও মোরে ।
এ পাপ ভুঞ্জিব আমি যুগ-যুগান্তরে ॥
নিঃশব্দে বলেন কুন্তী শুন দ্বিজবর ।
আমার তনয়গণ মহাবলধর ॥
রাক্ষসে খাইবে হেন না ভাবিও মনে ।
রাক্ষস সংহার কৈল মম বিদ্যমানে ॥
বেদ-বিদ্যা-বুদ্ধিমান মম পুত্রগণ ।
পৃথিবীতে নাহিক জিনিতে কোন জন ॥
শত পুত্র থাকিলে কি পুত্রে অনাদর ।
ভয় ত্যজি অন্য বলি আনহ সত্বর ॥
কুন্তীর অদ্ভুত বাক্য শুনিয়া তখন ।
মৃতদেহে দ্বিজ যেন পাইল জীবন ॥
দ্বিজে সঙ্গে ল'য়ে কুন্তী করিল গমন ।
ভীমেরে জানাইলেন সব বিবরণ ॥
মায়ের বচনে ভীম করেন স্বীকার ।
হরিষে ব্রাহ্মণ গেল গৃহে আপনার ॥
কতক্ষণে আইলেন ভাই চারিজন ।
যুধিষ্ঠির শুনিলেন সব বিবরণ ॥
একান্তে ধর্ম্মের পুত্র ডাকিয়া মায়েরে ।
জিজ্ঞাসা করেন ভীম যাবে কোথাকারে ॥
তোমার সম্মত কিবা আপন ইচ্ছায় ।
কাহার বুদ্ধিতে হেন করিলা উপায় ॥
কুন্তী বলে আমার বচনে বৃকোদর ।
বিপ্রের কারণে আর রাখিতে নগর ॥
ধর্ম্ম কীর্ত্তি আছে ইথে নাহি অপযশ ।
আর ব্রাহ্মণের রক্ষা পরম পৌরষ ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির কহেন বিরস ।
কোন্ বুদ্ধে মাতা হেন করিলা সাহস ॥
এমন দুষ্কর নাহি শুনি ইহলোকে ।
মাতা হৈয়া পুত্রে দেয় রাক্ষসের মুখে ॥
ভিক্ষা মাগি প্রাণ রাখি যথাস্থানে বাস ।
পুনঃ রাজ্য পাব বলি যার বলে আশ ॥
যার ভুজবলে নিদ্রা না যায় কৌরবে ।
যার তেজে জতুগৃহে রক্ষা পাই সবে ॥
স্কন্ধে করি নৈল সবা হিড়িম্বক বনে ।
হিড়িম্বে মারিয়া কৈল সবার রক্ষণে ॥
আমরা বাঁচিব আর কিসের কারণে ।
হেন পুত্র দিলা তুমি রাক্ষস ভক্ষণে ।
জননী হইয়া ইহা কেহ নাহি করে ।
বেদেতে নাহিক, নাহি সংসার ভিতরে ॥
রাজার দুহিতা তুমি রাজার নন্দিনী ।
বনবাসী হৈয়া তব হৈল বুদ্ধিহানী ॥
কুন্তী বলে যুধিষ্ঠির না ভাবিও তাপ ।
মম অগোচর নহে ভীমের প্রতাপ ॥

জন্মকালে পরাক্রম দেখেছি তাহার।
প্রসবিয়া নিতে শক্তি নহিল আমার ॥
কিছুমাত্র তুলি পুনঃ ফেলাইনু তলে।
গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ হৈল ভীমের আস্ফালে ॥
বারণাবতে তুমি দেখিলা নয়নে।
চারি হস্তী তুল্য যে তোমরা চারিজনে ॥
আমা সহ সবারে লইল স্কন্ধে করি।
হিড়িম্বা বরিল বনে হিড়িম্বে সংহারি ॥
ভীম-পরাক্রম পুত্র আমি জানি ভালে।
রাক্ষস সংহার হবে ভীম-বাহুবলে ॥
উপস্থিত ভয়ে ত্রাণ করে যেইজন।
তার সম পুণ্য বাপু না করি গণন ॥
বিশেষ গো-বিপ্র হেতু দিবে নিজ প্রাণ।
আপনাকে দিয়া দ্বিজে করিবেক ত্রাণ ॥
রাজ্যরক্ষা দ্বিজরক্ষা আর যে পৌরষ।
হেন কর্ম্মে কেন তুমি হইলে বিরস ॥
মায়ের এতেক নীতি শুনিয়া বচন।
ধন্য ধন্য বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন ॥
পুরদুঃখে দুঃখী তুমি দয়ালু হৃদয়।
তোমা বিনা হেন বুদ্ধি অন্যের কি হয় ॥
পরপুত্র-ত্রাণ হেতু নিজপুত্র দিলা।
ব্রাহ্মণেরে এ সঙ্কটে রক্ষণ করিলা ॥
তোমার পুণ্যেতে মাতা তরিব বিপদে।
রাক্ষস মারিবে ভীম তোমার প্রসাদে ॥
আর এক কথা মাতা কহ দ্বিজবরে।
এসব প্রচার যেন না করে অন্যেরে ॥
তবে কুন্তী তত্ত্ব কহিলেন সে ব্রাহ্মণে।
বলিসজ্জা করি দ্বিজ দিল ততক্ষণে ॥
নিশাকালে বৃকোদর শকটে চড়িয়া।
যথা বৈসে বনে বক উত্তরিল গিয়া ॥
রে রে বক নিশাচর আইস সত্বর।
এত বলি অন্ন খায় বীর বৃকোদর ॥
নাম ধরি ডাকিতে ক্রোধেতে থর থর।
বক বীর আসে যেন পর্ব্বত শিখর ॥
মহাকায় মহাবেশ মহাভয়ঙ্করে।
চলিতে বিদরে ক্ষিতি চরণের ভরে ॥
অন্ন খায় বৃকোদর দেখে বিদ্যমান।
ক্রোধে দুই চক্ষু যেন অনল-সমান ॥
ডাক দিয়া বলে বক আরে দুষ্টমতি।
মনুষ্য হইয়া কেন করিস্ অনীতি ॥
সকুটুম্ব ব্রাহ্মণে খাইব তোমা দোষে।
এত বলি নিশাচর রোকে অতি রোষে ॥
রাক্ষসের বাক্য ভীম না শুনিয়া কাণে।
পৃষ্ঠ দিয়া তারে, অন্ন পুরেন বদনে ॥
দেখি ক্রোধে নিশাচর করয়ে গর্জ্জন।
ঊর্দ্ধবাহু করি ধায় অতি ক্রোধমন ॥
দুই হাতে বজ্রসম পৃষ্ঠেতে প্রহারে।
তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাহি করে বৃকোদরে ॥
পৃষ্ঠে যে রাক্ষস মারে সহেন হেলায়।
পায়সান্ন খায় বীর বসে নিঃশঙ্কায় ॥
দেখিয়া অধিক ক্রোধ হৈল নিশাচরে।
বৃক্ষ উপাড়িয়া মারে ভীমের উপরে।
তথাপিও অন্ন খায় হাসি বৃকোদর।
বাম হাতে কাড়িয়া নিলেন বৃক্ষবর ॥
পুনঃ মহাবৃক্ষ উপাড়িয়া নিশাচর।
গর্জ্জিয়া মারিল বৃক্ষ ভীমের উপর ॥
বৃক্ষে বৃক্ষে যুদ্ধ হৈল না যায় কথনে।
উচ্ছন্ন হইল বৃক্ষ না রহিল বনে ॥
শিলাবৃষ্টি করে দোঁহে দোঁহার উপর।
বাহুতে বাহুতে যুদ্ধ হৈল ভয়ঙ্কর ॥
মুণ্ডে মুণ্ডে বুকে বুকে ভুজে ভুজে তাড়ি
ধরাধরি করি দোঁহে যায় গড়াগড়ি ॥
যুদ্ধেতে হইল ক্ষান্ত বক নিশাচর।
রাক্ষসে ধরিল বীর কুন্তীর কুমার ॥
বাম হস্তে দুই জানু দক্ষিণ হস্তে শির।
বুকে জানু দিয়া টানিলেন ভীম বীর ॥
মধ্যে মধ্যে ভাঙ্গিয়া করেন দুই খান।
মহাশব্দ করি বীর ত্যজিল পরাণ ॥
আর যত আছিল বকের অনুচর।
ভয়ে পলাইয়া সবে গেল বনান্তর ॥
নগর নিকটে ভীম বকে ফেলাইয়া।
মাতৃ-ভ্রাতৃ-স্থানে বীর কহিলেন গিয়া ॥

হরষিত কুন্তীদেবী ডাকে যুধিষ্ঠিরে ।
যুধিষ্ঠির প্রশংসা করেন বৃকোদরে ॥
রজনী প্রভাত হৈল উদয় অরুণ ।
বাহির হইল যত নগরের জন ॥
দেখিয়া সকল লোক হৈল চমৎকার ।
পড়িয়াছে বক যেন পর্ব্বত আকার ॥
কেহ বলে এ কর্ম্ম করিল কোন্ জন ।
কেহ বলে নিষ্কণ্টক হৈল সর্ব্বজন ॥
বিচারিয়া বলে সব নগরের জন ।
তদন্ত জানহ বকে কে কৈল নিধন ॥
কালিকার ভোজ্য যার আছিল পঞ্চক ।
সেই বলিবারে পারে বকের অন্তক ॥
ব্রাহ্মণের ঘরে বলি জানিল নির্ণিত ।
সবে মেলি ব্রাহ্মণেরে ডাকিল ত্বরিত ॥
জিজ্ঞাসিল ব্রহ্মাণেরে সব বিবরণ ।
ব্রাহ্মণ বলিল শুন ইহার কারণ ॥
কালিকার পঞ্চক আছিল মম ঘর ।
আমাকে শোকার্ত্ত দেখি এক দ্বিজবর ॥
সদয় হইয়া দ্বিজ দানিয়া অভয় ।
বলি লৈয়া বকস্থানে গেল মহাশয় ॥
সেই দ্বিজবর বকে করিল সংহার ।
সেইত রাজ্যের দ্বিজ করিল নিস্তার ॥
আনন্দে ব্রাহ্মণ এল আপনার ঘরে ।
দেবতুল্য দ্বিজবর পূজে পাণ্ডবেরে ॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর উৎপত্তি কথন ।

হেনমতে দ্বিজগৃহে কত দিন যায় ।
আচম্বিতে এক দ্বিজ আইল তথায় ॥
বিবিধ দেশের কথা কহে তপোধন ।
পঞ্চ পুত্র সহ কুন্তী করেন শ্রবণ ॥
দ্বিজ বলে করিলাম দেশ পর্য্যটন ।
বহু নদী তীর্থক্ষেত্রে না যায় গণন ॥
দেখিলাম আশ্চর্য্য যে পাঞ্চাল নগরে ।
মহোৎসব দ্রুপদ কন্যার স্বয়ংবরে ॥
দ্রুপদ রাজার কন্যা কৃষ্ণানাম ধরে ।
রূপে গুণে তুল্য নাহি পৃথিবী ভিতরে ॥
অযোনিসম্ভবা কন্যা জন্ম যজ্ঞ হৈতে ।
যাজ্ঞসেনী নাম তার বিখ্যাত জগতে ॥
দ্রুপদের পুত্র এক রূপগুণধাম ।
দ্রোণ বিনাশিতে জন্ম ধৃষ্টদ্যুম্ন নাম ॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন পাণ্ডুপুত্রগণ ।
কহ শুনি দ্বিজবর ইহার কারণ ॥
দ্বিজ বলে পূর্ব্বে দ্রোণ দ্রুপদের মিত ।
কত দিনে কলহ হইল আচম্বিত ॥
অভিমানে গেল দ্রোণ হস্তিনানগর ।
অস্ত্র শিক্ষা করাইল কৌরব কোঙার ॥
শিক্ষা অন্তে শিষ্যগণে দক্ষিণা মাগিল ।
দ্রুপদ রাজারে বান্ধি আনিতে কহিল ॥
কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন গুরু আজ্ঞা পাইয়া ।
দ্রুপদ রাজারে বান্ধি দিলেন আনিয়া ॥
অভিমানে দ্রুপদে না রুচে অন্ন জল ।
কেমনে মারিবে চিন্তে দ্রোণ মহাবল ॥
এইত ভাবনা বিনা অন্য নাহি মন ।
সদা গঙ্গাতীরে রাজা করেন ভ্রমণ ॥
যাজ উপযাজ নামে দুই সহোদর ।
বেদেতে বিখ্যাত দোঁহে ব্রাহ্মণ কুমার ॥
উপযাজে দ্রুপদ দেখিল একদিনে ।
বহু পূজা ভক্তি কৈল তাঁহার চরণে ॥
বিনয় মধুর ভাষে যুড়ি দুই কর ।
উপযাজ প্রতি বলে পাঞ্চাল ঈশ্বর ॥
এক লক্ষ ধেনু দিব অসংখ্য সুবর্ণ ।
যাহা চাহ দিব, মম বাঞ্ছা কর পূর্ণ ॥
মম ইষ্ট কর্ম্ম এই শুন মহাশয় ।
দ্রোণ নামে আছে ভরদ্বাজের তনয় ॥
অস্ত্রধারী তার তুল্য নাহি ক্ষিতি মাঝে ।
পৃথিবীতে নাহি হেন তার সনে যুঝে ॥
দ্বিতীয় পরশুরাম সম পরাক্রমে ।
হেন বুদ্ধি কর তারে জিনি যে সংগ্রামে ॥
ক্ষত্রিয়ে অশক্য শক্তি হৈয়াছে তাহার ।
তপোমন্ত্রবলে তার কর প্রতীকার ॥
হেন যজ্ঞ কর, হয় আমার নন্দন ।
তার ভুজবলে দ্রোণ হইবে নিধন ॥

উপযাজ বলে মনে এই যুক্তি নয়।
ব্রাহ্মণের বধধর্ম্ম উচিত না হয় ॥
দ্বিজের এতেক বাক্য শুনিয়া রাজন।
পুনঃ বহু স্তুতি করি বলিল বচন ॥
দ্রুপদের বিনয় দেখিয়া দ্বিজবর।
প্রসন্ন হইয়া বলে শুন দণ্ডধর ॥
মম জ্যেষ্ঠ ভাই যাজ পরম তপস্বী।
বেদবিশারদ সদা অরণ্য নিবাসী ॥
প্রার্থনা তাঁহার স্থানে করহ রাজন।
তিনি করিবেন তব দুঃখ বিমোচন ॥
উপযাজ বাক্যে গেল যাজের সদন।
প্রণমিয়া সকল করিল নিবেদন ॥
সদয় হইয়া যাজ করিল স্বীকার।
যজ্ঞ আরম্ভিল তবে পৃষত-কুমার ॥
রাণী সহ ব্রত আচরিল নরবর।
যজ্ঞ পূর্ণ দিনে জন্ম হইল কোঙর ॥
অগ্নিবর্ণ হৈল বীর হাতে ধনুঃশর।
অঙ্গেতে কবচ তার মাথায় টোপর ॥
সব্য হস্তে ধরে খড়্গ লোকে ভয়ঙ্কর।
পুত্র দেখি আনন্দিত পাঞ্চাল ঈশ্বর ॥
তবে সেই যজ্ঞমধ্যে কন্যার উৎপত্তি।
জন্মমাত্র দশ দিক করে মহাদ্যুতি ॥
অঙ্গের সৌরভ এক যোজন ব্যাপিত।
সুরাসুর যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব বাঞ্ছিত ॥
পুত্র কন্যা দুইজনে যজ্ঞেতে জন্মিল।
হেনকালে আকাশে আকাশবাণী হৈল ॥
এ কন্যার হৈল জন্ম শুন বিবরণ।
ইহা হৈতে ক্ষত্র সব হইবে নিধন ॥
কুরুবংশ ক্ষয় হবে এ কন্যা হইতে।
এই পুত্র জন্ম হৈল দ্রোণ বিনাশিতে ॥
এতেক আকাশ বাণী শুনি সর্ব্বজন।
জয় জয় শব্দ হৈল পাঞ্চালের গণ ॥
[illegible] বীর [illegible] হাতে সিংহনাদ।
[illegible] রাজা ছাড়িল বিষাদ ॥
[illegible] নাম থুইল তখন।
[illegible] সর্ব্বজন ॥

কৃষ্ণ অঙ্গে কৃষ্ণা নাম থুইল তখনি।
পিতৃ নামে দ্রৌপদী যজ্ঞেতে যাজ্ঞসেনী ॥
সম্প্রতি হইবে সে কন্যার স্বয়ংবর।
দেখিতে আইল যত রাজরাজ্যেশ্বর ॥
দ্বিজমুখে শুনিয়া এতেক সমাচার।
যাইতে হইল চেষ্টা তথা সবাকার ॥
পুত্রগণ চিত্ত জানি ভোজের নন্দিনী।
সবাকার প্রতি দেবী কহেন আপনি ॥
বহুদিন করিলাম এস্থানে বসতি।
এক স্থানে বহুদিন নাহি শোভে স্থিতি ॥
চল যাব তথাকারে যদি লয় মন।
শুনিয়া স্বীকার করিলেন ভ্রাতৃগণ ॥
পুত্রসহ কুন্তীদেবী করেন বিচার।
হেনকালে আইলেন ব্যাস সদাচার ॥
প্রণাম করিয়া তাঁরে ভোজের নন্দিনী।
পঞ্চভাই প্রণমেন লোটায়ে ধরণী ॥
আশীর্ব্বাদ করিলেন মুনি সবাকারে।
কাশী কহে ভবার্ণবে শুনে যাবে পারে ॥

অর্জ্জুন অঙ্গরাপর্ণ সংবাদ এবং তপতী সংবরণোপাখ্যান।

ব্যাস বলিলেন শুন পঞ্চ সহোদর।
দ্রুপদ নৃপতি করে কন্যা-স্বয়ংবর ॥
অদ্ভুত রচিল লক্ষ পাঞ্চালের পতি।
সে লক্ষ্য কাটিতে নাহি কাহার শকতি ॥
অর্জ্জুন কাটিবে লক্ষ্য সভার ভিতর।
পাঞ্চালের কন্যা প্রাপ্তি হইবে তোমার ॥
শীঘ্রগতি যাও তথা না কর বিলম্ব।
চারিদিন হৈল সয়ংবরের আরম্ভ ॥
এত বলি বেদব্যাস গেলেন স্বস্থান।
কুন্তীসহ পঞ্চভাই করেন প্রস্থান ॥
অন্তর্হিত হইলেন ব্যাস তপোধন।
উত্তর মুখেতে যান পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
দিবানিশি চলিলেন না হয় বিশ্রাম।
নানা দেশ নদী লঙ্ঘিলেন বন গ্রাম ॥

অগ্রে যায় ধনঞ্জয় ঘোর রজনীতে ।
অন্ধকার হেতু ধরি দেউটি করেতে ॥
কতদিনে উত্তরিল জাহ্নবীর তীরে ।
স্ত্রী-সহ গন্ধর্ব্ব এক তথায় বিহরে ॥
পাণ্ডবের শব্দ শুনি বলে ডাক দিয়া ।
বড় অহঙ্কার দেখি মনুষ্য হইয়া ॥
প্রয়াগ গঙ্গার মধ্যে আমার আশ্রয় ।
রাত্রিকালে আসি জীয়ে কে হেন আছয় ॥
যক্ষ রক্ষ রাক্ষস পিশাচ ভূতগণ ।
নিশাকালে অধিকারী এই সব জন ॥
বিশেষ অঙ্গার পর্ণ নাম মোর খ্যাত ।
নিশ্চয় আমার হাতে হইবে নিপাত ॥
পার্থ বলিলেন শাস্ত্র না জান দুর্ম্মতি ।
জাহ্নবীর জলে স্নান দিবা কিবা রাতি ॥
অকাল হইল তাহে কিবা তোরে ভয় ।
তোমাতে অশক্ত যেবা সে তোরে ডরায় ॥
গঙ্গার মহিমা না জানহ মূঢ়মতি ।
স্বর্গেতে অলকানন্দা ভূমে ভাগীরথী ॥
হেন গঙ্গাস্নান রুদ্ধ করহ অজ্ঞান ।
ইহার উচিত ফল পাবে মম স্থান ॥
অর্জ্জুনের বাক্যে কোপে গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর ।
ধনু টঙ্কারিয়া এড়ে সর্পময় শর ॥
হাতেতে উলকা ছিল ইন্দ্রের নন্দন ।
তাহে করিলেন তার অস্ত্র নিবারণ ॥
ডাকিয়া বলেন পার্থ শুন রে গন্ধর্ব্ব ।
এই অস্ত্র-বলেতে করিতেছিলি গর্ব্ব ॥
তোর বাণ নিবারিনু সহ মম বাণ ।
এই বাণে লব আমি আজি তব প্রাণ ॥
পূর্ব্বে দ্রোণাচার্য্য অস্ত্র দিলেন আমারে ।
এড়িলাম অস্ত্র এই রাখ আপনারে ॥
এত বলি এড়িলেন অস্ত্র ধনঞ্জয় ।
গন্ধর্ব্বের রথ পুড়ি হৈল ভস্মময় ॥
পলায় গন্ধর্ব্বপতি রণে ভঙ্গ দিয়া ।
পাছে ধেয়ে অর্জ্জুন ধরেন চুলে গিয়া ॥
স্বামীর দেখিয়া হেন সঙ্কট-সময় ।
[illegible]

গন্ধর্ব্বের ভার্য্যা কুম্ভীনসী নাম ধরে ।
যুধিষ্ঠির-পদে ধরি বিনয় সে করে ॥
পরম সঙ্কট হৈতে মোরে কর ত্রাণ ।
সহস্র সতীনে মোর স্বামী দেহ দান ॥
কামিনীর ক্রন্দন দেখিয়া পাণ্ডুপতি ।
অর্জ্জুনে করিল আজ্ঞা ছাড় শীঘ্রগতি ॥
ধর্ম্মের পাইয়া আজ্ঞা ছাড়েন অর্জ্জুন ।
গন্ধর্ব্ব বলয়ে তবে বিনয়-বচন ॥
মোর প্রাণ দান যদি দিলা মহাশয় ।
করিব তোমার প্রীতি উচিত যে হয় ॥
অদ্ভুত রাক্ষসী বিদ্যা আছে মম স্থানে ।
এ বিদ্যা জানিলে লোক জানে সর্ব্বজনে ॥
মনু পূর্ব্বে এই বিদ্যা দিলেন চন্দ্রেরে ।
বিশ্বাবসু চন্দ্র-স্থানে, সে দিল আমারে ॥
মনুষ্য-অধিক আমি সেই বিদ্যা হৈতে ।
সেই বিদ্যা দিব আমি তোমার প্রীতিতে ॥
ভাই প্রতি শত অশ্ব দিব আনি আর ।
সেই অশ্ব শ্রান্ত নহে ভ্রমিলে সংসার ॥
পূর্ব্বে ইন্দ্র বৃত্রাসুরে বজ্র প্রহারিল ।
অসুরের মুণ্ডে বজ্র শতখান হৈল ॥
স্থানে স্থানে সেই বজ্র কৈল নিয়োজন ।
সবা হৈতে শ্রেষ্ঠ বজ্র ব্রাহ্মণ বচন ॥
শূদ্রগণ কর্ম্ম করে যজ্ঞ তায় সেহি ।
বৈশ্যগণ দান করে বজ্র তারে কহি ॥
ক্ষত্রিয় থুইল বিদ্যা রথের বাজিতে ।
সে কারণে দিব অশ্ব তোমার সে হিতে ॥
অর্জ্জুন বলেন তুমি হারিলা সমরে ।
তব স্থানে লব অস্ত্র না শোভে আমারে ॥
গন্ধর্ব্ব বলিল যাতে সর্ব্বলোকে জানে ।
হেন বিদ্যা জানি, তুমি ত্যজ কি কারণে ॥
অর্জ্জুন বলেন আমি জানিনু সকল ।
ভয় পেয়ে এতেক বিনয় কেন বল ॥
গন্ধর্ব্ব বলিল আমি জানি হে তোমারে ।
তপতী হইতে জন্ম বিখ্যাত সংসারে ॥
তোমার [illegible] আমি [illegible] ।
[illegible]

তবু রুষিলাম রাত্রে আমার বিষয়।
বিশেষ স্ত্রীসহ মোর ক্রীড়ার সময় ॥
স্ত্রী সহিত ক্রীড়াতে অবজ্ঞা যেবা করে।
বলবান নাহি বুঝি রুদ্ধ করি তারে ॥
অনাহুত অনাগ্নেয় যেই দ্বিজগণ।
তাহারে করি যে বদ্ধ নিশার কারণ ॥
আর যত জনে আমি পাই নিশাকালে।
অবশ্য সংহার তার মম শরানলে ॥
পুরোহিত কিম্বা দ্বিজ সঙ্গেতে করিয়া।
গৃহ হৈতে বাহিরায় দেবতা স্মরিয়া ॥
সর্ব্বত্র মঙ্গল তার যথাকারে যায়।
তাহাকে নাহিক শক্তি হিংসিতে আমায় ॥
জিতেন্দ্রিয় ধার্ম্মিক তোমরা পঞ্চজন।
আমারে জিনিতে শক্ত হৈলে সে কারণ ॥
মম বাক্য তাপত্য শুনহ এইক্ষণে।
সকল নিস্ফল পুরোহিতের কারণে ॥
অর্জ্জুন বলেন শুন বলি যে তোমারে।
তাপত্য বলিয়া কেন বলিলা আমারে ॥
জননী আমার কুন্তী আছেন সংহতি।
তাপত্য বলিলা কেন, কেবা সে তপতী ॥
গন্ধর্ব্ব বলিল শুন ইহার কারণ।
তব পূর্ব্ব কথা কহি শুন দিয়া মন ॥
সেইত সূর্য্যের কন্যা হইল তপতী।
ত্রৈলোক্যে তাঁহার সম নাহি রূপবতী॥
যৌবন সময়ে তাঁরে দেখি দিনকর।
চিন্তিলেন নাহি দেখি কন্যা-যোগ্য বর ॥
তোমার উপর বংশে রাজা সংবরণ।
নিরবধি করিলেন সূর্য্যের সেবন ॥
উপবাস নিয়ম করেন চিরকাল।
তাহাতে হলেন তুষ্ট দেব লোকপাল ॥
সূর্য্যের সেবায় সংবরণ মহারাজা।
রূপে অনুপম হৈল বলে মহাতেজা ॥
তাঁর রূপ গুণে তুষ্ট হৈল দিনকর।
মনে চিন্তা কৈল তপতীর যোগ্যবর।
তবে কতদিনে সংবরণ নৃপবর।
মৃগয়া করিতে গেল অরণ্য ভিতর ॥

একা অশ্বে চড়িয়া ভ্রময়ে বনে বনে।
বহু শ্রমে অশ্ব মরে জলের বিহনে ॥
অশ্বহীন পদব্রজে ভ্রমে নরবর।
দিক জানিবারে উঠে পর্ব্বত উপর ॥
পর্ব্বত উপরে দেখে কন্যা নিরুপমা।
বিদ্যুতের পুঞ্জ কিবা কাঞ্চন প্রতিমা ॥
কতক্ষণে নৃপতি মধুর মৃদুভাষে।
মদনে পীড়িত হৈয়া গেল কন্যা পাশে ॥
রাজা বলে কহ শুনি মন্মথমোহিনী।
নির্জ্জন কাননে কেন আছ একাকিনী ॥
বিবিধ বিনয় করি ভূপতি কহিল।
কিছু না বলিয়া কন্যা অন্তর্দ্ধান হৈল ॥
মেঘের উপরে যেন বিদ্যুৎ লুকায়।
উন্মত্ত হইয়া রাজা চারিদিকে চায় ॥
অন্তরীক্ষে থাকিয়া সে তপতী দেখিল।
ডাক দিয়া তপতী যে রাজারে বলিল ॥
কি কারণে অচেতন হৈলা নৃপবর।
উঠহ ভূপতি তুমি যাও নিজ ঘর ॥
চেতন পাইয়া রাজা উর্দ্ধমুখে চায়।
অন্তরীক্ষে দেখে কন্যা বিদ্যুতের প্রায় ॥
রাজা বলে কামশরে মোহিত শরীর।
ইচ্ছা করি ধৈর্য্য ধরি চিত্ত নহে স্থির ॥
তোমা বিনা অন্যে দেখি রাখিব জীবন।
কদাচিৎ নহে হেন অবশ্য মরণ ॥
পাইলাম প্রাণ, শুনি তোমার বচন।
অনুগ্রহ কৈলা মোরে হেন লয় মন ॥
মম প্রতি যদি দয়া হইল তোমার।
আলিঙ্গন দিয়া প্রাণ রাখহ আমার ॥
কন্যা বলে নরপতি এ নহে বিচার।
প্রার্থনা পিতার কাছে করহ আমার ॥
পরিচয় আমার শুনহ নরপতি।
সূর্য্যকন্যা আমি নাম ধরি যে তপতী ॥
তপঃক্লেশ ব্রত কর সূর্য্য আরাধন।
সূর্য্য দিলে আমারে সে পাইবা রাজন্ ॥
এত বলি তপতী হইল অন্তর্দ্ধান।
পুনঃ পড়ে নরপতি —

হেথা রাজমন্ত্রী সব সৈন্যগণ লৈয়া।
ভ্রময়ে সকল বন রাজা না দেখিয়া ॥
পর্ব্বত উপরে তবে দেখে নরবর।
পড়িয়াছে অজ্ঞানে মোহিত কলেবর ॥
শীতল সলিল অঙ্গে সিঞ্চে মন্ত্রিগণ।
ধরি বসাইল সবে করিয়া যতন ॥
চৈতন্য পাইয়া রাজা চারিদিকে চায়।
মন্ত্রিগণ দেখি কিছু না বলিল রায় ॥
কন্যার ভাবনা বিনা অন্য নাহি মনে।
বিদায় করিল রাজা সব সৈন্যগণে ॥
ঊর্দ্ধপদে অধোমুখে সদা উপবাসে।
একচিত্তে তপ করে সূর্য্যের উদ্দেশে ॥
তবে চিত্তে অনুমানি রাজা সংবরণ।
পুরোহিত বশিষ্ঠেরে করিল স্মরণ ॥
আইল বশিষ্ঠ মুনি রাজার সদনে।
রাজার দেখিয়া ক্লেশ চিন্তে মুনি মনে ॥
তপতী কারণে তপ তপন-সেবন।
জানি মুনিরাজ চিত্তে ভাবিল তখন ॥
অন্তরীক্ষে উঠি গেল আকাশমণ্ডল।
দ্বিতীয় ভাস্কর-তেজ যাঁর তপোবল ॥
কৃতাঞ্জলি করি সূর্য্যে করিল প্রণাম।
সবিনয়ে জানাইল আপনার নাম ॥
ভাস্কর বলেন মুনি কহ সমাচার।
কোন্ প্রয়োজনে এলে আলয়ে আমার ॥
কোন্ কার্য্য অভিলাষ বলহ আমারে।
দুষ্কর হইলে তবু তুষিব তোমারে ॥
প্রণমিয়া বশিষ্ঠ কহেন পুনর্ব্বার।
মম এই নিবেদন তোমার গোচর ॥
ভরত-বংশের রাজা নাম সংবরণ।
রূপে গুণে অনুপম বিখ্যাত ভুবন ॥
তোমার ভজনে রাজা বড় অনুগত।
চিরকাল সংবরণ তোমাতেই রত ॥
তাহার বরণ হেতু তোমার তনুজা।
তপতী নামেতে সেই সাবিত্রী অনুজা ॥
অযোগ্যা না রাজা উর্ব্বীতে প্রধান।
এই হেতু যেই আজ্ঞা করহ বিধান ॥

ভাস্কর বলেন তুমি মুনির প্রধান।
ক্ষত্রেতে নাহি কেহ সংবরণ সমান ॥
তপতী সমান কন্যা নাহিক তুলনা।
তিন স্থানে শ্রেষ্ঠ যে তোমরা তিন জনা ॥
তোমার বচন আমি না করিব আন।
তপতী কন্যায় দিব সংবরণে দান ॥
এত বলি কন্যা লৈয়া কৈল সমর্পণ।
কন্যা লৈয়া মুনিরাজ করিল গমন ॥
তপতী দেখিয়া তপ ত্যজি নৃপবর।
বশিষ্ঠকে স্তব করে করি যোড়কর ॥
তবে ঋষি দোঁহাকরে পরিণয় দিল।
রাজারে রাখিয়া মুনি নিজাশ্রমে গেল ॥
বশিষ্ঠের লৈয়া আজ্ঞা সেই মহাবনে।
তপতী লইয়া ক্রীড়া করে সংবরণে ॥
যেই বৃদ্ধ মন্ত্রী ছিল রাজার সংহতি।
তাঁরে রাজ্যভার দিয়া পাঠায় নৃপতি ॥
বিহার করয়ে রাজা পর্ব্বত উপরে।
তপতী সহিত ক্রীড়া দ্বাদশ বৎসরে ॥
তথায় রাজার রাজ্যে অনাবৃষ্টি হৈল।
দ্বাদশ বৎসর ইন্দ্র বৃষ্টি না করিল ॥
বৃক্ষ আদি যত শষ্য গেল ভস্ম হৈয়া।
পশু পক্ষী আদি প্রাণী মরিল পুড়িয়া ॥
দুর্ভিক্ষ হইল রাজ্যে হয় ডাকাচুরি।
একেরে না মানে অন্যে সত্য পরিহরি ॥
কুটুম্ব বান্ধবগণে কেহ নাহি সয়।
সকল মনুষ্যগণ হৈল শবপ্রায় ॥
হাহাকার রব বিনা অন্য নাহি শুনি।
দেশান্তরে গেল লোক পরমাদ গণি ॥
রাজ্যের এতেক কষ্ট রাজা নাহি জানে।
আইলেন বশিষ্ঠ সে দেশে কতদিনে ॥
রাজ্যভঙ্গ দেখিয়া চিন্তিত মুনিবর।
রাজারে আনিতে যান পর্ব্বত উপর ॥
বার্ত্তা পেয়ে অনুতাপ করিল রাজন।
তপতী সহিত দেশে করিল গমন ॥
দেশে আসি যজ্ঞদান করে নৃপবর।
তবে বৃষ্টি করিলেন দেব পুরন্দর ॥

পুনঃ শস্য জন্মিল হর্ষিত প্রজাগণ।
পূর্ব্বমত রাজ্য পুনঃ কৈল সংবরণ ॥
তপতী সহিত ক্রীড়া করে চিরকাল।
তপতীর গর্ভে হৈল কুরু মহীপাল ॥
কুরুর যতেক কর্ম্ম না যায় গণন।
কুরুবংশ নাম খ্যাত হৈল সে কারণ ॥
পুরোহিত বশিষ্ঠের সাহায্য কারণ ॥
পাইলেন ধর্ম্ম অর্থ কাম সংবরণ ॥
তপতীর গর্ভজাত কুরু নরবর।
তোমরা যাহার বংশ পঞ্চ সহোদর ॥
তাপত্য বলিয়া তেঁই কহি যে তোমারে।
পূর্ব্ববংশ-কথা এই খ্যাত চরাচরে ॥
শুনিয়া হরিষ হৈল পার্থ ধনুর্দ্ধর।
পুনঃ জিজ্ঞাসিল কহ গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর ॥
সংবরণ নৃপে রক্ষা করিলেন যিনি।
কে তিনি বশিষ্ঠ কহ তাঁর কথা শুনি ॥
গন্ধর্ব্ব বলিল সে বিখ্যাত তপোধন।
বশিষ্ঠের গুণ কর্ম্ম না যায় কথন ॥
কাম ক্রোধ জিনি হেন নাহি ত্রিভুবনে।
হেন কাম ক্রোধ সেবে মুনির চরণে ॥
বিশ্বামিত্র বহু তাঁর ক্রোধ করাইল।
তথাপিও মুনি তাঁরে কিছু না বলিল ॥
ইক্ষ্বাকু-বংশের রাজা যাঁর বুদ্ধিবলে।
নিষ্কণ্টকে বৈভব ভুঞ্জিল ভূমণ্ডলে ॥

বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ বিরোধ ও কল্মাষপাদ
রাজার উপাখ্যান।

জিজ্ঞাসেন ধনঞ্জয় অদ্ভুত কথন।
বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠে কলহ কি কারণ ॥
গন্ধর্ব্ব কহিল শুন কথা পুরাতন।
কান্যকুব্জ দেশে গাধি নামেতে রাজন ॥
একদিন সসৈন্যেতে গাধির নন্দন।
মহাবনে প্রবেশিল মৃগয়া কারণ ॥
মারিল অনেক মৃগ বনের ভিতর।
মৃগয়ায় শ্রান্ত বড় হৈল নরবর ॥
ক্ষুধায় পীড়িত বড় হৈল পরিশ্রম ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল বশিষ্ঠ-আশ্রম ॥
মনোহর স্থল দেখি হৈল হৃষ্টমন।
উত্তরিল যথায় বশিষ্ঠ তপোধন ॥
রাজারে দেখিয়া পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া মুনি।
অতিথি বিধানে পূজা করিলেন তিনি ॥
রাজার যতেক সৈন্য পরিশ্রান্ত শুনি।
নন্দিনী ধেনুর প্রতি বলিলেন মুনি ॥
দেখহ রাজার সৈন্য অতিথি আমার।
কামনানুসারে তোষ করহ সবার ॥
বশিষ্ঠের আজ্ঞা পেয়ে সুরভি-নন্দিনী।
সংসারে যাহার কর্ম্ম অদ্ভুত কাহিনী।
নিমেষে বিবিধ দ্রব্য করিল সৃজন।
চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় নানা রত্ন ধন ॥
বস্ত্র অলঙ্কার মাল্য কুসুম চন্দন।
বিচিত্র পালঙ্ক আর বসিতে আসন ॥
যেই যাহা চাহে তাহা পায় তৎক্ষণে।
পাইল পরমানন্দ সর্ব্ব সৈন্যগণে ॥
গাভীর দেখিয়া কর্ম্ম বিস্মিত রাজন।
বশিষ্ঠ মুনিরে বলে গাধির নন্দন ॥
এই গাভী মুনিবর দান কর মোরে।
এক কোটি গাভী দিব স্বর্ণ মণ্ডি খুরে ॥
নতুবা সকল রাজ্য লহ তপোধন।
হস্তী অশ্ব পদাতিক যত সৈন্যগণ ॥
বশিষ্ঠ বলেন নাহি দিতে পারি দান।
দেবতা অতিথি হেতু আছে মম স্থান ॥
রাজা বলে হও তুমি জাতিতে ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণের হেন দ্রব্যে নাহি প্রয়োজন ॥
হেন দ্রব্য মুনিবর ভূপতিকে সাজে।
কি করিবে তুমি ইহা থাক বনমাঝে ॥
গাভী নাহি দিবে যদি আপন ইচ্ছায়।
নিশ্চয় লইব গাভী জানাই তোমায় ॥
মাগিলে না দিবে গাভী ল'য়ে যাব বলে।
ক্ষত্রধর্ম্মী আমরা লইব বলে ছলে ॥
বশিষ্ঠ বলেন তুমি অধিকারী দেশে।
বলিষ্ঠ ক্ষত্রিয়-সৈন্য সহায় বিশেষে ॥

যাহা ইচ্ছা কর শীঘ্র, না কর বিচার।
সহজে তপস্বী দ্বিজ, কি শক্তি আমার ॥
শুনি যত সৈন্যগণ গলে দিল দড়ি।
চালাইল কামধেনু পাছে মারে দড়ি ॥
প্রহারে পড়িল গাভী তবু নাহি যায়।
দুঃখমুখে সজলাক্ষে মুনি পানে চায় ॥
মুনি বলিলেন কিবা চাহ মম ভিতে।
তোমার যতেক কষ্ট দেখি যে চক্ষেতে ॥
তপস্বী ব্রাহ্মণ আমি কি করিতে পারি।
বলে তোমা ল'য়ে যায় রাজ্য-অধিকারী ॥
তবে রাজসৈন্যগণ বৎসকে ধরিয়া।
আগে লৈয়া যায় তারে গলে দড়ি দিয়া ॥
বৎসকে ধরিয়া লয় কান্দয়ে নন্দিনী।
ডাক দিয়া বলে হের দেখ মহামুনি ॥
মুনি বলিলেন তোমা ত্যাগ নাহি করি।
বলে নিয়া যায় রাজা কি করিতে পারি ॥
নিজ শক্তিবলে যদি পার রহিবারে।
তবে সে রহিতে পার কি কব তোমারে ॥
মুনিরাজ মুখে যদি এতেক শুনিল।
অতি ক্রোধে ভয়ঙ্কর তনু বাড়াইল ॥
ঊর্দ্ধমুখ করি গাভী হাম্বারবে ডাকে।
নানাজাতি সৈন্য বাহিরায় লাখে লাখে ॥
পহ্লব নামেতে জাতি নানা অস্ত্র হাতে ॥
পুচ্ছ হৈতে বাহির হইল আচম্বিতে ॥
মূত্রেতে পাইল জন্ম বহু ব্যাধগণ।
দুই পার্শ্বে জন্ম নিল কিরাত যবন ॥
জন্মিল অনেক সৈন্য মুখের ফেণেতে।
নানাজাতি ম্লেচ্ছ হৈল চারিপদ হৈতে ॥
নানা অস্ত্র লইয়া ধাইল সর্ব্বজন।
দুই সৈন্য দেখাদেখি হইল ভিড়ন ॥
বিশ্বামিত্র সৈন্যগণ যতেক আছিল।
একজন প্রতি তার পঞ্চজন হৈল ॥
করিতে নারিল যুদ্ধ বিশ্বামিত্র সেনা।
রাজার সম্মুখে ভঙ্গ দিল সর্ব্বজনা।
পড়িল অনেক সৈন্য রক্তে বহে নদী।
মুনি সৈন্য রাজ সৈন্য পাছে যায় খেদি ॥

পলায় সকল সৈন্য পাছে নাহি চায়।
সর্ব্বসৈন্য বশিষ্ঠের পাছে খেদি যায় ॥
বনের বাহির করি গাধির কুমারে।
বাহুড়িয়া সৈন্যগণ এল' মুনি ঘরে ॥
তবে বিশ্বামিত্র বড় মনে অভিমান।
মুনির নিকটে এত পেয়ে অপমান ॥
অদ্ভুত দেখিয়া কর্ম্ম মনে মনে গণে।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জানিনু এতক্ষণে ॥
ধিক ক্ষত্রজাতি মম ধিক রাজপদে।
এই ত তপস্বী দ্বিজে না পারি বিবাদে।
এ জন্ম রাখিয়া আর কোন প্রয়োজন।
এত চিন্তা করি মনে গাধির নন্দন ॥
দেশে পাঠাইয়া দিল যত সৈন্যগণ।
তপস্যা করিতে গেল গহন কানন ॥
বিশ্বামিত্র তপ কথা অদ্ভুত কথন।
যাঁর তপে তাপিত হইল ত্রিভুবন ॥
গ্রীষ্মকালে চারিভিতে জ্বালি হুতাশন।
ঊর্দ্ধপদে তার মধ্যে থাকেন রাজন ॥
নাকে মুখে রক্ত বহে ঘোর দরশন।
অস্থিচর্ম্মসার মাত্র আহার পবন ॥
বরিষাকালেতে যথা জলদ বরিষে।
যোগাসন করি রাজা তার মধ্যে বৈসে ॥
অহর্নিশি জলধারা বরিষে উপর।
স্থাবর সদৃশ হৈয়া থাকে নৃপবর ॥
শীতকালে হীনবস্ত্র হৈয়া নিরাশ্রয়।
হেমন্ত পর্ব্বতে যথা সদা বরিষয় ॥
এইরূপে করে তপ সহস্র বৎসর।
তপে তুষ্ট হইলেন ব্রহ্মা তদন্তর ॥
ব্রহ্মা বলে বর মাগ গাধির নন্দন।
বিশ্বামিত্র বলে কর আমারে ব্রাহ্মণ ॥
বিরিঞ্চি বলেন তব ক্ষত্রকুলে জন্ম।
কেমনে হইবে দ্বিজ দুষ্কর এ কর্ম্ম ॥
অন্য বর চাহ তুমি যেই লয় মনে।
বিশ্বামিত্র বলে অন্যে নাহি প্রয়োজন ॥
ব্রহ্মা বলে আর জন্মে হইবে ব্রাহ্মণ।
এক্ষণে যা চাহ তাহা মাগহ রাজন্ ॥

বিশ্বামিত্র বলে অন্য আমি নাহি চাই।
কিবা প্রাণ যায় কিবা ব্রাহ্মণত্ব পাই॥
এতেক শুনিয়া ধাতা করিল গমন।
পুনঃ তপ আরম্ভিল গাধির নন্দন॥
ঊর্দ্ধ দুই পদ করি ঊর্দ্ধোমুখ হৈয়া।
একপদে অঙ্গুলিতে রহে দণ্ডাইয়া॥
শুষ্ককাষ্ঠমত সে হইল নরবর।
কেবল জাগয়ে প্রাণ মজ্জার ভিতর॥
তাঁর তপে মহাতাপ হৈল তিনলোকে।
ইন্দ্রাদি দেবতা ভয় হইল সবাকে॥
সহিতে নারিয়া ব্রহ্মা আসে আরবার।
বলিলেন বর মাগ গাধির কুমার॥
বিশ্বামিত্র বলে আমি মাগিয়াছি অগ্রে।
ব্রাহ্মণ আমারে কর যদি থাকে ভাগ্যে॥
এড়াইতে না পারিয়া সৃষ্টি-অধিকারী।
বিশ্বামিত্র গলে দেন আপন উত্তরী॥
বর দিয়া চতুর্ম্মুখ করিলা গমন।
বিশ্বামিত্র মুনি হৈলা মহাতপোধন॥
কেহ নহে তপস্যায় তাঁহার সমান।
সদা মনে জাগে বশিষ্ঠের অপমান॥
বশিষ্ঠের অপমান সদা জাগে মনে।
বশিষ্ঠের ছিদ্র খুঁজি ভ্রমে অনুক্ষণে॥
ইক্ষ্বাকু বংশেতে রাজা সর্ব্বগুণাধাম।
সংসারে বিখ্যাত সে কল্মাষপাদ নাম॥
মহামুনি বশিষ্ঠ তাঁহার পুরোহিত।
যজ্ঞ হেতু তাঁহারে করিল নিমন্ত্রিত॥
বশিষ্ঠ বলেন কিছু আছে প্রয়োজন।
রাজা বলে যজ্ঞ আমি করিব এখন॥
মুনি না আইল রাজা হৈল ক্রোধমন।
বিশ্বামিত্রে যজ্ঞ হেতু কৈল নিমন্ত্রণ॥
বিশ্বামিত্রে লৈয়া সঙ্গে আইসে রাজন।
পথেতে ভেটিল শক্তি বশিষ্ঠনন্দন॥
রাজা বলে পথ ছাড়ি দেহ মুনিবর।
শক্তি বলে মোরে পথ দেহ নরেশ্বর॥
রাজা বলে রাজপথ জানে সর্ব্বজন।
পথ ছাড়, যাব' আমি যজ্ঞের সদন॥
শক্তি বলে দ্বিজপথ বেদের বিহিত।
পথ ছাড়ি, দেহ মোরে যাইব ত্বরিত॥
এইমতে বলাবলি হৈল দুইজন।
কেহ না ছাড়িল পথ কুপিল রাজন॥
হাতেতে প্রবোধ বাড়ি আছিল রাজার।
ক্রোধে মুনি-অঙ্গে রাজা করিল প্রহার॥
প্রহারে জর্জ্জর শক্তি রক্ত পড়ে ধারে।
ক্রোধ-চক্ষে চাহিয়া বলিল নরবরে॥
উত্তম বংশেতে জন্ম করিস অনীতি।
ব্রাহ্মণেরে হিংসা তুই করিস্ দুর্ম্মতি॥
এই পাপে মম শাপে হও নিশাচর।
মনুষ্যের মাংসে তোর পুরুক উদর॥
শাপ শুনি ব্যাস্ত হৈল সৌদাস-নন্দন।
কৃতাঞ্জলি করি বলে বিনয়-বচন॥
হেনকালে বিশ্বামিত্র পেয়ে অবসর।
রাজ-অঙ্গে নিয়োজিল এক নিশাচর॥
সম্মুখে পাইয়া শক্তি ধরিল রাজন।
ব্যাঘ্র যেন পশু ধরি করয়ে ভক্ষণ॥
মোরে শাপ দিলা দুষ্ট ভুঞ্জ ফল তার।
ধরিয়া ঘাড়ের রক্ত খাইব তোমার॥
শক্তিকে খাইয়া মূর্ত্তি হৈল ভয়ঙ্কর।
উন্মত্ত হইয়া গেল বনের ভিতর॥
দেখি বিশ্বামিত্র মুনি ভাবিল অন্তরে।
রাক্ষস লইয়া সঙ্গে গেল মুনিবরে॥
যথা আছে বশিষ্ঠের শতেক কুমার।
কাল পেয়ে বিশ্বামিত্র দেয় ফল তার॥
একে একে দেখাইয়া সর্ব্বজনে দিল।
রাক্ষস সবারে ধরি ভক্ষণ করিল॥
বশিষ্ঠ আসিয়া গৃহে দেখে শূন্যময়।
শত পুত্রে না দেখিয়া হইল বিস্ময়॥
ধ্যানেতে জানিল যাহা বিশ্বামিত্র কৈল।
শক্তি সহ শত পুত্রে রাক্ষসে ভক্ষিল॥
শত পুত্র-শোকে তাঁর দহয়ে শরীর।
মহাধৈর্য্যবন্ত তবু হইল অস্থির॥
আপনার মরণ বাঞ্ছিয়া মুনিবর।
শোকানলে প্রবেশিল সমুদ্র ভিতর॥

সমুদ্র দেখিয়া তাঁরে রাখি গেল কূলে ।
মরণ নহিল যদি সমুদ্রের জলে ॥
অত্যুচ্চ পর্ব্বতে গিয়া উঠিল সে মুনি ।
তথা হৈতে শোকাকুল পড়িল ধরণী ॥
বিংশতি সহস্র ক্রোশ উচ্চ হৈতে পড়ি ।
তুলারাশি প'রে মুনি যায় গড়াগড়ি ॥
তাহাতে নহিল মৃত্যু চিন্তে মুনিরাজ ।
প্রবেশ করিল গিয়া অনলের মাঝ ॥
যোজন-প্রসর অগ্নি পরশে আকাশে ।
শীতল হইল অগ্নি মুনির পরশে ॥
তবে মুনি প্রবেশিল অরণ্য ভিতর ।
নানা পশু ব্যাঘ্র হস্তী ভল্লুক শূকর॥
বশিষ্ঠে দেখিয়া সবে পলাইয়া যায় ।
হেনমতে কৈল মুনি অনেক উপায় ॥
মরণ নহিল মুনি ভ্রমিল সংসার ।
কতদিনে গৃহে মুনি আসে আপনার ।
এক শত পুত্র নাহি দেখি মুনিবর ।
পুত্রশোকে অবশ হইল কলেবর ॥
চতুর্দ্দিকে অনুক্ষণ বেদ-অধ্যয়ন ।
নানাশাস্ত্র পঠন করিত পুত্রগণ ॥
এ সব চিন্তিয়া মুনি অধিক তাপিত ।
গৃহমধ্যে প্রবেশিতে নাহি চায় চিত ॥
পুনরপি বশিষ্ঠ চলিল দেশান্তর ।
মৃত্যুর উপায় মুনি করে নিরন্তর ॥
দেখিল একটি নদী অত্যন্ত গভীর ।
ভয়ঙ্কর লক্ষ লক্ষ আছয়ে কুম্ভীর ॥
তাহে পড়িবার তরে ইচ্ছা কৈল মুনি ।
হেনকলে পাছু হৈতে শুনে বেদধ্বনি ॥
যোড়হাত করি বলে শক্তির বনিতা ।
তোমার সহিত প্রভু আইলাম হেথা ॥
মুনি বলে সঙ্গে আর আছে কোন জন ।
শত শত বেদধ্বনি করে উচ্চারণ ॥
শক্তির কণ্ঠের প্রায় শুনিলাম স্বর ।
এত শুনি বলে দেবী বিনয় উত্তর ॥
শক্তির নন্দন আছে আমরে উদরে ।
দ্বাদশ বৎসর বেদ অধ্যয়ন করে ॥
এত শুনি বশিষ্ঠ হইল হৃষ্টমন ।
বংশ আছে শুনি নিবর্ত্তিল তপোধন ॥
বধূ সঙ্গে লইয়া চলিল পুনঃ ঘরে ।
হেনকালে ভেটিল রাক্ষস নরবরে ॥
নির্জ্জন গহন বনে থাকে নিরন্তর ।
বহু নর পশু খেয়ে পূর্ণিত উদর ॥
ভূপতি কল্মাষপাদ দেখি বশিষ্ঠেরে ।
মুখ মেলি ধাইল মুনিরে গিলিবারে ॥
বিপরীত মূর্ত্তি দেখি হাতে কাষ্ঠদণ্ড ।
তৃতীয় প্রহরে যেন তপন প্রচণ্ড ॥
নিকটে আইল মূর্ত্তি দেখি ভয়ঙ্কর ।
দেখি অদৃশ্যন্তী দেবী কাঁপে থর থর ॥
শ্বশুরে ডাকিয়া বলে শুন মহাশয় ।
মৃত্যু উপস্থিত হের রাক্ষস দুর্জ্জয় ॥
রাক্ষসের হাতে দেখি নিকট মরণ ।
তোমা বিনা রাখে ইথে নাহি অন্যজন ॥
বশিষ্ঠ বলেন বধূ না করিহ ভয় ।
নৃপতি কল্মাষপাদ রাক্ষস এ নয় ॥
এতেক বলিতে দুষ্ট আইল নিকটে ।
মুনি গিলিবারে যান দশন বিকটে ॥
মুনির হুঙ্কারে দুষ্ট রহে কত দূরে ।
কমণ্ডলু-জল মুনি ফেলিল উপরে ॥
রাজ অঙ্গ হৈতে হৈল রাক্ষস বাহির ।
রাহু হৈতে যেন হৈল বাহির মিহির ॥
পূর্ব্বজ্ঞান হৈল রাজা পাইল চেতন ।
কৃতাঞ্জলি করি করে বশিষ্ঠে স্তবন ॥
অধম পাপিষ্ঠ আমি পাপে নাহি অন্ত ।
দয়া কর মুনিরাজ তুমি দয়াবন্ত ॥
কায়মনে আজি হৈতে তোমার কিঙ্কর ।
তব আজ্ঞাবর্ত্তী আমি যাবৎ কলেবর ॥
সূর্য্যবংশে জন্ম মম সৌদাস-নন্দন ।
হেন কর মোরে, নাহি নিন্দে কোন জন ॥
এত বলি নৃপবর আজ্ঞা যে পাইয়া ।
অযোধ্যানগরে পুনঃ রাজা হৈল গিয়া ॥
বধূসহ বশিষ্ঠ আইল নিজ ঘর ।
কত দিনে জন্মিল সে মুনি পরাশর ॥

পৌত্র দেখি বশিষ্ঠের শোক দূর হৈল।
অতি যত্নে মুনিরাজ বালকে পুষিল ॥
শিশুকাল হৈতে পরাশর মুনি।
বশিষ্ঠেরে পিতা জ্ঞান নিজ মনে জানি ॥
এক দিন পরাশর মায়ের গোচরে।
বাপ বাপ বলিয়া যে ডাকে বশিষ্ঠেরে ॥
শুনি অদৃশ্যন্তী শোক করিল প্রচুর।
রোদন করিয়া পুত্রে বলেন মধুর ॥
পিতৃহীন পুত্র তুমি বড় অভাগিয়া।
পিতামহে পিতা বলি ডাক কি লাগিয়া ॥
যেইকালে ছিলা তুমি আমার উদরে।
তোমার জনকে বনে খায় নিশাচরে ॥
মায়ের মুখেতে শুনি এতেক বচন।
বিশেষ মায়েরে দেখি শোকেতে ক্রন্দন ॥
ক্রোধেতে শরীর কম্পে লোহিত লোচন।
কি করিব হৃদয়ে চিন্তিল তপোধন ॥
এত বড় নিদারুণ নির্দ্দয় বিধাতা।
রাক্ষসের হাতে বিনাশিল মম পিতা ॥
আজ তাঁর সর্ব্বসৃষ্টি করিব নিধন।
না রাখিব ত্রিলোকে তাঁহার একজন ॥
এত যদি মনে কৈল শক্তির কুমার।
বশিষ্ঠ জানিল যে এ সব সমাচার ॥
মধুর বচনে তারে করেন প্রবোধ।
অকারণে তাত তুমি কেন কর ক্রোধ ॥
ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ক্রোধ না হয় উচিত।
ক্ষমা শান্তি ব্রাহ্মণের বেদের বিহিত ॥
কর্ম্ম অনুসারে শক্তি হইল নিধন।
তার প্রতি অনুশোচ কর অকারণ ॥
ক্রোধ শান্তি কর বাপু তত্ত্বে দেহ মন।
অকারণে সৃষ্টি কেন করিবা নিধন ॥

কৃতবীর্য্য চরিত ও ভৃগু পুত্র ঔর্ব্বের বৃত্তান্ত।

পূর্ব্বের বৃত্তান্ত বলি তোমার গোচর।
কৃতবীর্য্য ব'লে ছিল এক নরবর ॥
ভৃগুবংশে ব্রাহ্মণ তাঁহার পুরোহিত।
নানা যজ্ঞ ক্রিয়া রাজা কৈল অপ্রমিত ॥
সর্ব্বধন দিয়া রাজা গেল স্বর্গবাসে।
ধনহীন হৈল, যেই রাজা হৈল দেশে ॥
ভৃগুবংশ-দ্বিজগণে আনিল ধরিয়া।
মাগিল যতেক ধন দেহ ফিরাইয়া ॥
ভয়ে তবে দ্বিজগণ বলিল বচন।
যার গৃহে যত আছে দিব সব ধন ॥
এত শুনি ছাড়ি দিল সর্ব্ব দ্বিজগণ।
গৃহে আসি বিচার করিল সর্ব্বজন ॥
রাজভয়ে কোন' দ্বিজ সর্ব্বধন দিল।
কেহ কেহ কত ধন পুতিয়া রাখিল ॥
কত ধন দিল লৈয়া রাজার গোচর।
অল্পধন দেখিয়া রুষিল নরবর ॥
অনুচর হৈতে ভেদ পাইল রাজন্।
ঘরের ভিতরেতে পুতিল সর্ব্বধন ॥
সসৈন্যেতে গৃহ সব বেড়িল সে গিয়া।
বাহির করিল ধন যে ছিল পুতিয়া ॥
ধন দেখি ক্রোধ কৈল যত ক্ষত্রগণ।
ব্রাহ্মণে মারিতে আজ্ঞা করিল রাজন্ ॥
হাতে খড়্গ করিয়া যতেক রাজবল।
যতেক ব্রাহ্মণগণ কাটিল সকল ॥
বাল বৃদ্ধ যুবা সর্ব্ব যতেক আছিল।
দুগ্ধপোষ্য বালকাদি সকলি মারিল ॥
গর্ভবতী স্ত্রীগণের চিরিয়া উদর।
মারিল অনেক দ্বিজ দুষ্ট নরবর ॥
মহা কলরব হৈল ব্রাহ্মণনগরে।
প্রাণ লৈয়া স্ত্রীগণ পলায় দেশান্তরে ॥
একে ভৃগুপত্নী যে আছিল গর্ভবতী।
স্বামিগর্ভ রক্ষা হেতু বিচারিল সতী ॥
উদর হইতে গর্ভ উরুতে থুইয়া।
ক্ষত্রগণ ভয়েতে যায়েন পলাইয়া ॥
যতেক ক্ষত্রিয়গণ বেড়িল তাহারে।
যাইতে নাহিক শক্তি পূর্ণ-গর্ভভরে ॥
মহাভয়ে প্রসব হইল সেই স্থানে।
দশ সূর্য্যপ্রায় তেজ ধরয়ে নন্দনে ॥
দৃষ্টিমাত্র ক্ষত্রগণ সব অন্ধ হৈল।
কত শত ক্ষত্রগণ ভস্ম হৈয়া গেল ॥

যোড়হাতে স্তুতি করে যত ক্ষত্রগণে ।
ব্রাহ্মণীরে স্তুতি করে বিনয় বচনে ॥
পিতৃ-পিতামহ সর্ব্ব হইল সংহার ।
মহাক্রুদ্ধ হৈল তবে ভৃগুর কুমার ॥
মহাদুষ্ট ক্ষত্রগণ কৈল অবিচার ।
অনাথের প্রায় দ্বিজ করিল সংহার ॥
বিধাতার দুষ্ট কর্ম্ম জানিনু এক্ষণ ।
এই হেতু বিনাশ করিব ত্রিভুবন ॥
এত চিন্তি তপস্যা করয়ে ভৃগুবর ।
অনাহারে তপ ষাটি সহস্র বৎসর ॥
তপানলে তাপিত হইল ত্রিভুবন ।
হাহাকার কলরব করে সর্ব্বজন ॥
দেবগণ মিলি যুক্তি করিল তখন ।
নিবারণ হেতু পাঠাইল সর্ব্বজন ॥
ঔর্ব্ব প্রতি পিতৃগণ বলিল বচন ।
এত ক্রোধ কর বাপু কিসের কারণ ॥
আমা সবা হেতু দুঃখ ভাবহ অন্তরে ।
আমা সবা মারিবারে কার শক্তি পারে ॥
কাল উপস্থিত হৈল কর্ম্মের লিখন ।
সে কারণে ক্ষত্র হাতে হইল মরণ ॥
আপনার মনে জানি ক্ষমা কর মনে ।
হীনকর্ম্মে হীনতাপী নহে কোনজনে ॥
শম তপ ক্ষমা এই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ।
আমা সবে না রুচে তোমার ক্রোধকর্ম্ম ॥
পিতৃগণ-বচন শুনিয়া ঔর্ব্ব মুনি ।
কহেন কহিলা যত আমি সব জানি ॥
বিশেষ ক্ষত্রিয়গণ কৈল দুরাচার ।
দুষ্টে শাস্তি না করিলে মজিবে সংসার ॥
দুষ্টলোকে সমুচিত যদি ফল পায় ।
সংসারে তবেত লোক দুষ্টতা ছাড়য় ॥
অপ্রমিত কুকর্ম্ম করিল ক্ষত্রগণ ।
অল্পদোষে বিনাশিল অনেক ব্রাহ্মণ ॥
যখন ছিলাম আমি জননী-উদরে ।
ক্ষত্রভয়ে মম মাতা লইলেন উরে ॥
আর যত ব্রাহ্মণী পাইয়া গর্ভবতী ।
উদর চিরিয়া মারিলেক দুষ্টমতি ॥
অনাথের প্রায় করি মারিল সবারে ।
সে সব স্মরিয়া মম হৃদয় বিদরে ॥
হেন দুষ্টজনে যদি শাস্তি না হইবে ।
এইমত দুষ্টাচার ত্যাগ কে করিবে ॥
শক্তি আছে শাস্তি নাহি দেয় যেইজন ।
কাপুরুষ বলি তারে সংসারে ঘোষণ ॥
এই হেতু ক্রোধ মম হইল অপার ।
নিবৃত্ত না হবে কোপ, না করি সংহার ॥
ঔর্ব্ব প্রতি পুনরপি বলে পিতৃগণ ।
নিবৃত্ত করহ ক্রোধ শান্ত কর মন ॥
ক্রোধতুল্য মহাপাপ নাহিক সংসারে ।
তপ জপ জ্ঞান সব ক্রোধেতে সংহারে ॥
বিশেষ যতির ক্রোধ চণ্ডাল গণন ।
এ সব গণিয়া বাপু কর সংবরণ ॥
আমা সবাকার বাক্য না কর লঙ্ঘন ।
আমরা তোমার হই পিতৃ গুরুজন ॥
নিবৃত্ত করিতে যদি নাহিক শকতি ।
উপায় কহি যে এক শুন মহামতি ॥
ত্রৈলোক্য জনের প্রাণ জলের ভিতরে ।
জল বিনা মুহূর্ত্তেকে না বাঁচে সংসারে ॥
এ কারণে জলমধ্যে এড় ক্রোধানল ।
জলেরে হিংসিলে হিংসা পাইবে সকল ॥
ঔর্ব্ব বলে না লঙ্ঘিব সবার বচন ।
সমুদ্রে থুইল ক্রোধ ভৃগুর নন্দন ॥
অদ্যাপি মুনির ক্রোধ অনলের তেজে ।
দ্বাদশ যোজন নিত্য পোড়ে সিন্ধু মাঝে ॥
এত শুনি পরাশর ক্রোধে শান্ত হৈল ।
রাক্ষসে মারিব বলি অঙ্গীকার কৈল ॥
রাক্ষস আমার তাতে করিল ভক্ষণ ।
পিতৃবৈরী নিশাচরে করিব নিধন ॥
রাক্ষস বলিয়া না থুইব পৃথিবীতে ।
পরাশর মুনি এত দৃঢ় কৈল চিতে ॥
বশিষ্ঠের শক্তিতে না হইল বারণ ।
রাক্ষস-বধের যজ্ঞ কৈল আরম্ভণ ॥
পরাশর-যজ্ঞ-কথা অদ্ভুত কথন ।
সে যজ্ঞে হইল সব রাক্ষস-নিধন ॥

রাক্ষসের দুষ্টাচার জানিয়া সকল।
পরাশর মুনি হৈল জ্বলন্ত অনল ॥
বেদমন্ত্রে অগ্নি জ্বালি কৈল অঙ্গীকার।
সঙ্কল্প করিল সব রাক্ষস-সংহার ॥
যজ্ঞের অনল গিয়া উঠিল আকাশে।
মন্ত্রে আকর্ষিয়া যত আনয়ে রাক্ষসে ॥
গিরীন্দ্র নগর আদি কাননাদি গ্রাম।
দ্বীপ দ্বীপান্তরে যত রাক্ষসের ধাম ॥
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে।
হাহাকার কলরব করিয়া সশব্দে ॥
পুঞ্জ পুঞ্জ হৈয়া পড়ে অগ্নির ভিতরে।
ব্যাকুল হইয়া কেহ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
মহাতেজ মহাকায় মহাভয়ঙ্কর।
কার সপ্ত মুখ কার' অষ্টাদশ কর ॥
বিকট দশন রক্ত লোমাবলি দেহ।
কূপসম চক্ষুতে রহয়ে ঘন লোহ ॥
পর্ব্বত-আকার দেহ জিহ্বা লহ লহ।
বিপুল উদর কারো দেখি শুষ্ক দেহ ॥
কেহ প্রবেশিল ভয়ে পর্ব্বত-কোটরে।
প্রাণভয়ে কোনজন বৃক্ষ চাপি ধরে ॥
কেহ প্রবেশয়ে গিয়া সমুদ্র ভিতরে।
পাতালে প্রবেশে কেহ যায় দিগন্তরে ॥
কর্কট সিংহেতে যেন সলিল বরিষে।
লিখন না যায় যত অনলে প্রবেশে ॥
দশদিকে কলরব হৈল হাহাকার।
প্রলয়কালেতে যেন মজয়ে সংসার ॥
আকুল হইয়া কেহ শরীর আছাড়ি।
ভয়েতে কম্পয়ে তনু যায় গড়াগড়ি ॥
কোন রাক্ষসের নাহিক রক্ষণ।
যজ্ঞে লৈয়া আসে, মন্ত্রে করিয়া বন্ধন ॥
পরাশর-যজ্ঞে হৈল রাক্ষস-সংহার।
পৌলস্ত্য পাইল সে সকল সমাচার ॥
সৃষ্টিনাশ হইল চিন্তিত মুনিবর।
যথা যজ্ঞ করে মুনি চলিল সত্বর ॥
পৌলস্ত্যেরে দেখিয়া উঠিল মুনিগণ।
বসিবারে দিল দিব্য কনক-আসন ॥
চিত্তে ক্রোধ করিয়া বসিল মুনিবর।
পরাশরে চাহি মুনি করিল উত্তর ॥
বড় যশ উপার্জ্জিলা শক্তির নন্দন।
অনেক রাক্ষসগণে করিলা নিধন ॥
বেদশাস্ত্র জ্ঞাত হৈয়া কর হেন কর্ম্ম।
কোন্ বেদশাস্ত্রে আছে পরহিংসা ধর্ম্ম ॥
পৃথিবীতে দ্বিজ নাই তোমার বিচারে।
আর কোন দ্বিজ নাই কেহ তপ করে ॥
তোমার বিচারে শক্তি ছিল হীনজন।
সে কারণে কৈল তারে রাক্ষসে ভক্ষণ ॥
মৃত্যু বলি সংসারে আছয়ে মহাব্যাধি।
ত্রৈলোক্যে না পাই বাপু ইহার ঔষধি ॥
শত বৎসরেতে কিংবা সহস্র বৎসরে।
শরীর ধরিলে লোক অবশ্য যে মরে ॥
ব্যাঘ্র হস্তী হাতে কিংবা জলে ডুবি মরে।
শত শত ব্যাধি আর আছয়ে সংসারে ॥
যথায় যাহার মৃত্যু কর্ম্ম-নিবন্ধন।
কার আছে ক্ষমতা তা করয়ে খণ্ডন ॥
সকল জানহ তুমি শাস্ত্র-অনুসারে।
জানিয়া এমন কর্ম্ম কর অবিচারে ॥
বিশেষ আপন দোষে শক্তির নিধন।
মহাক্রোধ হৈল অল্প দোষের কারণ ॥
আপনার মৃত্যু শক্তি আপনি সৃজিল।
নৃপতিরে শাপ দিয়া রাক্ষস করিল ॥
অল্পদোষে মহাক্রোধ দ্বিজে অনুচিত।
সেই পাপে মৃত্যু তার কর্ম্ম-নিবন্ধিত ॥
রাক্ষসের কোন্ দোষ বুঝিলা আপনে।
অসংখ্য রাক্ষস ভস্ম কৈলা অকারণে ॥
যে কর্ম্ম করিলা তুমি দ্বিজের এ নয়।
দ্বিজক্রোধ হৈলে ক্ষণে হইবে প্রলয় ॥
ক্রোধ করি দ্বিজ যদি সংসার নাশিবে।
কাহার শকতি তবে পৃথিবী রাখিবে ॥
ক্রোধ শান্তি কর বাপু আমার বচনে।
অবশেষ যেই আছে করহ রক্ষণে ॥
আমার বচন যদি মনোরম নহে।
জিজ্ঞাসহ বশিষ্ঠে তোমার পিতামহে ॥

বশিষ্ঠ বলেন সত্য কহিলেন মুনি ।
পূর্ব্বে বলিয়াছি বাপু এ সব কাহিনী ॥
অকারণে হিংসাকর্ম্মে উপজয়ে পাপ ।
এ সব করিলে তুমি পাবে বড় তাপ ॥
এত শুনি পরাশর কৈল সমাধান ।
বহু যত্নে কৈল যজ্ঞ-অগ্নির নির্ব্বাণ ॥
নিবৃত্ত না হয় অগ্নি পূর্ব্ব অঙ্গীকারে ।
সঙ্কল্প করিল যত রাক্ষস সংহারে ॥
আহুতি না পেয়ে অগ্নি প্রবেশিল বনে ।
অদ্যাপি অনল উঠে কানন দাহনে ॥
গন্ধর্ব্ব বলিল শুন পাণ্ডুর নন্দন ।
কহিলাম এ সকল কথা পুরাতন ॥
বশিষ্ঠের ক্ষমা সম নাহিক সংসারে ।
বিশ্বামিত্র সংহারিল শতেক কুমারে ॥
তথাপিও তাঁরে ক্রোধ না করিল মুনি ।
যম হৈতে লৈতে পারে তথাপি না জানি ॥
কারণ বুঝিয়া মুনি অতি ক্ষমাবান্ ।
নৃপতি কল্মাষপাদে দিল পুত্রদান ॥
যে রাজা হইল হেতু শতপুত্রনাশে ।
তারে পুত্রবান্ কৈল আসন ঔরসে ॥
অর্জ্জুন বলেন কহ ইহার কারণ ।
কি কারণে হেন কর্ম্ম কৈল তপোধন ॥
একে ত পরের দারা, দ্বিতীয়ে অগম্য ।
কি কারণে বশিষ্ঠ করিল হেন কর্ম্ম ॥
গন্ধর্ব্ব বলিল শুন তার বিবরণ ।
শক্তি-শাপে নিশাচর হইল রাজন্ ॥
হেনকালে পথে দেখে ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ ।
রাজারে দেখিয়া পলাইল দুইজন ॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণে গিয়া ধরিল নৃপতি ।
ভয়েতে বিলাপ করে ব্রাহ্মণ-যুবতী ॥
কাতর হইয়া বলে বিনয়-বচন ।
পৃথিবীর রাজা তুমি সৌদাস-নন্দন ॥
তোমার বংশেতে সবে দ্বিজের কিঙ্কর ।
ব্রাহ্মণেরে বধ না করিও নরবর ॥
আজি মম প্রথম হৈয়াছে ঋতুস্নান ।
প্রথম দিবসে নাহি যাই স্বামিস্থান ॥

অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হৈয়াছ যদি তুমি ।
আমারে ভক্ষণ কর ছাড় মম স্বামী ॥
এতেক কাতর বাণী ব্রাহ্মণী বলিল ।
সহজে অজ্ঞান রাজা শুনে না শুনিল ॥
ব্যাঘ্রে যেন পশু ধরি করয়ে ভক্ষণ ।
ঘাড় ভাঙ্গি রক্তপান কৈল ততক্ষণ ॥
ব্রাহ্মণের মৃত্যু দেখি ব্রাহ্মণী বিকল ।
আনিয়া বনের কাষ্ঠ জ্বালিল অনল ॥
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি ডাকি বলে ভূপে ।
ওরে দুষ্ট দুরাচার শুন মম শাপে ॥
মম ঋতু ভুঞ্জিতে না পাইলেন স্বামী ।
এই মত নিরাশ হইবে দুষ্ট তুমি ॥
স্ত্রী স্পর্শ করিলে তোর অবশ্য মরণ ।
এ শাপ দিলাম তোরে নহিবে খণ্ডন ॥
সূর্য্যবংশ-কারণ জানাই উপদেশে ।
বংশরক্ষা হবে তোর ব্রাহ্মণ-ঔরসে ॥
এত বলি ব্রাহ্মণী পড়িল অগ্নিমাঝ ।
দ্বাদশ বৎসর বনে ফিরে মহারাজ ॥
বশিষ্ঠ হইতে মুক্ত হইয়া রাজন্ ।
চেতন পাইয়া দেশে করিল গমন ॥
স্নান দান জপ হোম করিল ভূপতি ।
শয়ন করিতে গেল যথা মদয়ন্তী ॥
মদয়ন্তী বলে রাজা নাহিক স্মরণ ।
ব্রাহ্মণী দিলেন শাপ দারুণ বচন ॥
স্ত্রী স্পর্শ করিলে তব হইবে মরণ ।
সে কারণে মম অঙ্গ না ছুঁয়ো রাজন্ ॥
রাণীর বচনে নিবর্ত্তিল নরপতি ।
বংশরক্ষা-কারণে চিন্তিত মহামতি ॥
বশিষ্ঠ হইতে হবে শুনি [illegible] ।
ভার্য্যা নিয়োজিত কৈল বশিষ্ঠ মুনিকে ॥
বশিষ্ঠ হইতে তাঁর হইল সন্তাত ।
সূর্য্যবংশ রাখিল বশিষ্ঠ মহামতি ॥
এত শুনি অর্জ্জুন হইল হৃষ্টমন ।
গন্ধর্ব্বেরে বলিলেন বিনয়-বচন ॥
এসব শুনিয়া মম ব্যগ্র হৈল মন ।
পুরোহিত-যোগ্য কোথা পাইব ব্রাহ্মণ ॥

[illegible] ॥
[illegible] দিয়া [illegible] হবে স্থল।
[illegible] তপোধন॥
[illegible] তারে করহ বরণ।
[illegible] শুনি পার্থ হন প্রসন্নমন॥
[illegible] কালে অস্ত্র সব দিব তোমারে।
[illegible] এ সব অস্ত্র দিও তুমি মোরে॥
[illegible] শুনি গন্ধর্ব হইল হৃষ্টমন।
[illegible] পঞ্চ ভায়ে কৈল আলিঙ্গন॥
[illegible] হইয়া গেল আপন আলয়।
[illegible] তীর্থে গেল কুন্তীর তনয়॥
[illegible] করি ধৌম্যে করিল বরণ।
[illegible] কৈল ধৌম্য আশীষ-বচন॥
[illegible] সহ পঞ্চ ভাই পাঞ্চালে চলিল।
[illegible] বহু ব্রাহ্মণ দেখিল॥
[illegible] কে তোমরা পঞ্চজন।
[illegible] আইসহ কোথায় গমন॥
[illegible] একচক্রা হৈতে।
[illegible] জননী সহিতে॥
[illegible] মোদের সংহতি।
[illegible] পাঞ্চালের প্রতি॥
[illegible] পাইবে বহু ধন।
[illegible] চলহ পঞ্চজন॥
[illegible] জনে যদি পাঞ্চালী দেখিবে।
[illegible] অবশ্য বরিবে॥
[illegible] সহিতে।
[illegible] উপনীত॥
[illegible]

[illegible] ॥
[illegible] কন্যা [illegible] সুন্দরী।
[illegible] করিল চিত্তে পাঞ্চাল-অধিকারী॥
এ কন্যার যোগ্যবর বীর ধনঞ্জয়।
এ কন্যার যোগ্যপাত্র আর কেহ নয়॥
জতুগৃহে মরিল যে পাণ্ডুর নন্দন।
হেনমতে ধ্বনি হৈল ঘোষে সর্বজন॥
দ্রুপদ বলিল হেন চিত্তে নাহি লয়।
দেব হৈতে জন্মে পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়॥
বহুদেশে দূত গিয়া কৈল অন্বেষণ।
না পাইল পাণ্ডবেরে চিন্তিত রাজন্॥
হেন ধনু কৈল যাহা কেহ নাহি দেখে।
শূন্যেতে রাখিল ধনু অসম্ভব লোকে॥
মধ্যপথে যন্ত্র থুইল মন্ত্র বিরচিতে।
পঞ্চশর সহ ধনু থুইল সভাতে॥
এই ধনুঃ শর এই যন্ত্ররন্ধ্রপথে।
যে বিন্ধিবে লক্ষ্য, কন্যা দিব তার হাতে॥
করিল দ্রুপদ রাজা এইমত পণ।
রাজগণে সর্বত্র করিল নিমন্ত্রণ॥
সাগর অবধি যত রাজগণ বৈসে।
সসৈন্যে আইল সবে পাঞ্চালের দেশে॥
জল স্থল পর্বত কানন নদ নদী।
দশদিক্ যুড়িয়া আইসে নিরবধি॥
ধ্বজ ছত্র পতাকায় ঢাকিল মেদিনী।
লোকমুখে কলরবে কিছুই না শুনি॥
নগর ঈশানভাগে পাঞ্চাল ঈশ্বর।
রচিল বিচিত্র সভা লোক-মনোহর॥
চতুর্দিকে পরিসর মঞ্চ বিরচিল।
বিচিত্র বসন ভূমি রতনে মণ্ডিল॥
কৈলাসশিখর যেন দেখিতে সুন্দর।
রাজগণ বসিবারে বিরচিল ঘর॥
সুবর্ণ রজত মণি মুকুতা প্রবাল।
[illegible] সুবর্ণের [illegible]॥
[illegible]

চন্দনে [illegible]
সুগন্ধি [illegible] ।
স্থানে স্থানে রাখিল বিচিত্র সিংহাসন ।
বিচিত্র উত্তম শয্যা বিচিত্র বসন ॥
চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় লিখনে না যায় ।
বহুদিনে সঞ্চয় করিল তাহা রায় ॥
বসিল যতেক রাজা যথাযোগ্য স্থানে ।
পুরন্দর সভা যেন অমরভুবনে ॥
মঞ্চের উপরেতে বসিল রাজগণ ।
নানা চিত্র বিচিত্র বিবিধ ভূষণ ॥
রূপবন্ত কুলবন্ত বলে মহাবলী ।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ সর্ব্বগুণশালী ॥
আইল যতেক রাজা না হয় বর্ণনা ।
চতুরঙ্গ দলেতে লইয়া নিজ সেনা ॥
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতির শতেক কুমার ।
দুর্য্যোধন দুঃশাসন সহ যত আর ॥
ভীষ্ম দ্রোণ দ্রৌণি কর্ণ কৃপ সোমদত্ত ।
কোটি কোটি রথ অশ্ব পদাতিক মত্ত ॥
জরাসন্ধ জয়সেন রাজ চক্রসঙ্গ ।
মৎস্যরাজ শল্য শাল্ব সিন্ধুরাজ রঙ্গ ।
শকুনি সৌবল বৃহদ্বল মহাবীর ।
গান্ধার রাজার পুত্র যুদ্ধে অতি ধীর ॥
অংশুমান চেদিপাল কাশীদণ্ডধর ।
শিশুপাল শ্বেতশঙ্খ বিরাট্ উত্তর ॥
প্রতিভূতী পুণ্ডরীক বাসুদেব রাজা ।
রুক্মাঙ্গদ রুক্মরথ রুক্মী মহাতেজা ॥
শত ভাই সহিত ভূপতি অনুগত ।
বিন্দ অনুবিন্দ চিত্রসেন জয়দ্রথ ॥
নীলধ্বজ শ্রীবৎস যে রাজা সত্রাজিত ।
চিত্র উপচিত্র দুর্ব্বাননের সহিত ॥
ভূরি ভূরিশ্রবা কেতু সুশর্ম্মা সঞ্জয় ।
গোশৃঙ্গ বাহ্লীক দীর্ঘ[illegible] প্রা[illegible] ॥
যথাযোগ্য স্থানেতে বসিল [illegible] ।
শরদের [illegible] ॥
দ্রৌপদী [illegible]

[illegible] ।
দেবতা [illegible] কোটি [illegible] ।
সিদ্ধ বিদ্যাধর যত অপ্সর অপ্সরী ।
নৃত্য-গীত-বাদ্যেতে যেমন স্বর্গপুরী ॥
গরুড়ারোহণে আইলেন জগন্নাথ ।
পাণ্ডব-বিবাহ হেতু যদুবংশ সাথ ॥
কামপাল কামদেব কামের নন্দন ।
গদ শাম্ব চারুদেষ্ণ সাত্যকি সারণ ॥
শূন্যেতে রহিল খগপতি আরোহণে ।
করিলেন শঙ্খধ্বনি স্বয়ং নারায়ণে ॥
পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদে ত্রৈলোক্য মোহিল ।
পৃথিবীর যত বাদ্য সব লুকাইল ॥
যত সভ্যগণ সভামধ্যে বসেছিল ।
গোবিন্দ আগত দেখি সম্ভ্রমে উঠিল ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ সত্যসেন সত্রাজিত ।
শল্য ভূরিশ্রবা ক্রথ কৌশিক সহিত ॥
কৃতাঞ্জলি করি শিরে কৈল দণ্ডবৎ ।
দেখিয়া হাসিল দুষ্ট রাজগণ যত ॥
শিশুপাল আর শাল্ব রুক্মী দন্তবক্র ।
জরাসন্ধ সহ যত রাজা দুষ্টচক্র ॥
কেহ বলে কারে সবে করিলা প্রণাম ।
দেব কি পশুত্ব খণ্ডি পূরাইবে কাম ॥
করতালি দিয়া হাসি বলে শিশুপাল ।
সবা হৈতে ভাল শঙ্খ বাজায় গোপাল ॥
তেঁই সে দ্রুপদ বরিয়াছেন ইহারে ।
বাদ্যকরগণ সহ বাদ্য করিবারে ॥
জরাসন্ধ বলে ভীষ্ম তুমি জ্ঞানবান্ ।
তোমা হেন জন কেন হৈল অজ্ঞান ॥
এ সভার মধ্যেতে কহব কেন কথা ।
গোপসুতে প্রণাম কি করিলে [illegible] ॥
নন্দগোপ-গৃহেতে পালিল চিরকাল ।
গোপ-অন্ন খাইয়া [illegible] ॥
[illegible]
জানিয়া [illegible]
ভীষ্ম [illegible]

[illegible]লের চরিত্র বেদের অগোচর।
[illegible] কে কহিতে পারে ত্রৈলোক্য ভিতর॥
[illegible]াণ্ড বলি যে এক চতুর্দ্দশ লোকে।
বিরাট পুরুষ ধরে এক লোমকূপে॥
[illegible] অর্ব্ব কোটি সে ব্রহ্মাণ্ড ধরে গায়।
এমত বিরাট যাঁর নিশ্বাসে প্রলয়॥
সেই প্রভু আপনি গোপাল-অবতার।
[illegible]াতে মানবদেহ দেব নিরাকার॥
লীলায় হইল যাঁর চরাচর জন।
নাভি-কমলেতে সৃষ্টি করিল সৃজন॥
ললাটে জন্মিল ধাতা চক্ষেতে তপন।
মনেতে জন্মিল চন্দ্র নিশ্বাসে পবন॥
[illegible] কীট হইতে যতেক মহীপাল।
সর্ব্বভূতে মায়ারূপে আছয়ে গোপাল॥
কর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা পুরুষ সনাতন।
সেই সে মস্তকে বন্দে গোপাল-চরণ॥
[illegible] মুখে অনুক্ষণ প্রণমে মহেশ।
চারি মুণ্ডে বিধাতা সহস্র মুণ্ডে শেষ॥
[illegible] প্রণমিতে আমি কিহে গণি।
[illegible]ানেতে হেন কথা কহ নৃপমণি॥
[illegible]মের বচন শুনি হাসে জরাসন্ধ।
কোন্ মূঢ়-বাক্যে তুমি পড়িয়াছ ধন্ধ॥
[illegible] মারিল দুষ্ট আমার জামাতা।
[illegible] না শুনিলাম এ দুরন্ত কথা॥
[illegible] তাঁর এই যদি দেব নারায়ণ।
আমার ভয়েতে পলাইল কি কারণ॥
[illegible] বলিলেন আমি সে সকল জানি।
[illegible] জানিয়া বলি চিত্তে না ভাবিও তুমি॥
[illegible] ছিলা রাজা তুমি দৈত্য-অধিপতি।
[illegible] মরিলে পাইবে দিব্যগতি॥
[illegible] নারায়ণ তোমা না মারিল।
[illegible] মারিতে চাহিল॥
[illegible] বলি তোমা না মারিল প্রাণে।
[illegible] পলাইল রণ॥
[illegible]॥

কি হেতু [illegible]
এই আমি এথা হৈতে যাই অন্য স্থান॥
কৃষ্ণনিন্দা স্থানে আমি তিলেক না থাকি
নিন্দুকেরে মারি কিংবা সে স্থান উপেক্ষি
এত বলি তথা হৈতে যান অন্য স্থান।
কাশীরাম বিরচিল শুনে পুণ্যবান্॥

——

দ্রৌপদীর সভায় আগমন।

হেনমতে তথায় ষোড়শ দিন গেল।
এক লক্ষ রাজা তবে সভায় বসিল॥
তবে রাজা দ্রুপদ আনিয়া ধাত্রীগণ।
আজ্ঞা কৈল দ্রৌপদীরে করিতে সাজন॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা সর্ব্ব ধাত্রীগণ।
নানা অলঙ্কার অঙ্গে করিল ভূষণ॥
দ্রৌপদীর পুরোহিত পড়িয়া মঙ্গল।
যাত্রা কৈল সভামধ্যে পূজিয়া অনল॥
সভামধ্যে যখন দ্রৌপদী উপনীত।
দেখি সব রাজগণ হইল মূর্চ্ছিত॥
কামাগ্নি দহিল চিত্তে হৈল অচেতন।
চিত্রের পুত্তলিপ্রায় সব রাজগণ॥
কেহ কেহ সেই স্থানে পড়িল মোহিয়া।
গড়াগড়ি যায় কেহ অজ্ঞান হইয়া॥
সচেতন হৈয়া কেহ নাহি চায় আর।
কেহ কেহ জীবন বাখানে আপনার॥
ধন্য এ জীবন যাহে দেখিনু এ রূপ।
পাইব এ কন্যা চিত্তে করে কোন ভূপ॥
হেনমতে রাজগণ বিস্ময় অন্তর।
কাশীরাম বিরচিল রচিয়া পয়ার॥

——

দ্রৌপদীর রূপবর্ণন।

পূর্ণ সুধাকর, হইতে প্রবর,
বিকচ কমল মুখ।
গজমতি ভুষা, তিলফুল নাসা,
দেখি মুনি-মন সুখ॥
[illegible] দেখিয়া হরিণ,

চারু ভুজলতা, দেখিয়া মন্মথ,
নিন্দে নিজ শরাসন ॥
প্রশ্রীধর, বিরাজে অধর,
পূর্ব্বীয় অরুণ ভালে।
নিন্দে কাদম্বিনী, স্থির সৌদামিনী,
সিন্দুর চাঁচর ভালে ॥
তড়িত মণ্ডল, কর্ণেতে কুণ্ডল,
হিমাংশু মণ্ডল আড়ে।
দেখি কুচকুম্ভ, লজ্জায় দাড়িম্ব,
হৃদয় ফাটিয়া পড়ে ॥
কণ্ঠ দেখি কম্বু, প্রবেশিল অম্বু,
অগাধ অম্বুধি মাঝে।
নিন্দিত মৃণাল, ভুজ দেখি ব্যাল,
প্রবেশিল বিলে লাজে ॥
মাজা দেখি ক্ষীণ, প্রবেশে বিপিন,
করি-অরি হরি লাজে।
করে কোকনদ, পাইল বিপদ,
নখরেতে দ্বিজরাজে ॥
কনক-কঙ্কণ, করে ঝন্ ঝন্,
চরণে নূপুর হংস।
জঘন সুন্দর, বিহার কন্দর,
স্বর্ণকাঞ্চী অবতংস ॥
রামরম্ভা তরু, চারু যুগ্ম ঊরু,
দেখি নিন্দে যত হাতী।
উদর সুকৃশ, মাজা মৃগ-ঈশ,
নিতম্বযুগল ক্ষিতি ॥
নীল সুকোমল, শরীর অমল,
কমলে গঠিত অঙ্গ।
ভারের কারণ, হীন আভরণ,
সহজে মোহে অনঙ্গ ॥
কমল-বদন, কমল-নয়ন,
কমলগঞ্জিত গণ্ড ॥
দ্বি-কর কমল, কমলাংঘ্রি তল,
যুগ কমলের দণ্ড ॥
মন্দ মন্দ [illegible] যোজনেক গন্ধ,
হইয়া উন্মত্ত, ধায় চতুর্দ্দিক,
কমল মধুপবৃন্দ ॥
কুরুকুল-ধ্বংসে, কমলার অংশে,
সৃজিত কমলজাত।
কমলা-বিলাসী, যদি কহে কাশী,
কমলাকান্তের সুত ॥

রাজাদিগের লক্ষ্যভেদে উদ্যোগ।

দ্রৌপদীর রূপ দেখি মোহে নৃপগণ।
শীঘ্রগতি সকলে উঠিল ততক্ষণ ॥
হুড়াহুড়ি করি সবে যায় বায়ুবেগে।
সবে বলে রহ, লক্ষ্য আমি বিন্ধি আগে ॥
সুহৃদে সুহৃদে তবে উপজিল দ্বন্দ্ব।
ধনুক বেড়িয়া দাঁড়াইল নৃপবৃন্দ ॥
তবে মগধের পতি জরাসন্ধ রাজা।
রাজচক্রবর্ত্তী ক্ষত্রকুলে মহাতেজা ॥
ধনুক তুলিয়া সে ঝাঁকারে পুনঃ পুনঃ।
নোয়াইয়া ধনুহুলে দিতে গেল গুণ ॥
অতিশয় বিপুল সে ধনুকের ভরে।
মূর্চ্ছা হ'য়ে নৃপতি পড়িল কতদূরে ॥
তবে দুর্য্যোধন দম্ভ করিয়া বহুল।
ধনু ধরি জানু পাতি নোওাইল হুল ॥
মুখে রক্ত উঠিল কম্পিত কলেবর।
কতদূরে মূর্চ্ছা হৈয়া ধূলায় ধূসর ॥
তবে মৎস্য-অধিপতি বিরাট রাজন।
ঠেলাঠেলি করি ধনু নিল প্রাণপণ ॥
তুলিতে সে নারিল ছাড়িতে না পারিল।
হাসিয়া সুশর্ম্মা রাজা কাড়িয়া লইল ॥
কন্যাকে দেখিয়া বুড়া খাইলি কি লাজ।
লক্ষ্য বিন্ধিবার ছলে হাসালি সমাজ ॥
তুলিতে নাহিক শক্তি বিন্ধিবারে যাও।
এই মুখে মৎস্যদেশে রাজভোগ খাও ॥
এত বলি [illegible] তুলিলেক ধনু।
দেখিয়া কীচক বীর ক্রোধে কাঁপে তনু ॥
কতদূরে [illegible] ॥

পায়ে চাপি ধরি ধনু গুণ দিতে যায়।
কতদূরে পড়িল হইয়া মৃতপ্রায় ॥
মত্ত দশ সহস্র মাতঙ্গ পরাক্রম।
ধনুকে দিবার গুণ না হইল ক্ষম ॥
শিশুপাল মহারাজ চেদীর ঈশ্বর।
বড় লজ্জা পাইল সে সভার ভিতর ॥
লজ্জাভয়ে প্রাণপণে নোঙাইল ধনু।
না পারিল ধৈর্য্য হৈতে হীনবীর্য্য তনু ॥
ধনুহুলে চিবুক লাগিয়া উলটিল।
কতদূরে রাজগণ উপরে পড়িল ॥
মুকুট ভাঙ্গিল, তনু হৈল মহাক্ষীণ।
মৃতপ্রায় হইয়া রহিল দণ্ড তিন ॥
একে একে যত ছিল নৃপতির গণ।
রুক্মী ভগদত্ত শল্য শাল্ব নৃপগণ ॥
বাহ্লীক কলিঙ্গ কাশী ভোজ নরপতি।
চন্দ্রসেন মদ্রসেন পৌরব প্রভৃতি ॥
সত্যসেন সুষেণ রোহিত বৃহদ্বল।
দীর্ঘপিঙ্গকেশী দন্তবক্র মহাবল ॥
বলবন্ত কুলবন্ত ক্ষত্রিয়প্রধান।
ষোল লক্ষ নরপতি সবে বলবান ॥
একে একে সবাই বুঝিল পরাক্রম।
ধনু নোঙাইতে কেহ না হইল ক্ষম ॥
কোথায় ধনুক পড়ে কোথায় আপনি।
কোথা পড়ে কুণ্ডল মুকুট রত্নমণি ॥
কাহার ভাঙ্গিল হাত ঘাড় স্কন্ধ নাক।
মুখে রক্ত উঠে কার' ঝলকে ঝলক ॥
বড় বড় ভূপতির দেখি অপমান।
ভয়ে আর কেহ না হইল আগুয়ান ॥
প্রথমে বিন্ধিব বলি হৈল মহাগোল।
লজ্জায় কাহার' মুখে নাহি আর বোল ॥
দম্ভ করি উঠিয়া বসিল অধোমুখে।
লজ্জিত হইয়া, পৃষ্ঠ করিয়া ধনুকে ॥
অজেয় জানিয়া সবে বিপুল ধনুক।
যত ক্ষত্রকুল সবে হইল বিমুখ ॥
রাজগণ যখন হইল ভঙ্গীয়ান।
করযোড় করি বলে পঞ্চাল-প্রধান ॥
অবধান কর যত রাজার সমাজ।
স্বয়ংবর করিয়া যে পাইলাম লাজ ॥
নিমন্ত্রিয়া অনিলাম যত রাজগণ।
না হইল কার্য্যসিদ্ধি করি প্রাণপণ ॥
সবে বলে রাজা তোর না বুঝি চরিত।
কভু নাহি দেখি হেন ধনু বিপরিত ॥
বহু স্থানে এমত আছয়ে লক্ষ্যপণ।
লক্ষ্য বিন্ধি সবে লইয়াছে কন্যাগণ ॥
এতাদৃশ ধনু কভু নাহি দেখি শুনি।
ধনুভরে মূর্চ্ছা হৈল সব নৃপমণি ॥
বিন্ধিবার কার্য্য থাক্ গুণ দিতে নারি।
আমা সবা বিড়ম্বিতে করেছ চাতুরী ॥
বহু ধনু দেখিয়াছি আমা সবা জ্ঞানে।
ধনু হেন দেখি নাই শুনি নাই কাণে ॥
মদ্ররাজ পূর্ব্বে কন্যা স্বয়ংবর কৈল।
যোজনেক উচ্চ রাধাচক্র করেছিল ॥
তাহাতেও গুণ দিল কোন কোন জনা।
লক্ষ্য বিন্ধি বাসুদেব লভিলা লক্ষ্মণা ॥
ভগদত্ত নৃপতির কন্যা ভানুমতী।
সেও এইমত পণ করিল ভূপতি ॥
দুর্জ্জয় ধনুক কৈল জানে সর্ব্বজনা।
সে ধনু নহিবে যে এ ধনুর তুলনা ॥
তাহাতেও গুণ দিয়াছেন রাজগণে।
কর্ণ লক্ষ্য বিন্ধি, কন্যা দিল দুর্য্যোধনে ॥
জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল মুনি সম্বোধনে।
কহ মুনি কর্ণ লক্ষ্য বিন্ধিল কেমনে ॥
কহ শুনি ভানুমতী-স্বয়ংবর-কথা।
কোন্ কোন্ রাজগণ গিয়াছিল তথা ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভব-বারি ॥

ভানুমতীর স্বয়ংম্বর।

মুনি বলে অবধান কর নরপতি।
প্রাগ্‌দেশে ভগদত্ত-কন্যা ভানুমতী ॥
ভূপতি করিল সেই কন্যা স্বয়ংবর।
নিমন্ত্রিয়া আনাইল যত নরবর ॥

দুর্য্যোধন শত ভাই ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ।
কলিঙ্গ কামদ মৎস্য পঞ্চাল-নন্দন ॥
রাজচক্রবর্ত্তী জরাসন্ধ মহাতেজা।
স্বয়ংবরে গেল আশী সহস্রেক রাজা ॥
হেনমতে রাজগণ করিল গমন।
ভগদত্ত ভূপতি করিল নিবেদন ॥
এইমত মৎস্য লক্ষ্য উচ্চার্দ্ধ যোজন।
এই ধনুর্ব্বাণে বিন্ধিবেক যেইজন ॥
সেই মম কন্যা লভিবেক ভানুমতী।
এত বলি কন্যা আনাইল শীঘ্রগতি ॥
ভানুর প্রকাশে যেন তিমির বিনাশ।
ভানুমতী-রূপে যেন করিল প্রকাশ ॥
দেখিয়া মোহিত হৈল যত রাজগণ।
ষোড়শ কলাতে যেন চন্দ্রের শোভন ॥
তবে যত রাজগণ উঠি একে একে।
কারো শক্তি গুণ দিতে নারিল ধনুকে ॥
জরাসন্ধ মহারাজ ধনুক লইয়া।
বহু শক্তি দিল গুণ ধনু নোঙাইয়া ॥
লক্ষ্যের উদ্দেশে বাণ এড়িল ভূপতি।
নারিল বিন্ধিতে লক্ষ্য তাহার শকতি ॥
লক্ষ্য পরশিয়া বাণ পড়িল ভূতলে।
সে লাজ পাইয়া ধনু হাত হৈতে ফেলে ॥
যত সব রাজগণ হইল বিমুখ।
কারো শক্তি নোঙাইতে নারিল ধনুক ॥
সবারে বিমুখ দেখি প্রাগ্‌দেশপতি।
করযোড়ে কহে সব ভূপতির প্রতি ॥
কেহ নাহি পারে লক্ষ্য বিন্ধিতে রাজন।
আজ্ঞা কর কোন্ কর্ম্ম করিব এখন ॥
রাজগণ বলে শক্তি নাই মো-সবার।
উপায় করহ চিন্তে যে হয় বিচার ॥
যে পারিবে সে লইবে তোমার কুমারী।
কারো শক্তি তারে কিছু বলিতে না পারি ॥
এত শুনি কহিতে লাগিল ভগদত্ত।
অস্ত্রধারী হইয়া আছয়ে ইথে যত ॥
এই ভাষা পুনঃ পুনঃ বলিল রাজন্।
শুনিয়া উঠিল তবে বীর বৈকর্ত্তন ॥
আকর্ণ পূরিয়া ধনু দিলেন টঙ্কার।
লক্ষ্যের উদ্দেশে বাণ করিল প্রহার ॥
মহাপরাক্রম কর্ণ হয় দৃষ্টিভেদী।
এক বাণে মৎস্যচক্র ফেলাইল ছেদি ॥
দেখি হৃষ্টমতি তবে হৈল ভানুমতী।
কর্ণগলে মাল্য দিতে যায় শীঘ্রগতি ॥
পাছু হৈয়া মাল্য দিতে কর্ণ নিবারিল।
দেখিয়া সকল রাজা বিস্মিত হইল ॥
রহ রহ বলি ডাকে জরাসন্ধ রাজা।
শুনিয়া বলিল সূর্য্যপুত্র মহাতেজা ॥
কর্ণ বলে লক্ষ্য বিন্ধিলাম এ সভাতে।
ভানুমতী আইল আমারে মাল্য দিতে ॥
মৈত্র হেতু আমি তারে করিনু বারণ।
তুমি নিবারহ তারে কিসের কারণ ॥
জরাসন্ধ বলে অর্দ্ধভাগী হই আমি।
মম গুণ দিয়া ধনু বিন্ধিয়াছ তুমি ॥
গুণ দিলে ধনুক অর্দ্ধেক হয় তার।
হয় কিনা বুঝ সবে করিয়া বিচার ॥
এত শুনি কহিলেন যতেক ভূপতি।
সত্য কহিলেন জরাসন্ধ মহামতি ॥
গুণদাতা জনের অর্দ্ধেক অধিকার।
ভানুমতী উপরে স্বামিত্ব দোঁহাকার ॥
এক্ষণে ইহার এই দেখি যে বিধান।
দোঁহাকার মধ্যে যে হইবে বলবান ॥
ভানুমতী কন্যা লভিবেক সেইজন।
এইমত কহিল সকল রাজগণ ॥
শুনি কর্ণ ডাকি বলে জরাসন্ধ প্রতি।
মিথ্যা দ্বন্দ্ব অকারণে কর নরপতি ॥
কন্যালোভে দ্বন্দ্ব এবে কর অকারণে
ইহার উচিত ফল পাবে মম স্থানে ॥
গুণ দিতে ধনু আমি পারি শতবার।
হেন লক্ষ্য বিন্ধিবারে ক্ষমতা আমার
আবার তথায় লক্ষ্য রাখ ল'য়ে পুনঃ।
পুনঃ আমি বিন্ধিব ধনুকে দিয়া গুণ ॥
নতুবা আইস দোঁহে করিব সমর।
এত বলি ডাকে বীর কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥

শুনিয়া ধাইল জরাসন্ধ নরপতি।
দোঁহাকার অঙ্গে অস্ত্র বিন্ধে শীঘ্রগতি ॥
নানা অস্ত্র কর্ণবীর করে বরিষণ।
নিবারয়ে তাহা বৃহদ্রথের নন্দন ॥
প্রাণপণে ঘোর যুদ্ধ হৈল দোঁহাকার।
ধনু এড়ি গদা লৈল মগধকুমার ॥
গদাযুদ্ধে অধিক কুশল মহারথ।
গদাঘাতে চূর্ণ সে করিল কর্ণরথ ॥
সারথি তুরঙ্গ রথ আদি চূর্ণ হৈল।
লাফ দিয়া কর্ণবীর ভূমিতে পড়িল ॥
আর রথে চড়ি অস্ত্র করে বরিষণ।
সেই রথ চূর্ণ তবে করিল তখন ॥
মার মার করিয়া ভীষণ ঘোর ডাকে।
বায়ুবেগে গদা বীর ফিরায় মস্তকে ॥
মেঘের বর্ষণাধিক কর্ণ অস্ত্র এড়ে।
গদায় ঠেকিয়া অস্ত্র ধূলি হৈয়া পড়ে ॥
হেনমতে কতক্ষণ হইল সমর।
ক্রোধে দিব্যঅস্ত্র কর্ণ এড়ে ধনুর্দ্ধর ॥
খণ্ড খণ্ড করি গদা কাটিয়া ফেলিল।
আর গদা লৈয়া বীর কর্ণে প্রহারিল ॥
সেই গদা কাটি কর্ণ কৈল খান খান।
আর গদা নিল পুনঃ মগধ প্রধান ॥
পুনঃ পুনঃ জরাসন্ধ যত গদা লয়।
সেইক্ষণে কাটে তাহা সূর্য্যের তনয় ॥
বহু গদা কাটা গেল গদা নাহি আর।
কর্ণ প্রতি বলে তবে মগধকুমার ॥
আমি অস্ত্রহীন তুমি হও অস্ত্রধারী।
অস্ত্র ত্যজি এস দোঁহে বাহুযুদ্ধ করি ॥
শুনি কর্ণ সেইক্ষণে এড়ি ধনুঃ শর।
বাহুযুদ্ধ করে দোঁহে ভূমির উপর ॥
মুণ্ডে মুণ্ডে ভুজে ভুজে বুকে বুকে তাড়ি।
চরণে চরণে বাঁধি যায় গড়াগড়ি ॥
পদাঘাত করাঘাত মুষ্টির প্রহার।
চট্ চট্ শব্দ বাজে অঙ্গে দোঁহাকার ॥
কোথায় পড়িল রত্ন কণ্ঠহার ছিঁড়ে।
আপনার মুকুট গেল চূর্ণ হ'য়ে উড়ে ॥
দোঁহাকার সংগ্রাম যে না হয় বিরাম।
পূর্ব্বে সীতা হেতু যেন রাবণ-শ্রীরাম ॥
সূর্য্যের নন্দন কর্ণ সূর্য্য-পরাক্রম।
ক্রোধমূর্ত্তি দেখি যেন কালান্তক যম ॥
ভুজবলে জরাসন্ধে পাড়িল ভূতলে।
বুকে চাপি বসিয়া চাপিয়া ধরে গলে ॥
জরাসন্ধ-সঙ্কট দেখিয়া রাজগণ।
হাহাকার করিয়া করিল নিবারণ ॥
হারি অপমান হৈয়া মগধের পতি।
আপন দেশেতে গেল হৈয়া দুঃখমতি ॥
তবে ভানুমতী লৈয়া ভানুর নন্দন।
দুর্য্যোধন অগ্রে লৈয়া দিল ততক্ষণ ॥
তুষ্ট হৈয়া দুই মিত্র করে কোলাকুলি।
ভানুমতী লৈয়া গেল নিজ দেশে চলি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম কহে সদা শুনে পুণ্যবান ॥

শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের কথোপকথন।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ মুনিবর।
তার পর কি করিল পঞ্চাল-ঈশ্বর ॥
মুনি বলে অবধান কর নৃপমণি।
পুনঃ পুনঃ রাজগণ বলে কটুবাণী ॥
উপহাস করিবারে নৃপতিমণ্ডলে।
মিথ্যা স্বয়ংবর করি নিমন্ত্রি আনিলে ॥
আমা সবা মধ্যে বিন্ধে নাহি হেন জন।
কহ বিন্ধিবারে তব যারে লয় মন ॥
রাজগণ-বাক্য শুনি দ্রুপদকুমার।
ডাকিয়া বলিল তবে মধ্যেতে সভার ॥
ক্ষত্রকুলে আছহ সভাতে যত জন।
যে বিন্ধবে তারে কৃষ্ণা করিবে বরণ ॥
পুনঃ পুনঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন সবাকার আগে।
এইমত বচন বলিল ক্ষত্রভাগে ॥
রাম দৃষ্টি করিলেন কৃষ্ণের বদন।
ইঙ্গিতে বুঝিয়া বলিলেন নারায়ণ ॥
আমা সবাকার ইথে নাহি কিছু কাজ।
অকারণে সভায় উঠিয়া পাব লাজ ॥

বলভদ্র বলেন যে রহি কি কারণ।
ব্যর্থ স্বয়ংবর কৈল পঞ্চাল রাজন্ ॥
নিমন্ত্রিয়া আনাইল একলক্ষ রাজা।
বিংশতি দিবস সবাকারে করে পূজা ॥
কোন রাজা নোঙাইতে নারিল ধনুক।
তোমা হেন জন যাহে হইল বিমুখ ॥
আর বা সংসার মধ্যে আছে কোন্ জন।
এ লক্ষ্য বিন্ধিয়া কন্যা করিবে গ্রহণ ॥
চল অকারণে আর কেন রহি ইথি।
পনর দিবস ছাড়ি আছি দ্বারাবতী ॥
গোবিন্দ বলেন আজিকার দিন রহ।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে এবে কৌতুক দেখহ ॥
যেই বিন্ধে ইতি মধ্যে নাহি কোন ব্যক্তি।
এই লক্ষ্য বিন্ধিবারে আছে কার শক্তি ॥
পৃথিবীর রাজা আছে ত্রৈলোক্যমণ্ডলে।
ইন্দ্র যম বরুণ প্রভৃতি দিক্‌পালে ॥
এ লক্ষ্য বিন্ধিতে সবে একজন ক্ষম।
মনুষ্যলোকেতে শ্রেষ্ঠ মহাপরাক্রম ॥
শুনিয়া বলেন রাম বিস্মিত-বদন।
কহ কৃষ্ণ এমত আছয়ে কোন্ জন ॥
তিনলোকে বীর তার নাহিক সমান।
নরশ্রেষ্ঠ তোমা বিনে কেবা আছে আন ॥
তোমা আমা হৈতে শ্রেষ্ঠ মনুষ্য আছয়।
শুনিয়া আমাতে বড় জন্মিল বিস্ময় ॥
অবর্ণিত-রূপ কৃষ্ণা লক্ষ্মী-স্বরূপিণী।
সম্পূর্ণচন্দ্রমামুখ জাতিতে পদ্মিনী ॥
এ কন্যা লভিবে যেই পুরুষ উত্তম।
কহ কৃষ্ণ তোমা হৈতে অন্য কেবা ক্ষম ॥
গোবিন্দ বলেন দেব কর অবধান।
এ লক্ষ্য বিন্ধিতে পার্থ বিনা নাহি আন ॥
ইন্দ্রের নন্দন সেই পাণ্ডব তৃতীয়।
লক্ষ্য বিন্ধিতে সক্ষম সেই জন হয় ॥
রাম বলে ত্রিভুবনে কেহ না পারিল।
যে পারিবে দ্বাদশ বৎসর সে মরিল ॥
আশ্চর্য্য লাগিল মম শুনি তব ভাষ।
অনুমানে বুঝি কৃষ্ণ কর উপহাস ॥
অগ্নি মধ্যে পুড়িল যে পাণ্ডুর নন্দন।
তাহা বিনা লক্ষ্য বিন্ধে নাহি হেন জন ॥
তবে কে বিন্ধিবে লক্ষ কহ নারায়ণ।
কি হেতু রহিতে বল না জানি কারণ ॥
কৃষ্ণ বলে পাণ্ডুপুত্র পুড়ি নাহি মরে।
মহাবীর্য্যবন্ত তারা অবধ্য সংসারে।
দেব হৈতে হৈল পঞ্চ কুন্তীর কুমার।
ভূমিভার নাশিবারে জন্ম সবাকার ॥
তা সবা মারিতে পারে কাহার শকতি।
কতকাল গুপ্তে কাটাইল যথি তথি ॥
এই সভা মধ্যেতে আছয়ে পঞ্চজন।
শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন রোহিণীনন্দন ॥
রাম বলিলেন কহ অদ্ভুত কথন।
শুনিয়া আশ্চর্য্যযুক্ত হৈল মম মন ॥
অগ্নিতে মরিল পুড়ে ঘুষিল ভুবনে।
এতকাল কোন্ দেশে বঞ্চিল গোপনে ॥
কোন্ দেশে কোন্ স্থানে আছে পঞ্চজন।
পার্থ লক্ষ্য বিন্ধিতে না উঠে কি কারণ ॥
এত শুনি বলিলেন দেব যদুবীর।
দ্বিজসভামধ্যে দেখ রাজা যুধিষ্ঠির ॥
এক্ষণে কেমনে বা উঠিবে ধনঞ্জয়।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে তারে কেহ নাহি কয় ॥
যখন ব্রাহ্মণগণে দ্রুপদ বলিবে।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে পার্থ তখনি উঠিবে ॥
শুনিয়া চাহেন রাম যুধিষ্ঠির পানে।
পিঙ্গল মলিন বস্ত্র বিরসবদনে ॥
তৈল বিনা তাম্রবর্ণ লোমাবলি চুলি।
মাথে তালপত্র-ছত্র স্কন্ধে ভিক্ষাঝুলি ॥
রাম বলিলেন কৃষ্ণ কর অবধান।
ধর্ম্মশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির লোকেতে আখ্যান ॥
তবে কেন হেন গতি দেখি যুধিষ্ঠিরে।
অনাহারে মহাকষ্ট দুঃখিত শরীরে ॥
কৃষ্ণ বলে কর অবধান মহাশয়।
পাপ-আত্মা দুর্য্যোধন জানিও নিশ্চয় ॥
পাপেতে পাপীর ধন বৃদ্ধি হয় নিত।
পশ্চাতে হইবে সমূলেতে বিনশ্যতি ॥

কালেতে অবশ্য জয় লভে ধর্ম্মিজন।
সুখ দুঃখ কতকাল দৈবের লিখন॥
কৃষ্ণের এতেক বাক্য শুনি যদুগণ।
সবাই ত্যজিল লক্ষ্য বিন্ধিবার মন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

সকলকে লক্ষ্য-বিন্ধিবার জন্য ধৃষ্টদ্যুম্নের অনুমতি।

পুনঃ পুনঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বয়ংবর স্থলে।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে বলে ক্ষত্রিয় সকলে॥
তাহা শুনি উঠিলেন কুরুবংশপতি।
ধনুক নিকটে যান ভীষ্ম মহামতি॥
তুলিয়া ধনুকে ভীষ্ম দিয়া বাম জানু।
হুলে ধরি নোয়াইয়া ধরে মহাধনু॥
মহাশব্দে মোহিত হইল সর্ব্বজন।
উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন গঙ্গার নন্দন॥
শুনহ পাঞ্চাল আর যত রাজভাগ।
সবে জান আমি দার করিয়াছি ত্যাগ॥
কন্যায় আমার কিছু নাহি প্রয়োজন।
আমি লক্ষ্য বিন্ধিলে লইবে দুর্য্যোধন॥
এত বলি ভীষ্ম বাণ যুড়িল ধনুকে।
হেনকালে শিখণ্ডীকে দেখিল সম্মুখে॥
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা আছে খ্যাত চরাচর।
অমঙ্গল দেখিলেই ছাড়ে ধনুঃশর॥
শিখণ্ডী দ্রুপদপুত্র নপুংসক জাতি।
তার মুখ দেখি ধনু থু'ল মহামতি॥
তবে ত সভাতে ছিল যত ক্ষত্রগণ।
পুনঃ ডাক দিয়া বলে পাঞ্চাল-নন্দন॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নানা জাতি।
যে বিন্ধিবে সেই লবে কৃষ্ণা গুণবতী॥
এত শুনি উঠিলেন দ্রোণ মহাশয়।
শিরেতে উষ্ণীষ শোভে শুভ্র অতিশয়॥
শুভ্র মলয়জে লিপ্ত শুভ্র সর্ব্ব অঙ্গ।
হস্তে ধনুর্ব্বাণ শোভে পৃষ্ঠেতে নিষঙ্গ॥
ধনুক লইয়া দ্রোণ বলেন বচন।
যদি আমি এই লক্ষ্য বিন্ধি কদাচন॥
আমা যোগ্য নহে এই দ্রুপদকুমারী।
সখার কুমারী হয় আমার ঝিয়ারী॥
দুর্য্যোধনে কন্যা দিব যদি লক্ষ্য হানি।
এত বলি ধরিয়া তুলিলা বাম পাণি॥
টঙ্কারিয়া গুণ দিয়া বলেন আচার্য্য।
খসাইয়া দিব গুণ এ কোন আশ্চর্য্য॥
বিন্ধিতে যে শক্ত তার গুণেতে কি ভয়।
দুই স্থানে অধিকারী দুর্য্যোধন হয়॥
তবে দ্রোণ লক্ষ্য দেখে জলের ছায়াতে।
অপূর্ব্ব রচিল লক্ষ্য দ্রুপদ নৃপতে॥
পঞ্চক্রোশ উর্দ্ধেতে স্বর্ণ মৎস্য আছে।
তার অর্দ্ধ পথে রাধাচক্র ফিরিতেছে॥
নিরবধি ফিরে চক্র অদ্ভুত-নির্ম্মাণ।
মধ্যে ছিদ্র আছে মাত্র যায় এক বাণ॥
উর্দ্ধদৃষ্টি কৈলে মৎস্য না পাই দেখিতে।
জলেতে দেখিতে পাই চক্রচ্ছিদ্রপথে॥
অধোমুখে চাহিয়া থাকিবে মৎস্য লক্ষ্য।
উর্দ্ধে বাণ বিন্ধিবেক শুনিতে অশক্য॥
টানিয়া ধনুক দ্রোণ জলছায়া চায়।
দেখিয়া হৃদয়ে চিন্তেন যে যদুরায়॥
পরশুরামের শিষ্য দ্রোণ মহাশয়।
নানা বিদ্যা অস্ত্রে শস্ত্রে পূর্ণিত হৃদয়॥
বিশেষ সবার গুরু দ্রোণ ধনুর্ব্বেদ।
সকল লোকেতে খ্যাত সৃষ্টি করে ভেদ॥
লক্ষ্য বিন্ধিবারে এ বিচিত্র নহে কথা।
এক্ষণে বিন্ধিবে লক্ষ্য নাহিক অন্যথা॥
সুদর্শন চক্রে আচ্ছাদিল চক্রধর।
মৎস্য-লক্ষ্য ঢাকি রহে সেই চক্রবর॥
তবে দ্রোণাচার্য্য বাণ আকর্ণ পূরিয়া।
চক্রছিদ্রপথে বিন্ধে জলেতে চাহিয়া॥
মহাশব্দে উঠে বাণ গগনমণ্ডলে।
সুদর্শনে ঠেকিয়া পড়িল ভূমিতলে॥
লজ্জিত হইয়া দ্রোণ ছাড়িল ধনুক।
সভাতে বসিল গিয়া হ'য়ে অধোমুখ॥
বাপের দেখিয়া লজ্জা ক্রোধে তবে দ্রৌণি।
তুলিয়া লইল ধনু ধরি বামপাণি॥

ধনু টঙ্কারিয়া বীর চাহে জলপানে।
আকর্ণ পুরিয়া চক্র ছিদ্রপথে হানে ॥
গর্জ্জিয়া উঠিল বাণ উল্কার সমান।
সুদর্শনে ঠেকিয়া হইল খান খান ॥
দ্রোণ দ্রোণি দোঁহে যদি বিমুখ হইল।
বিষম লজ্জার ভয়ে কেহ না উঠিল ॥
তবে কর্ণ মহাবীর সূর্য্যের নন্দন।
ধনুর নিকটে শীঘ্র করিল গমন ॥
বাম হস্তে ধরে ধনু দিয়া পদভর।
বসাইয়া গুণ পুনঃ দিল বীরবর ॥
টঙ্কারিয়া ধনুক যুড়িল বীর বাণ।
ঊর্দ্ধকরে অধোমুখে পূরিয়া সন্ধান ॥
ছাড়িলেন বাণ বায়ুভরে বেগে ছুটে।
জ্বলন্ত অনল যেন অন্তরীক্ষে উঠে ॥
সুদর্শন চক্রে ঠেকি চূর্ণ হৈয়া গেল।
তিলবৎ হৈয়া বাণ ভূতলে পড়িল ॥
লজ্জা পেয়ে কর্ণ ধনু ভূতলে ফেলিয়া।
অধোমুখ হৈয়া সভামধ্যে বসে গিয়া ॥
ভয়ে ধনুপানে কেহ নাহি চাহে আর।
পুনঃ পুনঃ ডাকি বলে দ্রুপদ-কুমার ॥
দ্বিজ হোক হোক ক্ষত্র হোক, শূদ্র আদি।
চণ্ডাল প্রভৃতি লক্ষ্য বিন্ধিবেক যদি ॥
লভিবে দ্রৌপদী সেই দৃঢ় মম পণ।
এত বলি ঘন ডাকে পাঞ্চাল-নন্দন ॥
কেহ আর নাহি চায় ধনুকের ভিতে।
একবিংশ দিন তথা গেল হেনমতে ॥
দ্বিজসভা মধ্যেতে বসিয়া যুধিষ্ঠির।
চতুর্দ্দিকে বেষ্টি বসিয়াছে চারি বীর ॥
আর যত বসিয়াছে ব্রাহ্মণমণ্ডল।
দেবগণ মধ্যে যেন শোভে আখণ্ডল ॥
যে লক্ষ্য বিন্ধিবে, কন্যা লবে সেই বীর।
শুনি ধনঞ্জয় চিত্তে হ'লেন অস্থির ॥
বিন্ধিব বলিয়া লক্ষ্য করি হেন মনে।
যুধিষ্ঠির পানেতে চাহেন অনুক্ষণে ॥
অর্জ্জুনের চিত্ত বুঝি কহেন ইঙ্গিতে।
আজ্ঞা পেয়ে ধনঞ্জয় উঠেন ত্বরিতে ॥

অর্জ্জুন চলিয়া যান ধনুকের ভিতে।
দেখিয়া ত দ্বিজগণ লাগে জিজ্ঞাসিতে ॥
কোথাকার দ্বিজ তুমি কিসের কারণ।
সভা হৈতে উঠি যাহ কোন প্রয়োজন ॥
অর্জ্জুন বলেন যাই লক্ষ্য বিন্ধিবারে।
প্রসন্ন হইয়া সবে আজ্ঞা দেহ মোরে ॥
শুনিয়া হাসিল যত ব্রাহ্মণমণ্ডল।
কন্যারে দেখিয়া দ্বিজ হইল পাগল ॥
যে ধনুকে পরাজয় পায় রাজগণ।
জরাসন্ধ শাল্ব দ্রোণ কর্ণ দুর্য্যোধন ॥
সে লক্ষ্য বিন্ধিতে দ্বিজ চাহ কোন লাজে।
ব্রাহ্মণেতে হাসাইল ক্ষত্রিয়-সমাজে ॥
বলিবেক ক্ষত্র যত, লোভী দ্বিজগণ।
হেন বিপরীত আশা করে সে কারণ ॥
বহুদূর হৈতে আসিয়াছে দ্বিজগণ।
বহু আশা করিয়াছে পাবে বহু ধন ॥
সে সব হইবে নষ্ট তোমার কর্ম্মেতে।
অসম্ভব আশা কেন কর দ্বিজ ইথে ॥
অনর্থ না কর, বৈস আসিয়া ব্রাহ্মণ।
এত বলি ধরি বসাইল দ্বিজগণ ॥
পুনঃ পুনঃ ডাকি বলে দ্রুপদ তনয়।
শুনিয়া অধৈর্য্য চিত্ত বীর ধনঞ্জয় ॥
পুনঃ উঠিবারে পার্থ করিলেন গতি।
হেনকালে শঙ্খনাদ করেন শ্রীপতি ॥
পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদে ত্রৈলোক্য পূরিল।
দুষ্ট রাজগণ শব্দ শুনি স্তব্ধ হৈল ॥
শঙ্খশব্দ শুনি পার্থ হয়েন উল্লাস।
ভয়াতুর জনে যেন পাইল আশ্বাস ॥
উঠ উঠ ধনঞ্জয় ডাকে শঙ্খবর।
লক্ষ্য বিন্ধি দ্রৌপদীরে লভহ সত্বর ॥
গোবিন্দের ইঙ্গিতে উঠিলেন অর্জ্জুন।
পুনঃ গিয়া ধরে তারে যত দ্বিজগণ ॥
দ্বিজগণ বলে দ্বিজ হইলে বাতুল।
তব কর্ম্ম দেখি মজিবেক দ্বিজকুল ॥
দেখিলে হাসিবে যত দুষ্ট ক্ষত্রগণ।
বলিবেক লোভী এই সব দ্বিজগণ ॥

এত বলি ধরাধরি করি বসাইল।
দেখি ধর্ম্মপুত্র দ্বিজগণেরে কহিল॥
কি কারণে দ্বিজগণ কর নিবারণ।
যার যত পরাক্রম সে জানে আপন॥
যে লক্ষ্য বিন্ধিতে ভঙ্গ দিল রাজগণ।
শক্তি না থাকিলে তথা যাবে কোন্ জন॥
বিন্ধিতে না পারিলে আপনি পাবে লাজ।
তবে নিবারণে আমা সবার কি কাজ॥
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি ছাড়ি দিল সবে।
ধনুর নিকটে ধনঞ্জয় যায় তবে॥
হাসিয়া ক্ষত্রিয় যত করে উপহাস।
অসম্ভব কর্ম্ম দেখি দ্বিজের প্রয়াস॥
সভামধ্যে ব্রাহ্মণের মুখে নাহি লাজ।
যাহে পরাজয় হৈল রাজার সমাজ॥
সুরাসুরজয়ী যেই বিপুল ধনুক।
তাহে লক্ষ্য বিন্ধিবারে চলিল ভিক্ষুক॥
কন্যা দেখি দ্বিজ কিবা হইল অজ্ঞান।
বাতুল হইল কিবা করি অনুমান॥
কিম্বা মনে করিয়াছে দেখি একবার।
পারিলে পারিব নহে কি যাবে আমার॥
নিলর্জ্জ ব্রাহ্মণে মোরা অল্পে না ছাড়িব।
উচিত যে শাস্তি হয় অবশ্য তা দিব॥
কেহ বলে ব্রাহ্মণেরে না বল এমন।
সামান্য মনুষ্য বুঝি না হবে এজন॥
অনুপম তনু শ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা॥
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল।
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল॥
দেখ চারু যুগ্ম ভুরু ললাট প্রসর।
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর॥
ভুজযুগে নিন্দে নাগ আজানুলম্বিত।
করিকর যুগবর জানু সুবলিত॥
বুকপাটা দন্তছটা জিনিয়া দামিনী।
দেখি এরে ধৈর্য্য ধরে কোথা কে কামিনী॥
মহাবীর্য্য যেন সূর্য্য জলদে আবৃত।
অগ্নি-অংশু যেন পাংশু জালে আচ্ছাদিত॥
এইক্ষণে লয় মনে বিন্ধিবেক লক্ষ্য।
কাশী ভণে হেন জনে কি কর্ম্ম অশক্য॥

—

অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদে গমন।

এইমত রাজগণ করিছে বিচার।
ধনুর নিকটে যান কুন্তীর কুমার॥
প্রদক্ষিণ ধনুকে করিয়া তিনবার।
শিবদাতা শিবে করিলেন নমস্কার॥
বামকরে ধরি ধনু তুলিল অর্জ্জুন।
নোঙাইয়া ফেলিলেন কর্ণদত্ত গুণ॥
পুনঃ গুণ দিয়া পার্থ দিলেন টঙ্কার।
সে শব্দে কর্ণেতে তালি লাগিল সবার॥
গুরু প্রণমিব বলি চিন্তেন হৃদয়।
সাক্ষাৎ কিরূপে হবে অজ্ঞাত সময়॥
পূর্ব্বে দ্রোণাচার্য্য কহিলেন যে আমারে।
বাঞ্ছা যদি আমারে প্রণাম করিবারে॥
অগ্রে এক অস্ত্র মারি কর সম্বোধন।
অন্য অস্ত্র মারি পায় করিবা বন্দন॥
সেই অনুসারে পার্থ চিন্তিলেন মনে।
ভূমিতলে নাহি স্থল লোকের কারণে॥
বিশেষ সবারে বিদ্যা দেখাবার তরে।
শূন্যে স্থাপিলেন অস্ত্র পবনের ভরে॥
দুই অস্ত্র মারিলেন ইন্দ্রের নন্দন।
বরুণ অস্ত্রেতে ধৌত করিল চরণ॥
আর অস্ত্র প্রণাম করিল গিয়া পায়।
আশীর্ব্বাদ করিলেন দ্রোণাচার্য্য তায়॥
বিস্মিত হইয়া দ্রোণ চিন্তেন তখন।
মম প্রিয় শিষ্য এই হবে কোন জন॥
কুরুশ্রেষ্ঠ পিতামহ গঙ্গার কুমার।
তাঁরে করিলেন পার্থ শত নমস্কার॥
দ্রোণ বলিলেন দেখ শান্তনু-তনয়।
লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাহ্মণ তোমারে প্রণময়॥
ভীষ্ম বলে, আমি ক্ষত্র, ও হয় ব্রাহ্মণ।
আমায় প্রণাম করে কিসের কারণ॥
দ্রোণ বলে দ্বিজ এই না হয় কদাপি।
ক্ষত্রকুলেশ্রেষ্ঠ এই ছদ্ম দ্বিজরূপী॥

ইহা কেহ নাহি জানে অন্য রাজগণ।
এ বিদ্যা পাইবে কোথা ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ॥
বিশেষ তোমারে যে করিল নমস্কার।
ভারতবংশেতে জন্ম হয়েছে ইহার ॥
এক্ষণে বিদিত আর হবে মুহূর্ত্তেকে।
কতক্ষণে লুকাইবে জ্বলন্ত পাবকে ॥
ভীষ্ম কহে আমি হৃদে তাই ভাবিতেছি।
পূর্ব্বে আমি ইহারে কোথায় দেখিয়াছি ॥
নিরখিয়া ইহার সুচারু চন্দ্রমুখ।
কহনে না যায় কত জন্মিতেছে সুখ ॥
কহ কহ গুরু যদি জানহ ইহারে।
কেবা এ কাহার পুত্র কিবা নাম ধরে ॥
দ্রোণাচার্য্য বলেন কহিতে আমি পারি।
কেহ পাছে শুনে ইহা দুষ্টলোকে ডরি ॥
বিশেষ অনেক দিন মরিল যে জনে।
দৃঢ় করি তার নাম লইব কেমনে ॥
ভীষ্ম বলিলেন কহ কি ভয় তোমার।
কে মরিল বহু দিন কি নাম তাহার ॥
দ্রোণ বলে যেই বিদ্যা করিল সভায়।
পার্থ বিনা মম ঠাঁই কেহ নাহি পায় ॥
পূর্ব্বে আমি পার্থেরে করিলাম স্বীকার।
শিষ্য না করিব কেহ সমান তোমার ॥
সেই হেতু এ বিদ্যা দিলাম ধনঞ্জয়ে।
আমারে দিলেন যাহা ভৃগুর তনয়ে ॥
অশ্বত্থামা আদি ইহা কেহ নাহি জানে।
তেঁই পার্থ বলি ইহা লয় মোর মনে ॥
পার্থের শুনিয়া কথা ভীষ্ম শোকাকুল।
নয়নের জলে আর্দ্র হইল দুকুল ॥
কি বলিয়া আচার্য্য করিলা কোন কর্ম্ম।
জ্বালিয়া নির্ব্বাণ অগ্নি দগ্ধ কৈলা মর্ম্ম ॥
দ্বাদশ বৎসর নাহি দেখি শুনি কাণে।
আর কোথা পাইব সে সাধুপুত্রগণে ॥
এত বলি ভীষ্মদেব করেন ক্রন্দন।
দ্রোণ বলিলেন ভীষ্ম ত্যজ শোকমন ॥
পাণ্ডুপুত্র মরিয়াছে কহে সর্ব্বজন।
সে কথায় আমার প্রত্যয় নাহি মন ॥
বিদুরের মন্ত্রণায় তাহে গেল তরি।
এই কথা ভাবি আমি দিবস শর্ব্বরী ॥
হেন নীতি উক্ত আছে মুনিগণ বলে।
পাণ্ডবের মরণ নাহিক মহীতলে ॥
এত শুনি ভীষ্মবীর ত্যজিল ক্রন্দন।
দুইজনে কল্যাণ করেন হৃষ্টমন ॥
যদ্যপি এ কুন্তীপুত্র হইবে ফাল্গুনী।
লক্ষ্য বিন্ধি লবে এই দ্রুপদ-নন্দিনী ॥
তবে পার্থ প্রণমেন কৃষ্ণে যোড়হাতে।
পাঞ্চজন্য শঙ্খবাদ্য হয় যেই ভিতে ॥
দেখিয়া কল্যাণ-বাক্য কহেন শ্রীপতি।
হাসিয়া বলেন তবে বলভদ্র প্রতি ॥
অবধানে হের দেখ রেবতীবল্লভ।
তোমারে প্রণাম করে তৃতীয় পাণ্ডব ॥
রাম বলিলেন পার্থ বিন্ধিবেক লক্ষ্য।
কন্যা ল'য়ে যাইবারে না হইবে শক্য ॥
একা ধনঞ্জয় এত সমূহ বিপক্ষ।
সসৈন্যেতে আসিয়াছে রাজা এক লক্ষ ॥
এই হেতু সবাই করিবে প্রাণপণ।
কন্যা লাগি দ্বন্দ করিবেক রাজগণ ॥
বিশেষ ব্রাহ্মণ বলি পার্থে সবে জানে।
এত লোকে কি করিবে পার্থ একজনে ॥
কৃষ্ণ বলে অন্যায় করিবে দুষ্টগণ।
তুমি আমি রহিয়াছি কিসের কারণ ॥
মম বিদ্যমানে করিবেক বলাৎকার।
জগন্নাথ নাম তবে কি হেতু আমার ॥
জগৎজনের আমি অন্তে হই ত্রাতা।
দুর্ব্বলের বল আমি সম্মানদাতা ॥
যদি আমি সমুচিত ফল নাহি দিব।
তবে কেন জগন্নাথ এ নাম ধরিব ॥
গোবিন্দের বাক্যে রাম চিন্তান্বিত মনে।
অর্জ্জুনে আশীষ করে কৃষ্ণের বচনে ॥

অর্জ্জুনের লক্ষ্যবিদ্ধকরণ।

প্রণাম করেন বীর ধর্ম্মের চরণে।
যুধিষ্ঠির বলিলেন চাহি দ্বিজগণে ॥

লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাহ্মণ প্রণমে কৃতাঞ্জলি।
কল্যাণ করহ তারে ব্রাহ্মণমণ্ডলী ॥
শুনি দ্বিজগণ বলে স্বস্তি স্বস্তি বাণী।
লক্ষ্য ভেদী প্রাপ্ত হও দ্রুপদনন্দিনী ॥
ধনু লইয়া পাঞ্চালে বলেন ধনঞ্জয়।
কি বিন্ধিব কোথা লক্ষ্য বলহ নিশ্চয় ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে এই দেখহ জলেতে।
চক্রছিদ্রপথে মৎস্য পাইবে দেখিতে ॥
কনকের মৎস্য তার মাণিক নয়ন।
সেই মৎস্য-চক্ষু যেই করিবে বিন্ধন ॥
সে হইবে বল্লভ আমার ভগিনীর।
এত শুনি জলে দেখে পার্থ মহাবীর ॥
ঊর্দ্ধবাহু করিয়া আকর্ণ টানি গুণ।
অধোমুখ করি বাণ ছাড়েন অর্জ্জুন ॥
সুদর্শন জগন্নাথ করেন অন্তর।
মৎস্য-চক্ষু ভেদিলেক অর্জ্জুনের শর ॥
মহাশব্দে মৎস্য যদি হইলেক পার।
অর্জ্জুনের সম্মুখে আইল পুনর্ব্বার ॥
আকাশে অমরগণ পুষ্পবৃষ্টি কৈল।
জয় জয় শব্দ দ্বিজসভামধ্যে হৈল ॥
ভেদিল ভেদিল বলি হৈল মহাধ্বনি।
শুনিয়া বিস্মিত হৈল যত নৃপমণি ॥
হাতেতে দধির পাত্র ল'য়ে পুষ্পমালা।
দ্বিজেরে বরিতে যায় দ্রুপদের বালা ॥
দেখিয়া বিস্মিত হৈল যত নৃপমণি।
ডাকিয়া বলিল রহ রহ যাজ্ঞসেনী ॥
ভিক্ষুক দরিদ্র এ সহজে হীনজাতি।
লক্ষ্য ভেদিবারে ইহার কোথায় শকতি ॥
মিথ্যা গোল কি কারণে কর দ্বিজগণ।
গোল করি কন্যা কোথা পাইবে ব্রাহ্মণ ॥
ব্রাহ্মণ বলিয়া চিত্তে উপরোধ করি।
ইহার উচিত ফল সদ্য দিতে পারি ॥
পঞ্চক্রোশ ঊর্দ্ধে লক্ষ্য শূন্যেতে আছয়।
বিন্ধিছে কি না বিন্ধিছে কে জানে নির্ণয় ॥
বিন্ধিল বিন্ধিল বলি লোকে জানাইল।
কহ দেখি কোথা মৎস্য কেমনে বিন্ধিল ॥

তবে ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ বহু দ্বিজগণ।
নির্ণয় করিতে করে জল নিরীক্ষণ ॥
শিষ্টে বলে বিন্ধিয়াছে দুষ্টে বলে নয়।
ছায়া দেখি কি প্রকারে হইবে প্রত্যয় ॥
শূন্য হৈতে মৎস্য যদি কাটিয়া পাড়িবে।
সাক্ষাতে দেখিলে তবে প্রত্যয় জন্মিবে ॥
কাটি পাড় মৎস্য যদি আছয়ে শকতি।
এইরূপে কহিলেক যতেক দুষ্টমতি ॥
শুনিয়া বিস্মিত হৈল পাঞ্চাল-নন্দন।
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর বলেন বচন ॥
অকারণে মিথ্যা দ্বন্দ কেন কর সবে।
মিথ্যাকথা যে কহে সে কার্য্য নাহি লভে ॥
কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে।
কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে ॥
সর্ব্বকাল দিবস রজনী নাহি রয়।
মিথ্যা মিথ্যা সত্য সত্য লোকে খ্যাত হয় ॥
অকারণে মিথ্যা বলি করিলে ভণ্ডন।
লক্ষ্য কাটি পাড়িব দেখুক সর্ব্বজন ॥
যতবার কহিবে বিন্ধিব ততবার।
হেন বাক্য বলি বীর সম্মুখে সবার ॥
ক্ষিপ্রহস্তে অর্জ্জুন নিলেন ধনুঃশর।
আকর্ণ পূরিয়া ভেদিলেক দৃঢ়তর ॥
দেখিয়া বিস্ময় ভাবে সব রাজগণ।
জয় জয় শব্দ করে যতেক ব্রাহ্মণ
হাতে দধিপাত্র মাল্য দ্রোপদীসুন্দরী।
পার্থের নিকটে গেল কৃতাঞ্জলি করি ॥
দধি মাল্য দিতে পার্থ করেন বারণ।
দেখি অনুমান করে যত রাজগণ ॥
একজন প্রতি আর জন দেখাইল।
হের দেখ বরিতে ব্রাহ্মণ নিষেধিল ॥
সহজে দরিদ্র জীর্ণ বস্ত্র পরিধান।
তৈল বিনা শিরে দেখ জটার আধান ॥
রত্নধন সহিত দ্রুপদ রাজা দিবে।
এই হেতু বরিতে না দিল ধনলোভে ॥
ব্রহ্মতেজে লক্ষ্য ভেদিলেন তপোবলে।
কি করিবে কন্যা তার অন্ন নাহি মিলে ॥

ধনের প্রয়াস ব্রাহ্মণের আছে মনে।
চর পাঠাইয়া তত্ত্ব লহ এইক্ষণে ॥
এত বলি রাজগণ বিচার করিয়া।
অর্জ্জুনের স্থানে দূত দিল পাঠাইয়া ॥
দূত বলে অবধান কর দ্বিজবর।
রাজগণ পাঠাইল তোমার গোচর ॥
দুর্য্যোধন রাজা এই কহেন তোমায়।
মুখ্যপাত্র করি তোমা রাখিব সভায় ॥
বহু রাজ্য দেশ ধন নানা রত্ন দিব।
একশত দ্বিজকন্যা বিবাহ করাব ॥
আর যাহা চাহ দিব নাহিক অন্যথা।
মোরে বশ কর দিয়া দ্রুপদ-দুহিতা ॥
শুনিয়া অর্জ্জুন জ্বলিলেন অগ্নিপ্রায়।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ বলেন তাহায় ॥
ওহে দ্বিজ যেইমত বলিলা বচন।
অন্য জাতি নহ তুমি অবধ্য ব্রাহ্মণ ॥
সে কারণে মম ঠাঁই পাইলে জীবন।
এ কথা কহিয়া অন্যে বাঁচে কোন্ জন ॥
আর তাহে দূত তুমি কি দোষ তোমার।
মম দূত হ'য়ে তুমি যাহ পুনর্ব্বার ॥
দুর্য্যোধন আদি যত কহ রাজগণে।
অভিলাষ তা সবার থাকে যদি মনে ॥
আমি দিব তা সবারে পৃথিবী জিনিয়া।
কুবেরের নানা রত্ন দিব যে আনিয়া ॥
তোমা সবাকার ভার্য্যা মোরে দেহ আনি।
এই কথা সবা স্থানে কহিবা আপনি ॥
শুনিয়া সত্বরে তবে গেল দ্বিজবর।
কহিল বৃত্তান্ত সব রাজার গোচর ॥
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিলে জ্বলে।
ইহা শুনি রাজগণ ক্রোধভরে বলে ॥
দেখ হেন মতিচ্ছন্ন হৈল বামনার।
হেন বুঝি লক্ষ্য বিন্ধি করে অহঙ্কার ॥
রাজগণে এতাদৃশ বচন কুৎসিত।
দিবার উচিত হয় শাস্তি সমুচিত ॥
প্রাণ আশা থাকিতে কহিবে কোন্ জন ॥
রাজগণে এতাদৃশ কুৎসিত বচন ॥
বিপ্রজাতি বলিয়া মনেতে করে দাপ।
হেন জনে মারিলে নাহিক কিছু পাপ ॥
এ হেন দুর্ব্বাক্য বলে কার প্রাণে সহে।
বিশেষ এ স্বয়ম্বর ব্রাহ্মণের নহে ॥
ক্ষত্র স্বয়ম্বর ইথে দ্বিজের কি কাজ।
দ্বিজ হৈয়া কন্যা লবে ক্ষত্রকুলে লাজ ॥
এমন কহিয়া যদি রহিবে জীবন।
এইমত দুষ্ট হবে যত দ্বিজগণ ॥
সেকারণে ইহারে যে ক্ষমা করা নয়।
অন্য স্বয়ম্বরে যেন এমত না হয় ॥
দেখহ দুর্দ্দৈব এই দ্রুপদ রাজার।
আমা সবা নাহি মানে ক'রে অহঙ্কার ॥
মহারাজগণে ত্যজি বরিল ব্রাহ্মণে।
এমত কুৎসিত কর্ম্ম সহে কার প্রাণে ॥
অমর কিন্নর নরে যে কন্যা বাঞ্ছিত।
দরিদ্র ব্রাহ্মণে দিবে একি অনুচিত ॥
মারহ দ্রুপদে আজি পুত্রের সহিত।
মার এই ব্রাহ্মণেরে বধে নাহি ভীত ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুণ্যবান্ ॥

দ্বিজগণের সহিত ক্ষত্রগণের যুদ্ধ।

প্রলয়ের কালে যেন উথলে সাগর।
মার মার শব্দে ডাকে যত নৃপবর ॥
যুধিষ্ঠিরা চাহিয়া বলেন দ্বিজ সব।
চলহ সত্বর উঠ, উঠ দ্বিজ সব ॥
আপনি মারিলা সব দ্বিজে দুঃখ দিলে।
মারিবার হেতু দুষ্টে সঙ্গে এনেছিলে ॥
ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম কিবা ব্রাহ্মণের শোভে।
রাজকন্যা দেখি লক্ষ্য বিন্ধিলেক লোভে ॥
পলাও পলাও হেথা নাহি প্রয়োজন।
ওই শুন দ্বিজে মার, ডাকে ক্ষত্রগণ ॥
প্রাণ ল'য়ে পলাইল, যতেক ব্রাহ্মণ।
উর্দ্ধ মুখে ধাইয়া পলায় মুনিগণ ॥
মার্কণ্ড, কৌণ্ড, ব্যাস, পুলস্ত্য দুর্ব্বাসা।
গর্গ, পরাশর ধায় মুখে নাহি ভাষা ॥

বাধিল তুমুল যুদ্ধ না হয় বর্ণন।
অস্ত্র কাটি ফেলে সব ইন্দ্রের নন্দন ॥
কাহারো কাটিল ধনু, কারো কাটে গুণ।
কাহারো কাটিল খড়্গ, কারো কাটে তূণ ॥
কাহারো কাটিল শর, শেল, শূল, শক্তি।
নিরস্ত্র করিল সবে কাটিয়া সারথি ॥
কর্ণ ধনঞ্জয় যুদ্ধ, হয় বারান্তর।
হাতে বৃক্ষ উপনীত, বীর বৃকোদর ॥
মার মার বলি অস্ত্র, কাটে চারিদিকে।
আষাঢ় শ্রাবণে যেন বরিষয়ে মেঘে ॥
শরজালে আচ্ছাদিল বীর বৃকোদরে।
কুয়াশায় ঘিরে যথা হেম গিরিবরে ॥
মাথালি পাথালি বীর মারে বাড়ি।
রথ রথী অশ্ব গজ, চূর্ণ ভূমে পড়ি ॥
যতেক আছিল সৈন্য রক্তে হইল রাঙ্গা।
খরস্রোতে রক্ত বহে, ভাদ্রে যেন গঙ্গা ॥
একা একা প্রাণ ল'য়ে সবাই পলায়।
যাইল, আইল, বলি পাছে নাহি চায় ॥
হেনকালে গর্জ্জি উঠে, মদ্র অধিপতি।
প্রহারয় নানা অস্ত্র, তবে ভীম প্রতি ॥
কোপে বৃক্ষ বাড়ি মারে বীর বৃকোদর।
রথ চূর্ণ হ'য়ে গেল, শাল্য ভূমি পর ॥
গদা হাতে দোঁহা রণ, দোঁহার গর্জ্জন।
ঘন ঘন হুহুঙ্কারে, কাঁপে সর্ব্বজন ॥
ঘুরাইয়া বৃক্ষ ভীম প্রহারিল হাতে।
খসিয়া পড়িল গদা ভীষণ আঘাতে ॥
লাফ দিয়ে ধরি শাল্যে, পবন কুমার।
শূন্যেতে ঘুরায়ে তারে ফেলে ভূমি পর ॥
বাহু যুদ্ধে শল্যে জিনে নাহিক সংসারে।
এক হলধর, আর বৃকোদর পারে ॥

অর্জ্জুনের সহিত রাজগণের যুদ্ধ।

যার যেবা অস্ত্র ল'য়ে যত রাজগণ।
জরাসন্ধ শল্য শাল্ব কর্ণ দুর্য্যোধন ॥
শিশুপাল দন্তবক্র কাশী নরপতি।
রুক্মি ভগদত্ত ভোজ কলিঙ্গ প্রভৃতি ॥
চিত্রসেন মদ্রসেন চন্দ্রসেন রাজা।
নীলধ্বজ রোহিত বিরাট মহাতেজা ॥
ত্রিগর্ত্ত কীচক বাহু সুবাহু রাজন্।
অনুপেন্দ্র মিত্রবৃন্দ সুষেণ ভ্রমণ ॥
যার যে লইয়া সৈন্য ভূপতিমণ্ডল।
নানা অস্ত্র ফেলে যেন বরিষার জল ॥
দেখিয়া দ্রৌপদী দেবী কম্পিতহৃদয়।
অর্জ্জুনে চাহিয়া তবে কহে সবিনয় ॥
না দেখি যে দ্বিজবর ইহার উপায়।
বেড়িলেক রাজগণ সমুদ্রের প্রায় ॥
ইথে কি করিবে মম পিতার শকতি।
জানিলাম নিশ্চয় যে নাহিক নিষ্কৃতি ॥
অর্জ্জুন বলেন তুমি রহ মম কাছে।
দাণ্ডাইয়া নির্ভয়ে দেখহ রহি পাছে ॥
কৃষ্ণা বলিলেন দ্বিজ অপূর্ব্ব কাহিনী।
একা তুমি কি করিবে, লক্ষ নৃপমণি ॥
আমার প্রতাপ তুমি না জানহ সতি।
একা সিংহে, নাহি পারে অজাযূথপতি ॥
একেশ্বর গরুড় সকল পক্ষী নাশে।
একেশ্বর পুরন্দর দানব বিনাশে ॥
এক ব্যাঘ্র নাশ করে লক্ষ মৃগ ক্ষুদ্রে।
একা সে বাসুকী নাগ মথিল সমুদ্রে ॥
একা হনুমান যেন দহিলেক লঙ্কা।
সেইমত নৃপগণে মারিব কি শঙ্কা ॥
এত বলি অর্জ্জুন কৃষ্ণারে আশ্বাসিয়া।
ধনুর্গুণ সন্ধান করেন টঙ্কারিয়া ॥
তবে ত দ্রুপদ রাজা পুত্রের সহিত।
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী সহিত সত্যজিত ॥
মুহূর্ত্তেকে যুদ্ধ করি নারিল সহিতে।
ভঙ্গ দিয়া সসৈন্যে পলায় চতুর্ভিতে ॥
একেশ্বর অর্জ্জুনে বেড়িল নৃপগণ।
দেখি ওষ্ঠ কামড়ায় পবন-নন্দন ॥
অনুমতি লইতে রাজার পানে চায়।
দেখিয়া সম্মত হইলেন ধর্ম্মরায় ॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে অনর্থ হইল।
এক লক্ষ রাজা দেখ অর্জ্জুনে বেড়িল ॥

শীঘ্র যাহ ভীমসেন আনহ অর্জ্জুনে ।
দ্বন্দ্ব করিবারে কিছু নাহি প্রয়োজনে ॥
পাইয়া জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা ধায় বৃকোদর ।
উপাড়িয়া নিল এক দীর্ঘ তরুবর ॥
দশযোজনোচ্চ তরু নিষ্পত্র করিয়া ।
বায়ুবেগে সৈন্যমধ্যে প্রবেশিল গিয়া ॥
ক্ষত্রগণ চেষ্টা দেখি ক্রোধে দ্বিজগণ ।
পাছে পাছে ভীমের ধাইল সর্ব্বজন ॥
হের দেখ ক্ষত্রিয় পাপিষ্ঠ দুরাচার ।
সভামধ্যে লক্ষ্য দ্বিজ বিন্ধিল আমার ॥
লক্ষ্য বিন্ধিবারে শক্য নহিল তখন ।
এবে দ্বন্দ্ব কর কেন একা ত ব্রাহ্মণ ॥
এমত অন্যায় বল কার প্রাণে সয় ।
যুদ্ধ করি প্রাণ দিব দ্বিজ সব কয় ॥
এত বলি দ্বিজ দণ্ড লইল সে করে ।
মৃগচর্ম্ম দৃঢ় করি বান্ধি কলেবরে ॥
লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ ধাইল বায়ুবেগে ।
হাতে জাঠা করিয়া ভূপতিগণ আগে ॥
দেখিয়া বলেন পার্থ করি কৃতাঞ্জলি ।
মাথায় লইয়া দ্বিজগণ পদধূলি ॥
তোমরা আইলে দ্বন্দ্বে কিসের কারণ ।
দাণ্ডাইয়া কৌতুক দেখহ সর্ব্বজন ॥
যাহারে করহ ভস্ম মুখের বচনে ।
তাহার সহিত দ্বন্দ্ব নহে সুশোভনে ॥
তোমা সবাকার মাত্র চরণপ্রসাদে ।
দুষ্টক্ষত্রগণেরে মারিব অপ্রমাদে ॥
যে প্রকার দুষ্টাচার করিয়াছে সবে ।
তাহার উচিত শাস্তি এইক্ষণে পাবে ॥
এত বলি নিবারণ করি দ্বিজগণ ।
রাজগণ প্রতি ধায় ইন্দ্রের নন্দন ॥
হাসিয়া বলেন রাম দেখ ভগবান্ ।
পূর্ব্বে যাহা কহিয়াছি দেখ বিদ্যমান ॥
এই দেখ লক্ষ রাজা একত্র হইয়া ।
বেড়িলেক অর্জ্জুনেরে সসৈন্য লইয়া ॥
একা পার্থ প্রবোধিবে কত শত জনে ।
প্রতিকার ইহার না দেখি যে নয়নে ॥
প্রতিজ্ঞা করিল মিলে সব রাজাগণে ।
দ্বিজে মারি কন্যা দিবে রাজা দুর্য্যোধনে ॥
রামের বচন শুনি দুঃখিত গোবিন্দ ।
নয়নযুগল যেন বিকচার বিন্দ ॥
ক্ষণেক রহিয়া কৃষ্ণ করেন উত্তর ।
যা বলিলা সত্য দেব যাদব-ঈশ্বর ॥
এক লক্ষ ভূপতি বেড়িল একজনে ।
কোথায় জিনিবে সেই মনুষ্য-পরাণে ॥
অর্জ্জুনের পরাক্রম জ্ঞাত নহ তুমি ।
মুহূর্ত্তেকে নিবারয়ে সসাগরা ভূমি ॥
মনুষ্য যতেক আর সুরাসুর-সহ ।
অর্জ্জুনের সঙ্গে যদি করয়ে কলহ ॥
দুর্গম বনেতে যেন মদমত্ত বাঘ ।
তারে কি করিতে পারে রাজগণ ছাগ ॥
কহিলা যে প্রতিজ্ঞা করিল রাজগণে ।
দ্বিজ মারি কন্যা দিবে রাজা দুর্য্যোধনে ॥
নর কোথা করে চন্দ্র ধরিবারে পারে ।
ব্যাঘ্রমুখে খাদ্য সে শৃগাল কোথা হরে ॥
তবে যদি অর্জ্জুনের ন্যূনতা দেখিব ।
সুদর্শন চক্রে আমি সবারে ছেদিব ॥
শুনি রাম হইলেন সভয় অন্তর ।
নিজ শিষ্য দুর্য্যোধন অতি প্রিয়তর ॥
পাণ্ডবের শত্রু ক্রোধ আছয়ে অন্তরে ।
এই ছল করি কৃষ্ণ পাছে বধ করে ॥
চিন্তিয়া বলেন কৃষ্ণে রেবতীরমণ ।
আমা সবাকার দ্বন্দ্বে নাহি প্রয়োজন ॥
বিশেষে আপনি বল পার্থ মহাবল ।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবেক ভূপতি সকল ॥
সেই কথা পরীক্ষা করিব এইক্ষণে ।
অভ্যন্তরে থাকি যুদ্ধ দেখহ আপনে ॥
গোবিন্দ বলেন আমি না যাইব রণে ।
তব আজ্ঞা লঙ্ঘন না করিব কখনে ॥
অপূর্ব্ব সমর দেখি যতেক অমর ।
অর্জ্জুন কারণ হৈল চিন্তিত অন্তর ॥
পুত্রের সাহায্য হেতু দেবরাজ তূর্ণ ।
পাঠাইয়া দিল তূণ অস্ত্রগণপূর্ণ ॥

বৈজয়ন্তী মালা ইন্দ্র দিলেন প্রসাদ ।
হৃষ্ট হৈয়া অৰ্জ্জুন ছাড়েন সিংহনাদ ॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুবত ।
কাশীদাস কহে সাধু পিয়ে অনুব্রত ॥

———

কর্ণের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ ।

অৰ্জ্জুন-কর্ণের যুদ্ধ লোকেতে ভীষণ ।
করিলেন যেন যুদ্ধ শ্রীরাম-রাবণ ॥
ক্রোধে ধনঞ্জয় বীর অতুল প্রতাপ ।
এক বাণে স্বজিলেন শত শত সাপ ॥
হাসিয়া গরুড় অস্ত্র এড়ে বীর কর্ণ ।
সকল ভুজঙ্গ ধরি গরাসে সুপর্ণ ॥
শত শত খগবর উড়য়ে আকাশে ।
ভুজঙ্গ গিলিয়া পার্থে গিলিবারে আসে ॥
অগ্নি অস্ত্র এড়ি পার্থ করেন অনল ।
আগুনে পক্ষীর পক্ষ পুড়িল সকল ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে অগ্নিবৃষ্টি কর্ণের উপর ।
দেখি কর্ণ এড়িলেন অস্ত্র জলধর ॥
বৃষ্টি করি নিবারণ কৈল বৈশ্বানর ।
মুষলধারায় জল বর্ষে পার্থোপর ॥
পুনরপি ধনঞ্জয় পূরিয়া সন্ধান ।
বৃষ্টি নিবারিতে এড়িলেন দিব্যবাণ ॥
বায়ু অস্ত্র মহাবীর পূরিয়া সন্ধান ।
উড়াইলেন জল অস্ত্রে পার্থ বলবান্ ॥
বায়ু অস্ত্রে উড়াইল যত মেঘচয়ে ।
মহাবাতে কাঁপাইল রবির তনয়ে ॥
মারিয়া আকাশ অস্ত্র সংহারিল বাত ।
এইমত দুইজনে হয় অস্ত্রাঘাত ॥
ঢাকিল সূর্য্যের তেজ না দেখি যে আর ।
দিন দুই প্রহরে হইল অন্ধকার ॥
আকাশে প্রশংসা করে যতেক অমর ।
বিস্মিত ভূপতি যত দেখিয়া সমর ॥
বিস্মিত হইয়া কর্ণ বলয়ে বচন ।
কহ ছদ্মবেশধারী কে তুমি ব্রাহ্মণ ॥
কিংবা ভস্মানলে ছদ্মরূপে সহস্রাক্ষ ।
কিংবা তুমি জগন্নাথ কিংবা বিরূপাক্ষ ॥
কিংবা তুমি ধনুর্ব্বেদী কিংবা তুমি রাম ।
কিংবা তুমি জীবন্ত পাণ্ডবার্জ্জুন নাম ॥
এত জন মধ্যে তুমি হবে কোন্ জন ।
মম ঠাঁই অন্য কেবা জীবে এতক্ষণ ॥
এত শুনি হাসিয়া বলেন ধনঞ্জয় ।
কি হবে আমার তোরে দিলে পরিচয় ॥
মম পরিচয়ে তোর হবে কোন কাজ ।
দরিদ্রে ব্রাহ্মণ আমি তুমি মহারাজ ॥
একা দেখি বেড়িলা লইয়া লক্ষ লক্ষ ।
হারি পরিচয় মাগ হইয়া অশক্য ॥
যদি প্রাণে ভয় হয় যাও পলাইয়া ।
কাতরে না মারি আমি দিলাম ছাড়িয়া ॥
অৰ্জ্জুনের বাক্য শুনি আরুণি কুপিত ।
অরুণ নয়ন যুগ্ম ঘোরে বিপরীত ॥
অরুণনন্দন বীর অরুণ প্রতাপে ।
অরুণসদৃশ বাণ বসাইল চাপে ॥
আকর্ণ পূরিয়া কর্ণ এড়িলেন বাণ ।
অৰ্দ্ধ পথে অৰ্জ্জুন করিল খান খান ॥
যত অস্ত্র ফেলে কর্ণ তত অস্ত্র কাটি ।
নিরস্ত্র করিয়া অস্ত্র এড়েন কিরীটী ॥
চারি বাণে কাটেন রথের চারি হয় ।
সারথি কাটেন তার বীর ধনঞ্জয় ॥
বিরথ হইল কর্ণ যুদ্ধের ভিতর ।
হাহাকার করি ধায় যত নরবর ॥
কর্ণরক্ষাহেতু সবে বেড়িল অৰ্জ্জুনে ।
অৰ্জ্জুন করেন শর বরিষণ রণে ॥
বরিষার কালে যেন বরিষয়ে মেঘে ।
দিনকর-তেজ যেন সব-ঠাঁই লাগে ॥
কারো কারো অঙ্গে অস্ত্র করেন প্রহার ।
সহস্র সহস্র বীর হইল সংহার ॥
কাহার কাটেন মুণ্ড কুণ্ডল সহিত ।
নাসা শ্রুতি কাটেন দেখিতে বিপরীত ॥
ধনুক সহিত কার' কাটে বাম হাত ।
গড়াগড়ি যায় কেহ বুকে বাজে ঘাত ॥
ভাদ্র মাসে পাকা তাল পড়ে যেন ঝড়ে ।
পুঞ্জে পুঞ্জ স্থানে স্থানে পার্থ কাটি পাড়ে ॥

নবমেঘ ঘটা যেন শোভে ভূমিতলে।
পার্থের নির্ঘাতে সব গাড়গড়ি বুলে॥
লক্ষ লক্ষ তুরঙ্গ সারথি রথ রথী।
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ কত পড়িল পদাতি॥
অনন্ত ফণীন্দ্র যেন মথে সিন্ধুজল।
দুই ভাই রাজগণে মথিল সকল॥
রক্তেতে বহিল নদী রক্তেতে সাঁতারে।
রক্তমাংসাহারী ধায় ঘোর রব ক'রে॥
বিস্ময় মানিয়া চিত্তে যত রাজগণ।
জানিল মনুষ্য নহে এই দুইজন॥
এত বলি নিবৃত্ত হইল রাজগণ।
দুই ভাই আনন্দে করেন আলিঙ্গন॥
চতুর্দ্দিক হইতে আইল দ্বিজগণ।
জয় জয় দিয়া কহে আশীষ বচন॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
ইহলোকে পরলোকে হয় উপকার।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর ছন্দে।
সজ্জন রসিক সাধু হেতু মকরন্দে॥

ভীমের যুদ্ধে রাজপরিবারদিগের ত্রাস।

ভীমের ভৈরব নাদ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তী।
হাতে বৃক্ষ যেন যুগান্তক-দমবর্ত্তী॥
ভঙ্গ দিয়া রাজগণ ধায় চতুর্ভিত।
মহারোল নগরে হইল অপ্রমিত॥
হেনকালে আইল পুরের একজন।
দ্রৌপদীর অগ্রে কহে করিয়া ক্রন্দন॥
প্রাণ লৈয়া দেশান্তরে গেল প্রজাগণ।
অন্তঃপুরে কি হইল না জানি এক্ষণ॥
ধনে প্রাণে রাজ্য দেশ সবার সহিত।
তোমার কারণে রাজা মজিল নিশ্চিত॥
শুনিয়া কাতর হৈল দ্রুপদনন্দিনী।
জনকের ঠাঁই শীঘ্র পাঠায় কেশিনী॥
যাহ শীঘ্র কেশিনী জনকে গিয়া কহ।
ত্যজ যুদ্ধ আপনার কুটুম্ব রাখহ॥
আপনার প্রাণ রাখ, রাখ পুত্ত্রগণ।
দারা বধূ রাখ গিয়া রাখহ স্ত্রীগণ॥
আপনা রাখিলে তাত সকলি পাইবা।
আমার লাগিয়া কেন সবংশে মজিবা॥
যে পণ করিয়াছিলা হইল পূর্ণিত।
ব্রাহ্মণ বিন্ধিল লক্ষ্য সবার বিদিত॥
মম ভাল মন্দ এবে তোমারে না লাগে।
ব্রাহ্মণের হইলাম আছি তাঁর আগে॥
যাহ শীঘ্র না রহিও আমার শপথ।
শুনিয়া দ্রৌপদী-বার্ত্তা ব্যথিত দ্রুপদ॥
পুত্ত্রগণে আনি কহে সকরুণ বাণী।
যতেক কহিয়া পাঠাইল যাজ্ঞসেনী॥
চলি যাহ পুত্ত্রগণ সম্বরহ রণ।
এ সৈন্য-সাগর কে করিবে নিবারণ॥
সমান সহিতে যে সংগ্রাম সুশোভন।
না শোভে পতঙ্গপ্রায় অগ্নিতে মরণ॥
বিশেষ না জানি অন্তঃপুর-ভদ্রাভদ্র।
সৈন্যগণ কোলাহল প্রলয়-সমুদ্র॥
আপনার প্রাণ রাখ, রাখ পুরজন।
আমি রহিলাম দ্বিজ-সাহায্য কারণ॥
যুদ্ধ করি প্রাণ আমি ত্যজি আপনার।
কৃষ্ণার যে গতি আজি সে গতি আমার॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে তোমা মুখে নাহি লাজ।
ভগিনীকে ছাড়ি যাব সংগ্রামের মাঝ॥
হেন প্রাণ রাখি আর কোন্ প্রয়োজন।
কোন্ লাজে লোকে দেখাইব এ বদন॥
মারি কি মরিব আজি করিব সমর।
তুমি যাও রাখ গিয়া আপনার ঘর॥
পুত্রে বচন শুনি বলয়ে দ্রুপদ।
কৃষ্ণা পাঠাইল বলি আপন সম্পদ॥
যত দিন কৃষ্ণা হইয়াছে মম গৃহে।
কভু না লঙ্ঘিনু আমি কৃষ্ণা যাহা কহে॥
বৃহস্পত্যধিক-বুদ্ধি কৃষ্ণা শশিমুখী।
যাহার মন্ত্রণাবলে রাজ্যে আমি সুখী॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিল তোমরা যাহ ঘর।
কৃষ্ণার রক্ষণে আমি আছি একেশ্বর॥
এত বলি প্রবোধি পাঠায় সবাকারে।
পুনঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন গিয়া প্রবেশে সমরে॥

করিল অনেক যুদ্ধ কীচক সংহতি।
গদাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন করিল বিরথি ॥
গদার প্রহারে চূর্ণ হৈল হাড় তার।
হাত হৈতে খসিয়া পড়িল ধনুঃশর ॥
নিরস্ত্র বিরথ হৈল দ্রুপদ-নন্দন।
দ্বিজগণমধ্যে পশি রাখিল জীবন ॥
কান্দয়ে দ্রৌপদী তবে করিয়া বিলাপ।
না জানি যে কিবা হৈল বৃদ্ধ মম বাপ ॥
না জানি যে কিবা হৈল ভ্রাতৃ-মাতৃগণ।
না জানি যে কিবা হৈল রাজ্যে প্রজাগণ ॥
কৃষ্ণার বচন শুনি কন ধনঞ্জয়।
কি হেতু কান্দহ দেবী কারে তব ভয় ॥
কৃষ্ণা বলে আপনাকে নাহি করি তাপ।
মম হেতু সবংশে মজিল মম বাপ ॥
পার্থ বলে কি হইবে করিলে বিষাদ।
অভয় পঙ্কজ হয় গোবিন্দের পাদ ॥
এ মহাবিপদসিন্ধু তরিতে তরণী।
গোবিন্দেরে স্মরণ করহ যাজ্ঞসেনী ॥
অর্জ্জুনের বাক্যে কৃষ্ণা স্মরে জগন্নাথ।
হে কৃষ্ণ আপদহর্ত্তা জগতের তাত ॥
তোমা বিনা রাখে মোরে নাহি হেন জন।
আমারে বিপদে রক্ষা কর নারায়ণ ॥
তাত মাতঃ রাখ মম রাখ ভ্রাতৃগণ।
রাজ্য দেশ রক্ষ মোর যত প্রজাগণ ॥
তুমি যদি সত্য পাল আমি যদি সতী।
সবা জিনি মোরে লন দ্বিজ মম পতি ॥
দ্রৌপদীর আপদ জানিয়া জগন্নাথ।
নাহি ভয় বলিয়া তুলেন বাম হাত ॥
দ্রৌপদীরে আশ্বাসি বাজান পাঞ্চজন্য।
শব্দেতে নিস্তব্ধ হৈল যত রিপুসৈন্য ॥
সর্ব্ব যদুগণে ডাকি বলেন গোবিন্দ।
এই দেখ অর্জ্জুনে বেড়িল রাজবৃন্দ ॥
সৈন্যগণ যাতায়াতে ভাঙ্গিল নগর।
যত্ন পূর্ব্ব রাখ সব পাঞ্চালের ঘর ॥
শুনিয়া সাত্যকি গদা প্রদ্যুম্ন সারণ।
গোবিন্দে চাহিয়া বলে করিয়া গর্জ্জন ॥
এই যদি ধনঞ্জয় কুন্তীর কুমার।
তুমি তার প্রিয়বন্ধু বলয়ে সংসার ॥
এ মহাসঙ্কট মধ্যে পড়িয়াছে একা।
আর কোন্ বেলা তার তুমি হবে সখা ॥
তুমি ক্ষমা কৈলে না ক্ষমিব আমা সব।
মারিয়া ক্ষত্রিয়গণে রাখিব পাণ্ডব ॥
এত বলি চলে সবে যুদ্ধ করিবারে।
প্রবোধিয়া বাসুদেব রাখেন সবারে ॥
এতক্ষণ আমি মারিতাম রাজগণ।
যুদ্ধ করিবারে রাম করেন বারণ ॥
রামের বচন কেবা লঙ্ঘিবারে ক্ষম।
বিশেষ বুঝিব অর্জ্জুনের পরাক্রম ॥
অসুখী না হও কিছু অর্জ্জুন কারণ।
পাঞ্চাল নগর গিয়া করহ রক্ষণ ॥
কুন্তীর সহিত কুম্ভকার-কর্ম্মশাল।
তথা রক্ষা হেতু যান শ্রীরাম গোপাল ॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুবত।
কাশীরাম কহে সাধু পিয়ে অবিরত ॥

অর্জ্জুনের সহিত দ্রৌপদীর স্বস্থানে গমন।

মুনিবর বলে শুন রাজা জন্মেজয়।
জিনিয়া সকল সৈন্য ভীম ধনঞ্জয় ॥
সমস্ত দিবস গেল হৈল অন্ধকার।
ধীরে ধীরে গেলেন ভার্গব-কর্ম্মশাল ॥
দোঁহার পশ্চাতে চলে দ্রুপদনন্দিনী ॥
মত্তহস্তী পাছে যেন চলিল হস্তিনী ॥
চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত যতেক দ্বিজগণ।
কেমনে বাহির হৈব চিন্তে দুইজন ॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া বলেন দ্বিজগণে।
বিদায় হই যে আজি সবাকার স্থানে ॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি বলে দ্বিজগণ।
এমত অপ্রিয় দ্বিজ বল কি কারণ ॥
তোমা দোঁহা সঙ্গ না ছাড়িব কদাচন।
না জানি কি করিবেক যত ক্ষত্রগণ ॥
নিশাকালে তোমা দোঁহে নিঃসখা দেখি
দোঁহা মারি দ্রৌপদীরে লইবে কাড়িয়া।

দাঁহারে বেড়িয়া সবে থাকি চতুর্ভিতে ।
যাবৎ না শুনি ক্ষত্র নাহি এ দেশেতে ॥
পার্থ বলে সে ভয় না কর দ্বিজগণ ।
আজি যাহ কালি সবে করিব মিলন
অনেক প্রকারে পুনঃ পুনঃ বুঝাইল ।
তথাপিও দ্বিজগণ সঙ্গ না ছাড়িল ॥
দ্বিজগণ মধ্যে ছিল ধৌম্য তপোধনে ।
ডাকিয়া নিভৃতে কহে সব দ্বিজগণে ॥
কোথাকারে যাহ সবে এ দোঁহা সংহতি ।
চিনিলে কি এই দোঁহে হয় কোন্ জাতি ॥
কিবা দৈত্য কিবা দেব রাক্ষস কিন্নর ।
কাহার তনয় দোঁহে কোন্ দেশে ঘর ॥
ইহার সংহতি তবে কোন্ প্রয়োজন ।
যথা ইচ্ছা তথাকারে করুক গমন ॥
ধৌমবাক্য শুনি সবে ভয় হৈল মনে ।
দাঁহাকার সংহতি ছাড়িল দ্বিজগণে ॥
দ্বিজগণ মধ্যে বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ছিল ।
ভগিনীর মমত্ব কদাচ না ছাড়িল ॥
গুপ্তবেশে পাছে পাছে চলিল সংহতি ।
মেঘে ঘোর অন্ধকার কৃষ্ণপক্ষ রাতি ॥
হেনকালে যুধিষ্ঠির সঙ্গে দুই ভাই ।
যাইতে ভার্গবগৃহে মিলেন তথাই ॥
হেথা কুম্ভকার গৃহে ভোজের নন্দিনন্দিনী
সমস্ত দিবস গেল হইল রজনী ॥
না দেখিয়া পুত্রগণে কান্দেন ব্যকুলে ।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে ভাষে অশ্রুজলে ॥
এতক্ষণ না আইল কি হেতু না জানি ।
কার সহ দ্বন্দ্ব ভীম করিছে আপনি ॥
অনুক্ষণ দ্বন্দ্ব বিনা ভীম নাহি জানে ।
আজি বুঝি বিরোধ করিল কার সনে ॥
কি হেতু দ্বিজে কিবা মারে ক্ষত্রগণ ।
বহু বিলাপিয়া কুন্তী করেন রোদন ॥
হেনকালে উত্তরিল পঞ্চ সহোদর ।
হৃষ্টচিত্তে মায়েরে ডাকিছে বৃকোদর ॥
আজি মাতা সমস্ত দিন দুঃখ পাইলা ।
উপবাসে একাকিনী গৃহেতে রহিলা ॥
অনেক কলহ আজি হইল জননী ।
সে কারণে হৈল মাতা এতেক রজনী ॥
রাত্রিতে মিলিল ভিক্ষা দেখ আসি মাতা ।
কুন্তী বলে বাঁটিয়া লহ রে পঞ্চ ভ্রাতা ॥
তোমা সবাকার বাক্য কর্ণে শুনি সুধা ।
আনন্দ-সাগরে ডুবি গেল মম ক্ষুধা ॥
আয়রে সোনার চাঁদ ওরে বাছাধন ।
নিকটে আইস, দেখি সবার বদন ॥
এত বলি শীঘ্র কুন্তী হইয়া বাহির ।
একে একে চুম্ব দিল সবাকার শির ॥
সবার পশ্চাতে দেখে দ্রুপদ-নন্দিনী ।
পূর্ণ শশধরমুখী গজেন্দ্রগামিনী ॥
তারে দেখি কুন্তী জিজ্ঞাসেন পঞ্চ সুতে ।
কেবা এ সুন্দরী দেখি সবার পশ্চাতে ॥
ভীম বলে জননী এ দ্রুপদ-দুহিতা ।
একচক্রা নগরে শুনিলে যার কথা ॥
ইহার কারণে বহু বিরোধ হইল ।
তোমার প্রসাদে জয় সর্ব্বত্র জন্মিল ॥
এই ভিক্ষা হেতু মাতা হইল রজনী ।
অন্ন ভিক্ষা করিলে মিলিত অন্নপানী ॥
কুন্তী বলিলেন শুন কহি পঞ্চ ভাই ।
কহিলাম কি কথা অগ্রেতে জানি নাই ॥
কেন না বল পুত্র কি কর্ম্ম করিলা ।
কন্যারে আনিয়া কেন ভিক্ষা যে বলিলা ॥
ভিক্ষা জানি বলি বাঁটি খাও পঞ্চজন ।
কিমতে আমার বাক্য করিবা লঙ্ঘন ॥
এত বলি দ্রৌপদীরে কুন্তী ধরি হাতে ।
যুধিষ্ঠির অগ্রে কহে কান্দিতে কান্দিতে ॥
সর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম তাত তোমাকে গোচর ।
শুনিয়াছ আমি কহিলাম যে উত্তর ॥
পুত্র হৈয়া আমা বাক্য লঙ্ঘিবা কি মতে ।
না লঙ্ঘিলে বিপরীত হইবে শুনিতে ॥
যেমতে লঙ্ঘন তাত নহে মম বাণী ।
ধর্ম্মচ্যুত নহে যেন দ্রুপদ-নন্দিনী ॥
মায়ের বচন শুনি ধর্ম্মের নন্দন ।
ব্যাসের বচন পূর্ব্বে হইল স্মরণ ॥

একচক্রা নগরে বলিলা ব্যাস মুনি।
পূর্ব্বে দ্বিজকন্যারে কহিলা শূলপাণি ॥
পঞ্চস্বামী হবে তোর না হবে খণ্ডন।
সেই কন্যা কৃষ্ণা নামে জন্মিল এখন ॥
এত ভাবি মায়ে বলে আশ্বাস বচন।
তোমার বচন মাতা না হবে লঙ্ঘন ॥
অর্জ্জুনের চিত্ত তবে বুঝিবার তরে।
অর্জ্জুনেরে কহিলেন ধর্ম্ম নৃপবরে ॥
বড় কর্ম্ম করিলা পাইয়া বহু কষ্ট।
লক্ষ্য বিন্ধি লক্ষ রাজা করিলা শ্রীভ্রষ্ট ॥
বহু কষ্টে প্রাপ্ত হৈলে দ্রুপদ-নন্দিনী।
শুভকর্ম্মে বিলম্ব না করা ভাল মানি ॥
ডাকাইয়া আনিয়া ধৌম্যাদি দ্বিজগণে।
কর আজি বিবাহ রজনী শুভক্ষণে ॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া কহেন ধনঞ্জয়।
অবিহিত কি হেতু বলহ মহাশয় ॥
লোকে বেদে নিন্দে যেই কর্ম্ম দুরাচার।
বিবাহ তোমার অগ্রে হইবে আমার ॥
প্রথমে তোমার হবে ভীম তার পাছে।
অনন্তর আমার শাস্ত্রে যেমন আছে ॥
পার্থবাক্য শুনি ধর্ম্ম হৈয়া হৃষ্টমন।
শিরে চুম্ব দিয়া করিলেন আলিঙ্গন ॥
কুম্ভকারশালে যবে করেন প্রবেশ।
হেনকালে আইলেন রাম হৃষীকেশ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুণ্যবান্ ॥

কুন্তীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণের আগমন।

প্রণাম করিয়া দোঁহে কুন্তীর চরণে।
আপনার পরিচয় দেন দুইজনে ॥
শুনি শূরসেন-সুতা দোঁহে করি কোলে।
দোঁহারে করান স্নান নয়নের জলে ॥
কোথা ছিলে তাত মোর অন্ধকের নড়ি।
হাপুতির পুত্ তোরা দরিদ্রের কড়ি ॥
দ্বাদশ বৎসর আজি মুখ নাহি দেখি।
অনুক্ষণ কান্দিয়া দুর্ব্বল হৈল আঁখি ॥
কহ তাত সবার কুশল সমাচার।
তোমার মায়ের আর আমার ভ্রাতার ॥
দ্বাদশ বৎসর হৈল নাহি দেখি শুনি।
কেবা মরে কেবা জীয়ে কিছুই না জানি
নাহি জানি তোমার এতেক নিষ্ঠুরতা।
না জানি যে এতেক নির্দ্দয় তোর পিতা
বনে বনে কত ভ্রমিলাম দেশ দেশ।
দ্বাদশ বৎসর কেহ না করে উদ্দেশ ॥
কৃষ্ণ বলিলেন দেবি ত্যজ মনস্তাপ।
না ভুঞ্জিলে না খণ্ডে পূর্ব্বের পরিতাপ
গৃহদাহে মরিলা শুনিয়া এই কথা।
সাতদিন অন্নজল না ছুঁলেন পিতা ॥
আমারে পাঠাইলেন বুঝিতে কারণ।
বিদুরের স্থানে শুনিলাম বিবরণ ॥
দ্বাদশ বৎসর কষ্ট অরণ্যে পাইলে।
তোমা স্মরি তাত ভাসিলেন অশ্রুজলে
শত্রুভয়ে আমার উদ্দেশ না পাইলা।
মম আত্মা সর্ব্বক্ষণ তোমা প্রতি ছিলা
শোক না করিহ দেবি দুঃখ হৈল শেষ
কালি কিংবা পরশ্ব চলহ নিজ দেশ ॥
কুন্তীরে প্রণাম করি যান ধর্ম্মপাশ।
কৃতাঞ্জলি প্রণমিয়া সকরুণ ভাষ ॥
শীঘ্র উঠি ধর্ম্মসুত করি আলিঙ্গন।
দোঁহাকার অশ্রুজলে ভাসেন দুজন ॥
স্নেহভাবে দোঁহারে না ছাড়ে দুইজন
বহুক্ষণ দোঁহা মুখে না সরে বচন ॥
তবে পাঁচ ভাই রামকৃষ্ণে সম্বোধিয়া।
যতেক পূর্ব্বের কষ্ট কহয়ে বসিয়া ॥
কহেন সকল কথা ধর্ম্মের নন্দন।
জতুগৃহ যে প্রকারে হইল দাহন ॥
বিদুরের মন্ত্রণাতে যেমত উদ্ধার।
রাক্ষসের মুখে রক্ষা হৈল যে প্রকার
বনে বনে দেশে দেশে তপস্বীর বেশ
দ্বাদশ বৎসর যত পাইলেন ক্লেশ ॥
একে একে কহেন সকল সমাচার।
শুনি আশ্বাসিয়া বলে দেবকী-কুমার

ন্ট ধৃতরাষ্ট্র নষ্ট তার পুত্রগণ ।
মুচিত ফল তারা পাইবে এক্ষণ ॥
দি প্রীতে বাঁটিয়া না দেয় রাজ্যভার ।
কলে মিলিয়া তারে করিব সংহার॥
ধিষ্ঠির বলিলেন তবে দামোদরে ।
কমতে জানিলা আমি কুম্ভকার-ঘরে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে করিল তব ভাই ।
নুষ্য করিবে হেন ক্ষিতিমাঝে নাই ॥
ধিষ্ঠির বলিলেন আজি সুপ্রভাত ।
তঁই আজি নয়নে দেখিনু জগন্নাথ ॥
একমাত্র বড় ভয় হতেছে অন্তরে ।
বে জ্ঞাত হৈল আমি কুম্ভকার-ঘরে ॥
বিশেষ তোমার হইয়াছে আগমন ।
এ সব বার্ত্তা পাছে শুনে দুর্য্যোধন ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা ভয় কর কারে ।
ত দুর্য্যোধন তোমা কি করিতে পারে ॥
তিন লোক সহায় করিয়া যদি আসে ।
দুর্ব্বেকে নিবারিব চক্ষুর নিমিষে ॥
গুবংশ সহ আমি যাজ্ঞসেন সখা ।
বারে করিবে জয় ভীমার্জ্জুন একা ॥
ধিষ্ঠির বলেন যে তাহারে না গণি ।
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র তারে ভয় মানি ॥
আজিকার রজনা বঞ্চিব এই দেশে ।
যই চিত্তে লয় কালি করিব দিবসে ॥
এত বলি মেলানি করিল দুইজন ।
বিদায় হইয়া যান রাম নারায়ণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

দ্রুপদ রাজার খেদ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রবোধ ।

হেথা যাজ্ঞসেন রাজা যাজ্ঞসেনী-শোকে ।
ভূমে গড়াগড় দিয়া কান্দে অধোমুখে ॥
রাজারে বেড়িয়া কান্দে যত মন্ত্রিগণ ।
পুত্রগণ কান্দে আর অন্তঃপুর জন ॥
হেনকালে ধৃষ্টদ্যুম্ন উত্তরিল তথা ।
রাজা বলে একি দেখি কৃষ্ণা মম কোথা ॥
হরি হরি বিধি মম কৈলা হেন গতি ।
অবহেলে হারাইনু কৃষ্ণা গুণবতী ॥
কহ পুত্র কৃষ্ণার কুশল সমাচার ।
কোথা গেল লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাহ্মণকুমার ॥
সর্ব্বনাশ করিলেন ব্যাস মুনিবর ।
তাঁর বোলে কৃষ্ণার হইল স্বয়ংবর ॥
ধনুর্ব্বাণ দিল লক্ষ্য করিয়া নির্ম্মাণ ।
বলিলেন পার্থ বিনা না পারিবে আন ॥
মম কর্ম্মদোষে মুনিবাক্য মিথ্যা হৈল ।
কালে বিপরীত ফল আমাতে ফলিল ॥
কহ বাপু কৃষ্ণা রাখি আইলা কোথায় ।
কৃষ্ণা ছাড়ি কোন্ মুখে আইলা হেথায় ॥
হা কৃষ্ণা হা কৃষ্ণা মম প্রাণের তনয়া ।
এত বলি পড়ে রাজা মূর্চ্ছাগত হৈয়া ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে আর না কান্দ রাজন্ ।
সকল মঙ্গল রাজা ত্যজ দুঃখ মন ॥
ব্যাসের বচন রাজা কভু মিথ্যা নয় ।
তোমার মানস পূর্ণ হইল নিশ্চয় ॥
শুনি কহ কহ বলি উঠিল রাজন ।
কিমতে হইল সত্য ব্যাসের বচন ॥
শতপুর করিয়া বেড়িল রাজগণ ।
সবাকে জিনিল সেই একক ব্রাহ্মণ ॥
সহায় হইল তার এক দ্বিজ আর ।
সুরাসুর মনুষ্যে সদৃশ নাহি তার ॥
হাতে বৃক্ষ এল যেন বজ্রহস্তে ইন্দ্র ।
ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া গেল নৃপবৃন্দ ॥
এইমত যুদ্ধে তাত হইল রজনী ।
দুইজন সঙ্গে চলি গেল যাজ্ঞসেনী ॥
এ দোঁহার সহ তাত আর তিন জন ।
পথেতে যাইতে হৈল সবার মিলন ॥
ভার্গবের কর্ম্মশাল-আশ্রয়ে আছিল ।
পাঁচজন মিলিয়া তথায় চলি গেল ॥
স্ত্রী এক আছিল তথা পরমা সুন্দরী ।
তাঁর রূপে বিনা দীপে ঘর আলো করি ॥
জননী হইবে তাঁর বুঝি অভিপ্রায় ।
তিন ভাই কৃষ্ণা সহ রাখিয়া তথায় ॥

একচক্রা নগরে বলিলা ব্যাস মুনি।
পূর্ব্বে দ্বিজকন্যারে কহিলা শূলপাণি ॥
পঞ্চস্বামী হবে তোর না হবে খণ্ডন।
সেই কন্যা কৃষ্ণা নামে জন্মিল এখন ॥
এত ভাবি মায়ে বলে আশ্বাস বচন।
তোমার বচন মাতা না হবে লঙ্ঘন ॥
অর্জ্জুনের চিত্ত তবে বুঝিবার তরে।
অর্জ্জুনেরে কহিলেন ধর্ম্ম নৃপবরে ॥
বড় কর্ম্ম করিলা পাইয়া বহু কষ্ট।
লক্ষ্য বিন্ধি লক্ষ রাজা করিলা শ্রীভ্রষ্ট ॥
বহু কষ্টে প্রাপ্ত হৈলে দ্রুপদ-নন্দিনী।
শুভকর্ম্মে বিলম্ব না করা ভাল মানি ॥
ডাকাইয়া আনিয়া ধৌম্যাদি দ্বিজগণে।
কর আজি বিবাহ রজনী শুভক্ষণে ॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া কহেন ধনঞ্জয়।
অবিহিত কি হেতু বলহ মহাশয় ॥
লোকে বেদে নিন্দে যেই কর্ম্ম দুরাচার।
বিবাহ তোমার অগ্রে হইবে আমার ॥
প্রথমে তোমার হবে ভীম তার পাছে।
অনন্তর আমার শাস্ত্রে যেমন আছে ॥
পার্থবাক্য শুনি ধর্ম্ম হৈয়া হৃষ্টমন।
শিরে চুম্ব দিয়া করিলেন আলিঙ্গন ॥
কুম্ভকারশালে যবে করেন প্রবেশ।
হেনকালে আইলেন রাম হৃষীকেশ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুণ্যবান্ ॥

কুন্তীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণের আগমন।

প্রণাম করিয়া দোঁহে কুন্তীর চরণে।
আপনার পরিচয় দেন দুইজনে ॥
শুনি শূরসেন-সুতা দোঁহে করি কোলে।
দোঁহারে করান স্নান নয়নের জলে ॥
কোথা ছিলে তাত মোর অন্ধকের নড়ি।
হাপুতির পুত্ তোরা দরিদ্রের কড়ি ॥
দ্বাদশ বৎসর আজি মুখ নাহি দেখি।
অনুক্ষণ কান্দিয়া দুর্ব্বল হৈল আঁখি ॥
কহ তাত সবার কুশল সমাচার।
তোমার মায়ের আর আমার ভ্রাতার ॥
দ্বাদশ বৎসর হৈল নাহি দেখি শুনি।
কেবা মরে কেবা জীয়ে কিছুই না জানি ॥
নাহি জানি তোমার এতেক নিষ্ঠুরতা।
না জানি যে এতেক নির্দ্দয় তোর পিতা ॥
বনে বনে কত ভ্রমিলাম দেশ দেশ।
দ্বাদশ বৎসর কেহ না করে উদ্দেশ ॥
কৃষ্ণ বলিলেন দেবি ত্যজ মনস্তাপ।
না ভুঞ্জিলে না খণ্ডে পূর্ব্বের পরিতাপ ॥
গৃহদাহে মরিলা শুনিয়া এই কথা।
সাতদিন অন্নজল না ছুঁলেন পিতা ॥
আমারে পাঠাইলেন বুঝিতে কারণ।
বিদুরের স্থানে শুনিলাম বিবরণ ॥
দ্বাদশ বৎসর কষ্ট অরণ্যে পাইলে।
তোমা স্মরি তাত ভাসিলেন অশ্রুজলে ॥
শত্রুভয়ে আমার উদ্দেশ না পাইলা।
মম আত্মা সর্ব্বক্ষণ তোমা প্রতি ছিলা ॥
শোক না করিহ দেবি দুঃখ হৈল শেষ।
কালি কিংবা পরশ্ব চলহ নিজ দেশ ॥
কুন্তীরে প্রণাম করি যান ধর্ম্মপাশ।
কৃতাঞ্জলি প্রণমিয়া সকরুণ ভাষ ॥
শীঘ্র উঠি ধর্ম্মসুত করি আলিঙ্গন।
দোঁহাকার অশ্রুজলে ভাসেন দুজন ॥
স্নেহভাবে দোঁহারে না ছাড়ে দুইজন।
বহুক্ষণ দোঁহা মুখে না সরে বচন ॥
তবে পাঁচ ভাই রামকৃষ্ণে সম্বোধিয়া।
যতেক পূর্ব্বের কষ্ট কহয়ে বসিয়া ॥
কহেন সকল কথা ধর্ম্মের নন্দন।
জতুগৃহ যে প্রকারে হইল দাহন ॥
বিদুরের মন্ত্রণাতে যেমত উদ্ধার।
রাক্ষসের মুখে রক্ষা হৈল যে প্রকার ॥
বনে বনে দেশে দেশে তপস্বীর বেশ।
দ্বাদশ বৎসর যত পাইলেন ক্লেশ ॥
একে একে কহেন সকল সমাচার।
শুনি আশ্বাসিয়া বলে দেবকী-কুমার ॥

দুষ্ট ধৃতরাষ্ট্র নষ্ট তার পুত্রগণ ।
সমুচিত ফল তারা পাইবে এক্ষণ ॥
যদি প্রীতে বাঁটিয়া না দেয় রাজ্যভার ।
সকলে মিলিয়া তারে করিব সংহার॥
ধিষ্ঠির বলিলেন তবে দামোদরে ।
কমতে জানিলা আমি কুম্ভকার-ঘরে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে করিল তব ভাই ।
নুষ্য করিবে হেন ক্ষিতিমাঝে নাই ॥
ধিষ্ঠির বলিলেন আজি সুপ্রভাত ।
তঁই আজি নয়নে দেখিনু জগন্নাথ ॥
একমাত্র বড় ভয় হতেছে অন্তরে ।
বে জ্ঞাত হৈল আমি কুম্ভকার-ঘরে ॥
বিশেষ তোমার হইয়াছে আগমন ।
এ সব বার্ত্তা পাছে শুনে দুর্য্যোধন ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা ভয় কর কারে ।
শত দুর্য্যোধন তোমা কি করিতে পারে ॥
তিন লোক সহায় করিয়া যদি আসে ।
মুহূর্ত্তেকে নিবারিব চক্ষুর নিমিষে ॥
নপ্তবংশ সহ আমি যাজ্ঞসেন সখা ।
নবারে করিবে জয় ভীমার্জ্জুন একা ॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে তাহারে না গণি ।
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র তারে ভয় মানি ॥
আজিকার রজনী বঞ্চিব এই দেশে ।
যেই চিত্তে লয় কালি করিব দিবসে ॥
এত বলি মেলানি করিল দুইজন ।
বিদায় হইয়া যান রাম নারায়ণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

দ্রুপদ রাজার খেদ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রবোধ ।

হেথা যাজ্ঞসেন রাজা যাজ্ঞসেনী-শোকে ।
ভূমে গড়াগড়ি দিয়া কান্দে অধোমুখে ॥
রাজারে বেড়িয়া কান্দে যত মন্ত্রিগণ ।
পুত্রগণ কান্দে আর অন্তঃপুর জন ॥
হেনকালে ধৃষ্টদ্যুম্ন উত্তরিল তথা ।
রাজা বলে একি দেখি কৃষ্ণা মম কোথা ॥
হরি হরি বিধি মম কৈলা হেন গতি ।
অবহেলে হারাইনু কৃষ্ণা গুণবতী ॥
কহ পুত্র কৃষ্ণার কুশল সমাচার ।
কোথা গেল লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাহ্মণকুমার ॥
সর্ব্বনাশ করিলেন ব্যাস মুনিবর ।
তাঁর বোলে কৃষ্ণার হইল স্বয়ংবর ॥
ধনুর্ব্বাণ দিল লক্ষ্য করিয়া নির্ম্মাণ ।
বলিলেন পার্থ বিনা না পারিবে আন ॥
মম কর্ম্মদোষে মুনিবাক্য মিথ্যা হৈল ।
কালে বিপরীত ফল আমাতে ফলিল ॥
কহ বাপু কৃষ্ণা রাখি আইলা কোথায় ।
কৃষ্ণা ছাড়ি কোন্ মুখে আইলা হেথায় ॥
হা কৃষ্ণা হা কৃষ্ণা মম প্রাণের তনয়া ।
এত বলি পড়ে রাজা মূর্চ্ছাগত হৈয়া ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে আর না কান্দ রাজন্ ।
সকল মঙ্গল রাজা ত্যজ দুঃখ মন ॥
ব্যাসের বচন রাজা কভু মিথ্যা নয় ।
তোমার মানস পূর্ণ হইল নিশ্চয় ॥
শুনি কহ কহ বলি উঠিল রাজন ।
কিমতে হইল সত্য ব্যাসের বচন ॥
শতপুর করিয়া বেড়িল রাজগণ ।
সবাকে জিনিল সেই একক ব্রাহ্মণ ॥
সহায় হইল তার এক দ্বিজ আর ।
সুরাসুর মনুষ্যে সদৃশ নাহি তার ॥
হাতে বৃক্ষ এল যেন বজ্রহস্তে ইন্দ্র ।
ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া গেল নৃপবৃন্দ ॥
এইমত যুদ্ধে তাত হইল রজনী ।
দুইজন সঙ্গে চলি গেল যাজ্ঞসেনী ॥
এ দোঁহার সহ তাত আর তিন জন ।
পথেতে যাইতে হৈল সবার মিলন ॥
ভার্গবের কর্ম্মশাল-আশ্রয়ে আছিল ।
পাঁচজন মিলিয়া তথায় চলি গেল ॥
স্ত্রী এক আছিল তথা পরমা সুন্দরী ।
তাঁর রূপে বিনা দীপে ঘর আলো করি ॥
জননী হইবে তাঁর বুঝি অভিপ্রায় ।
তিন ভাই কৃষ্ণা সহ রাখিয়া তথায় ॥

তত রাত্রে গেল দোঁহে ভিক্ষার কারণ।
ভিক্ষা করি আনি দিল করিতে রন্ধন॥
রন্ধন করিল কৃষ্ণা চক্ষুর নিমিষে।
মাতা তার সাদরে বলিল প্রিয়ভাষে॥
আশে পাশে ডাকিয়া আইস পুত্রগণ।
উপবাসী অতিথি থাকয়ে কোন জন॥
অতিথিরে দিয়া যাহা অবশেষ থাকে।
দুই ভাগ করি কৃষ্ণা বাঁটহ তাহাকে॥
এক ভাগ দেহ হের ইহার গোচর।
আর এক ভাগ কৃষ্ণা পাঁচ ভাগ কর॥
চারি ভাগ দেহ এই চারি বিদ্যমানে।
এক ভাগ দ্রৌপদী করহ দুই স্থানে॥
তুমি অর্দ্ধ লহ মোরে দেহ অর্দ্ধ আনি।
ক্রোধে বলে এক দ্বিজ চাহিয়া জননী॥
এত রাত্রে অতিথিরে পাইব কোথায়।
ভুঞ্জিয়া থাকিবে কিংবা থাকিবে নিদ্রায়॥
আজিকার ভিক্ষা মাতা অতিরেক নহে।
বিশেষ যুদ্ধের শ্রমে পেটে অগ্নি দহে॥
আজিকার দিনে মাতা অতিথি রহুক।
ভয়েতে জননী বলে হউক হউক॥
পুনঃ বলে অতিথির ভাগ দেহ মোরে।
কালি প্রাতে যত ইচ্ছা দিও অতিথিরে॥
দেহ দেহ বলি পুনঃ ডাকিল জননী।
সেইরূপে বাঁটিয়া দিলেন যাজ্ঞসেনী॥
গ্রাস দুই তিনে তাহা সকলি খাইল।
মণ্ড আন মণ্ড আন বলি ডাক দিল॥
না পাইয়া মণ্ড ক্রোধে কটাক্ষেতে চায়।
মম মনে দ্রৌপদীরে মারিলেক প্রায়॥
এই হেতু মাতা তোরে জন্মে মম ক্রোধ।
তুমি কহ ভীমে নারি করিতে প্রবোধ॥
মাতা বলে তাত আজি মম দোষ খণ্ড।
নূতন রন্ধনী আজি না রাখিল মণ্ড॥
মায়ের বচনে বহুমতে শান্ত হৈল।
ভোজন করিয়া গিয়া আচমন কৈল॥
ভোজন করিয়া চাহে শয়ন করিতে।
সবার কনিষ্ঠে বলে শয্যা পাতি দিতে॥
সবার উপরে শয্যা করিল মাতার।
পাঁচ ভ্রাতার শয্যা হৈল পদনীচে তাঁর॥
সবার চরণতলে কৃষ্ণা শয্যা পাতি।
হৃষ্ট হৈয়া শুইল দ্রৌপদী গুণবতী॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীরাম কহে সদা শুনে সাধু নর॥

দ্রুপদ রাজপুরে পাণ্ডবদের আনয়ন।

শুনিয়া দ্রুপদ রাজা আনন্দিত মনে।
উঠি বসি রাত্রি পোহাইল জাগরণে॥
পূর্ব্বভিতে দেখি রাজা অরুণ উদয়।
পুরোহিত দ্বিজে কহে করিয়া বিনয়॥
কুমারের শালে তুমি যাহ শীঘ্রগতি।
পরিচয় লহ তারা হয় কোন জাতি॥
রাজার পাইয়া আজ্ঞা চলিল ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণে দেখিয়া প্রণমিল পঞ্চজন॥
যুধিষ্ঠিরে চাহিয়া বলয়ে দ্বিজমণি।
সত্যশীল ধর্ম্ম তুমি বুঝি অনুমানি॥
যাহা জিজ্ঞাসিব নাহি করিবে ভণ্ডন।
পরিচয় ইচ্ছে তোমা দ্রুপদ রাজন॥
দ্রুপদ রাজার এই মানস আছিল।
দ্রৌপদী কুমারী তাঁর যে দিনে জন্মিল॥
কুরুবংশে পাণ্ডুরাজা সখা প্রিয়তর।
তাঁর পুত্রে কন্যা দিবে সানন্দ অন্তর॥
গৃহদাহে মাতা সহ মৈল পঞ্চ ভাই।
সবে এই কথা বলে প্রত্যয় না যাই॥
ব্যাস সহ যুক্তি করি লক্ষ্য কৈল পণ।
বিনা পার্থ নারিবে বিন্ধিতে অন্য জন॥
এই হেতু মনে বড় আছয়ে সন্দেহ।
কে তুমি কাহার পুত্র পরিচয় দেহ॥
ধর্ম্ম বলে পরিচয়ে কোন্ প্রয়োজন।
জাতির নির্ণয় নাহি লক্ষ্য কৈলে পণ॥
সেই পণে এই কন্যা আনিল জিনিয়া।
এক্ষণে কি কাজ আর জাতি জিজ্ঞাসিয়া॥
পুরোহিত কহে তাহা কে লঙ্ঘিতে পারে।
পরিচয় দিয়া প্রীতি করহ রাজারে॥

যুধিষ্ঠির বলে গিয়া কহ নৃপবরে।
হীনজাতি জন লক্ষ্য বিন্ধিতে কি পারে॥
শুনি পুরোহিত গিয়া দ্রুপদে কহিল।
পরিচয় না পাইয়া নৃপতি চিন্তিল॥
পুত্রগণ সহ তবে বিচার করিয়া।
ছয়খান রথ তবে দিল পাঠাইয়া॥
পুত্রে পাঠাইল অগ্রসরি লইবারে।
রথ লৈয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন গেল তথাকারে॥
চিহ্ন জানিবার তরে থুইল রাজন।
পাশাক্রীড়া বেদ বিদ্যা পুরাণ পঠন॥
ধান্য যব নানা শস্য থুইল দুইভিতে।
ধনুক বিবিধ অস্ত্র তূণের সহিতে॥
রথ লৈয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন গেল শীঘ্রগতি।
সবিনয়ে বলে তবে ধর্ম্মরাজ প্রতি॥
পাঠাইল নরপতি পরম আদরে।
কৃষ্ণা সহ পঞ্চ ভাই চল তথাকারে॥
ধর্ম্মরাজ শুনিয়া বিলম্ব না করিয়া।
পঞ্চ ভাই পঞ্চ রথে চড়িলেন গিয়া॥
এক রথে কৃষ্ণা সহ ভোজের নন্দিনী।
বাজিল বিবিধ বাদ্য সুমঙ্গল ধ্বনি॥
দুই ভিতে নানা রথ থুইল রাজন।
কারু ভিতে না তিষ্ঠিল ভাই পঞ্চ জন॥
বিচারে জানিল যত বিদ্যাবন্ত জনে।
ভাঙ্গিল ধনুক সেই গুণ টঙ্কারণে॥
যথায় বসিয়া রাজা রত্ন সিংহাসনে।
পাত্র-মিত্রগণ আছে তাঁর সন্নিধানে॥
দিব্য রাজাসনে বসিলেন পঞ্চজন।
উঠিয়া আপনি রাজা কৈল সম্ভাষণ॥
কুন্তী সহ দ্রৌপদারে অন্তঃপুরে নিল।
যত নারী হুলাহুলি মঙ্গল করিল॥
মহাভারতের কথা শ্রবণ মঙ্গল।
কাশীদাস কহে লভ ভারতের ফল॥

রাজা কর্ত্তৃক পাণ্ডবের পরিচয় গ্রহণ।

বসিল দ্রুপদ রাজা পুত্রের সহিতে।
পাত্রমিত্রগণ আর দ্বিজ পুরোহিতে॥
পঞ্চজন মুখচন্দ্র করি নিরীক্ষণ।
হরষিত হইয়া বলিছে এ বচন॥
কে তোমরা বাস কোথা, কহ সত্যবাণী।
কে তব জনক বল কে তব জননী॥
মনুষ্য-লোকের প্রায় নাহি লয় মনে।
আকৃতি প্রকৃতি দেবতুল্য পাঁচজনে॥
রূপে পঞ্চজনের না দেখি শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠ।
সবার সমান রূপ জ্যেষ্ঠ কে কনিষ্ঠ॥
কিবা ইন্দ্র চন্দ্র কাম অশ্বিনীকুমার।
ইহা মধ্যে হবে চিত্তে লয়েছে আমার॥
আর যত ধর্ম্ম কর্ম্ম সত্য সম নহে।
মিথ্যাসম পাপ নাহি সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥
সর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম তোমা সবার গোচর।
কহ সত্য খণ্ডুক মনের মতান্তর॥
যুধিষ্ঠির বলে মোরা পাণ্ডুর নন্দন।
আমি যুধিষ্ঠির এই দোঁহে ভীমার্জ্জুন॥
এ নকুল সহদেব জানহ নৃপতি।
অন্তঃপুরে মাতা কুন্তী সহিত পার্ষতি॥
এত শুনি নরপতি হইল উল্লাস।
আপনা পাসরে মুখে নাহি আসে ভাষ॥
কদম্বকুসুম সম কলেবর ফুলে।
বসন ভূষণ তিতে নয়নের জলে॥
শীঘ্রগতি উঠি রাজা করে আলিঙ্গন।
একে একে সম্ভাষিল ভাই পঞ্চজন॥
রাজা বলে পূর্ব্বভাগ্য আমার যে ছিল।
সেই ফলে মনের কামনা পূর্ণ হৈল॥
কহ শুনি তাত সেই সব বিবরণ।
গৃহদাহে মৈল বলি জানে সর্ব্বজন॥
যুধিষ্ঠির বলেন সে গৃহদাহ নয়।
জতুগৃহ করিল পুরোচন পাপাশয়॥
বিদুরের মন্ত্রণায় তরিনু তাহাতে।
শুনিয়া দ্রুপদ রাজা বলে ক্রোধচিতে॥
এত বড় নির্দ্দয় সে অন্ধ নৃপরাজ।
নাহি ধর্ম্মভয় নাহি লোকভয় লাজ॥
ধর্ম্মেতে রাখিল তোমা সে সব সঙ্কটে।
মরিবেক পাপিগণ আপন কপটে॥

গৃহদাহে মৈল বলি কহে সর্ব্বজন।
জোঁগৃহ করিল বলি শুনি যে এখন॥
এ সকল কষ্ট চিত্তে না ভাবিহ আর।
মম ধন রাজ্য বাপু সকলি তোমার॥
তবে কতক্ষণান্তরে বলয়ে বচন।
ববাহ করহ পার্থ করি শুভক্ষণ॥
শুনিয়া কহেন তবে ধর্ম্মের কুমার।
রাজা বলে যাহা ইচ্ছা বিচারে তোমার॥
তুমি কিংবা বৃকোদর কিংবা ধনঞ্জয়।
কিংবা দুইজন এই মাদ্রীর তনয়॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে মায়ের বচনে।
দ্রৌপদীকে বিবাহ করিব পঞ্চজনে॥
যুধিষ্ঠির-বাক্য শুনি বিস্মিত নৃপতি।
অধোমুখ হৈয়া তবে নিরীক্ষয়ে ক্ষিতি॥
কুন্তীপুত্র শ্রেষ্ঠ তুমি ধর্ম্ম-অবতার।
তুমি হেন বল আমি কি বলিব আর॥
বহু পতি ধরে সতী নাহি শুনি ক্ষিতি।
লোকে বেদে নাহি শুনি স্ত্রীর বহু পতি॥
পূর্ব্বে সাধুগণ সব যাহা নাহি করে।
সম্প্রতি ধার্ম্মিকগণ তাহা না আচরে॥
এমত অপূর্ব্ব কথা কভু নাহি শুনি।
ইতরের প্রায় কেন কহ হেন বাণী॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন এ কথা প্রমাণ।
পূর্ব্বসাধুগণ-পথ কে করিবে আন॥
লোকে বেদে যাহা কহে জানিও রাজন্।
গুরুজনবাক্য কভু না করি লঙ্ঘন॥
লোকমত কর্ম্ম রাজা করিব সর্ব্বথা।
কিন্তু গুরুবগণবাক্য না করি অন্যথা॥
লোকমধ্যে গুরু শ্রেষ্ঠ গুরুতে জননী।
মাতৃবাক্য কেমনে লঙ্ঘিব নৃপমণি॥
মাতা মম গুরুদেব ইষ্টদেব জানি।
মাতার বচন আমি বেদতুল্য মানি॥
মাতার বচন লঙ্ঘে যেই দুরাচার।
যতেক সুকৃতি কর্ম্ম নিস্ফল তাহার॥
কতক্ষণে উত্তর করিল নরপতি।
নারিনু এ বিধি দিতে কি আছে শকতি॥
তুমি আর ধৃষ্টদ্যুম্ন পুরোহিত সহ।
এ কথা বিচার করি আমারে সে কহ॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুবত।
কাশীদাস কহে সাধু পিয়ে অনুব্রত॥

দ্রৌপদীর বিবাহ হেতু মুনিগণের রাজসভায় আগমন

অন্তর্য্যামী সর্ব্বজ্ঞ সকল মুনিগণ।
পাণ্ডব-বিবাহ হেতু কৈলা আগমন॥
শিষ্যসহ পরাশর মুনি যে আইল।
জমদগ্নি জৈমিনী শ্রীঅসিত দেবল॥
দুর্ব্বাসা লোমশ আঙ্গিরস তপোধন।
শিষ্য যাটি সহস্র আইল দ্বৈপায়ন॥
যতেক আইল মুনি লিখনে না যায়।
দ্বারী সবে আসিতে দ্রুপদে জানায়॥
শুনিয়া দ্রুপদ রাজা শীঘ্রগতি উঠি।
অগ্রসরি প্রণমিল ভূমে শির লুঠি॥
অগ্রেতে সংগ্রহ করি আছিল রাজন্।
বসিবারে সবে দিল উত্তম আসন॥
পাদ্য অর্ঘ্য ধূপ দীপ গন্ধে কৈল পূজা।
যোড়হাতে দাণ্ডাইল পাঞ্চালের রাজা॥
আমার ভাগ্যের কথা কহনে না যায়।
সে কারণে মুনিগণ আইল হেথায়॥
আছিল সন্দেহ এই বিবাহ কারণ।
বিধিদাতা সংসারে তোমরা সর্ব্বজন॥
যে বিধান কহিবে বিধান সেই মত।
বিচারিয়া সব কথা দেহ অভিমত॥
মুনিগণ বলে শুন ইহা কি কহিব।
পূর্ব্বে যে ধাতার সৃষ্টি তাহা কি ঘুচাব॥
কৃষ্ণার বিবাহ হেতু এই নিরূপণ।
দ্রৌপদীর পঞ্চ পতি বিধির লিখন॥
দেখিতেছি সৃষ্টি স্থিতি গোচরে সর্ব্বথা।
পঞ্চ পতি দ্রৌপদীর কে করে অন্যথা॥
মুনিগণ মুখে শুনি এতেক বচন।
মৌনী হয়ে রহিলেন দ্রুপদ রাজন্॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে নাহি শুনি সংসারেতে।
লোকে যাহা নাহি তাহা করিব কিমতে॥

যথার্থ করিতে কর্ম্ম লোকে উপহাস।
এমত নিন্দিত কর্ম্মে কহ কেন ভাষ ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন অন্য নাহি জানি।
মায়ের বচন যে অধিক বেদবাণী ॥
মুনিগণ মুখে শুনিয়াছি পূর্ব্বকথা।
জটিল ব্রাহ্মণ ছিল ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞাতা ॥
যত দ্বিজগণে তিনি করান অধ্যয়ন।
সর্ব্বশাস্ত্র বেদাগম গ্রন্থ ব্যাকরণ ॥
পড়াইয়া পাছে দেন এই উপদেশ।
যত শাস্ত্র হ'তে শুন কহি যে বিশেষ ॥
মাতার যে আজ্ঞা যত্নে করিবে পালন।
না করিবে দ্বিধা রহে বেদের বচন ॥
লোক হৈতে গুরু শ্রেষ্ঠ আমি মানি।
সর্ব্বগুরু হৈতে শ্রেষ্ঠ গণি যে জননী ॥
জননী আমারে আজ্ঞা দেন এইমত।
পঞ্চজনে বাঁটি লহ অন্য ভিক্ষা মত ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বলি তাহা কে বুঝিতে পারে।
অধর্ম্মেতে আছে ধর্ম্ম ধর্ম্মে পাপ করে ॥
অধর্ম্ম কর্ম্মেতে মম মন নাহি লয়।
এ কর্ম্ম করিতে মম চিত্তে নাহি ভয় ॥
সে কারণে বুঝি এই ধর্ম্ম আচরণ।
বিশেষ খণ্ডিতে নারি মায়ের বচন ॥
অনন্তরে বলিতে লাগিল বৃকোদর।
কার শক্তি লঙ্ঘিবেক ধর্ম্মের উত্তর ॥
বেদশাস্ত্র লোক আমি সবার বাহির।
আমা সবাকার ধাতা কর্ত্তা যুধিষ্ঠির ॥
আমরা না মানি শাস্ত্র কিবা অন্য জনে।
ধর্ম্ম আজ্ঞা পালন করি যে প্রাণপণে ॥
কে লঙ্ঘিবে যে আজ্ঞা করেন যুধিষ্ঠির।
অনেক সহিনু এ পাঞ্চাল নৃপতির ॥
পুনঃ পুনঃ ধর্ম্মবাক্য করিল হেলন।
অন্যজন হৈলে আজি লইতাম জীবন ॥
সম্বন্ধে শ্বশুর ইনি গুরু মধ্যে গণি।
মম ক্রোধানল শান্ত হইল আপনি ॥
লোকে বেদে বলে যদি নহে ভীত মন।
আজি হৈতে সর্ব্বশাস্ত্রে করহ লিখন ॥

হেনকালে কুন্তী শুনি হইল বাহির।
কৃতাঞ্জলি বন্দে সব চরণ মুনির ॥
ব্যাসের চরণ ধরি সকরুণে কয়।
আমারে নিস্তার কর মিথ্যাবাক্য ভয় ॥
যেই বলে যুধিষ্ঠির বল সেই কথা।
যেই মতে মম বাক্য না হয় অন্যথা ॥
মুনি বলে ত্যজ ভয় না কর ক্রন্দন।
অলঙ্ঘ্য তোমার বাক্য না হবে লঙ্ঘন ॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীরাম দাস কহে শুনে সাধু নর ॥

দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী হইবার কারণ।

ব্যাস বলে সব তত্ত্ব জান মুনিগণ।
শুনহ দ্রুপদ রাজা পূর্ব্ব বিবরণ ॥
ত্রেতাযুগে দ্বিজকন্যা আছিল দ্রৌপদী।
পতিবাঞ্ছা করি শিব পূজে নিরবধি ॥
রচিয়া মৃত্তিকা লিঙ্গ বনপুষ্প দিয়া।
ঘৃত মধু উপহার বাদ্য বাজাইয়া ॥
অবশেষে প্রণমিয়া পড়ি ক্ষিতিতলে।
পতিং দেহি পতিং দেহি পঞ্চবার বলে ॥
হেনমতে বহুকাল পূজয়ে মহেশ।
তুষ্ট হৈয়া বর তারে দেন ব্যোমকেশ ॥
পঞ্চ স্বামী হবে তোর পরম সুন্দর।
শুনিয়া বিস্ময় মানি কহে যোড়কর ॥
কেহ হেন উপহাস কর শূলপাণি।
লোকে বেদে বহির্ভূত অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
শঙ্কর বলেন কন্যা কি দোষ আমার।
স্বামী বর তুমি যে মাগিলা পাঁচবার ॥
অকারণে কেন আর করহ রোদন।
কখন খণ্ডন নহে আমার বচন ॥
হইবে তোমার স্বামী পঞ্চ মহারথী।
তথাপিও ক্ষিতিমধ্যে কবে তোমা সতী ॥
পৃথিবীতে ঘুষিবেক তোমার চরিত্র।
তব নাম নিলে লোক হইবে পবিত্র ॥
এত বলি অন্তর্হিত হইলেন হর।
গঙ্গাজলে কন্যা গিয়া ত্যজে কলেবর ॥

পুনঃ সেই কন্যা জন্মে কাশীরাজালয়ে।
সেই জন্মে পতিহীন যৌবন সময়ে॥
না হইল বিবাহ যৌবন কাল গেল।
আপনাকে তিরস্কারি তপ আরম্ভিল॥
হিমাদ্রি পর্ব্বতে তপ করয়ে অপার।
দেখি ধর্ম্ম ইন্দ্র বায়ু অশ্বিনীকুমার॥
তথায় আসিয়া এই দেব পঞ্চজন।
জিজ্ঞাসিল কন্যা তপ কর কি কারণ॥
তপ কর যদি স্বামী লাভের কারণে।
যারে ইচ্ছা বর তুমি আমা পঞ্চজনে॥
এত শুনি চাহে কন্যা পঞ্চজন পানে।
সবার সমান রূপ দেখিল নয়নে॥
কাহারে বরিব হেন বলিতে লাগিল।
অধোমুখ হ'য়ে কন্যা নিঃশব্দে রহিল॥
কন্যার হৃদয়-কথা জানি দেবগণ।
পাঁচজনে বর তারে দিল ততক্ষণ॥
ত্যজ তপ এই দেহ ত্যজ কন্যা তুমি।
আর জন্মে আমরা হইব তব স্বামী॥
এত বলি অন্তর্হিত হৈল দেবগণ।
তপস্যা করিয়া কন্যা ত্যজিল জীবন॥
সেই কন্যা তব গৃহে হইল দ্রৌপদী।
অযোনিসম্ভবা জন্ম হৈল যজ্ঞভেদী॥
ধর্ম্ম ইন্দ্র বায়ু অশ্বিনীয় পাঁচজন।
পঞ্চজন অংশে জন্ম পাণ্ডুর নন্দন॥
পাণ্ডবের হেতু কৃষ্ণা ধাতার নির্ম্মাণ।
পূর্ব্বের নির্ব্বন্ধ ইহা কে করিবে আন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

দ্রৌপদীর পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত।

অগস্ত্য বলেন সত্য কহিলেন ব্যাস।
আমি যাহা জানি শুন কহি সে আভাস॥
পূর্ব্বে এককালে যজ্ঞ করেন শমন।
অহিংসাতে কোন প্রাণী না হয় মরণ॥
মনুষ্যে পূরিল ক্ষিতি দেবে ভয় হৈল।
সবে আসি ব্রহ্মারে সভয়ে নিবেদিল॥
শুনি ব্রহ্মা চলিলেন সহ দেবগণ।
নৈমিষ কাননে যজ্ঞ করেন শমন॥
ব্রহ্মারে দেখিয়া যম উঠি সম্ভাষেণ।
কি কর্ম্ম করহ বলি ধাতা জিজ্ঞাসেন॥
সৃষ্টির উপরে আছে তব অধিকার।
পাপ পুণ্য বুঝি দণ্ড দিবা সবকার॥
শুনিয়া কহেন যম করি যোড়পাণি।
মম শক্তি এ কর্ম্ম নহিল পদ্মযোনি॥
সব দেবগণমধ্যে আমি হৈনু চোর।
ত্রিভুবন উপরে বিষয় দিলা মোর॥
ত্রৈলোক্যের রাজা হৈল দেব পুরন্দর।
তিনি যজ্ঞ করিতে পায়েন অবসর॥
কুবের বরুণ যজ্ঞ ইচ্ছা কৈলে করে।
অবকাশ মুহূর্ত্তেক নাহিক আমারে॥
না পারিনু এ কর্ম্ম করিতে দেবরাজ।
অন্য কোন জনেরে সমর্প এই কাজ॥
না পাইনু পাপ পুণ্য কর্ম্মের নির্ণয়।
কার কতকাল আয়ু নির্ণয় না হয়॥
যমের বচনে সুচিন্তিত প্রজাপতি।
সেইকালে কায় হৈতে হইল উৎপত্তি॥
লেখনী দক্ষিণ করে তালপত্র বামে।
জাতিতে কায়স্থ হৈল চিত্রগুপ্ত নামে॥
যমেরে বলেন তুমি সঙ্গে রাখ এরে।
যখন যে জিজ্ঞাসিবে কহিবে তোমারে॥
যাহার যে কর্ম্ম তুমি জানিতে পারিবে।
ব্যাধিরূপ হৈয়া তারে বিনাশ করিবে॥
আপনার কর্ম্মভোগ ভুঞ্জিবে সংসার।
তথাপি উপরে তব এই অধিকার॥
ব্রহ্মার বচনে যম প্রবোধ পাইয়া।
সঞ্জিবনীপুরে যান যজ্ঞ সমাপিয়া॥
যমে প্রবোধিয়া সবে যথাস্থানে চলে।
যাইতে কনক-পদ্ম দেখে গঙ্গাজলে॥
সহস্র সহস্র পুষ্প ভাসি যায় স্রোতে।
দেখিয়া বিস্ময় হৈল সবাকার চিতে॥
অম্লান কমল পুষ্প গন্ধে মন মোহে।
তদন্ত জানিতে ইন্দ্র পবনেরে কহে॥

ইন্দ্রের আজ্ঞায় বায়ু গেল শীঘ্রগতি ।
বহুক্ষণ নাহি দেখি চিন্তে সুরপতি ॥
তাহার পশ্চাতে ধর্ম্মে পাঠায় ত্বরিত ।
তাহার বিলম্ব দেখি হইল চিন্তিত ॥
হইল অনেকক্ষণ বাহুড়ি না আইল ।
ইন্দ্র সুরপতি তথা আপনি চলিল ॥
তদন্ত জানিতে তবে গেল সুরপতি ।
হিমালয়ে গঙ্গাকুলে কান্দিছে যুবতী ॥
কনক-কমল হয় তার অশ্রুজলে ।
খরস্রোতে ভাসি যায় মন্দাকিনী জলে ॥
কন্যারে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল দেবরাজ ।
কে তুমি কি হেতু কান্দ কহ নিজ কাজ ॥
নয়ন কুরঙ্গ বিম্ব জিনিয়া অধর ।
নির্ধুম জ্বলন্তানল অঙ্গ মনোহর ॥
মুখ তব নিন্দে ইন্দু মধ্যে মৃগনাথ ।
চারু ভুরু যুগ্ম উরু নিন্দ হস্তিহাত ॥
কি কারণে আপনি কান্দহ একাকিনী ।
আমারে বরহ যদি আছ বিরহিণী ॥
কন্যা বলে আমি হই দক্ষের নন্দিনী ।
ছাড়িয়া সংসার সুখ জন্ম-তপস্বিনী ॥
মোরে হেন কহিতে তোমারে না যুয়ায় ।
পাপ চক্ষে চাহিলে অনেক কষ্ট পায় ॥
এইমত আমারে কহিল চারি জন ।
তা সবার কষ্ট যত না যায় কহন ॥
ইন্দ্র বলে কহ তারা আছয়ে কোথায় ।
কন্যা বলে যদি ইচ্ছা আইস তথায় ॥
কন্যার সহিত গেল দেব পুরন্দর ।
পর্ব্বত উপরে দেখে পুরুষ সুন্দর ॥
কেতকী বলিল দেব আমি তপস্বিনী ।
এজন আমারে বলে উপহাস বাণী ॥
শিব বলিলেন মূঢ় না দেখ নয়নে ।
প্রতিফল ইহার পাইবে মম স্থানে ॥
এই গিরিবর তুমি তোল পুরন্দর ।
হরের আজ্ঞায় ইন্দ্র তোলে গিরিবর ॥
পর্ব্বতের গহ্বরে হরের কারাগার ।
চরণে নিগড় বন্দী আছয়ে সবার ॥
ধর্ম্ম বায়ু অশ্বিনী র'য়েছে চারিজন ।
দেখিয়া হইল ভীত সহস্রলোচন ॥
করযোড়ে বহু স্তব করিলেন হরে ।
তুষ্ট হৈয়া সদানন্দ বলেন তাঁহারে ॥
আমার তোমার বাক্যে হইল সন্তোষ ।
তোমা হেতু ক্ষমিলাম এ চারির দোষ ॥
বিষ্ণুর সদনে লৈয়া যাব তোমা সব ।
তাঁর আজ্ঞামত কর্ম্ম করিবা বাসব ॥
এত বলি সবে লৈয়া যান ত্রিলোচন ।
শ্বেতদ্বীপে যথায় আছেন নারায়ণ ॥
কহিল সকল কেতকীর বিবরণ ।
শুনি করিলেন আজ্ঞা শ্রীমধুসূদন ॥
ইন্দ্রত্ব পাইয়া তোর নাহি খণ্ডে লোভ ।
মর্ত্ত্যে জন্ম লইয়া ভুঞ্জিতে আছে ক্ষোভ ॥
কর্ম্মফল অবশ্য ভুঞ্জয়ে যাহা করি ।
হইবে তোমার ভার্য্যা কেতকী সুন্দরী ॥
পঞ্চজনে জন্ম লভ হৈয়া নরযোনি ।
কেতকী হইবে তোমা পঞ্চের ভামিনী ॥
তোমা সবা প্রীতি হেতু আমিও জন্মিব ।
দ্বাপরে ক্ষত্রিয়-দর্প নিঃশেষ করিব ॥
এত বলি দুই কেশ দিলেন মহেশ ।
শুক্ল কৃষ্ণ দুই হৈলা রাম হৃষীকেশ ॥
শুনহ দ্রুপদ এই পূর্ব্বের কাহিনী ।
সেই দেবী কেতকী হইল যাজ্ঞসেনা ॥

কেতকীর প্রতি সুরভির শাপ ।

দ্রুপদ কহিল বলি শুন তপোধন ।
কার কন্যা কেতকা তাপসী কি কারণ ॥
কেন সে রোদন করে গঙ্গা তীরে বাস ।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে, করহ প্রকাশ ॥
অগস্ত্য বলেন তবে শুন সে কাহিনী ।
সত্যযুগে ছিলা এক দক্ষের নন্দিনী ॥
বিভা সে না করিল সন্ন্যাস ধর্ম্ম নিল ।
হিমালয়ে হর মন্দিরে তপ আরম্ভিল ॥
হর তারে বলিলেন রহ গিরিপরে ।
পুরুষ হইয়া যেবা ডাকিবে তোমারে ॥

তাহারে আনিবে ধরি আমার কাছেতে।
আশ্বাস পাইয়া তবে রহিল সুখেতে ॥
দৈবে একদিন তথা আইল সুরভি।
পাছে ধায় ষণ্ড দেখি গাভী ঋতুমতি ॥
পাঁচ পাঁচ ষাঁড় এক সুরভির পাছে।
ষাঁড়ে ষাঁড়ে করে যুদ্ধ কেতকীর কাছে ॥
ষাঁড়ের গর্জ্জনে কেতকীর ধ্যান ভাঙ্গে।
পাঁচ পাঁচ ষাঁড় দেখে সুরভির সঙ্গে ॥
দেখিয়া কেতকী তাহা ঈষৎ হাসিল।
হাসিল কেতকী তাহা সুরভি জানিল ॥
উপহাস ক'রে বুঝি হৃদে হ'ল তাপ।
ক্রুদ্ধা হ'য়ে গোমাতা যে দিল অভিশাপ ॥
ইহাতে নাহিক লজ্জা গরু জাতি আমি।
নরযোনী হ'য়ে তোর হবে পঞ্চস্বামী ॥
পুনঃ পুনঃ জন্ম তোর হবে নরযোনী।
দুই জন্ম যাবে তোর হ'য়ে বিরহিণী ॥
তৃতীয় জন্মেতে হ'বে স্বামী পাঁচজন।
পাইবে লক্ষ্মীর অঙ্গ হবে বিমোচন ॥
একজন অংশে তারা হবে পঞ্চজন।
নাহি রবে ভেদাভেদ সবে একমন ॥
কেতকী পুছিলা তবে করি যোড়হাত।
কতদিনে শাপ নাশ কহ তা সাক্ষাত ॥
এক অংশে পঞ্চজন কেবা হবে বল।
সুরভি বলিল তবে শুন অবিকল ॥
ত্বষ্ঠার নন্দনে ইন্দ্র করিলে সংহার।
ভস্ম করিবারে ইন্দ্রে ধায় ইন্দ্রাগার ॥
ত্বষ্টার দেখিয়া ক্রোধ ইন্দ্র পায় ত্রাস।
কোথা যাব রক্ষা পাব যাব কার পাশ ॥
ইন্দ্রের নিকটে ছিল তবে চারিজন।
চারিজনে চারি অংশ কৈল সমর্পণ ॥
পাঁচ ঠাঁই পাঁচ আত্মা করি পুরন্দর।
এক আত্মা ধরিয়া রহিল কলেবর ॥
হেনকালে তথা আসি ত্বষ্টা মহাঋষি।
দৃষ্টি মাত্রে পুরন্দরে কৈল ভস্মরাশি ॥
ইন্দ্রে ভস্ম করি তবে বসি ইন্দ্রাসনে।
আমি ইন্দ্র বলিয়া বলিল দেবগণে ॥
দেবগণ গিয়া তবে কহিল ব্রহ্মারে।
বিনা ইন্দ্র থাকিতে না পারি স্বর্গপুরে ॥
এত শুনি ব্রহ্মা পাঠাইল নারদেরে।
নারদ কহিল সব ত্বষ্টার গোচরে ॥
ইন্দ্রত্ব লইয়া তুমি কর ইন্দ্র কার্য্য।
নতুবা বাঁচাও ইন্দ্রে পালিবারে রাজ্য ॥
ত্বষ্টার সম্মুখে যত ইন্দ্র ভস্ম ছিল।
শান্ত দৃষ্টে চাহি ত্বষ্টা তাঁরে বাঁচাইল ॥
এতবলি সুরভি গেলেন নিজস্থান।
চিন্তিয়া কেতকী শিবে করিল সে ধ্যান ॥
গঙ্গাতীরে বসি কাঁদে পড়ে অশ্রুজল।
তাহে জন্ম হয় দিব্য কনক কমল ॥

পঞ্চ পাণ্ডবের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ।

মুনিগণ দেবগণ আইল সভায়।
বিবাহের আজ্ঞা দিল পাঞ্চালের রায় ॥
পঞ্চ ভায়ে বসাইল পঞ্চ সিংহাসনে।
হরিদ্রা পিটালি গন্ধ দিল প্রতিজনে ॥
পঞ্চতীর্থ জল আনি স্নান করাইল।
ইন্দ্রের ভূষণে বিভূষিতাঙ্গ হইল ॥
বিবাহ মঙ্গল মত হইয়া সুবেশ।
রত্নবেদী মধ্যস্থলে করিল প্রবেশ ॥
সিংহাসনে বসাইল দ্রৌপদী সুন্দরী।
পঞ্চ ভায়ে সাতবার প্রদক্ষিণ করি ॥
কৃষ্ণা বাম বৃদ্ধাঙ্গুলি যুধিষ্ঠির হস্ত।
তর্জ্জনীতে বৃকোদর মধ্যাঙ্গুষ্ঠে পার্থ ॥
নকুল অনামাঙ্গুষ্ঠে কনিষ্ঠে কনিষ্ঠ।
ক্রমে পঞ্চজনে কৃষ্ণা করাইল দৃষ্ট ॥
দুন্দুভি নিনাদে নৃত্য করে বিদ্যাধরী।
হুলাহুলী মঙ্গল করয়ে নরনারী ॥
পাঞ্চজন্য আপনি বাজান নারায়ণ।
লক্ষ লক্ষ শঙ্খ বাজে বাদ্য অগণন ॥
কল্যাণ করিল যত দেব ঋষিগণ।
দ্বিজেরে দক্ষিণা দিল না যায় লিখন ॥
হেনমতে সম্পূর্ণ করিয়া শুভকার্য্য।
প্রভাতে চলিয়া গেল যেবা যার রাজ্য ॥

মুনিগণ দ্বিজগণ গেল নিজ স্থান।
দ্বারাবতী চলিলেন রাম ভগবান॥
যাইতে বিদুরে স্মরিলেন যদুমণি।
পাণ্ডবের বার্ত্তা দিতে গেলেন আপনি॥
কৃষ্ণে দেখি বিদুর আনন্দজলে ভাসে।
পাদ্য অর্ঘ্য সিংহাসনে পূজিল বিশেষে॥
দ্বাদশ বৎসর হেথা নাহি গতায়াত।
বড় ভাগ্য হস্তিনা কি হেতু জগন্নাথ॥
কহ কিছু জান যদি পাণ্ডবের বার্ত্তা।
কোন্ দেশে কোন্‌রূপে আছে তারা কোথা॥
মরিল বাঁচিল কিছু না জানি তদন্ত।
কেবল ভরসা এই সবে ধর্ম্মবন্ত॥
হা-হা কুন্তী হা-হা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।
তোমা না দেখিয়া আছে এ পাপ শরীর॥
এত বলি বিদুর পড়িল মূর্চ্ছা হ'য়ে।
দুই হাতে ধরি কৃষ্ণ বসান তুলিয়ে॥
হাসিয়া বিদুরে কহিলেন জগন্নাথ।
ভাল বার্ত্তা লহ তুমি হৈয়া খুল্লতাত॥
পাণ্ডবের বিবাহ যে ত্রৈলোক্য জানিল।
এক লক্ষ রাজা সহদলে আসিছিল॥
অদ্য রাত্রে বিবাহিতা হৈলা যাজ্ঞসেনী।
পঞ্চ পাণ্ডবের ভার্য্যা তিনি একাকিনী॥
শুনিয়া বিদুর বড় আনন্দ হইল।
গোবিন্দচরণ ধরি ভূমে লোটাইল॥
এ কথা এক্ষণে হরি না কহিও আর।
শুনি দুষ্টলোক পাছে করে কুবিচার॥
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ ডরহ কাহারে।
সবে পলাইয়া এল পাণ্ডবের ডরে॥
ভীমার্জ্জুন পরাক্রম অতুল ভূতলে।
এক লক্ষ ভূপতি জিনিল অবহেলে॥
বিদুরে প্রবোধ দিয়া যান ভগবান।
বিদুর ত্বরিত গেল ধৃতরাষ্ট্রস্থান॥
বিদুর বলেন আজি শুভরাত্রি হ'ল।
দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা কুরুকুলে এল॥
ধৃতরাষ্ট্র শুনি কহে আনন্দে বিভোর।
অগ্রসরি আন গিয়া পুত্রবধূ মোর॥
নানা রত্ন ফেল দুর্য্যোধনেরে নিছিয়া।
অগ্রসরি আন কৃষ্ণা রতনে ভূষিয়া॥
বিদুর বলিল রাজা হেথা বধূ কোথা।
যুধিষ্ঠিরে বরিলেক দ্রুপদ-দুহিতা॥
ধৃতরাষ্ট্র শুনি যেন শেল বাজে বুকে।
ততোধিক ভাগ্য বলি বলে রাজা মুখে॥
দুর্য্যোধন হইতে অধিক যুধিষ্ঠির।
শুভবার্ত্তা শুনি হৃষ্ট হইল শরীর॥
কহ শুনি বিদুর আছয়ে তারা কোথা।
কার ঠাঞি পাইলা হে এ সব বারতা॥
বিদুর বলেন কৃষ্ণা করি লক্ষ্যপণ।
লক্ষ্য বিন্ধিলেক রাজা ইন্দ্রের নন্দন॥
কন্যা হেতু বহু দ্বন্দ্ব কৈল রাজা সব।
ভীমার্জ্জুন সবারে করিল পরাভব॥
মুনিগণ দেবগণ একত্র হইয়া।
পঞ্চ ভাই পাণ্ডবে কৃষ্ণারে দিল বিয়া॥
যদুবংশসহ গিয়াছিলেন শ্রীপতি।
কহি বার্ত্তা আমারে গেলেন দ্বারাবতী॥
মহাভারতের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

পাণ্ডবদিগের বিবাহ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধনাদির মন্ত্রণা।

তিন দিন পরে তবে চতুর্থ দিবসে।
দম্ভ ভগ্ন দুর্য্যোধন উত্তরিল দেশে॥
বাপের চরণে গিয়া নমস্কার কৈল।
আশীর্ব্বাদ করি অন্ধ বার্ত্তা জিজ্ঞাসিল॥
কিরূপ পাণ্ডব সহ হইল মিলন।
আইল কি তব সহ পাণ্ডু পুত্রগণ॥
কর্ণ বলে কি কথা বলিলা মহাশয়।
হেন কথা কেমনেতে স্ফুরিত মুখে হয়॥
ছদ্ম দ্বিজবেশ ধরি ভাণ্ডিল আমারে।
দ্বিজবধ ভয় করি ক্ষমিলাম তারে॥
জানিতাম যদি সবে, মারিতাম প্রাণে।
দুর্য্যোধন বলে ইহা জানিব কেমনে॥

এক্ষণে কি হইবেক ইহার উপায়।
শিয়রে হইল শত্রু শমনের প্রায় ॥
কোন মতে মনান্তর কর পঞ্চভাই।
পাঠাও সুহৃদ দ্বিজে তাঁহাদের ঠাঁই ॥
কোন মতে পাণ্ডুপুত্রে করায়ে বিশ্বাস।
বিষ দিয়া বৃকোদরে, করুক বিনাশ ॥
ভীম বিনা পাণ্ডবেরা হইবে অনাথ।
কর্ণ যুদ্ধে অর্জ্জুনের কে যাইবে সাথ ॥
দুর্য্যোধন বচন শুনিয়া কর্ণ বলে।
কিছু নাহি চিত্তে লাগে যতেক কহিলে ॥
ভীমেরে মারিতে পারে, আছে কোনজন।
কিনা করিয়াছ ছিল গৃহেতে যখন ॥
যতেক উপায় বল, নাহি লয় মনে।
বিনা দ্বন্দ্বে বাধ্য নহে পাণ্ডুর নন্দনে ॥
যাবৎ না আইসেন কৃষ্ণ পাণ্ডু দলে।
যাবৎ না পায় বার্ত্তা নৃপতি সকলে ॥
রজনীর মধ্যে গিয়া নগর বেড়িব।
সপুত্রে দ্রুপদ সহ পাণ্ডবে মারিব ॥
কর্ণের বচন শুনি অন্ধ নৃপবর।
সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসে বহুতর ॥
এ বিচার করিতে তোমারে যোগ্য দেখি।
তবে ভীষ্ম বিদুর দ্রোণেরে আন ডাকি ॥
সে সবার মত দেখি, কি করে যুকতি।
এত বলি সবারে আনিল শীঘ্রগতি ॥

হস্তিনায় পাণ্ডব আনিতে যুক্তি।

রাজার আদেশে এল যত মন্ত্রিগণ।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য দ্রোণের নন্দন ॥
ভূরিশ্রবা সোমদত্ত বাহ্লীক বিদুর।
কুলে শীলে বুদ্ধিবলে খ্যাত তিন পুর ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে অবধান জ্যেষ্ঠতাত।
শুনি যে পাণ্ডব জীয়ে আছে কুন্তীসাথ ॥
এতকাল কোথা ছিল লুকাইয়া কেন।
কিছুই ইহার আমি না জানি কারণ ॥
হেন বুঝি চিত্তে প্রায় আমারে আক্রোশ।
আমি সে সবার কাছে নাহি করি দোষ ॥
তবে কেন গুপ্তবেশে লুকায়ে থাকিয়া।
বিবাহ করিল যে আমারে না বলিয়া ॥
কহ কি করিব এবে বিধান ইহার।
শুনিয়া কহেন তারে গঙ্গার কুমার ॥
তব পুত্রাধিক তোমা সেবে ত পাণ্ডব।
তুমি তায় পুত্রাধিক করিতে গৌরব ॥
কি বুদ্ধি হইল তব না জানি কারণ।
বারণাবতেতে পাঠাইলা পুত্রগণ ॥
না জানি যে তথায় কি কৈল পুরোচন।
জতুগৃহে দগ্ধ কৈল বলে সর্ব্বজন ॥
ত্রিভুবন যুড়ি মম অকীর্ত্তি হইল।
আপনি থাকিয়া ভীষ্ম এতেক করিল ॥
যদবধি জতুগৃহ হইল দাহন।
তোমাদিগে নাহি চাহি মেলিয়া নয়ন ॥
জননী সহিত জীয়ে পাণ্ডুর কুমার।
ইহার অধিক রাজা কি ভাগ্য তোমার ॥
অপযশ অধর্ম্ম সকল তব গেল।
তোমার পূর্ব্বের ধর্ম্ম উদয় হইল ॥
এক্ষণেতে এই কর্ম্ম করহ রাজন্।
কর পাণ্ডুপুত্রগণ সঙ্গেতে মিলন ॥
আমি একা নাহি বলি সবার বিচার।
যেন তুমি তেন পাণ্ডু নৃপতি আমার ॥
যেন কুন্তী তেন বধূ গান্ধার-নন্দিনী।
যেন যুধিষ্ঠির তেন দুর্য্যোধন মানি ॥
ইথে ভেদাভেদ ভদ্র নাহিক রাজন্।
পাণ্ডুপুত্র সহ তব দ্বন্দ্ব কি কারণ ॥
তার পিতা পাণ্ডু ছিল পৃথিবীর রাজা।
তাহার সকল সৈন্য রাজ্য-ধন-প্রজা ॥
সে জীয়ন্তে তাহারে ত্যজিবে কোন্ জন
তব হিত হেতু তাই বলি হে রাজন্ ॥
অর্দ্ধ রাজ্য দিয়া কর পাণ্ডবেরে বশ।
পৃথিবী যুড়িয়া রাজা হবে তব যশ ॥
কীর্ত্তি রাখ নরপতি যাবৎ ধরণী।
যত পূর্ব্বদোষ খণ্ডিবেক নৃপমণি ॥
ভীষ্মের বচন অন্তে বলিলেন গুরু।
সর্ব্বগুণবান্ তুমি যেন কল্পতরু ॥

আপনার হিতাহিত বিচার কারণ।
ধৃতরাষ্ট্র আনিয়াছে সব মন্ত্রিগণ ॥
সে কারণে হিতকথা চাহি কহিবার।
শুনহ ক্ষত্রিয়গণ মম যে বিচার ॥
ধর্ম্ম অর্থ যশ শ্রেয় সবার কল্যাণ।
সব কহিলেন গঙ্গাপুত্র মতিমান্ ॥
এক্ষণেতে এই কর্ম্ম করহ ভূপাল।
প্রিয়ম্বদ দূত এক পাঠাও পাঞ্চাল ॥
বিবাহ-সামগ্রী লৈয়া মঙ্গল বাজন।
নানা অলঙ্কার দ্রব্য করিয়া সাজন ॥
দ্রৌপদীরে তুষিবে বিবিধ অলঙ্কারে।
নানা ধনে তুষিবেক পঞ্চ সহোদরে ॥
পুনঃ পুনঃ সন্তোষিয়া কুন্তীরে কহিবে।
যেন পূর্ব্ব দুঃখ স্মরি দুঃখী না হইবে ॥
দ্রুপদ রাজার জন্য দেহ বহুধন।
প্রত্যক্ষ করিবে তাহা সব পুত্রগণ ॥
হেন জন পাঠাও সুশীল সত্যবাদী।
পাণ্ডব তোমাতে যেন না হয় বিবাদী ॥
এত বাক্য যদি বলিলেন ভীষ্ম দ্রোণ।
ক্রোধমুখে উত্তর করিল বৈকর্ত্তন ॥
ভাল মন্ত্রী আনিলা মন্ত্রণা করিবারে।
সবাই শত্রুর অংশ খ্যাত এ সংসারে ॥
মুখেতে সুহৃদ্ তব অন্তরেতে আন।
যে কহিল বুঝহ করিয়া অনুমান ॥
ধন জন সম্পদ এ সংসার ভিতরে।
সবাকারে দিয়াছ না দিয়াছ কাহারে ॥
তথাপি পাণ্ডব অংশ তোমার অহিত।
জিহ্বায় অন্তরবার্ত্তা হৈতেছে বিদিত ॥
রাজা হৈয়া যেই জন আপনা না বুঝে।
দুষ্ট মন্ত্রী মন্ত্রণাতে সবংশেতে মজে ॥
শুনি ক্রোধে বলে ভরদ্বাজের কুমার।
ওরে দুষ্ট শুনি কহ তোর কি বিচার ॥
কলহ করিতে প্রায় চাহ সবা সহ।
নিকট বাঞ্ছহ প্রায় যাইতে যমগৃহ ॥
ভালমতে জানি আমি তোমা বীরপণা।
দেখিল পাঞ্চাল রাজ্যে তাহা সর্ব্বজনা ॥
লক্ষ রাজা সহ একা বেড়িল অর্জ্জুনে।
পলাইয়া গেলে তেঁই রহিলা জীবনে ॥
কিমতে কহিব আমি এমত বিচার।
মহাকুল ক্ষয় হবে সবার সংহার ॥
এত শুনি বিদুর বলেন মহামতি।
কি হেতু নিঃশব্দ হৈয়া আছহ নৃপতি ॥
আপনি না বুঝ কেন করিয়া বিচার।
ভীষ্মদ্রোণ সম হিত কে আছে তোমার ॥
এ দোঁহার গুণে কেবা আছে ভূমণ্ডলে।
বিচারে অমরগুরু তেজে আখণ্ডলে ॥
ধর্ম্মেতে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম ত্রিভুবনে খ্যাত।
শীলতায় পূর্ব্বে যেন ছিল রঘুনাথ ॥
কভু নাহি তব মন্দ ভীষ্মমুখে ভাষে।
সর্ব্বদা তোমার হিত সর্ব্বলোকে ঘোষে ॥
এ দোঁহার বাক্য ঠেলে দুষ্ট অধোগামী।
কি কারণে উত্তর না দেহ রাজা তুমি ॥
কলহ করিতে চাহ বুঝি নরপতি।
কে তোমার যুঝিবেক অর্জ্জুন সংহতি ॥
এই কর্ণ দুর্য্যোধন সসৈন্য সংহতি।
পাঞ্চালেতে ছিল এক লক্ষ নরপতি
সবারে করিল জয় পার্থ একেশ্বর।
শুনিয়া থাকিবে যে করিল বৃকোদর ॥
অস্ত্রহীন বৃক্ষ লৈয়া প্রবেশিয়া রণ।
এক লক্ষ নৃপ-সৈন্য করিল মথন ॥
এক্ষণে সহায় হবে সেই রাজগণ।
স্ব অস্ত্রে করিবে যুদ্ধ ভাই পঞ্চজন ॥
সহায় সর্ব্বেশ্ব যার মন্ত্রী জগৎপতি।
আর যত যদুগণ বৈসে দ্বারাবতী ॥
মাতুল নন্দন বলভদ্র সখা যার।
শ্বশুর দ্রুপদ সহ যতেক কুমার ॥
বিশেষ তোমার দেখ যত রথিগণ।
ভালমতে জান কিবা সবাকার মন ॥
আমি জানি সবে হবে পাণ্ডব সহায়।
দ্বন্দ্ব ইচ্ছা কর তুমি কার ভরসায় ॥
আর বার্ত্তা তুমি নাহি জান নরপতি।
রাজ্যের যতেক লোক করয়ে যুকতি ॥

পাণ্ডুপুত্র জীয়ে আছে শুনিয়া শ্রবণে।
সবাই বাসনা সদা করে মনে মনে ॥
সহজে এ শিশুগণ কি জানে বিচার।
মম বাক্য শুন রাজা হিত যে তোমার ॥
জতুগৃহে পোড়াইলা লজ্জিত অন্তরে।
সব দোষ গেল পুরোচনের উপরে ॥
প্রিয়বাক্যে এস্থানে আনহ পাণ্ডুসুতে।
ঘুচিবেক লজ্জা যশ ঘুষিবে জগতে ॥
বিদুরের বচনেতে ধৃতরাষ্ট্র বলে।
যে বলিলা বিদুর আমার মনে নিলে ॥
পাণ্ডবে প্রবোধে হেন নাহি অন্যজন।
আপনি বিদুর তুমি করহ গমন ॥
এতেক বলিলা যদি অন্ধ নরপতি।
শুনিয়া সে সভাজন হৈল হৃষ্টমতি ॥

বিদুরের পাণ্ডব আনয়নে পাঞ্চালে গমন।

তিলমাত্র বিদুর বিলম্ব না করিল।
বহু ধনরত্ন লৈয়া পাঞ্চালে চলিল ॥
একে একে সবাকারে সম্ভাষে বিদুর।
কুন্তীসহ বসিয়াছে যত অন্তঃপুর ॥
দ্রৌপদীরে ভূষিল অনেক অলঙ্কারে।
নানা রত্নে বিভূষিল পঞ্চ সহোদরে ॥
বিদুরে দেখিয়া বড় হরিষ দ্রুপদ।
সূর্য্যের উদয়ে যেন ফুটে কোকনদ ॥
পঞ্চভাই দেখিয়া বিদুর মহাশয়।
আনন্দে নয়ন-জলে ভাসিল হৃদয় ॥
বিদুর-চরণে প্রণমিল পঞ্চজন।
কুশল জিজ্ঞাসা কৈল যত বন্ধুগণ ॥
বিদুর কহিল যত কুশল-সংবাদ।
একে একে কহিল সবার আশীর্ব্বাদ ॥
বিদুরে লইয়া গেল দ্রুপদ রাজন্।
মিষ্টান্নে পকান্নে তাঁরে করায় ভোজন ॥
ভোজনান্তে সর্ব্বলোক বসিল সভাতে।
দ্রুপদে বিদুর তবে লাগিল কহিতে ॥
পাণ্ডবে বরিল রাজা তোমার নন্দিনী।
বড় আনন্দিত হৈল ধৃতরাষ্ট্র শুনি ॥

তোমা হেন বন্ধু রাজা বড় ভাগ্যে পায়।
সে কারণে সম্ভাষিতে পাঠায় আমায় ॥
বহু কহিলেন ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
তোমা হেন সম্বন্ধেতে প্রীতি হৈল মন ॥
প্রিয়সখা তোমারে করিয়া আলিঙ্গন।
পুনঃ পুনঃ বলিলেন নিজে গুরু দ্রোণ ॥
চিরদিন দেখি নাহি পাণ্ডুপুত্রগণ।
সবাই উদ্বিগ্ন বড় এই সে কারণ ॥
গান্ধারী প্রভৃতি যত কুরুকুলনারী।
দেখিবারে উতরোল তোমার কুমারী ॥
পাণ্ডবেরা বহুদিন পেয়েছে হুতাশ।
চিরদিন নাহি বন্ধুগণের সম্ভাষ ॥
আমারে ত এইমত কহে নরপতি।
যাইতে পাণ্ডবগণে আপন বসতি ॥
দ্রুপদ বলিল ভাগ্য আমার আছিল।
কুরু মহাবংশ সহ কুটুম্বিতা হৈল ॥
যে বল বিদুর সেই মম মনোনীত।
পাণ্ডবেরে নিজ গৃহে যাইতে উচিত ॥
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র জনক সমান।
তাঁর সেবা পাণ্ডবের হয়ত বিধান ॥
ভয় আছে তথা যদি হেন কর মনে।
তোমা সবা বিরোধিবে কাহার পরাণে ॥
তথাপিও নহে আর হস্তিনায় স্থিতি।
খাণ্ডবপ্রস্থেতে গিয়া করহ বসতি ॥
দ্রুপদের বচন শুনিয়া পঞ্চজন।
মাতৃসহ বিদায় হৈলেন ততক্ষণ ॥
রথে চড়ি গেলেন দ্রৌপদী সমুদিত।
হস্তিনানগরে যান বিদুর সহিত ॥
পাণ্ডব হস্তিনা আসে শুনি প্রজাগণ।
বাল বৃদ্ধ যুবা ধায় দর্শন কারণ ॥
লজ্জা ভয় ত্যজি ধায় কুলের যুবতী।
ঊর্দ্ধশ্বাসে চলি যায় নারী গর্ভবতী ॥
পাণ্ডবেরে দেখিতে করয়ে হুড়াহুড়ি।
যষ্টিভর করিয়া চলিল যত বুড়ী ॥
পাঁচ ভাই গেলেন যেখানে জ্যেষ্ঠতাত।
একে একে তাঁহারে করয়ে প্রণিপাত ॥

কুন্তীসহ অন্তঃপুরে গিয়া যাজ্ঞসেনী।
একে একে সম্ভাষেন কৌরবরমণী ॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র বলে ভাই পঞ্চজনে।
হস্তিনা বসতি তব নহে সুশোভনে ॥
খাণ্ডবপ্রস্থেতে যাহ পঞ্চ সহোদর।
অর্দ্ধরাজ্য ভোগ কর ইন্দ্রের সোসর ॥
শুনি যুধিষ্ঠির করিলেন অঙ্গীকার।
খাণ্ডবপ্রস্থেতে সব কৈল আগুসার ॥
পাণ্ডবের আগমন জানি যদুবর।
বলভদ্র সঙ্গে যান হস্তিনানগর ॥
ধৃতরাষ্ট্র যা বলিল পাণ্ডবের প্রতি।
খাণ্ডবে রহিতে কৃষ্ণ দেন অনুমতি ॥
বলভদ্র জনার্দ্দন পঞ্চ সহোদর।
শুভক্ষণে করিলেন আরম্ভ নগর ॥
প্রাচীর হইল উচ্চ আকাশ সমান।
চতুর্দ্দিকে গড়খাই সমুদ্রপ্রমাণ ॥
উচ্চ উচ্চ মন্দির করিল মনোরম।
কিবা সে অমরাবতী ভোগবতী সম ॥
প্রাচীর উপরে সব অস্ত্র পূর্ণ কৈল।
ভক্ষ্য ভোজ্য পদাতিক প্রজাগণ থু'ল ॥
কুবের-ভাণ্ডার জিনি পূরাইল ধন।
শুক্লবর্ণে সব গৃহ বিচিত্র-শোভন ॥
বেদান্ত পাঠকগণ ক্ষত্র বৈশ্য জাতি।
নগরের মধ্যস্থলে করিল বসতি ॥
পাঠক লেখক বৈদ্য চিকিৎসক জন।
সদ্গোপ বণিক্ জাতি যত শূদ্রগণ ॥
স্থানে স্থানে নগরে রোপিল বৃক্ষগণ।
পিপ্পলী কদম্ব আম্র পনস কানন ॥
জম্বীর পলাশ তাল তমাল বকুল।
নাগেশ্বর কেতকী চম্পক রাজফুল ॥
পাটলী খদির বেল বদরী কবরী।
পারিজাত আমলকী পর্কটী মহিরী ॥
কদলী গুবাক নারিকেল ও খর্জ্জুর।
নানাবর্ণে বৃক্ষ শোভে যেন সুরপুর ॥
স্থানে স্থানে খোদাইল দীঘি পুষ্করিণী।
জলচর পক্ষিগণ সদা করে ধ্বনি ॥
দ্বিতীয় ইন্দ্রের পুর দেখি সুশোভন।
ইন্দ্রপ্রস্থ নাম রাখিলেন নারায়ণ ॥
পাণ্ডবেরে স্থাপি তথা হলধর হরি।
বিদায় হইয়া যান দ্বারকানগরী ॥
পাণ্ডবের রাজ্যপ্রাপ্তি শুনে যেইজন।
স্থানভ্রষ্ট স্থান পায় দারিদ্র্য-খণ্ডন ॥
আদিপর্ব্ব ভারত ব্যাসের বিরচিত।
পাঁচালী প্রবন্ধে ভণে কাশীরাম গীত ॥

দ্রৌপদীর সহিত সময় নির্দ্ধারণ।

জন্মেজয় বলে মুনি কর অবধান।
শুনিবারে ইচ্ছা বড় ইহার বিধান ॥
পঞ্চ ভাই এক স্ত্রীতে কেমনে চলিল।
বিভেদ নহিল দিন-[illegible] বঞ্চিল ॥
মুনি বলে নরপতি শুন সাবধানে।
ইন্দ্রপ্রস্থে গেল যবে ভাই পঞ্চজনে ॥
কতদিনে করিল নারদ আগমন।
কৃষ্ণা সহ পাণ্ডব পূজিল শ্রীচরণ ॥
করযোড় করি দাণ্ডাইল ছয় জন।
বসিবারে মুনি আজ্ঞা দিলেন তখন ॥
নারদ বলেন শুন পাণ্ডুর নন্দন।
এক পত্নী পতি যে তোমরা পঞ্চজন ॥
ভাই ভাই বিচ্ছেদ করিয়া থাক পাছে।
স্ত্রী হেতু বিরোধ হয় পূর্ব্বে হেন আছে ॥
সুন্দ উপসুন্দ বলি দুই ভাই ছিল।
স্ত্রীর হেতু দুই ভাই যুদ্ধ করি মৈল ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন কহ মুনিবর।
কি হেতু করিল যুদ্ধ দুই সহোদর ॥
নারদ বলেন পূর্ব্বে কশ্যপ-নন্দন।
হিরণ্যকশিপু হিরণ্যাক্ষ দুইজন ॥
নিকুম্ভ অসুর হিরণ্যাক্ষ দৈত্যবংশে।
সুন্দ উপসুন্দ দুই তাহার ঔরসে ॥
মহাবল দুই ভাই মহা কলেবর।
অসুরকুলেতে শ্রেষ্ঠ মহাভয়ঙ্কর ॥
দুই জন মিলি তবে যুক্তি কৈল সার।
তপোবলে করিব ত্রৈলোক্য অধিকার ॥

গিয়া হিমালয়তে তপস্যা আরম্ভিল।
অনেক বৎসর বায়ু আহারে রহিল॥
অনাহারে বহু তপ কৈল দুইজনা।
যতেক কঠোর কৈল না হয় গণনা॥
দোঁহার কঠোর তপ দেখি পিতামহ।
ডাকিয়া বলেন মনোমত বর লহ॥
দুই ভাই বলে মোরে করহ অমর।
ব্রহ্মা বলিলেন তুমি মাগ অন্যবর॥
দুই ভাই বলে মোরা অন্য নাহি চাই।
তবে তপ ত্যজি যদি এই বর পাই॥
বিধাতা বলেন জন্ম হইলে মরণ।
মরণ-বিধান কিছু কর দুইজন॥
দৈত্যদ্বয় বলিলেক বর দেহ তবে।
দুই ভায়ে ভেদ হৈলে মরণ হইবে॥
তথাস্তু বলিয়া ব্রহ্মা হৈলা অন্তর্দ্ধান।
সুন্দ উপসুন্দ গেল আপনার স্থান॥
ত্রৈলোক্য জিনিতে সৈন্য সাজিল অসুর।
নানাবর্ণে অস্ত্র লৈয়া গেল সুরপুর॥
অমর জানিল ব্রহ্মা দিয়াছেন বর।
ছাড়িয়া অমরাবতী হইল অন্তর॥
বিনা যুদ্ধে পলাইয়া গেল দেবগণ।
ইন্দ্রপুরে ইন্দ্রত্ব করিল দুইজন॥
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব জিনিল নাগালয়।
সবে পলাইয়া গেল দুই দৈত্যভয়॥
যজ্ঞ হোম ব্রত করে দ্বিজ মুনিগণ।
একে একে উচ্ছিন্ন করিল দুইজন॥
দেবকন্যা নাগকন্যা অপ্সরী কিন্নরী।
ত্রৈলোক্যে পাইল যত অপূর্ব্ব সুন্দরী॥
সে সবারে হরিয়া আনিল নিজ ঘরে।
যখন যাহারে ইচ্ছা তখনি বিহরে॥
যে দেবের যে বাহন ভূষা অলঙ্কার।
সর্ব্ব রত্নে পূর্ণ কৈল আপন ভাণ্ডার॥
স্থানভ্রষ্ট হৈয়া যত দেব ঋষিগণ।
ব্রহ্মারে সকলে গিয়া কৈল নিবেদন॥
ব্রহ্মা কন রচ এক নারী মনোরম।
তুলনা না হয় যেন এ তিন ভুবন॥

সেইক্ষণে বিশ্বকর্ম্মা মহা বিচক্ষণ।
বিধাতার আজ্ঞা পেয়ে করিল সৃজন॥
ত্রৈলোক্য ভিতরে যত রূপবন্ত ছিল।
সর্ব্বরূপ হৈতে রূপ তিল তিল নিল॥
অপূর্ব্ব সুন্দরী নারী করিয়া রচন।
ব্রহ্মার অগ্রেতে লৈয়া দিল ততক্ষণ॥
যে সব দেবতা সেই কন্যা পানে চাহে।
যেই অঙ্গে পড়ে দৃষ্টি সেই অঙ্গে রহে॥
ব্রহ্মা বলে নাহি হয় এ রূপের সীমা।
তিল তিল আনি কৈল নাম তিলোত্তমা॥
তবে করযোড়ে কন্যা ধাতা অগ্রে কয়।
কি করিব আজ্ঞা মোরে কর মহাশয়॥
বিধাতা বলেন সুন্দ উপসুন্দ শূর।
তপোবলে দুই দৈত্য লৈল তিন পুর॥
ভেদ হৈলে দুই ভাই হইবে সংহার।
উপায় করিয়া ভেদ করাও দোঁহার॥
পাইয়া ব্রহ্মার আজ্ঞা চলিল সুন্দরী।
দেবের মণ্ডলী কন্যা প্রদক্ষিণ করি॥
কন্যা দেখি মোহিত হইল ত্রিলোচন।
চারিভিতে চারি গোটা হইল বদন॥
যেই দিকে চায় মুখ সেই দিকে রয়।
পূর্ব্ব সহ পঞ্চমুখ হৈল মৃত্যুঞ্জয়॥
মদনে পীড়িত হৈয়া চাহে পুরন্দর।
দশ শত চক্ষু তাঁর হৈল কলেবর॥
আর যত দেবগণ একদৃষ্টে চায়।
অধৈর্য্য হইল সবে দেখিয়া কন্যায়॥
তবে তিমোত্তমা গেল যথা দুই জন।
ক্রীড়া করে দুই ভাই লইয়া স্ত্রীগণ॥
কোটি কোটি দৈত্যগণ সহ পরিবার।
অশ্ব গজ রথ সৈন্য পূর্ণিত ভাণ্ডার॥
লক্ষ লক্ষ বিদ্যাধরী ল'য়ে দুইজনে।
বিন্ধ্যগিরি মধ্যে ক্রীড়া করে হৃষ্টমনে॥
রক্তবস্ত্র পরি তিলোত্তমা বিদ্যাধরী।
নানা পুষ্প তুলে সেই পর্ব্বত উপরি॥
ধীরে ধীরে তথা দৈত্য করিল গমন।
দূরে থাকি কন্যারে দেখিল দুইজন॥

অলি মত্ত, করে মত্ত, মত্ত মধুপানে।
শীঘ্রগতি কন্যা দেখি উঠে দুইজনে ॥
জ্যেষ্ঠ সুন্দ ধরিল কন্যার সব্যকর।
বামহস্ত ধরিল কনিষ্ঠ সহোদর ॥
পরম আনন্দ সুন্দ কন্যারে দেখিয়া।
হাত ছাড় ভাই প্রতি বলিল ডাকিয়া ॥
মম ভার্য্যা তোমার গুরুর মধ্যে গণি।
ইহারে ধরহ তুমি কিমত কাহিনী ॥
উপসুন্দ বলে এই আমার রমণী।
ভ্রাতৃবধূ হয় এই ছাড়ি দেহ তুমি ॥
সুন্দ বলে অগ্রে দেখিলাম এ কন্যারে।
উপসুন্দ বলে কন্যা ব'রেছে আমারে ॥
ছাড় ছাড় বলি দোঁহে করে গালাগালি।
ক্রুদ্ধ হৈয়া দুই ভাই দোঁহারে নেহালি ॥
মধুপানে কামবাণে হইল অজ্ঞান।
ক্রোধে দুইজন হৈল অগ্নির সমান ॥
ভয়ঙ্কর দুই গদা ধরি ততক্ষণ।
দোঁহাকারে প্রহার করিল দুইজন ॥
যুগল পর্ব্বত প্রায় পড়ে দুই বীর।
খসিয়া পড়িল যেন যুগল মিহির ॥
আর যত দৈত্যগণ এ সব দেখিয়া।
কালরূপা কন্যা জানি যায় পলাইয়া ॥
দেবগণ সহ ব্রহ্মা আসিয়া তখন।
কন্যারে দিলেন বর করিয়া বর্ণন ॥
সূর্য্যের কিরণে তুমি থাক নিরন্তর।
কেহ নাহি দেখে যেন তব কলেবর ॥
তপ যজ্ঞ ভঙ্গ হবে তোমার কারণে।
ধর্ম্ম নষ্ট হবে লোক তোমা দরশনে ॥
সেই হেতু সূর্য্য-অংশু মধ্যে তুমি রহ।
এত বলি অন্তরে গেলেন পিতামহ ॥
এই মত প্রীত তারা ছিল দুইজন।
হেন গতি হৈল পরে বুঝহ কারণ ॥
মহাবংশে জন্মিলে তোমরা পঞ্চজন।
ভেদ নাহি হয় যেন ভার্য্যার কারণ ॥
এত শুনি পঞ্চ ভাই নারদ-গোচরে।
সমান নির্ব্বন্ধ তরে বলে যোড়করে ॥
বৎসরেক কৃষ্ণা থাকিবেক এক গৃহে।
অন্যজন সেইকালে অধিকারী নহে ॥
কৃষ্ণাসহ দেখে যদি ভাই অন্যজনে।
দ্বাদশ বৎসর তবে যাইবে অরণ্যে ॥
এ নির্ব্বন্ধ করিলেন ব্রহ্মার নন্দন।
হেনমতে কৃষ্ণাসহ রহে পঞ্চজন ॥

অর্জ্জুনের নিয়ম ভঙ্গে বনে গমন।

তবে কতদিনে সেই রাজ্যের ভিতরে।
ব্রাহ্মণের গাভী হরি লৈয়া যায় চোরে ॥
কাতরে ব্রাহ্মণ কহে অর্জ্জুনের পাশ।
থাকিয়া তোমার রাজ্যে হৈল সর্ব্বনাশ ॥
গালি দেয় ব্রাহ্মণ যতেক আসে মনে।
জিজ্ঞাসেন অর্জ্জুন সঙ্কোচে সে কারণে ॥
কি হেতু কান্দহ দ্বিজ কহ বিবরণ।
দ্বিজ বলে অস্ত্র লৈয়া চল এইক্ষণ ॥
হরিয়া আমার গাভী যায় দুষ্টগণ।
শীঘ্রগতি চল তারা গেল এতক্ষণ ॥
দ্বিজের বচন শুনি ধনঞ্জয় বীর।
আস্তে আস্তে চলিলেন আয়ুধ-মন্দির ॥
দৈবযোগে অস্ত্রগৃহে কৃষ্ণা-যুধিষ্ঠির।
দূরে থাকি জানি পার্থ হৈলেন বাহির ॥
দ্বিজ বলে অস্ত্র লৈয়া শীঘ্রগতি চল।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে দ্বিজ পড়ে চক্ষুজল ॥
এত শুনি অর্জ্জুন গেলেন অস্ত্রঘরে।
হস্তে ধনু লৈয়া বীর চলেন সত্বরে ॥
দ্বিজসহ গেলেন যথায় চোরগণ।
চোর মারি আনি দেন বিপ্রের গোধন ॥
দ্বিজে প্রবোধিয়া আসি কহেন ফাল্গুনী।
শুন নিবেদন মম ধর্ম্ম নৃপমণি ॥
অতিক্রম করিলাম লঙ্ঘিয়া সময়।
বনবাসে যাব আজ্ঞা কর মহাশয় ॥
রাজা কন্ কেন হেন কহ ধনঞ্জয়।
পূর্ব্বে নারদের অগ্রে কৈলা যে সময় ॥
কনিষ্ঠ ভায়ের সঙ্গে কৃষ্ণা যদি থাকে।
জ্যেষ্ঠ ভাই বনে যাবে তাহা যদি দেখে ॥

তুমি মম কনিষ্ঠ ইহাতে দোষ নাই।
কেন হেন অপ্রিয় বচন বল ভাই॥
পার্থ বলিলেন স্নেহে বল মহাশয়।
কপট এ কর্ম্ম প্রভু মম মত নয়॥
এত বলি পার্থ করিলেন নমস্কার।
মাতৃ ভ্রাতৃ সখা ছিল যত যত আর॥
সবারে বিদায় মাগি গেলেন কানন।
সব বন্ধুগণ হৈল বিরস-বদন॥
অর্জ্জুনের সহিত চলিল দ্বিজগণ।
পৌরাণিক কথকাদি গায়ক চারণ॥
কতদিনে হরিদ্বারে করিল গমন।
দেখিয়া হইল হৃষ্ট পাণ্ডুর নন্দন॥
স্নান করি অগ্নিহোত্র করে দ্বিজগণ।
গঙ্গায় প্রবেশি পার্থ করেন তর্পণ॥
তর্পণ করিতে দেখে অগ্নিহোত্র স্নানে।
জল হৈতে নাগকন্যা ধরিল অর্জ্জুনে॥
বলে ধরি লৈয়া গেল আপন মন্দির।
উত্তম আলয় তথা দেখে পার্থবীর॥
অগ্নিহোত্র জ্বলে তথা দেখি ধনঞ্জয়।
সেই অগ্নি পূজিলেন কুন্তীর তনয়॥
নিঃশঙ্কহৃদয় পার্থ নাহি কোন ভয়।
কন্যারে বলেন এই কাহার আলয়॥
কি নাম ধরহ তুমি কাহার কুমারী।
কি কারণে আমারে আনিলা এই পুরী॥
কন্যা বলে ঐরাবত নাগরাজবংশে।
কৌরব নামেতে নাগ এই পুরে বৈসে॥
তার কন্যা আমি যে উলুপী মম নাম।
তোমারে হেরিয়া মম বাড়িলেক কাম॥
আনিলাম তোমারে যে এই সে কারণ।
তোমারে ভজিব, মোর তৃপ্তি কর মন॥
পার্থ বলিলেন কন্যা না জান কারণ।
ব্রহ্মচারী আমি, ভ্রমি সতত কানন॥
দ্বাদশ বৎসর আমি করেছি নিয়ম।
কিমতে লঙ্ঘিব তাহা নাহি কোন ক্রম॥
কন্যা বলে সব তত্ত্ব আমি ভাল জানি।
কৃষ্ণা হেতু নিয়ম যে করিলা আপনি॥
অন্য স্ত্রীতে নাহি দোষ শুন মহাশয়।
তাহে আর্ত্তা আমি, কর ধর্ম্মের সঞ্চয়॥
হৃদয়ে বিচারি পার্থ কন্যার বচন।
স্বধর্ম্ম বুঝিয়া তারে করেন রমণ॥
এক নিশা বঞ্চি তথা পার্থ মহাবীর।
প্রাতঃকালে গঙ্গা হৈতে হৈলেন বাহির॥
বিস্মিত হইয়া দ্বিজগণ জিজ্ঞাসিল।
প্রত্যক্ষে বৃত্তান্ত পার্থ সকল কহিল॥
পৃথিবী দক্ষিণাবর্ত্ত করি হেন গণি।
পূর্ব্বে সিন্ধুতীরে বীর গেলেন আপনি॥
সমুদ্রের তীরেতে মহেন্দ্র গিরিবর।
মণিপুর নামে এক আছয়ে নগর॥
চিত্রভানু নামে রাজা রাজ্য-অধিকারী।
চিত্রাঙ্গদা নাম ধরে তাহার কুমারী॥
দেবের বাঞ্ছিত কন্যা রূপে মন হরে।
নগরে বিহরে কন্যা দেখিল তাহারে॥
কন্যা দেখি মোহিত হইল ধনঞ্জয়।
শীঘ্রগতি গেলেন সে কন্যার আলয়॥
পার্থ বলিলেন রাজা কর অবধান।
তোমার কুমারীকে আমারে দেহ দান॥
রাজা বলে কে তুমি কোথায় তব ঘর।
কোন্ বংশে জন্ম তব কাহার কুমার॥
অর্জ্জুন বলেন আমি পাণ্ডুর তনয়।
কুন্তীগর্ভে জন্ম মম নাম ধনঞ্জয়॥
এত শুনি শীঘ্রগতি উঠিয়া রাজন্।
আলিঙ্গন করি দিল বসিতে আসন॥
রাজা বলে এতদূর এলে কি কারণ।
বিশেষিয়া কহিলেন সমস্ত অর্জ্জুন॥
রাজা বলে মম ভাগ্যে আইলা এথায়।
মম বিবরণ কহি শুন যে তোমায়॥
প্রভঞ্জন নামে দ্বিজ মম পুর্ব্ববংশে।
পুত্র বাঞ্ছা করি রাজা সেবিল মহেশে॥
প্রসন্ন হইয়া বর দিলেন ঈশ্বর।
তব বংশে হবে রাজা একই কুমার॥
কুলক্রমে এক ভিন্ন দ্বিতীয় নহিবে।
যে পুত্র হইবে সেই রাজ্যে রাজা হবে॥

পূর্ব্বেতে এমন বর দিলেন ধূর্জ্জটি ।
পুত্র না হইল মম হইল কন্যাটি ॥
পুত্রবৎ করি কন্যা করি যে পালন ।
মম রাজ্যে রাজা হৈতে নাহি আর জন ॥
সেই হেতু করিলাম মনে এ বিচার ।
এই কন্যা দিয়া তারে দিব রাজ্যভার ॥
কুরুবংশে শ্রেষ্ঠ তুমি না শোভে এ কথা ।
এই বাক্য সত্য কর তবে দিব সুতা ॥
ইহার গর্ভেতে যেই জ্যেষ্ঠপুত্র হবে ।
সেই সে আমার রাজ্যে রাজত্ব করিবে ॥
সত্য করিলেন পার্থ, রাজা কন্যা দিল ।
একবর্ষ তথাকারে রহিতে হইল ॥
পরে পার্থ চলিলেন দক্ষিণ সাগর ।
স্নান দান সর্ব্বত্র করেন বীরবর ॥
এক স্থানে তথায় দেখেন ধনঞ্জয় ।
পঞ্চতীর্থ বলি তারে মুনিগণে কয় ॥
অশ্বমেধ ফল স্নানে হয়ত বিশেষে ।
অন্ধ হৈয়ে পড়িয়াছে কেহ না পরশে ॥
বিস্মিত হইয়া পার্থ জিজ্ঞাসেন লোকে ।
হেন তীর্থ লোকে না পরশে কোন পাকে ॥
মুনিগণ বলে এই পুণ্যতীর্থ গণি ।
কুম্ভীরের ভয়ে কেহ না পরশে পানি ॥
শুনিয়া গেলেন স্নানে কুন্তীর নন্দন ।
নিষেধিল তাঁহারে যাইতে সর্ব্বজন ॥
সৌভদ্র নামেতে তীর্থ পশি ধনঞ্জয় ।
স্নান করিলেন বীর নিঃশঙ্ক-হৃদয় ॥
শব্দ শুনি কুম্ভীরিণী আইল নিকটে ।
অর্জ্জুনের পায়ে ধরে দশন বিকটে ॥
বলে ধরি কূলে তারে তুলেন অর্জ্জুন ।
গ্রাহরূপ ত্যজি কন্যা হইল তখন ॥
অদ্ভুত মানিয়া জিজ্ঞাসেন পার্থবীর ।
কে তুমি কি হেতু হৈল কুম্ভীর শরীর ॥
কন্যা বলে আমি বর্গা নামেতে অপ্সরী ।
কুবেরের ইষ্টা পঞ্চ আমরা কুমারী ॥
সুবেশা হইয়া যাই যথা ধনেশ্বর ।
পথে দেখি তপ করে এক দ্বিজবর ॥
চন্দ্রসূর্য্য সম তেজ মহাতপোধন ।
অহঙ্কারে তাঁরে করিলাম বিড়ম্বন ॥
তপোভঙ্গ করিবারে গেনু তার পাশ ।
নৃত্যগীতবাদ্য সহ হাস্য পরিহাস ॥
কদাচিত বিচলিত নহিল ব্রাহ্মণ ।
ক্রোধে শাপ মো সবারে দিল ততক্ষণ ॥
অনেক বৎসর থাক গ্রাহরূপ ধরি ।
করিলাম বহু স্তুতি করযোড় করি ॥
ব্রাহ্মণের শীলতা-সর্ব্বশাস্ত্রে জানি ।
দয়ায় শাপান্ত আজ্ঞা কর মহামুনি ॥
মুনি বলে গ্রাহরূপে তীর্থের ভিতর ।
থাক, মুক্ত হবে, যবে ছোঁবে গিয়া নর ॥
ব্রাহ্মণের বচন শুনিয়া পঞ্চজন ।
বাহুড়িয়া যাই ঘর হইয়া বিমন ॥
আচম্বিতে দেখিনু নারদ তপোধন ।
জানাইনু তাঁহারে যতেক বিবরণ ॥
নারদ বলেন নাহি হইও বিমন ।
পঞ্চতীর্থে গ্রাহরূপে থাক পঞ্চজন ॥
তীর্থ যাত্রা হেতু যে আসিবে ধনঞ্জয় ।
তাহার পরশে মুক্ত হইবে নিশ্চয় ॥
সত্য হৈল যা বলিল ব্রাহ্মণ-কুমার ।
তোমার পরশে মুক্তি হইল আমার ॥
চারি তীর্থে চারি সখী আছে যে আমার ।
কৃপা করি তাহাদের করহ উদ্ধার ॥
বিনয় শুনিয়া তার হ'য়ে দয়াবান্ ।
চারি-তীর্থে চারি-জনে করিলেন ত্রাণ ॥
মুক্ত হৈয়া নিজ স্থানে গেল পঞ্চজন ॥
নিষ্কণ্টকে তীর্থ করি গেলেন অর্জ্জুন ॥
পুনঃ বীর মণিপুরে করেন গমন ।
চিত্রাঙ্গদা সহ পুনঃ হইল মিলন ॥
চিত্রাঙ্গদা-গর্ভে জন্মাইলেন নন্দন ।
নাম রাখিলেন তার শ্রীবভ্রুবাহন ॥
কত দিন বঞ্চি পুত্র স্থাপিয়া রাজ্যেতে ।
পুনঃ তীর্থ করিতে গেলেন তথা হৈতে ॥
গোকর্ণাদি তীর্থে স্নান করি ক্রমে ক্রমে ।
প্রভাস তীর্থেতে যান পৃথিবী পশ্চিমে ॥

প্রভাসে আগত পার্থ কুন্তীর কুমার।
দ্বারকায় গোবিন্দ শুনিল সমাচার॥
অতি শীঘ্র করিলেন তথায় গমন।
প্রভাসে অর্জ্জুন সহ হইল মিলন॥
আলিঙ্গন করিয়া উভয়ে পরস্পর।
উভয়ের হইল উত্তর প্রত্যুত্তর॥
অর্জ্জুনে লইয়া পরে দৈবকী নন্দন।
রৈবতক নামে গিরি করেন গমন॥
গোবিন্দের আজ্ঞায় তথায় যদুগণ।
রৈবত পর্ব্বতে পূর্ব্বে করেছে গমন॥
কৃষ্ণ ধনঞ্জয় আরোহণ করে রথে।
দোঁহে একমূর্ত্তি কেহ না পারে চিনিতে॥
দোঁহে নীল ঘনশ্যাম অরুণ অধর।
কিরীট কুণ্ডল হার শোভে পীতাম্বর॥
কেহ বলে কৃষ্ণে পার্থ, পার্থে বলে হরি।
দোঁহামূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত নর-নারী॥
তবে ধনঞ্জয় বীর রথ হৈতে উলি।
লইলেন শ্রীবসুদেবের পদধূলি॥
আলিঙ্গন শিরে চুম্ব বসুদেব দিয়া।
যতেক বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিলেন বসিয়া॥
কহিলেন অর্জ্জুন আপন বিবরণ।
নারদ নিয়ম হেতু ভ্রমি তীর্থগণ॥
বসুদেব বলেন থাকহ এ আলয়।
দ্বাদশ বৎসর যত দিনে পূর্ণ হয়॥
উগ্রসেন বলভদ্র সাত্যক সাত্যকি।
একে একে সম্ভাষেন পরম কৌতুকী॥
লইয়া চলিল সবে রৈবতক গিরি।
সম্ভাষিতে আইল যতেক যদুনারী॥
মাতুলানীগণে পার্থ প্রণাম করিয়া।
যথাযোগ্য সম্ভাষ করেন নম্র হৈয়া॥
হেনকালে সুভদ্রা যে বসুদেবসুতা।
প্রথম যুবতী সর্ব্বরূপগুণযুতা॥
বিচিত্র কবরীভার সুচাঁচর চুল।
মেঘেতে সঞ্চারে যেন কুরুবক ফুল॥
তার গন্ধে মকরন্দ ত্যজি অলিকুলে।
চতুর্দ্দিকে ঝঙ্কারিয়া অনুক্ষণ বুলে॥
দুই গণ্ড মণ্ডিত কুণ্ডল শ্রুতিমূলে।
চন্দ্রজ্যোতি গজমতি শোভে নাসাহুলে॥
বদন নিন্দিত চাঁদ নাসা তিলফুলে।
কটাক্ষ চাহনিতে মুনির মন ভুলে॥
কুচযুগ সম পূগ ঢাকিয়া দুকূল।
মধ্যদেশ মৃগঈশ নহে সমতুল॥
জঘন সরস ঘন নর্ত্তন অতুলে।
হেরি মুগ্ধ হয় কাম চরণ-অঙ্গুলে॥
নিতম্ব কুঞ্জর-কুম্ভ জিনিয়া বিপুল।
জাতী যুথি হার পরে মালতী বকুল॥
দেখি তবে পার্থ জিজ্ঞাসেন গোবিন্দেরে।
কেবা এ সুন্দরী হয় সবাকার পরে॥
এ কন্যা অবিবাহিতা অনুমান করি।
শুনিয়া পার্থের বাক্য কহেন শ্রীহরি॥
বসুদেবসুতা হয় আমার ভগিনী।
সারণের সহোদরা সুভদ্রা নামিনী॥
বিবাহ না হয়, নাহি মিলে যোগ্যবর।
শুনিয়া লজ্জিত অতি পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
অর্জ্জুনের মুখ দেখি সুভদ্রা মূর্চ্ছিত।
অজ্ঞান হইয়া ভূমে পড়ে আচম্বিত॥
সত্যভামা বলে না আইসে ভদ্রা কেনে।
সবে বলে একক বসিয়া কি কারণে॥
সুভদ্রা বলিল সখি ধরি মোরে লহ।
কণ্টক ফুটিল পায় বাহির করহ॥
শুনি সত্যভামা ধরি তুলিলেক হাতে।
নাহিক কণ্টকাঘাত দেখেন পদেতে॥
সত্যভামা বলেন কি হেতু ভাঁড়াইলা।
নাহিক কণ্টকাঘাত কেন বা পড়িলা॥
নিভৃতে সুভদ্রা কহে কি কহিব সখি।
যে কণ্টক ফুটিল কোথায় পাবে দেখি॥
অর্জ্জুনের নয়ন চাহনি তীক্ষ্ণশর।
আজি অঙ্গ আমার করিল জ্বর জ্বর॥
দেখ মম অঙ্গতাপ ঘন কম্পমান।
ছটফট করে তনু বাহিরায় প্রাণ॥
ছাড় সত্যভামা আমি না পারি যাইতে।
এত বলি অর্জ্জুনেরে লাগিল দেখিতে॥

সত্যভামা বলে ভদ্রা খাইলি কি লাজ।
করিলি কলঙ্ক নিষ্কলঙ্ক কুলমাঝ ॥
পিতা বসুদেব, ভাই রাম নারায়ণ।
তিনলোক মধ্যে যাঁরে পূজে সর্ব্বজন ॥
ইহা সবাকার লজ্জা করিতে চাহিস্।
দেখিয়া পুরুষে প্রাণ ধরিতে নারিস্ ॥
ভারতীর এতেক নিষ্ঠুর বাণী শুনি।
সকরুণ কহে ভদ্রা চক্ষে বহে পানী ॥
ধিক্ ধিক্ ব্যর্থ জন্ম নারীর ভূতলে।
পরবশ দহে তনু বিরহ-অনলে ॥
সত্যভামা বলে কি নিন্দিস্ কামিনী।
নারীরূপা দেখি ক্ষিতি সংসারধারিণী ॥
স্ত্রী হৈতে হইল পূর্ব্বে জীবের সৃজন।
শক্তিরূপে রক্ষা করে সবার জীবন ॥
স্ত্রীর নাম প্রথমেতে মঙ্গলকারণ।
লক্ষ্মী অগ্রে বসয়ে পশ্চাতে নারায়ণ ॥
শঙ্কর ছাড়িয়া অগ্রে ভবানীর নাম।
রামসীতা নাহি বলে বলে সীতারাম ॥
গৃহিণী থাকিলে লোক বলে তারে গৃহী।
সংসারে দেখহ নারী বিনা কেহ নাহি ॥
স্ত্রী হইতে হয় ভদ্রা সবার উৎপত্তি।
স্ত্রী বিনা করিতে বংশ কাহার শকতি ॥
ভদ্রা কহে যত কহ নাহি করি জ্ঞান।
এখনি ত্যজিব প্রাণ তোমা বিদ্যমান ॥
কৌরববংশীয় যে পাণ্ডব বলবান্।
বিনা ধনঞ্জয় আমি নাহি দেখি আন ॥
আজি যদি ধনঞ্জয়ে আমারে না দিবে।
নিশ্চয় আমার বধ তোমারে লাগিবে ॥

অর্জ্জুনের সহিত সুভদ্রার বিবাহ কারণ
সত্যভামার সহিত অর্জ্জুনের কথা।

তবে নিশাকালে সত্রাজিতের নন্দিনী।
একান্তে কহেন কান্তে ভদ্রার কাহিনী ॥
গোবিন্দ বলেন আমি ভাবিতেছি মনে।
আসিয়াছে অর্জ্জুন এখানে বহু দিনে ॥
করাইব বিবাহ দোঁহার যে প্রকারে।
আজি নিশা তুমি বোধ করাহ ভদ্রারে ॥
সত্যভামা বলে নহে বিলম্বের ক[illegible]
আজি নিশা পার্থ বিনা মরিবে সর্ব্বথা ॥
গোবিন্দ বলেন যে আমার সাধ্য নয়।
কর গিয়া যেমতে সঙ্কট নাহি হয় ॥
কৃষ্ণের আদেশে চলিলেন সত্যভামা।
সুভদ্রা লইয়া যথা পার্থ মহাধামা ॥
দুয়ার করিয়া বন্ধ কনক কপাটে।
শুইয়া আছেন পার্থ রত্নময় খাটে ॥
অর্জ্জুন অর্জ্জুন বলি ডাকেন শ্রীমতী।
কে তুমি বলিয়া জিজ্ঞাসেন মহামতি ॥
সত্যভামা বলিলেন সত্রাজিত-সুতা।
ঘুচাও কপাট কিছু আছে গুপ্তকথা ॥
অর্জ্জুন বলেন হৈল অর্দ্ধেক রজনী।
এত রাত্রে আইলেন কি হেতু আপনি।
যদি কার্য্য ছিল পাঠাইতে দূতগণ।
আজ্ঞামাত্রে করিতাম তথায় গমন ॥
ইহা না করিয়া তুমি আইলা আপনি।
যে আজ্ঞা করিবা কালি করিব তখনি ॥
সত্যভামা বলেন যে দূতকর্ম্ম নয়।
সে কারণে আইলাম তোমার আলয় ॥
তোমার কষ্টের কথা শুনিয়া শ্রবণে।
না হইল নিদ্রা মম মহাতাপ মনে ॥
এক ভার্য্যা পঞ্চভাই কি সুখে নিবাস।
সেই হেতু দ্বাদশ বৎসর বনবাস ॥
সেই হেতু আইলাম হৃদয়ে বিচারি।
আমি দিব এক আর পরমা সুন্দরী ॥
অর্জ্জুন বলেন এত স্নেহ কর মোরে।
পালিব সকল আজ্ঞা গো[illegible] গোচরে ॥
সত্যভামা বলিলেন বিলম্বে কি কাজ।
গান্ধর্ব্ব-বিবাহ কর রজনীর মাঝ ॥
পার্থ বলিলেন কহ এ অদ্ভুত কথা।
কেবা এ সুন্দরী হয় কাহার দুহিতা ॥
না জানিয়া না শুনিয়া তদন্ত তাহার।
করিতে বিবাহ বল কি মত বিচার ॥

সত্যভামা বলিলেন ঘুচাও দুয়ার।
আনিয়াছি কন্যা দেখ চক্ষে আপনার ॥
যদুকুলে জন্ম কন্যা প্রথমযৌবনী।
বিদ্যুৎবরণী রূপে ত্রৈলোক্যমোহিনী ॥
অর্জ্জুন বলেন একি আমার শকতি।
বলভদ্র জনার্দ্দন যদুকুলপতি ॥
তাঁদের বিনাজ্ঞাতে লব আমি যাদবী।
লজ্জা মম করাইতে চাহ মহাদেবি ॥
দেবী বলিলেন ইহা করিয়া কেমনে।
মন বাঁন্ধিয়াছে কৃষ্ণা ঔষধের গুণে ॥
পাঞ্চালের কন্যা জানে মহৌষধি গাছ।
তিল আধ পঞ্চস্বামী নাহি ছাড়ে পাছ ॥
লোভেতে নারদবাক্য করিয়া হেলন।
দ্বাদশ বৎসর ভ্রমিতেছে বনে বন ॥
ইহাতে তোমার লজ্জা কিছু নাহি হয়।
কিমতে করিবা হেন দ্রৌপদীর ভয় ॥
পার্থ বলিলেন দেবি নিন্দহ দ্রৌপদী।
ত্রিজগৎমধ্যে খ্যাত তব মহৌষধি ॥
ষোল সহস্র যে আছ অষ্ট পাটরাণী।
সবা হৈতে কোন্ গুণে তুমি সোহাগিনী ॥
অপুত্রা কি রূপহীন হীনকুলে জাত।
রুক্মিণী প্রভৃতি করি পাটরাণী সাত ॥
ঔষধের গুণে হরি তোমারে ডরান।
তোমার সাক্ষাতে চক্ষে অন্যে নাহি চান ॥
দিব্য রত্ন বসন ভূষণ অলঙ্কার।
যেখানে যা পান কৃষ্ণ সকলি তোমার ॥
অন্য জনে দিলে তুমি পরাণ না ধর।
কহ মহাদেবি ইহা কোন্ গুণে কর ॥
রুক্মিণীরে দেন কৃষ্ণ এক পারিজাত।
তাহাতে করিলে যত জগতে বিখ্যাত ॥
জন্মেজয় বলিলেন মুনিরে তখন।
কহ মুনিবর পারিজাতের কথন ॥
কি হেতু হইল দ্বন্দ রুক্মিণী সহিত।
শুনিবারে ইচ্ছা হয় ইহার রচিত ॥

——

পারিজাত-হরণ বিবরণ।

একেকালে নারায়ণ বিহার কারণ।
রৈবতক পর্ব্বতেতে করেন গমন ॥
হেনকালে নারদ তথায় উপনীত।
বাজাইয়া বীণা গান কৃষ্ণগুণ গীত ॥
পারিজাত পুষ্প ছিল বীণায় বন্ধন।
গোবিন্দের হস্তেতে দিলেন তপোধন ॥
পরম সুন্দর পুষ্প দেবের দুর্ল্লভ।
যোজন পর্য্যন্ত যায় যাহার সৌরভ।
দেখিয়া আনন্দযুক্ত হৈয়া হৃষীকেশ।
পুষ্প দিয়া রুক্মিণীরে করেন সুবেশ ॥
এতেক রুক্মিণীদেবি ত্রৈলোক্যমোহিনী।
পারিজাত সুবেশে শোভিল সবা জিনি ॥
নারদ ক্ষণেক করি কথোপকথন।
বিদায় হইয়া চলিলেন তপোধন ॥
কলহে আনন্দ বড় ব্রহ্মার নন্দন।
পথে মুনি যাইতে চিন্তেন মনে মন ॥
সত্যভামা-অগ্রে কহি পারিজাত কথা।
শুনিয়া কি বলে দেখি সত্রাজিত-সুতা ॥
এত চিন্তি গিয়া মুনি দ্বারকাভবন।
সত্যভামা-গৃহে উপনীত সেইক্ষণ ॥
মুনি দেখি সত্যভামা করিয়া বন্দন।
পাদ্য অর্ঘ্য অর্পিলেন বসিতে আসন ॥
কোথায় আছিলা বলি জিজ্ঞাসেন সতী।
কহেন করুণ বাক্য মুনি মহামতি ॥
আজি গিয়াছিলাম যে ইন্দ্রের নগর।
পুষ্প দিয়া আমারে পূজিল পুরন্দর ॥
নরের অদৃষ্ট পুষ্প দেবের দুর্ল্লভ।
দিল ইন্দ্র মোরে বহু করিয়া গৌরব ॥
পুষ্প দেখি আমি চিন্তিলাম এ হৃদয়।
বিনা ইন্দ্র উপেন্দ্র অন্যের যোগ্য নয় ॥
সে কারণে পুষ্প আমি দিলাম কৃষ্ণেরে।
পুষ্প দেখি গোবিন্দের আনন্দ অন্তরে ॥
সেই ক্ষণে রুক্মিণীরে আনি জগন্নাথ।
স্বহস্তে ভূষিত করিলেন পারিজাত ॥

দ পুষ্পে ভূষিত হ'য়ে ভীষ্মক-দুহিতা।
ত্রৈলোক্যের নারী জিনি হইল শোভিতা ॥
।বা হৈতে প্রেয়সী তোমারে আমি জানি।
..ব জানিলাম কৃষ্ণ প্রেয়সী রুক্মিণী ॥
।নির এতেক বাক্য শুনিয়া সুন্দরী।
চিত্রের পুত্তলী প্রায় রহে ধ্যান করি ॥
ছিঁড়িয়া ফেলিলা কণ্ঠে ছিল যেই হার।
ঘুচাইয়া ফেলেন অঙ্গের অলঙ্কার ॥
ছিঁড়িল পুষ্পের মালা খুলিল কুন্তল।
হাহাকার করিয়া পড়েন ভূমিতল ॥
সতীর দেখিয়া কষ্ট মনে মনে হাসি।
রৈবতক পর্ব্বতেতে বেগে যান ঋষি ॥
রুক্মিণীর গৃহে কৃষ্ণ করেন ভোজন।
হেনকালে উপনীত তথা তপোধন ॥
গোবিন্দ কহেন মুনি কহ সমাচার।
পুনঃ হেথা আগমন-কি হেতু তোমার ॥
মুনি বলে শুন প্রভু শ্রীমধুসূদন।
দ্বারকানগরে গিয়াছিলাম এখন ॥
সত্যভামা জিজ্ঞাসিল তোমার বারতা।
প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে হৈল পারিজাত কথা ॥
এমন করিবে বলি জানিব কেমনে।
রুক্মিণীরে দিলা পুষ্প শুনিয়া শ্রবণে ॥
সেইক্ষণে মূর্চ্ছাপন্ন পড়িল ধরণী।
হাহাকার করিয়া কান্দয়ে উচ্চধ্বনি ॥
ছিঁড়িয়া ফেলিল যত বসন ভূষণ।
কপালে প্রহার করে হস্ত ঘনে ঘন ॥
সব সখিগণ মেলি করয়ে প্রবোধ।
নাহি শুনে কানে দ্বিগুণ যে বাড়ে ক্রোধ ॥
প্রাণ যাক প্রাণ যাক এইমাত্র ডাকে।
দেখিয়া কহিতে আইলাম যে তোমাকে ॥
শুনিয়া গোবিন্দ চিত্তে হইল বিস্ময়।
কি হবে কি হবে বলি চিন্তেন হৃদয় ॥
পারিজাত পুষ্প হেতু অনর্থ ভাবিয়া।
রুক্মিণীরে শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রবোধিয়া ॥
কি করিব বৈদর্ভী আপনি কর ক্ষমা।
তুমি জান যেমন চরিত্র সত্যভামা ॥
ক্রোধেতে আপন প্রাণ ছাড়িবারে পারে।
তোমার প্রসাদ হৈলে দেহ পুষ্প তারে ॥
শুনিয়া রুক্মিণী হইলেন বড় দুঃখী।
গোবিন্দেরে কহেন হইয়া অধোমুখী ॥
দিয়া পুষ্পরাজ পুনঃ লইবা মুরারী।
সহজে দুর্ভাগা আমি কি করিতে পারি ॥
মোরে পুষ্প দিলা বলি পুড়িছে অন্তরে।
মরুক পুড়িয়া, পুষ্প কেন দিব তারে ॥
রুক্মিণীর বাক্য শুনি চিন্তেন শ্রীহরি।
নারদেরে জিজ্ঞাসেন বৃত্তান্ত বিবরি ॥
কোথায় পাইলা পুষ্প কহ মুনিবর।
নারদ কহেন আছে স্বর্গে তরুবর ॥
ইন্দ্রের রক্ষকগণ করয়ে রক্ষণ।
তাহাতে নন্দন বন করয়ে শোভন ॥
মাগিয়া পাঠাও পুষ্প সহস্রলোচনে।
তব নাম শুনিলে দিবেক সেইক্ষণে ॥
গোবিন্দ বলেন মুনি যাও তুমি তথা।
মোর নাম লৈয়া ইন্দ্রে কহ এই কথা ॥
ক্ষীরোদ-মথনে পুষ্প হৈয়াছে উৎপত্তি।
একা কেন ভোগ তুমি কর শচীপতি।
দেহ পারিজাত যে আমার ভাগ আছে।
না দিলে সহজে পুষ্প কষ্ট পাবে পাছে ॥
সম্প্রীতে প্রথমে মাগিবেন তপোধন।
না দিলে এ সব পরে কহিবা তখন ॥
এত বলি নারদে পাঠান নারায়ণ।
দ্বারাবতী যান সত্যভামার কারণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী দাস কহে সাধু পিয়ে কর্ণ ভরি ॥

সত্যভামার মান ভঞ্জন।

পড়ি আছে সত্যভামা ভূমির উপর।
মুক্তকেশী গড়াগড়ি ধূলায় ধূসর ॥
বসন ভূষণ ভিজে নয়নের জলে।
শশিকলা যেমন পতিতা ভূমিতলে ॥
চতুর্দ্দিকে ব্যজনী ধরিয়া সখিগণ।
সুগন্ধি সলিল সিঞ্চে চাপয়ে চরণ ॥

সঘনে নিশ্বাস বহে হস্ত দিয়া নাকে।
দেখিয়া কৃষ্ণের অশ্রু নয়নে না থাকে॥
আপনি ব্যজন লৈয়া সখী-হস্ত হৈতে।
মন্দ মন্দ বায়ু কৃষ্ণ লাগিল করিতে॥
গোবিন্দের আগমনে উজ্জ্বল হৈল ধাম।
ষড়ঋতু লৈয়া যেন উপনীত কাম॥
আমোদিত হৈল গৃহ অঙ্গের সৌরভে।
সহস্র সহস্র অলি ধায় ভোঁ ভোঁ রবে॥
অচেতন ছিল সখী পাইল চেতন।
সৌরভে জানিল গৃহে কৃষ্ণ-আগমন॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে ক্রোধে চক্ষু নাহি মেলে।
ক্ষণেক থাকিয়া সব সখিগণে বলে॥
কে দহে আমার অঙ্গ হুতাশনপ্রায়।
রুক্মিণীবান্ধব কিবা আইল হেথায়॥
এতবলি মারে শিরে কঙ্কণের ঘাত।
দুই হস্তে হস্ত ধরিলেন জগন্নাথ॥
কেন হেন বল রুক্মিণীর পতি বলি।
সত্যভামা-প্রাণ আমি চাহ চক্ষু মেলি॥
আমার কি অপরাধ না পাই ভাবিয়া।
কি হেতু এতেক কষ্ট দাও প্রাণপ্রিয়া॥
এত বলি কৃষ্ণ বসাইলেন ধরিয়া।
মুখ মুছাইলেন আপন বস্ত্র দিয়া॥
গোবিন্দের এতেক বিনয় বাক্য শুনি।
কান্দিতে কান্দিতে কহে আধ আধ বাণী॥
মুখেতে তোমার সুধা অন্তরে নিষ্ঠুর।
এবে জানিলাম তুমি কত বড় ক্রূর॥
পারিজাত পুষ্পরাজ অতুল সুবাস।
রুক্মিণীরে দিলা, আমা করিয়া নিরাশ॥
কার শক্তি সহিবে এতেক অপমান।
এক্ষণে ত্যজিব প্রাণ তোমা বিদ্যমান॥
গোবিন্দ কহেন প্রিয়ে ত্যজহ বিলাপ।
কোন্ দ্রব্য পারিজাত, চিন্ত এত তাপ॥
এক পুষ্প হেতু তোমা ক্রোধ হইয়াছে।
তোমারে আনিয়া দিব পুষ্প সহ গাছে॥
শুনি সত্যভামা দেবী উল্লাসিত-মন।
হাসিয়া কহেন কৃষ্ণে মেলিয়া নয়ন॥
আসনে বসাইলেন উঠি যদুনাথে।
চরণ প্রক্ষালিলেন সুগন্ধি জলেতে॥
ভোজন করিলা কৃষ্ণ পরম হরিষে।
তাম্বুল যোগান দেবী বসি বাম পাশে॥
রত্নময় পালঙ্কেতে করেন শয়ন।
আনন্দেতে রজনী বঞ্চেন দুইজন॥
প্রভাতে উঠিয়া কৃষ্ণ করে স্নানদান।
হেনকালে উপনীত মুনি ঢেঁকিযান॥
কলহবিদ্যায় বিজ্ঞ দ্বন্দ্বপ্রিয় ঋষি।
কহেন কৃষ্ণের অগ্রে গদগদ ভাষি॥
কি আর কহিব কথা কহিবারে লাজ।
কটুবাক্য আমারে কহিলা দেবরাজ॥
শুন শুন দেবগণ কথন অদ্ভুত।
নারদ আইল হৈয়া গোপালের দূত॥
দেবের দুর্ল্লভ পারিজাত পুষ্পরাজ।
মনুষ্যের হেতু মাগে মুখে নাহি লাজ॥
এত অহঙ্কার কেন গোপালের হৈল।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত বুঝি সব পাসরিল॥
কংসভয়ে নন্দগৃহে ছিল লুকাইয়া।
গোধন রাখিত নিত্য গোপান্ন খাইয়া॥
একদিন চুরি করি খেয়েছিল ননী।
হাতে বান্ধি মারিলেক নন্দের ঘরণী॥
বৃষ অশ্ব সর্প বক করিল সংহার।
সেই হেতু দেখি তার এত অহঙ্কার॥
জরাসন্ধভয়ে স্থল নাহিক সংসারে।
লুকাইয়া রহে গিয়া সমুদ্র ভিতরে॥
হেনজনে পারিজাত পুষ্পে হৈল সাধ।
নাহি দিলে বলিয়াছে করিবে প্রমাদ॥
হেন কটূত্তর কি আমার প্রাণে সহে।
কি করিব দূত আর অন্য জন নহে॥
যাহ যাহ নারদ না থাক মোর কাছে।
কহ গিয়া করুক সে যত শক্তি আছে॥
নারদের মুখে শুনি এতেক বচন।
ক্রোধেতে ঘূর্ণিত হৈল যুগল নয়ন॥
গোবিন্দ বলেন ইন্দ্র হইয়াছে মত্ত।
আপনি করিল লঘু আপন মহত্ত্ব॥

আজি চূর্ণ করিব তাহার অহঙ্কার।
সাক্ষাতে দেখিবে চল তুমি আপনার ॥
সে সকল কখন হইল পাসরণ।
গোকুলেতে ইন্দ্রে দূর করিনু যখন ॥
সাত দিন কৈল যত ছিল পরাক্রম।
নহিলেক গোপকুলে পূজা লৈতে ক্ষম ॥
এত অহঙ্কার তার সুরপুরে স্থিতি।
উচ্চকুলে নিবাস অমরাবতী খ্যাতি ॥
আর অহঙ্কার চড়ে ঐরাবতোপরে।
আর অহঙ্কার বজ্র অস্ত্র ধরে করে ॥
আর অহঙ্কার তার সহস্রলোচন।
মত্ততা তাহার দূর করিব এখন ॥
সুরপুর হইতে পাড়িব ভূমিতলে।
প্রহারে ভাঙ্গিব গজরাজ-কুম্ভস্থলে ॥
অব্যর্থ মুনির অস্থি সেই তার বাজ।
ব্যর্থ করি হাসাইব দেবের সমাজ ॥
ভাঙ্গি বন সমূলে আনিব পারিজাত।
দেখি রক্ষা কেমনে করিবে শচীনাথ ॥
এত বলি গোবিন্দ স্মরেন খগেশ্বরে।
অগ্রে দাঁড়াইল খগরাজ যোড়করে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন যাব ইন্দ্রের নগর।
আনিব হেথায় পারিজাত তরুবর ॥
গরুড় বলিল প্রভু তুমি যাও কেনে।
আজ্ঞা দিলে আমি যাই ইন্দ্রের ভবনে ॥
নন্দন বনের সহ ফুল পারিজাত।
এইক্ষণে হেথা আনি দিব জগন্নাথ ॥
গোবিন্দ বলেন সব সম্ভব তোমাতে।
কিন্তু আমি তারে লঘু করিব সাক্ষাতে ॥
এত বলি গোবিন্দ নিলেন প্রহরণ।
কৌমদকী গদা খড়্গ চক্র সুদর্শন ॥
ধরিয়া সারঙ্গ ধনু চড়াইয়া গুণ।
অর্পিলেন গরুড়ে অক্ষয় যার তূণ ॥
বেশভূষা করিলেন কিরীট কুণ্ডল।
মেঘেতে শোভিল যেন মিহিরমণ্ডল ॥
কণ্ঠেতে ভূষণ গজমুকুতার হার।
ঝিকিমিকি করে যেন বিদ্যুৎ আকার ॥
বক্ষঃস্থলে রত্নরাজ শোভিত কৌস্তুভ।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হয় কোটি মনোভব ॥
অঙ্গদ বলয় আর কেয়ূর ভূষণ।
আঁটিয়া পরেন পীতবরণ বসন ॥
সর্ব্বাঙ্গে লেপন কৈল চন্দন কস্তুরী।
কাঁকালেতে বন্ধন করেন খড়্গ ছুরি ॥
হইলেন গরুড়ে আরূঢ় জগন্নাথ।
সত্যভামা বলেন যাইব আমি সাথ ॥
দেখিব ইন্দ্রের পুরী কেমন ইন্দ্রাণী।
কিরূপে তোমার সহ যুঝে বজ্রপাণি ॥
শুনি হরি তাঁরে বসাইলেন যে বামে।
আনিলেন ডাকিয়া সাত্যকি আর কামে ॥
দোঁহারে বলেন কৃষ্ণ চল মম সঙ্গ।
ইন্দ্র সহ সমর দেখহ আজি রঙ্গ ॥
কৃষ্ণাজ্ঞা পাইয়া খগে করি আরোহণ।
চলিলেন সমর দেখিতে চারিজন ॥
হেনকালে বলভদ্র প্রভৃতি যাদব।
বলিল তোমার সহ যাব মোরা সব ॥
গোবিন্দ বলেন থাক দ্বারকা রক্ষণে।
শূন্য জানি আসি কি করিবে দুষ্টগণে ॥
এত বলি প্রবোধিয়া সবারে রাখিয়া।
গরুড়ে দিলেন আজ্ঞা চলহ বলিয়া ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্ ॥

শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রালয়ে গমন

নারদ বলিল তবে শুন নারায়ণ।
অদিতি কহিল যত কুণ্ডল কারণ ॥
নরক আনিল বলে অদিতি কুণ্ডল।
লুটিয়া অমরাবতী অমরী সকল ॥
পৃথিবীর পুত্র হয় নরক দুর্ম্মতি।
তারে না মারিলে নহে স্বর্গের বসতি ॥
শুনিয়া গোবিন্দ তথা করিল গমন।
নরকে মারিয়া পাইলেন কন্যাগণ ॥
ষোড়শ সহস্র কন্যা দেবের কুমারী।
এককালে বিবাহ করিলেন মুরারী ॥

অদিতির কুণ্ডল দিলেন অদিতিরে।
তথা হৈতে চলিলেন অমর নগরে॥
নন্দন-কানন মধ্যে হৈল উপনীত।
দেখেন কুসুমরাজ গন্ধে আমোদিত॥
সাত্যকিরে বলেন আনহ তরুবর।
শুনিয়া সাত্যকি তথা গেলেন সত্বর॥
বৃক্ষের রক্ষণেতে আছিল বহু রক্ষ।
হাতে অস্ত্র লইয়া ধাইল লক্ষ লক্ষ॥
সাত্যকি বলেন প্রাণ যদি সবে চাহ।
না করহ দ্বন্দ্ব তুমি ইন্দ্রেরে জানহ॥
যাইয়া ইন্দ্রের ঠাঁই সবে গিয়া কহে।
চল শীঘ্র দেবরাজ বিলম্ব না সহে॥
গরুড় আরূঢ় যে মনুষ্য তিন জন।
পারিজাত লইয়া ভাঙ্গিল সব বন॥
শুনিয়া ইন্দ্রের চিত্তে হইল স্মরণ।
পারিজাত লইতে আইল নারায়ণ॥
ক্রোধে ইন্দ্র কলেবর কাঁপে থর থর।
সহস্রলোচন চলে করিতে সমর॥
নানা অস্ত্র লইয়া সমরে কৈল সাজ।
হাতে বজ্র লইয়া চলিলা দেবরাজ॥
শচী বলে যাব আমি সংহতি তোমার।
কিরূপে হইবে যুদ্ধ দেখিব দোঁহার॥
শুনি ইন্দ্র বসাইল বামে আপনার।
জয়দেব সখা আর জয়ন্তকুমার॥
হেনমতে আরোহণ কৈল চারিজন।
চালাইয়া দিল গজ যথা নারায়ণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশীদাস কহে শুনি তরি ভববারি॥

শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ।

অস্ত্রে অস্ত্রে দুইজনে লাগিল বিরোধ।
সত্যভমা দেখিয়া ইন্দ্রাণী বলে ক্রোধে॥
কহ না ভারতী কেন এত গর্ব্ব তোর।
আসিয়াছ লইতে ভূষণ পুষ্প মোর॥
মর্য্যাদা থাকিতে আগে যাহ বাহুড়িয়া।
যথা ছিল পারিজাত তথায় রাখিয়া॥
বামন হইয়া ইচ্ছা ধরিতে চন্দ্রমা।
দিব প্রতিফল আজি ভাঙ্গিব গরিমা॥
সত্যভামা বলে শচী মিছে কর গর্ব্ব।
পরাক্রম তোমার জানি যে আমি সর্ব্ব॥
শাশুড়ীর কুল নরক নিল বলে।
নারিলা আনিতে তাহা কহি আখণ্ডলে॥
লুটিয়া পুটিয়া স্বর্গ কৈল ছারখার।
রাখিবারে না পারিল স্বামী যে তোমার॥
মারিয়া সে নরকে ভাঙ্গিয়া তার পুরী।
অদিতির কুণ্ডল আনিয়া দিল হরি॥
পারিজাত পুষ্পে তোর কোন্ অধিকার।
মথনে জন্মিল পুষ্প বিভাগ সবার॥
তুমি পুষ্প ভূষণ করিবা একা কেনে।
দেখ আজি লৈয়া যাব রাখহ কেমনে॥
সতী শচী দোঁহাকার শুনিয়া কোন্দল।
মুখে বস্ত্র দিয়া হাসে দেবতা সকল॥
আনন্দ-লহরীতে নারদ মুনি হাসে।
শুনি পুরন্দর কাঁপে অতিশয় রোষে॥
উপেন্দ্র ইন্দ্রের যুদ্ধ হয় দেবধামে।
ত্রিভুবন চমৎকার দোঁহার সংগ্রামে॥
নানা অস্ত্র দুইজনে করেন প্রহার।
পৃথিবীর মধ্যে পড়ে উল্কার আকার॥
দর্পক জয়ন্ত যুদ্ধ কি দিব তুলন।
শরজালে দুইজনে ছাইল গগন॥
সাত্যকি তুলিল তরু গরুড় উপর।
তার সহ জয়দেব করয়ে সমর॥
খগেন্দ্র গজেন্দ্র যুদ্ধ না হয় বর্ণন।
গর্জ্জনে বধির হৈল ত্রৈলোক্যের জন॥
দশন শুণ্ডেতে গজ গরুড়ে প্রহারে।
গরুড় গজেন্দ্র মুণ্ড নখেতে বিদরে॥
গরুড়ের নখাঘাতে গজেন্দ্র অস্থির।
খণ্ড খণ্ড হৈল, বহে সর্ব্বাঙ্গে রুধির॥
না পারিল শূন্যেতে রহিতে গজবর।
অজ্ঞান হইয়া পড়ে ভূমির উপর॥
সর্ব্বাঙ্গে রুধির বহে কম্পে কলেবর।
পড়িল মাতঙ্গরাজ পর্ব্বত উপর॥

হস্তীর চাপনে গিরি অর্দ্ধ গেল তল।
পর্ব্বত উপরে স্থিতি হৈল অখণ্ডল।
ইন্দ্র বলে গর্ব্ব কৃষ্ণ না করহ তুমি।
সমরেতে ন্যূন হৈয়া পড়ি নাহি আমি ॥
বাহন অস্থির হৈল গরুড় আঘাতে।
তুমি আমি চল যুদ্ধ করিব ভূমিতে ॥
ইন্দ্রবাক্য শুনিয়া বলেন ভগবান।
যথায় তোমার ইচ্ছা যাব সেই স্থান ॥
পুনরপি মুখামুখি হইল সমর।
যত অস্ত্র ইন্দ্রের কাটেন দামোদর ॥
সর্ব্ব অস্ত্র ব্যর্থ হয় মনে পাই লাজ।
অতি ক্রোধে বজ্র প্রহারিল দেবরাজ ॥
গোবিন্দ বলেন তবে গরুড়ের প্রতি।
বজ্র অস্ত্র হাতে লইয়াছে সুরপতি ॥
সুদর্শনে ইচ্ছা কাটি তিল তিল করি।
মুনিবাক্য ব্যর্থ হবে এই হেতু ডরি ॥
ইহার উপায় তুমি কর খগেশ্বর।
এক পক্ষ দাও ফেলে বজ্রের উপর ॥
ঠোঁটেতে উপাড়ি পক্ষ গরুড় ফেলিল।
পক্ষ চূর্ণ করি বজ্র বাহুড়ি চলিল ॥
একবার বিনা বজ্র আর নাহি চলে।
দেখিয়া বিস্ময় বড় হৈল আখণ্ডলে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

মহাদেবের যুদ্ধস্থলে গমন।

গোবিন্দ ইন্দ্রের রণ নাহি অবসান।
ত্রিলোকের লোক শব্দে হয় হতজ্ঞান ॥
দেখিয়া নারদ মুনি হইয়া চিন্তিত।
ক্ষীরোদে কশ্যপ-স্থানে গেলেন ত্বরিত ॥
নারদ বলেন কশ্যপ আছ কি কাজে।
প্রমাদ পাড়িল তব পুত্র দেবরাজে ॥
অজ্ঞান হইয়া করে কৃষ্ণ সহ রণ।
না মারেন কৃষ্ণ তেঁই জীয়ে এতক্ষণ ॥
দেবরাজ পরাক্রম করিলন সব।
নিজ অস্ত্র অদ্যাপি না ছাড়েন মাধব ॥
সুদর্শন যদ্যপি ছাড়েন নারায়ণ।
কাটিবেন ইন্দ্রেরে রাখিবে কোন জন ॥
শুনিয়া কশ্যপ মুনি সচিন্তিত মন।
কেমনে দোঁহার দ্বন্দ্ব হৈবে নিবারণ ॥
দোঁহার মধ্যস্থ শিব বিনা অন্যে নারে।
এত চিন্তি কশ্যপ করেন স্তুতি হরে ॥
কশ্যপের স্তবে তুষ্ট হইয়া ত্রৈলোক্য।
যুদ্ধস্থানে গেলেন করিতে নিবারক ॥
খগেন্দ্র উপেন্দ্র গজেন্দ্র দেবরাজ।
যোগেন্দ্র বৃষারূঢ় দাঁড়াইল মাঝ ॥
কহিলেন শ্রীহরি করহ অবধান।
তব সহ সমরে কি ইন্দ্র বলবান ॥
দেবরাজ ইন্দ্রে তুমি করিলা স্থাপিত।
এক্ষণে প্রহার তারে না হয় উচিত ॥
গোবিন্দ বলেন ইন্দ্র স্বর্গভোগ করে।
এক পারিজাত বৃক্ষ না দেয় আমারে ॥
স্বতন্ত্র তাহার উপার্জ্জিত নহে ফুল।
ক্ষীরোদ মথিয়া পায় সুরাসুরকুল ॥
মথনের দ্রব্যে সবাকার ভাগ আছে।
বিশেষে কমলা আমি পাই তার পাছে ॥
ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা স্বর্গে যত সুখ।
সকল ইন্দ্রের ভুঞ্জা আমি যে বিমুখ ॥
একমাত্র পারিজাত বৃক্ষ আমি মাগি।
উচিত কি দ্বন্দ্ব তার করা ইহা লাগি ॥
গোবিন্দের মুখে শুনি এতেক বচন।
হায় হায় বলিয়া বলেন পঞ্চানন ॥
গিরিশ বলেন ইন্দ্র হইয়া অজ্ঞান।
না জানহ নারায়ণ পুরুষ প্রধান ॥
তাঁর সহ দ্বন্দ্ব কর না হয় বিধান।
মম বাক্যে সুরপতি কর সমাধান ॥
ইন্দ্র বলে পশুপতি কর অবধান।
ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা আদি যত যান ॥
শচী বজ্র পারিজাত নন্দন-কানন।
ইহাতে ইন্দ্রত্ব মম স্বর্গের ভূষণ ॥
পারিজাত লবে যদি দৈবকীকুমার।
স্বর্গেতে ইন্দ্রত্ব মম কি রহিল আর ॥

মহেশ বলেন হরি পূর্ব্ব অবতারে।
তোমার কনিষ্ঠ ভাই অদিতি উদরে॥
কনিষ্ঠের ভাগ মাগিলেন নারায়ণ॥
দেহ পুষ্পরাজ দ্বন্দ্ব হউক নিবারণ॥
ইন্দ্র বলে তব বাক্য না করিব আন।
আমার কনিষ্ঠ ভাই যদি ভগবান॥
জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠেতে আছে ব্যবহার।
তাহা না করিয়া কেন করে বলাৎকার॥
না করিয়া মান্য মোরে ল'য়ে যাবে বলে।
বলে নিল বলিয়া ঘুষিবে ভূমণ্ডলে॥
শুনিয়া বলেন শিব গোবিন্দে চাহিয়া।
ক্রোধ ত্যজ যদুনাথ আমারে দেখিয়া॥
অজ্ঞানে হইয়া মত্ত দেব সুরপতি।
সেই হেতু করে যুদ্ধ তোমার সংহতি॥
আপনি ইন্দ্রত্ব তুমি দিয়াছ উহারে।
বিবিধ বিপদে রাখিয়াছ বারে বারে॥
আপন অর্জ্জিত যদি বিষবৃক্ষ হয়।
কাটিতে আপন হস্তে সমুচিত নয়॥
পারিজাত ফুল ল'য়ে যাহ বাধা নাই।
মান্য করি লহ ইন্দ্রে হয় জ্যেষ্ঠভাই॥
আমার বচন দেব করহ পালন।
শিববাক্য স্বীকার করেন নারায়ণ॥
গেলেন গোবিন্দে লৈয়া শিব ইন্দ্রস্থানে।
প্রণাম করিয়া হরি কনিষ্ঠ বিধানে॥
তুষ্ট হৈয়া দেবরাজ কৃষ্ণে কোল দিয়া।
পারিজাত বৃক্ষ দিল নিয়ম করিয়া॥
যাবৎ থাকিবা তুমি অবনীমণ্ডলে।
তাবৎ থাকিয়া পুষ্প আসিবেক কালে॥
এত বলি দেবরাজ স্বর্গেতে চলিল।
সত্যভামা চাহি তবে ইন্দ্রাণী হাসিল॥

গরুড় কর্ত্তৃক ইন্দ্রে লইয়া কৃষ্ণের নিকট গমন
ও কৃষ্ণের ক্রোধ নিবারণ।

শচীর দেখি হাসি সতীর অভিমান।
গোবিন্দে চাহিয়া বলে কর অবধান॥
প্রণাম করিলা তুমি ইন্দ্রের চরণে।
হাসিয়া চাহিয়া মোরে দেখায় নয়নে॥
যে প্রতিজ্ঞা কৈল শচী হইল সম্পূর্ণ।
বলেছিলা গর্ব্ব আজি করিব সে চূর্ণ॥
কি কারণে এমত করিলা জগন্নাথ।
না হয় নাহিক পেতে পুষ্প পারিজাত॥
হাসিয়া বলেন প্রভু কমললোচন।
এই হেতু সতী তব কেন দুঃখ মন॥
যতেক দেখহ প্রাণী এ তিন ভুবনে।
আমা হৈতে বিভিন্ন নাহি যে কোন জনে॥
আপনাকে নমস্কার করি হে আপনে।
তোমার ইহাতে লজ্জা হৈল কি কারণে॥
সতী বলে তাহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কৈলা॥
আপন প্রতিজ্ঞা দেব বিস্মৃত হইলা॥
সহস্রলোচনে দিব ধূলির অঞ্জন।
ভাঙ্গিব ইন্দ্রের গর্ব্ব কহিলা তখন॥
ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞা না পালিলে ধর্ম্ম নহে।
বিশেষ শচীর হাসি দেখি অঙ্গ দহে॥
কৃষ্ণ কহে আমার প্রতিজ্ঞা নহে স্থির।
ভক্তেরে বিক্রীত দেবী আমার শরীর॥
না পারি শিবের বাক্য করিতে লঙ্ঘন।
ইন্দ্র অপরাধ ক্ষমিলাম সে কারণ॥
সতী বলে আমি প্রায় অভক্ত তোমার।
সে কারণে ক্রোধে দহে শরীর আমার॥
গোবিন্দ বলেন তুমি ত্যজ ক্রোধ মনে।
এক্ষণে লোটাব ইন্দ্রে তোমার চরণে॥
সত্যভামা আশ্বাসিয়া দৈবকী তনয়।
ডাকিয়া বলেন শুন দেব মৃত্যুঞ্জয়॥
তোমার বচন আমি লঙ্ঘিতে না পারি।
তথির কারণে আমি ইন্দ্রে মান্য করি॥
ইন্দ্রেতে আমাতে কিবা সম্বন্ধ নির্ণয়।
কত অবতার মম ধরণীতে হয়॥
হিরণ্যক্ষ হিরণ্যকশিপু দুই জন।
প্রতাপেতে লয়েছিল সকল ভুবন॥
মারিলাম তাহারে হইয়া অবতার।
নিষ্কণ্টক স্বর্গেতে দিলাম অধিকার॥

ধর্ম্মবলে বলি লৈয়াছিল ত্রিভুবন।
ছলিয়া পাতালে রাখি করিয়া বন্ধন ॥
দুই পদে ব্যাপিলাম ব্রহ্মাণ্ড সকল।
নিষ্কণ্টক করিয়া দিলাম অখণ্ডল ॥
কুম্ভকর্ণ রাবণ রাক্ষস অধিপতি।
সকলে জানহ ইন্দ্রে কৈল যেই গতি ॥
তা সবে মারি যে আমি রাম অবতারে।
নিষ্কণ্টক করি স্বর্গ দিলাম তাহারে ॥
উহায় আমায় শিব কিসের সম্বন্ধ।
এই বাক্য তাহারে বলহ সদানন্দ ॥
মৃত্তিকাতে লোটাইয়া সহস্রলোচনে।
প্রণাম করিয়া পড়ে সতীর চরণে ॥
তবে তার অপরাধ করি আমি দূর।
নাহিলে এক্ষণে অন্যে দিব স্বর্গপুর ॥
কহিলেন এ সকল ইন্দ্রে মহেশ্বর।
শুনি ইন্দ্র ক্রোধেতে কম্পিত কলেবর ॥
না করে স্বীকার শিব কহেন কৃষ্ণেরে।
গরুড় ডাকিয়া কৃষ্ণ বলেন সত্বরে ॥
যাহ বীর খগেশ্বর পাতাল ভুবন।
আন গিয়া শীঘ্র বিরোচনের নন্দন ॥
বলিরে করিব আজি স্বর্গ অধিপতি।
সাধুসেবা-গুণে বলি আমাতে ভকতি ॥
গরুড় ইন্দ্রের সখা অতিশয় প্রীত।
গোবিন্দ-চরণে পড়ে সখার নিমিত্ত ॥
সবিনয় বচনে বলয়ে খগেশ্বর।
অদিতির সত্য পাসরিলে চক্রধর ॥
মন্বন্তরে বলিরে করিবা অধিকারী।
এক্ষণে বলিরে কি কারণে ডাক হরি ॥
কোন ছার ইন্দ্র প্রভু তারে এত কেনে।
দেখি আমি তোমারে কেমনে নাহি মানে ॥
এত বলি আপনি চলিল খগেশ্বর।
কহিল অজ্ঞান কেন হও পুরন্দর ॥
যাঁহার পালন সৃষ্টি সৃজন যাহার।
যেই প্রভু তোমারে দিয়াছে অধিকার ॥
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া অবহেলা।
দেখিয়া না দেখ চক্ষে ইন্দ্রপদে ভোলা ॥
আইস তোমার দোষ ক্ষমা করাইব।
সতীর যে চরণেতে তোমা ফেলাইব ॥
আমার বচনে যদি না হও প্রবোধ।
বলি ইন্দ্রপদ লৈবে বাড়িবেক ক্রোধ ॥
খগেন্দ্রের বাক্য শুনি চিন্তে মেঘবান।
বুঝিলাম মোরে ক্রোধ কৈল ভগবান ॥
ত্রৈলোক্যের নাথ প্রভু দেব নারায়ণ।
অজ্ঞান হইয়া তাঁর সঙ্গে কৈনু রণ ॥
গরুড়ে বলিল ইন্দ্র শুন সখা তুমি।
গোবিন্দে বাড়ানু ক্রোধ না জানিয়া আমি ॥
খগেশ্বর বলে সখা শুন মম বাণী।
মোর সহ আসি শান্ত কর চক্রপাণি ॥
আইস তোমার দোষ করাইব ক্ষমা।
নারায়ণ সম্মুখে লইয়া যাব তোমা ॥
এত বলি গরুড় করিয়া হাতাহাতি।
সতীর চরণতলে ফেলে সুরপতি ॥
পড়ি তার সহস্রলোচনে লাগে ধূলি।
দেখিতে না পায় ইন্দ্র হাতাড়িয়া বুলি ॥

সত্যভামার প্রতি ইন্দ্রের স্তব।

কতদূরে সতী আগে, শিরে দিয়া করযুগে,
প্রণমি পড়িল দেবরাজ।
স্তব করে সুরপতি, অষ্টাঙ্গ লোটায় ক্ষিতি,
সহ যত অমর-সমাজ ॥
তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী, রতি সতী অরুন্ধতী,
পার্ব্বতী সাবিত্রী বেদমাতা।
তুমি অধঃ ক্ষিতি স্বর্গ, তুমি ধাতা চতুর্ব্বর্গ,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় বিধাতা ॥
অনাদিপুরুষ প্রিয়া, কে জানে তোমার ক্রিয়া,
মায়াতে মনুষ্যদেহধারি।
তুমি বিধাতার ধাতা, সবাকার অন্নদাতা,
আমি তোমা কি বর্ণিতে পারি ॥
বেদপতি বহু খেদে, না পাইল চারিবেদে,
আগমে না পায় পঞ্চানন।
তুমি মোরে দিলা সর্ব্ব, তেঁই মোর হৈলগর্ব্ব,
না জানিনু তোমার চরণ ॥

করহ এবার কৃপা, তুমি দেবী বুদ্ধিরূপা,
সুমতি কুমতি প্রদায়িনী।
তুমি শূন্য জল স্থল, পৃথিবী পর্ব্বতানল,
সর্ব্ব গৃহে জননী রূপিণী ॥
শরণ লইনু পদে, ক্ষমা কর অপরাধে,
অজ্ঞান দুর্ম্মতি কর দূর।
সম্পদে হইয়া মত্ত, না জানি তোমার তত্ত্ব,
না চিনিনু আপন ঠাকুর ॥
এত বলি দেবরাজ, আরোহিয়া গজরাজ,
শীঘ্র গেল হইয়া বিদায়।
লৈয়া পুষ্প পারিজাত, নারদে করিয়া সাথ,
দ্বারকা গেলেন যদুরায় ॥

সত্যভামার ব্রতারম্ভ।

রোপিল পুষ্পরাজ সত্যভামা দ্বারে।
নানা রত্নে মূল বান্ধিলেন তরুবরে ॥
শত শত পূর্ণচন্দ্র যেন করে শোভা।
পৃথিবী যুড়িয়া তার দীপ্ত করে আভা ॥
উপরে চন্দ্রমা বান্ধে দিয়া রত্নবাস।
তার তলে কৃষ্ণ সহ করেন বিলাস ॥
হেনকালে আগত নারদ মুনিবর।
দেখি সত্যভামা স্তব করেন বিস্তর ॥
নারদ বলেন দেবী কি কর বাখান।
না হইবে নাহি হয় তোমার সমান ॥
দেবের দুর্ল্লভ যেই পুষ্প পারিজাত।
আপন দুয়ারে রোপিলেন জগন্নাথ ॥
এক্ষণে করহ দেবী ইহার যে কাজ।
অবহেলে তোমার হইবে ব্রতরাজ ॥
যে ব্রত করিলে হয় সোহাগে আগুলি।
জন্ম জন্ম করিবে গোবিন্দ লৈয়া কেলী ॥
ব্রহ্মাণ্ড দানের ফল পায় এই ব্রতে।
বিখ্যাত তোমার যশ হইবে জগতে ॥
এ ব্রত করিয়াছিল পুলোমানন্দনী।
সোহাগে আগুলি হৈল ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ॥
পর্ব্বতনন্দিনী পূর্ব্বে এই ব্রত করি।
শিবের অর্দ্ধাঙ্গ পাইলেন মহেশ্বরী ॥
আর কৈল স্বাহাদেবী অগ্নির গৃহিণী।
যার ফলে হইল অগ্নির সোহাগিনী ॥
শুনি সত্যভামা ধরে মুনির চরণে।
প্রভু মোরে সেই ব্রত করাও এক্ষণে ॥
নারদ বলেন লহ কৃষ্ণ অনুমতি।
শ্রীকৃষ্ণ নহেন যে কেবল তব পতি ॥
নাহি জান দেবী তুমি এ ব্রত বিধান।
বৃক্ষেতে বান্ধিয়া দিতে হবে স্বামী দান ॥
সত্যভামা বলে হেন কহ কেন মুনি।
আমার করিবে মন্দ কে আছে সতিনী ॥
করিব গোবিন্দ দান যে বিধি আছয়।
কৃষ্ণে জিজ্ঞাসিব ইথে কি আছে সংশয় ॥
মুনি বলিলেন তবে বিলম্বে কি কাজ।
শীঘ্র কেন আরম্ভ না কর ব্রতরাজ ॥
এক লক্ষ ধেনু চাহি ধান্য লক্ষ কোটি।
দক্ষিণা সামগ্রী কর স্বর্ণ লক্ষ কোটি ॥
বসন ভূষণ দান ষোড়শ বিধান।
অশ্ব রথ গজ বৃষ যত রত্ন যান ॥
নারদের বাক্য মত সব আয়োজন।
শুভদিনে করিলেন ব্রত আরম্ভন ॥
গোবিন্দেরে একান্তে কহেন সমাচার।
হাসিয়া সতীরে কৃষ্ণ করেন স্বীকার ॥
নিমন্ত্রিয়া আনেন যতেক মুনিগণ।
পৃথিবীর মধ্যে যত বৈসেন ব্রাহ্মণ ॥
হইল ব্রতের সজ্জা যে ছিল বিহিত।
বৈসেন নারদ মুনি হৈয়া পুরোহিত ॥
পারিজাত বৃক্ষেতে বান্ধিয়া হৃষীকেশে।
সত্যভামা বসিলেন হাতে তিল কুশে ॥
রুক্মিণী প্রভৃতি ষোল সহস্র রমণী।
অভিমানে সবাকার চক্ষে বহে পানী ॥
সত্যভামা করিলেন দান জগন্নাথ।
স্বস্তি ব'লে নারদ দিলেন হাতে হাত ॥

শ্রীকৃষ্ণকে দান পাইয়া নারদের গমন।

উর্দ্ধবাহু নারদ নাচেন হৃষ্টমনে।
দক্ষিণার ধন দেন দরিদ্র ব্রাহ্মণে॥
নারদ দ্বারকানাথে লৈয়া যান ধরি।
শুনিয়া দ্বারকা শুদ্ধ ধায় নরনারী॥
পারিজাত বৃক্ষ হৈতে খসান বন্ধন।
গোবিন্দে বলেন সব ফেল আভরণ॥
এক্ষণে গোপাল আর এ বেশে কি কাজ।
তপস্বী হইয়া ধর তপস্বীর সাজ॥
কিরীট ফেলিয়া শিরে ধর পিঙ্গজটা।
কনক পইতা ফেলি লহ যোগপাটা॥
কনক মুকুতা হার ফেল বনমালা।
পীতাম্বর ফেলিয়া পরহ বাঘছালা॥
মুনির বচনে হরি ত্যজে সেইক্ষণ।
হৈলেন তপস্বীবেশ দৈবকী-নন্দন॥
হাতেতে করিয়া বীণা কাঁধে মৃগছালা।
পাছে পাছে যান যেন সন্ন্যাসীর চেলা॥
রুক্মিণী প্রভৃতি ষোল সহস্র রমণী।
পাছে পাছে চলি যায় যতেক কামিনী॥
নারদ বলেন কে তোমরা যাহ কোথা।
রুক্মিণী বলেন তুমি লৈয়া যাবে যথা॥
নারদ বলেন কি তোমার প্রয়োজন।
নানা স্থানে ভ্রমি আমি তপস্বী ব্রাহ্মণ॥
রুক্মিণী বলেন কৃষ্ণ দান পেলে মুনি।
যৌতুক পাইলা ষোল সহস্র রমণী॥
মুনি বলে রুক্মিণী যে মিছা কর দ্বন্দ্ব।
পাছে ক্রোধ না করিও বলি ভাল মন্দ॥
যখন করিল দান সত্রাজিত সুতা।
তখনি ত কেহ না কহিলা কোন কথা॥
তার অগ্রে কহিবারে নহিলে ভাজন।
আমার সহিত তব কোন প্রয়োজন॥
রুক্মিণী বলেন পুনঃ শুন মুনিরায়।
সত্যভামা দিল দান আমার কি দায়॥
প্রাণনাথ লৈয়া যাহ আমা সবাকারে।
কহ মুনি আমরা রহিব কোথাকারে॥

নারদকে শ্রীকৃষ্ণ পরিমাণে ধনদান।

গোবিন্দেরে লইয়া নারদ মুনি যান।
বিষণ্নবদন হৈয়া সত্যভামা চান॥
ঘন পড়ি উঠি ধায় বাতুল সমান।
দুই হাতে আগুলিয়া মুনিরে রহেন॥
বুঝিনু নারদ মুনি চতুরালি তোর।
ভাঁড়িয়া লইয়া যাও প্রাণপতি মোর॥
বালকে ভাণ্ডায় যেন হাতে দিয়া কলা।
কাচ দিয়া লৈয়া যাহ কাঞ্চনের মালা॥
শিলা দিয়া লৈয়া যাও পরশ রতন।
শুধু কায়া দিয়া যাও লইয়া জীবন॥
না হইত ব্রত না হইত কার্য্য তার।
বাহুড়িয়া দেহ প্রাণপতি যে আমার॥
মুনি বলে সত্যভামা সত্যভ্রষ্ট হৈলা।
সবাকার সাক্ষাতে গোবিন্দে দান দিলা॥
এক্ষণে কহিছ ব্রত নাহি প্রয়োজন।
দান লইয়াছি আমি দিব কি কারণ॥
একক দেখিয়া চাহ বল করিবারে।
মম ঠাঁই লইতে কাহার শক্তি পারে॥
এত বলি নারদ ঘুরান দুই আঁখি।
শরীর কম্পিত দেবী, মুনিমুখ দেখি॥
সত্যভামা বলেন না তব ক্রোধে ডরি।
বড় ক্রোধ হইলে ফেলাবে ভস্ম করি॥
গোবিন্দ বিচ্ছেদে মরি সেই মম সুখ।
না দেখিব কৃষ্ণ আর এই বড় দুঃখ॥
এক কথা কহি অবধান কর মুনি।
পূর্ব্বে যে বলিলা ব্রত করিল ইন্দ্রাণী॥
পার্ব্বতী করিল আর স্বাহা অগ্নিপ্রিয়া।
তারা সব স্বামী পাইল কেমন করিয়া॥
নারদ বলেন সর্ব্ব ভক্ষ্য হুতাশন।
চারি মুখে ধরে তার প্রচণ্ড কিরণ॥
তাহারে লইয়া সতী কি করিব আমি।
সে কারণে তাহারে ফিরিয়া দিনু স্বামী॥
পার্ব্বতীর পতি রুদ্র বলদ বাহন।
হাড়মালা ভস্ম মাখে অঙ্গে ফণিগণ॥

নিরন্তর ভূত প্রেত লইয়া তার খেলা।
না নিলাম তাহারে করিয়া অবহেলা ॥
শচীপতি পুরন্দর সহস্রলোচন।
ত্রৈলোক্য পালিতে ধাতা কৈল নিয়োজন ॥
কভু ঐরাবত কভু উচ্চৈঃশ্রবা রথে।
বিনা বাহনেতে ইন্দ্র না পারে চলিতে ॥
তারে না নিলাম আমি ইহার লাগিয়া।
তথাপিও আছে স্বর্গে আমার হইয়া ॥
তোমার যে স্বামী কৃষ্ণ রূপে নাহি সীমা।
তিনলোক মধ্যে দিব কাহাতে উপমা ॥
যথায় যাইব তথা সঙ্গে করি লব।
অনুক্ষণ দিবানিশি নয়নে দেখিব ॥
জন্মে জন্মে এই মম মনে বাঞ্ছা ছিল।
অনেক তপের ফলে বিধি মিলাইল ॥
নয়ন মুদিয়া সদা ধ্যান করি যাকে।
তাঁহাকে পাইয়া হাতে দিব কি তোমাকে ॥
এ কথা শুনিয়া সতী হলেন মূর্চ্ছিতা।
নাহি জ্ঞান সত্যভামা মৃতা কি জীবিতা ॥
দেখিয়া সতীর কষ্ট কৃষ্ণে হৈল দয়া।
নারদে বলেন ছাড়হ মুনি মায়া ॥
নারদ বলেন কর্ম্ম ভুঞ্জুক আপন।
তোমারে ত্যজিয়া দিল ব্রতফলে মন ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন হয় সহজে স্ত্রীজাতি।
কোথা পাইবেক জ্ঞান তোমার যেমতি ॥
শরীরে নাহিক প্রাণ, হেন লয় মনে।
যোগবলে আত্মা মুনি, দেহ এইক্ষণে ॥
দেখিয়া সতীর কষ্ট মুনি চমৎকার।
উঠহ বলিয়া ডাকিলেন বার বার ॥
মুনির আশ্বাসে দেবী পাইয়া চেতন।
উঠিয়া ধরেন পুনঃ মুনির চরণ ॥
নারদ বলেন দেবী এক কর্ম্ম কর।
দান দিয়া লৈতে চাহ অধর্ম্ম বিস্তর ॥
গোবিন্দ তৌলিয়া দেহ আমারে রতন।
পাইবা ব্রতের ফল শাস্ত্রের লিখন ॥
শুনি সত্যভামা যান হইয়া উল্লাস।
পুত্রগণে ডাকিয়া কহেন মৃদুভাষ ॥
করহ তুলের সজ্জা যে আছে বিহিত।
মম গৃহ হৈতে রত্ন আনহ ত্বরিত ॥
আজ্ঞা পেয়ে কামাদি যতেক পুত্রগণ।
কনকে নির্ম্মাণ তুলা কৈল ততক্ষণ ॥
একভিতে চড়াইল দৈবকীনন্দনে।
আর ভিতে চড়াইল যত রত্নগণে ॥
সত্যভামা গৃহে রত্ন যতেক আছিল।
তুলে চড়াইল তবু সমান নহিল ॥
রুক্মিণী কালিন্দী নগ্নজিতী জাম্ববতী।
যে যাহার ঘর হৈতে আনে শীঘ্রগতি ॥
চড়াইল তুলে তবু সমতুল নহে।
ষোড়শ সহস্র কন্যা নিজ ধন বহে ॥
কৃষ্ণের ভাণ্ডারে ধন কুবের জিনিয়া।
ত্বরাত্বরি চড়াইল তুলে সব লৈয়া ॥
না হয় কৃষ্ণের সম অপরূপ কথা।
দ্বারকাবাসীর দ্রব্য যার ছিল যথা ॥
শকটে উষ্ট্রেতে বৃষে বহে অনুক্ষণ।
নাহিক কৃষ্ণের সম দেখে সর্ব্বজন ॥
পর্ব্বত আকার চড়াইল রত্নগণে।
ভূমি হৈতে তুলিতে নারিল নারায়ণে ॥
দেখি সত্যভামা দেবী করেন রোদন।
ক্রোধমুখে বলেন নারদ তপোধন ॥
উপেন্দ্রাণী বলিয়া বুলিস এই মুখে।
রত্নে জুখি উদ্ধারিতে নারিলি স্বামিকে ॥
শিশু প্রায় পুনঃ পুনঃ করিস্ রোদন।
হেন জন হেন ব্রত করে কি কারণ ॥
এবে জানিলাম ধন না পারিলি দিতে।
উঠ বলি নারদ ধরেন কৃষ্ণ হাতে ॥
শুনি সত্যভামা মুখে উড়িল যে ধূলি।
ভূমে গড়াগড়ি যায় সবে মুক্তচুলি ॥
হেনমতে কান্দে সব যাদবী যাদব।
হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে বলেন উদ্ধব ॥
আপনি শ্রীমুখে কহিছেন বার বার।
আমা হৈতে নাম বিনা বড় নাহি আর ॥
চিন্তিয়া বলিল সবে মম বোল ধর।
যত রত্ন আছে তুলে ফেলাহ সত্বর ॥

একৈক ব্রহ্মাণ্ড যাঁর এক লোমকূপে ।
কোন্ দ্রব্য সম করি তৌলিবা তাঁহাকে ॥
এত বলি আনি এক তুলসীর দাম ।
তাতে দুই অক্ষর লিখিল কৃষ্ণনাম ॥
তুলের উপরে দিল তুলসীর পাত ।
নীচে হৈল তুলসী ঊর্দ্ধেতে জগন্নাথ ॥
দেখি উল্লাসিত হৈল সকল রমণী ।
সাধু সাধু বলিয়া হইল মহাধ্বনি ॥
কৃষ্ণনাম গুণের নাহিক বেদে সীমা ।
বৈষ্ণব সে জানে কৃষ্ণনামের মহিমা ॥
শ্রীকৃষ্ণ হইতে কৃষ্ণনাম ধন বড় ।
জপহ কৃষ্ণের নাম চিত্ত করি দৃঢ় ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া পাইবে কৃষ্ণদেহ ।
কৃষ্ণের মুখের বাক্য নাহিক সন্দেহ ॥
নামপত্র লৈয়া মুনি তুষ্ট হৈয়া যান ।
সত্যভামা রত্নগণ ব্রাহ্মণে বিলান ॥
পারিজাত হরণের এই বিবরণ ।
এক্ষণে কহিব তবে সুভদ্রা-হরণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার ।
শুনিলে অধর্ম্মী হবে হেলে ভবপার ॥

সুভদ্রার গন্ধর্ব্ব বিবাহ ।

অতঃপর জিজ্ঞাসিল রাজা জন্মেজয় ।
পিতামহ কথা কহ শুনি মহাশয় ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতে ।
ভদ্রা পার্থে স্বয়ম্বর হইল যেমতে ॥
বলিলেন ইহা যদি বীর ধনঞ্জয় ।
সত্যভামা তাহারে কহেন সবিনয় ॥
ঔষধ করিবে পার্থ স্ত্রীর এই বিধি ।
পুরুষ হইয়া তুমি কৈলে কি ঔষধি ॥
ভণ্ডতা করিয়া হইয়াছ ব্রহ্মচারী ।
মহৌষধি শিখিয়াছ ভুলাইতে নারী ॥
অর্জ্জুন বলেন স্তুতি করি সত্যভামা ।
নিশাশেষে নিদ্রা যাই করি আজি ক্ষমা ॥
জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী ব্রহ্মচারী আমি ।
তীর্থযাত্রা করি দেশ-দেশান্তরে ভ্রমি ॥
মিথ্যা অপবাদ কেন দিতেছ আমারে ।
শুনিলে আমারে নিন্দা করিবে সংসারে ॥
বুঝিয়া পার্থের মন উঠেন ভারতী ।
সুভদ্রা বলেন কহ কোথা যাহ সতী ॥
সতী বলে আইসহ করিব উপায় ।
এত বলি ভদ্রা লৈয়া গেলেন আলয় ॥
নানা মায়া জানে মায়াবতী কামপ্রিয়া ।
সত্যভামা শীঘ্র তারে আনেন ডাকিয়া ॥
গুপ্তেতে কহেন সব ভদ্রার চরিত্র ।
রতি বলে ঠাকুরাণী এ কোন্ বিচিত্র ॥
জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী পার্থ গর্ব্ব করে ।
অস্থি চর্ম্ম অনাহারী পারি মোহিবারে ॥
এত বলি সিন্দুর পড়িয়া দিল ভালে ।
মন্ত্র পড়ি দিল দুই নয়ন কজ্জলে ॥
যাহ দেবি এক্ষণে যাইতে পাবে বাট ॥
হস্ত দিলে ঘুচিবেক দ্বারের কপাট ॥
শুনিয়া রতির বাক্য আনন্দ হইল ।
পুনরপি ভদ্রা তথা গিয়া উত্তরিল ॥
হস্ত দিতে কপাটের খিলানি ঘুচিল ।
অর্জ্জুন সম্মুখে গিয়া ভদ্রা দাঁড়াইল ॥
বত্রিশ কলাতে যেন শোভিত চন্দ্রমা ।
চিত্রকর চিত্র যেন কনক প্রতিমা ॥
কে তুমি বলিয়া ক্রোধে উঠিল ফাল্গুনী ।
স্ত্রী নহিলে খড়্গেতে কাটিতাম এখনি ॥
যাহ শীঘ্র হেথা হৈতে প্রাণ লৈয়া বেগে ।
নহিলে নাসিকা কাণ কাটিব যে খড়্গে ॥
এত বলি উঠিলেন হাতে লৈয়া ছুরি ।
দেখিয়া সুভদ্রা অঙ্গ কাঁপে থরহরি ॥
সিঁথায় সিন্দুর তার নয়নে কজ্জল ।
দেখিয়া পড়িল পার্থ হইয়া বিহ্বল ॥
হরিল পার্থের জ্ঞান কামের হিল্লোলে ।
তখনি উঠিয়া তারে করিলেন কোলে ॥
আইস বৈসহ তুমি ওহে প্রাণসখি ।
তোমার বদনে পূর্ণচন্দ্রমা নিরখি ॥
নহি নহি করি ভদ্রা মুখে বস্ত্র ঢাকে ।
জাতিনাশ কর কেন ছাড় ছাড় ডাকে ॥

ধনঞ্জয় তোমার কিমত ব্যবহার।
অনূঢ়া কন্যারে কেন কর বলাৎকার ॥
বলেন বাহিরে থাকি সত্রাজিত সুতা।
কহ পার্থ গণ্ডগোল কে করিছে হেথা ॥
সুভদ্রা বলেন সখি দেখ না আসিয়া।
আমারে অর্জ্জুন বীর ধরে কি লাগিয়া ॥
সত্যভামা বলে পার্থ অনূঢ়া এ নারী।
কিমতে ধরহ বলে হৈয়া ব্রহ্মচারী ॥
বসুদেব-সুতা হয় কৃষ্ণের ভগিনী।
কেন হেন কর্ম্ম কর ধার্ম্মিক আপনি ॥
বলেন বিনয় বাক্য পার্থ বীরবর।
অনন্ত নারীর মায়া বুঝিবে কি নর ॥
তোমার অশেষ মায়া বিধি অগোচর।
আমি কি বুঝিব নারিলেন দামোদর ॥
না জানিয়া তব আজ্ঞা করিনু লঙ্ঘন।
ক্ষমহ, তোমার পায় লইনু শরণ ॥
অর্জ্জুনের স্তবে তুষ্টা হইয়া ভারতী।
হাসিয়া বলেন ভীত নহ মহামতি ॥
যে হইল অর্জ্জুন বুঝিনু তব কর্ম্ম।
গান্ধর্ব্ব বিবাহ কর আছয়ে যে ধর্ম্ম ॥
পাঁচ সাত সখী মিলি দিল হুলাহুলি।
দোঁহাকার গলে দোঁহে মালা দিল তুলি ॥
হেনমতে দোঁহাকার বিবাহ করাইয়া।
সত্যভামা গোবিন্দে কহেন সব গিয়া ॥
সত্যভামা বলেন যে আজ্ঞা কৈলা তুমি।
গান্ধর্ব্ব বিবাহ দিয়া আইলাম আমি ॥
কালি প্রাতে কর তুমি বিবাহের কাজ।
দূত পাঠাইয়া আন কুটুম্ব-সমাজ ॥
অতএব বলি যে বিলম্ব নাহি সয়।
গোবিন্দ বলেন সতি এইমত হয় ॥
কিন্তু বলভদ্রের অর্জ্জুনে নাহি প্রতি।
পার্থে দিতে তাঁহার নহিবে মনোনীত ॥
সত্যভামা বলেন উপায় কিবা করি।
উপায় করিব বলি বলেন শ্রীহরি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম কহে সদা সাধু করে পান ॥

অর্জ্জুনসহ সুভদ্রার বিবাহে বলরামের অসম্মতি

প্রভাতে উঠিয়া সবে করি স্নানদান।
একত্রে বসিল যব যাদব প্রধান ॥
উগ্রসেন বসুদেব সাত্যকি উদ্ধব।
অক্রূর সারণ গদ মূষলী মাধব ॥
প্রসঙ্গ করেন তবে দেব নারায়ণ।
সুভদ্রা দেখিয়া মম স্থির নহে মন ॥
বিবাহের যোগ্যা যে অবিবাহিতা থাকে।
অস্পৃশ্য তাহার অন্ন জল বলে লোকে ॥
অনূঢ়া কুমারী যদি হয় ঋতুমতী।
উভয়ত সপ্তকুল হয় অধোগতি ॥
কুলেতে কলঙ্ক হয় সংসারেতে লাজ।
একারণে কন্যা দিতে না করিবে ব্যাজ ॥
সপ্তম বৎসরে কন্যা দিলে ফল পায়।
অতঃপর ইহাতে বিলম্ব না যুয়ায় ॥
আমার সম্বন্ধ যোগ্য না দেখি যে আর।
এক চিত্তে লয় মম কুন্তীর কুমার ॥
রূপে গুণে কুলে শীলে বলে বলবান।
পার্থ যোগ্য হয় করিয়াছি অনুমান ॥
শুনি বসুদেব তাহা করেন স্বীকার।
যে বলেন কৃষ্ণ চিত্তে লইল আমার ॥
সাত্যকি বলেন যদি কুলে ভাগ্য থাকে।
তবে ভদ্রা পাইবেক স্বামী অর্জ্জুনকে ॥
অর্জ্জুন সমান যোগ্য না দেখি ভূতলে।
ভাল ভাল বলি বলে যাদব সকলে ॥
এতেক সবার বাক্য শুনি হলধর।
রক্তচক্ষু করি ক্রোধে করেন উত্তর ॥
কেন চিন্তা কর সবে সুভদ্রা কারণে।
তার হেতু বর আমি চিন্তিয়াছি মনে ॥
কৌরব কুলেতে শ্রেষ্ঠ রাজা দুর্য্যোধন।
উচ্চকুল বলি সিদ্ধ বিখ্যাত ভুবন ॥
বলে জিনে মত্ত শত সহস্র বারণ।
রূপেতে কন্দর্প জিনে ধরে বৈশ্রবণ ॥
অর্জ্জুনেরে শতাংশ না গণি তার গুণে।
না বুঝিয়া হেন বাক্য বল কি কারণে ॥

দূত পাঠাইয়া দেহ হস্তিনানগর।
দুর্য্যোধনে হেথা নিয়া আস্থক সত্বর ॥
শুভদিন করহ করিতে শুভকার্য্য।
রাজগণ আনাইব হ'তে সর্ব্ব রাজ্য ॥
এই বাক্য যদ্যপি বলেন হলধর।
অধোমুখ হ'য়ে কেহ না দেয় উত্তর ॥
কতক্ষণে বলরাম ডাকি দূতগণে।
রাজ্যে নিমন্ত্রণ লিখি দিল জনে জনে ॥
দুর্য্যোধনে লিখিয়া দিলেন সমাচার।
সুসজ্জা হইয়া এস বিবাহ তোমার ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশীরাম কহে সাধু পীয়ে কর্ণ ভরি ॥

———

সুভদ্রা হরণের উদ্যোগ।

দিবা অবসান হৈল সন্ধ্যার সময়।
উঠি গেল যদুগণ যার যে আলয়।
সত্যভামা জিজ্ঞাসেন গোবিন্দের প্রতি।
বিবাহে বিলম্ব কেন কর প্রাণপতি ॥
গোবিন্দ বলেন সতী কিসের বিবাহ।
পার্থ নাম শুনিয়া রামের জ্বলে দেহ ॥
বলেন যে বর করিয়াছি দুর্য্যোধনে।
দূত পাঠাইলেন তাহার সন্নিধানে ॥
শুনি সত্যভামা হৈয়া চমকিত চিতে।
অধোমুখ করিয়া বসিলেন ভূমিতে ॥
বলিলেন কহ দেব কি হবে এখন।
অনর্থ হইল এবে সুভদ্রা কারণ ॥
অর্জ্জুন শুনিলে পাছে যায় পলাইয়া।
ভগিনীরে দিবে কি হে অন্যবরে বিয়া ॥
গোবিন্দ বলেন দেবি কেন কর গোল।
করিব উপায় আমি নহ উতরোল ॥
সত্যভামা বলেন বিলম্ব কথা নহে।
কেহ যদি একথা রামেরে গিয়া কহে ॥
উপায় না করি কেন মৌনেতে রহিলে।
হেন বুঝি কলঙ্ক করিবা যদুকুলে ॥
এই লজ্জা ভয়ে মম হইতেছে কাঁপ।
না দেখাব মুখ আর জলে দিব ঝাঁপ ॥

স্ত্রীলোকেতে জানে যে স্ত্রীলোকের বেদন।
শাশুড়ীর অগ্রে আমি করি নিবেদন ॥
এত বলি উঠি গেল দৈবকী সদন।
কহিলেন যতেক সুভদ্রা বিবরণ ॥
শুন শুন ঠাকুরাণী করি নিবেদন।
কুললজ্জা ভয়ে মম স্থির নহে মন ॥
সুভদ্রা আসক্তা হৈল বীর ধনঞ্জয়ে।
বলিল নহিলে প্রাণ ছাড়িব নিশ্চয়ে ॥
গান্ধর্ব্ব বিবাহ আমি দিলাম দোঁহার।
এবে শুনি এখন হইবে বর আর ॥
শুনি দৈবকী দেবী হইয়া বিস্মিতা।
বলভদ্র-গৃহে যান রোহিণী সহিতা ॥
দৈবকী বলেন তাত শুন হলপাণি।
অর্জ্জুনে না দেহ কেন সুভদ্রা ভগিনী ॥
রূপে গুণে কুলে শীলে সকল বাখান।
কুটুম্বে কুটুম্ব হবে কেন কর আন ॥
রাম বলে জননী না বুঝি কেন কহ।
পাণ্ডবের জন্মকথা সকলি জানহ ॥
আমার কুটুম্বযোগ্য নহে ধনঞ্জয়।
অযোগ্য সম্বন্ধে মাতা সব নষ্ট হয় ॥
এই হেতু দুর্য্যোধনে পাঠাইনু দূত।
নিষ্কলঙ্ক সর্ব্বযোগ্য হয় কুরুসুত ॥
তিনলোকে বিখ্যাত পাণ্ডব জারজাত।
হেনজনে দিতে চাহ সুভদ্রা কিমত ॥
রোহিণী বলেন তাত সবার বিচার।
তাত ভ্রাতা তোমার যতেক জ্ঞাতি আর ॥
কি হেতু সবার বাক্য করহ হেলন।
দেহ অর্জ্জুনেরে ভদ্রা স্বীকার মন ॥
সাধু ধর্ম্মশীল পার্থ গুণী সর্ব্বগুণে।
তারে নাহি দিয়া ভদ্রা দিবা অন্যজনে ॥
যে কহ সে কহ তাত ক্রোধ কর তুমি।
কল্য প্রাতে পার্থে সুভদ্রা দিব যে আমি ॥
শুনিয়া মায়ের বাক্য কাম্পিত অধর।
তাম্র দুই চক্ষু যেন জ্বলে বৈশ্বানর ॥
বাতুলের বাক্যমত কহিছ বচন।
অন্য হৈলে কোথা তার রহিত জীবন ॥

গোবিন্দের কথা যত করিলা স্বীকার।
জাতিকুল গোবিন্দের নাহিক বিচার।
ভক্তি করি দুই কথা যেই জন কয়।
না বিচারি ভাল মন্দ সেই বন্ধু হয় ॥
কল্য তার পুত্রে দুর্য্যোধন দিল সুতা।
নাহিক তিলেক স্নেহ নব কুটুম্বিতা ॥
শিষ্য বলি তারে অতি স্নেহ আমি করি।
এই হেতু সবে ক্রুদ্ধ তাহার উপরি ॥
কার শক্তি দিতে পারে ভদ্রা অর্জ্জুনেরে।
যাহ মাতা আর কিছু না বল আমারে ॥
এতেক রামের বাক্য শুনিয়া রোহিণী।
উঠি গেল দুইজনে বিষণ্ণ বদনী ॥
জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল মুনিরাজ শুন।
কোন্ কৃষ্ণ পুত্রে কন্যা দিল দুর্য্যোধন ॥
না কহ আমারে ইহা মুনি কি কারণ।
কহ শুনি মুনিরাজ বড় ইচ্ছা মন ॥

দুর্য্যোধন কন্যার লক্ষণার স্বয়ম্বর।

মুনি বলে অবধান কর নৃপবর।
দুর্য্যোধন নৃপতির কন্যা স্বয়ম্বর ॥
ভানুমতী-গর্ভে জন্ম একই দুহিতা।
রূপে গুণে অনুপমা সর্ব্বগুণান্বিতা ॥
ভুবনমোহিনী কন্যা সর্ব্ব সুলক্ষণা।
সে কারণে তার নাম থুইল লক্ষণা ॥
বিবাহ সময় কন্যা দেখি নরবর।
হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে কৈল স্বয়ম্বর ॥
নিমন্ত্রিয়া আনাইল যত রাজগণে।
পৃথিবীতে নিবাস আছিল যে যে স্থানে ॥
আইল যতেক রাজা কত লব নাম।
রূপবন্ত গুণবন্ত কুলে অনুপম ॥
রথ গজ অশ্ব দেখি না হয় গণনে।
বিবিধ বাদ্যের শব্দ না শুনি শ্রবণে ॥
ধ্বজ ছত্র পতাকায় ঢাকিল মেদিনী।
চরণধূলিতে আচ্ছাদিল দিনমণি ॥
সবাকারে দুর্য্যোধন করিল সম্মান।
বসিল নৃপতিগণ যার যেই স্থান ॥

নারদের মুখে বার্ত্তা পায় শাম্ব বীর।
শুনিয়া কন্যার রূপ হইল অস্থির।
একেশ্বর রথে চড়ি করিল গমন।
কিমতে পাইব কন্যা চিন্তে মনে মন ॥
অলক্ষিতে একান্তে রহিল রথোপরে।
হেনকালে বাহির করিল লক্ষণারে ॥
অনুপম মুখ তার জিনি শরদিন্দু।
ঝলমল কুণ্ডল কমল প্রিয়বন্ধু ॥
সম্পূর্ণ মিহির জিনি অধর রঙ্গিমা।
ভ্রুভঙ্গ অনঙ্গ চাপ জিনিয়া ভঙ্গিমা ॥
খঞ্জন গঞ্জনে চক্ষু অঞ্জনে রচিত।
শুকচঞ্চু নাসা শ্রুতি গৃধিনী নিন্দিত ॥
বিপুল নিতম্ব গতি জিনিয়া মরাল।
চরণে কিঙ্কিণী আর নূপুর রসাল ॥
নির্ধুমাগ্নি কিম্বা যেন রচিলা বিদ্যুতে।
বালসূর্য্য উদয় করিল পূর্ব্বভিতে ॥
দৃষ্টিমাত্র রাজগণ হারায় চেতন।
দেখি জাম্ববতী সুতে পীড়িল মদন ॥
শীঘ্রগতি ধরি হাতে তুলিলেক রথে।
চালাইয়া দিল রথ দ্বারকার পথে ॥
ধর ধর বলিয়া ধাইল সেনা সব।
নানা অস্ত্র লয়ে ধায় যতেক কৌরব ॥
কৃষ্ণের নন্দন শাম্ব কৃষ্ণের সমান।
টঙ্কারিয়া ধনুর্গুণ এড়ে দিব্য বাণ ॥
কাটিল অনেক সৈন্য চক্ষুর নিমিষে।
নাহিক ভ্রুভঙ্গ বীর যুঝে অনায়াসে ॥
হস্তী অশ্ব রথ রথী পড়ে সারি সারি।
যতেক মারিল যুদ্ধে লিখিতে না পারি ॥
ভয়েতে সম্মুখে তার কেহ নাহি রয়।
ক্রোধে অগ্র হৈয়া বলে সূর্য্যের তনয় ॥
বালক হইয়া তোর এত অহঙ্কার।
কন্যা হরি লৈয়া যাস্ অগ্রেতে আমার ॥
প্রতিফল ইহার পাইবি এইক্ষণে।
এত বলি কর্ণবীর এড়ে অস্ত্রগণে ॥
ইন্দ্রজাল অস্ত্র এড়ে সূর্য্যের নন্দন।
নারি নিবারিতে শাম্ব পড়িল বন্ধন ॥

ধরিল ধরিল চোর বলি শব্দ হৈল।
ফেল কাটি বলিয়া নৃপতি আজ্ঞা দিল।
আমা লঙ্ঘে এই চোর আমার অগ্রেতে।
দক্ষিণ মশানে লৈয়া কাট এই পথে॥
নৃপতির আজ্ঞা পেয়ে ধায় দুঃশাসন।
অনেক মারিয়া নিল করিয়া বন্ধন॥
কর্ণ প্রতি জিজ্ঞাসেন রাজা দুর্য্যোধন।
চিনিলা কি এই চোর কাহার নন্দন॥
কর্ণ বলে মহারাজ এত গর্ব্ব কার।
চোরপুত্র বিনা চুরি কে করিবে আর॥
শুনি দুর্য্যোধনের কাঁপিছে কলেবর।
কড়মড় দশনে কচালে করে কর॥
গোকুলেতে বাড়িল গোপ অন্ন খাইয়া॥
ক্ষত্রকুলে কেহ কন্যা নাহি দেয় বিয়া॥
চুরি করি সব ঠাঁই এইমত লয়।
সহজে চোরের জাতি কিবা লাজ ভয়॥
সর্ব্বত্র করিয়া চুরি বাড়িয়াছে মন।
নাহি জানে দুরন্ত এ যমের সদন॥
সভাতে এ সব লজ্জা দিলেক আমায়।
কাট লৈয়া চোরেরে বিলম্ব না যুয়ায়॥
এতেক বলিল যদি রাজা দুর্য্যোধন।
কে চোর বলিয়া বলে ধর্ম্মের নন্দন॥
দুর্য্যোধন বলে যুধিষ্ঠির মহারাজ।
তোমার কি অগোচর সেই চোররাজ॥
ভাই ভাই বলি যারে বলহ আপনি।
গোকুলে করিল চুরি গোকুল-কামিনী॥
বিদর্ভে করিল চুরি ভীষ্মক-দুহিতা।
পুত্র কাম কৈল চুরি ব্রজনাভসুতা॥
পৌত্র চুরি করিলেক বাণের নন্দিনী।
এ তিন পুরুষে চোর বিখ্যাত ধরণী॥
শুনিয়া বিষন্ন মুখ হৈয়া ধর্ম্মরাজ।
কৃষ্ণনিন্দা শুনিয়া দুঃখিত হৃদিমাঝ॥
ধর্ম্ম বলিলেন ভাই না হয় উচিত।
গোবিন্দের নিন্দা কর সবার বিদিত॥
যে পারে করিতে চুরি সেই করে চুরি।
কাহার শক্তিতে কৃষ্ণে কি করিতে পারি॥

দুর্য্যোধন বলে ভাল বল ধর্ম্মরাজ।
যাহা হৈতে আমার ভুবনে হৈল লাজ॥
মম কন্যা চুরি করি লয় দুরাচার।
তারে নিন্দা করিতে এ উত্তর তোমার।
যুধিষ্ঠির কহে কন্যা কে করিল চুরি।
আন দেখি তাহারে চিনিতে যদি পারি॥
দুর্য্যোধন বলে চোরে কোন্ কর্ম্ম হেথা।
যে কেহ হউক শীঘ্র কাট তার মাথা॥
যুধিষ্ঠির বলে যদি কৃষ্ণের নন্দন।
তারে কাটি ভাল না হইবে দুর্য্যোধন॥
কৃষ্ণ বৈরী হৈলে ভাই রক্ষা আছে কার।
কুরুকুলে বাতি দিতে না থাকিবে আর॥
ইন্দ্র যম বরুণ কুবের পঞ্চানন।
কৃষ্ণ ক্রোধ করিলে রাখিবে কোন্ জন॥
দুর্য্যোধন বলে যদি তুমি ডরাইলে।
ইন্দ্রপ্রস্থে যাও প্রাণ লয়ে এইকালে॥
এক্ষণে শরণ গিয়া লহ কৃষ্ণ ঠাঁই।
মারিব চোরেরে আমি কারে না ডরাই॥
দুর্য্যোধন-বাক্য যে শুনিয়া বৃকোদর।
পাইয়া জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা ধাইল সত্বর॥
মশানেতে দুঃশাসন ধরি শাম্বচুলে।
কাটিবারে হস্তে বীর খড়্গ চর্ম্ম তোলে॥
বায়ুবেগে বৃকোদর উত্তরিল গিয়া।
হাত হৈতে খড়্গ চর্ম্ম লইল কাড়িয়া॥
তাহারে বলিল তোর কিমত বিচার।
কাটিবারে আনিয়াছ কৃষ্ণের কুমার॥
ধর্ম্মরাজ আজ্ঞা কৈল লইতে বাহুড়ি।
এত বলি ছিঁড়িল সে বন্ধনের দড়ি॥
হাতে ধরি কোলে করি লইল শাম্বেরে
শাম্ব দেখি যুধিষ্ঠির কহেন সাদরে॥
জাম্ববতী-নন্দন হে বৎসল আমার।
চুম্বিয়া নিলেন কোলে ধর্ম্মের কুমার॥
দেখি ক্রোধে দুর্য্যোধন কাঁপে থরথরে।
দেখ দেখ বলিয়া বলয়ে সবাকারে॥
দেখ ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আপন বিদিত।
নিরন্তর কহ যে পাণ্ডব তব হিত॥

কুলের কলঙ্ক যেই অধর্ম্ম আচার।
হেনজনে মারিতে সহায় হৈল তার ॥
যুধিষ্ঠির বলে ভাই দেখ দুর্য্যোধন।
এইরূপ সভামধ্যে আছে কোন্ জন ॥
যদু মহাকুলে জন্ম কৃষ্ণের কুমার।
কৃষ্ণপুত্রে দিব কন্যা কুলের আচার ॥
উহারে না দিয়া কন্যা আর কারে দিবা।
বর পূর্ব্বা হৈলা কন্যা কলঙ্ক হইবা ॥
কে আর করিবে বিভা পৃথিবীমণ্ডলে।
সভাতে দেখিল শাম্ব করিলেন কোলে ॥
দুর্য্যোধন বলয়ে তোমার নাহি দায়।
এইমত গৃহে পাছে রাখিব কন্যায় ॥
মারিব দুষ্টেরে তুমি ছাড়শীঘ্রগতি।
ভীম বলে দুর্য্যোধন ছন্ন হৈল মতি ॥
কি দেখিয়া এত গর্ব্ব হইল তোমার।
কৃষ্ণপুত্রে মারিবা যে অগ্রেতে আমার ॥
কে আসে আসুক দেখি তাহার বদন।
গদাঘাতে দেখাইব যমের সদন ॥
এত বলি গদা লৈয়া বীর বৃকোদর।
অবিরত ঘুরায় সে মস্তক উপর ॥
ভীমের বচন শুনি দুর্য্যোধন ক্রোধে।
কাড়ি লহ বলি আজ্ঞা দিল সব যোধে ॥
দুর্য্যোধন আজ্ঞাতে যতেক সহোদর।
হাতে গদা করি সব ধাইল সত্বর ॥
ব্যাঘ্রের সম্মুখে যেতে লাগে যেন শঙ্কা।
দেখি ধায় বৃকোদর সদা রণডঙ্কা ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কহে দাঁড়াইয়া মধ্যস্থানে।
আপনা আপনি তাত দ্বন্দ্ব কর কেনে ॥
বন্দী করি রাখ শাম্বে আমার গৃহেতে।
বুঝিয়া ইহার দণ্ড করিব পশ্চাতে ॥
দুর্য্যোধন বলে তাত কৃষ্ণের এ সুত।
শ্রুতমাত্র যদুবলে আসিবে অচ্যুত ॥
ইহারে এক্ষণে যদি প্রাণেতে মারিবে।
গোবিন্দ করিলে ক্রোধ অনর্থ হইবে ॥
যুদ্ধ করি গোবিন্দে করিব পরাজয়।
অনেকে সাধিবে এবে ঘরেতে আছয় ॥

যুধিষ্ঠির বলিলে ভাল ভাল বলি।
দুর্য্যোধন বলে, দেহ চরণে শিকলি ॥
চরণে নিগড় দিয়া নিল গুরু দ্রোণ।
নিজ নিজ গৃহে সব করিল গমন ॥

শাম্বের বন্ধন সংবাদ লইয়া নারদের গমন।

বন্ধনে রহিল শাম্ব কৃষ্ণের নন্দন।
বার্ত্তা দিতে চলেন নারদ তপোধন ॥
কহেন গোবিন্দ প্রতি গদগদ কথা।
শুনহ গোবিন্দ শাম্ব পুত্রের বারতা ॥
দুর্য্যোধন দুহিতার স্বয়ম্বর কালে।
স্বয়ম্বর স্থানে তারে শাম্ব হরি নিলে ॥
যুদ্ধ করি বন্দী তারে কৈল ইন্দ্রজালে।
কতেক কহিব দেব যতেক মারিলে ॥
কাটিতে লইয়া গেল দক্ষিণ মশানে।
যুধিষ্ঠির রাখিলেন দিয়া ভীমসেনে ॥
অনেক করিল দ্বন্দ্ব তাহার সহিতে।
বদ্ধ করি রাখিয়াছে ভাস্মের গৃহেতে ॥
ক্ষুধায় আকুল শাম্ব আর নানা ক্লেশ।
বিবিধ অস্ত্রের ঘাত প্রাণ মাত্র শেষ ॥
তোমারে যতেক গালি দিল দুর্য্যোধনং।
আমি কি কহিব সব করিয়া বর্ণন ॥
শুনি কৃষ্ণ হইলেন ক্রোধেতে অস্থির।
সেইক্ষণে যদুসৈন্যে হইল বাহির ॥
এই সব বৃত্তান্ত শুনিয়া হলধর।
দুর্য্যোধন হেতু তাপ করেন বিস্তর ॥
ক্রোধে যাইতেছে কৃষ্ণ সাজি সেনাগণে।
সবংশেতে মারিবেন আজি দুর্য্যোধনে ॥
এত চিন্তি আপনি রেবতীপতি গিয়া।
শ্রীপতিরে কহিছেন বিনয় করিয়া ॥
তুমি তথাকারে যাবে কিসের কারণ।
আমি গিয়া পুত্রবধূ আনিব এক্ষণ ॥
ইত্যাদি অনেকবিধ কৃষ্ণে বুঝাইয়া।
আপনি গেলেন রাম কৃষ্ণেরে রাখিয়া ॥
হস্তিনানগরে রাম হৈয়া উপনীত।
দুর্য্যোধনে দুত পাঠাইলেন ত্বরিত ॥

। বুঝিয়া দুর্য্যোধন এ কর্ম্ম তোমার।
দ্ধ করি রাখ গৃহে কৃষ্ণের কুমার॥
য হইল দোষ ক্ষমিলাম সে তোমারে।
পুত্রবধূ আনি দেহ আমার গোচরে॥
এত শুনি দুর্য্যোধন দূতের বচন।
ক্রোধে থরথর অঙ্গ করয়ে গর্জ্জন॥
য বাক্য বলিলে তুমি গুরু বলি মানি।
অন্য হৈলে সেই জন দেখিত এখনি॥
পাঠাইলা পুত্রে হেথা চুরি কর গিয়া।
এবে বলে পুত্রবধূ দেহ পাঠাইয়া॥
কে পুত্রবধূকে তার দিবে পাঠাইয়া।
লজ্জা নাহি তেঁই হেন পাঠায় কহিয়া॥
যাও দূত কহ গিয়া এ বাক্য আমার।
ভালে ভালে নিজ গৃহে যাও আপনার॥
দূত গিয়া কহিল সকল বিবরণ।
শুনি ক্রোধে হলধর কম্পিত নয়ন॥
ক্রোধে হলী মূষল নিলেন তুলে হাতে।
লাফ দিয়া রথ হৈতে পড়েন ভূমিতে॥
ক্রোধে থরথর অঙ্গ পদ নাহি চলে।
ধরণীতে লাঙ্গল দিলেন সেই স্থলে॥
রাজা প্রজা পাত্রমিত্র সহিত সকলে।
নগর সহিত যেন পড়ে গঙ্গাজলে॥
হস্তিনানগর পঞ্চ যোজন বিস্তার।
রামের লাঙ্গলে উঠে হইয়া বিদার॥
দেখি হাহাকার শব্দ হইল নগরে।
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায় সবে রামের গোচরে॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর বিদুর সংহতি।
শত ভাই দুর্য্যোধন পাণ্ডব প্রভৃতি॥
করযোড়ে করুণ বচনে করে স্তুতি।
রক্ষা কর বলদেব রেবতীর পতি॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।
অনাদি অনন্ত তুমি ব্যাপ্ত চরাচর॥
তুমি ক্রোধী হইলে ভস্ম হৈবে সংসার।
তোমার ক্রোধেতে এ হস্তিনা কোন ছার॥
যুবা বৃদ্ধ শিশু গো ব্রাহ্মণ নারায়ণ।
বিশেষ তোমার বধূ আছয়ে লক্ষ্মণ॥
ক্ষমা কর কৃপাময় পড়ি যে চরণে।
এইবার রাখ প্রভু দয়া করি মনে॥
এতেক সবার স্তুতি শুনি বলরাম।
রাখিলেন লাঙ্গল হইল ক্রোধ শাম॥
ততক্ষণ দুর্য্যোধন শাম্বেরে লইয়া।
নানা অলঙ্কার অঙ্গে ভূষণ করিয়া॥
লক্ষণার সহিত লইয়া দোঁহা রথে।
বিবিধ যৌতুক দিল শাম্বের অগ্রেতে॥
দেখিয়া সানন্দ হৈয়া রেবতীরমণ।
পুত্রবধূ লয়ে শীঘ্র করেন গমন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে সাধু সদা করে পান॥

সুভদ্রার বিবাহ কারণ সত্যভামার মহাচিন্তা ও হস্তিনায় দূত প্রেরণ।

মুনি বলে অবধান করহ নৃপতি।
রামবাক্য শুনি দোঁহে হৈল দুঃখমতি॥
অধোমুখে বসিলেন দৈবকী রোহিণী।
সতী বলিলেন সর্ব্বনাশ ঠাকুরাণী॥
না দিলে মরিবে পার্থ মারিবেক ক্রোধে।
আর কত করিবেক তা সহ বিরোধে॥
মরিবে অনেক লোক সুভদ্রা কারণ।
এক্ষণে না হয় কেন সুভদ্রা মরণ॥
গরল খাউক কিম্বা প্রবেশুক জলে।
সকল অনিষ্ট খণ্ডে সুভদ্রা মরিলে॥
আমি তার সহ করি জলেতে প্রবেশ।
সংসারেতে লোকলজ্জা স্ত্রীবধ বিশেষ॥
এতেক ভাবিয়া দেবী আকুল পরাণ।
পুনঃ উঠি যান দেবী গোবিন্দের স্থান॥
দৈবকী রোহিণী দেবী কহিলেন যত।
গোবিন্দে কহেন দেবী তাহা অবগত॥
গোবিন্দ বলেন প্রিয়ে ভয় কি তোমার।
উপায় করিব ইথে সে ভার আমার॥
দূত পাঠাইয়া আন তুমি ধনঞ্জয়।
সতী বলে আমি যাই দূত কর্ম্ম নয়॥

একাকিনী যান সতী পার্থের সদন।
দেখেন সুভদ্রা সহ আছেন অর্জ্জুন ॥
সত্যভামা বলেন কি নিশ্চিন্ত আছহ।
এতেক প্রমাদ পার্থ তুমি না জানহ ॥
পার্থ বলিলেন দেবী কিসের প্রমাদ।
যাহার সহায় দেবী তব যুগ্মপাদ ॥
পার্থেরে লইয়া সতী যান কৃষ্ণস্থান।
হস্তে ধরি পালঙ্কে বসান ভগবান ॥
গোবিন্দ বলেন সখা কর অবধান।
পিতৃ আজ্ঞা তোমারে সুভদ্রা দিতে দান ॥
লাঙ্গলী বলেন আমি দিব দুর্য্যোধনে।
এত বলি দূত পাঠাইলেন সে স্থানে ॥
কি হইবে কহ সখা উপায় ইহার।
শুনি হাসি বলিলেন কুন্তীর কুমার ॥
এই কথা হেতু সখা চিন্তা কেন মনে।
তোমার প্রসাদে আমি জিনি ত্রিভুবনে ॥
মৃত্যুপতি মৃত্যুঞ্জয় ইন্দ্রে নাহি ডরি।
কামপাল কত শক্তি ধরেন শ্রীহরি ॥
দাণ্ডাইয়া আপনি দেখুন হলধর।
সুভদ্রা লইয়া যাই সবার গোচর ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন দ্বন্দ্বে নাহি প্রয়োজন।
লুকাইয়া ভদ্রা লৈয়া করহ গমন ॥
মম রথে চড়ি যাহ মৃগয়ার ছলে।
সুভদ্রা পাঠাব আমি স্নান হেতু জলে ॥
সেই রথে ল'য়ে তুমি করিবে গমন।
পশ্চাতে করিব শান্ত রেবতীরমণ ॥
এতেক বলিল যদি দৈবকী-কুমার।
অর্জ্জুন বলেন দেব যে আজ্ঞা তোমার ॥
হেনমতে বিচার করিয়া দুইজন।
নিজ গৃহে চলিলেন করিতে শয়ন ॥
প্রভাতে উঠিয়া পার্থ করি স্নানদান।
কি করিব বসিয়া করেন অনুমান ॥
এতেক অনর্থ হবে রাম সহ রণ।
কিছু না জানেন রাজা ধর্ম্মের নন্দন ॥
এত চিন্তি ইন্দ্রপ্রস্থে দূত পাঠাইয়া।
বলিলেন সমস্ত বৃত্তান্ত বিবরিয়া ॥

আমারে সুভদ্রা দিতে কৃষ্ণের মানস।
কামপাল হইলেন তাহাতে বিরস ॥
তাহে কৃষ্ণ বলিলেন লহ লুকাইয়া।
ইহার বিহিত আজ্ঞা দেহ পাঠাইয়া ॥
শুনিয়া বলেন তবে ধর্ম্মের নন্দন।
পাণ্ডবের সখা বল বুদ্ধি নারায়ণ ॥
তিনি কহিবেন যাহা করিবা সে কাজ।
শুনি পার্থ সানন্দ হইলেন হৃদিমাঝ ॥
হেনমতে সপ্তনিশা গত হয় তথা।
হেথা দুর্য্যোধন রাজা শুনিল বারতা ॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী হরিষ সর্ব্বজন।
কৃষ্ণের ভগিনীপতি হবে দুর্য্যোধন ॥
বহু দেশ হইতে আসিল বন্ধুগণ।
বিবাহ সামগ্রী হেতু করে আয়োজন ॥
স্থানে স্থানে বসি সবে করেন বিচার।
দুর্য্যোধনে পাণ্ডবের ভয় নাহি আর ॥
এই কথা অহর্নিশি চিন্তে মনে মন।
আজি হৈতে নির্ভয় হইল দুর্য্যোধন ॥
পাণ্ডবের সহায় কেবল নারায়ণ।
দুর্য্যোধনের আত্মবন্ধু হইল এখন ॥
দ্রোণ বলে কৃষ্ণের কুটুম্বে নাহি প্রীত।
তাঁর নাহি পরাপর ভক্তজন হিত ॥
বিদুর কহেন কথা আশ্চর্য্য লাগয়।
কৃপাচার্য্য বলে ইহা কদাচিত নয় ॥
দুর্য্যোধনে অপ্রীত গোবিন্দ মহাশয়।
এমন হইবে কর্ম্ম মনে নাহি লয় ॥
দূতস্থানে জিজ্ঞাসিল সব বিবরণ।
সকল বৃত্তান্ত দূত কহিল তখন ॥
দ্বারকাতে আছেন অর্জ্জুন কুন্তীসুত।
তাহারে সুভদ্রা দিবে বলেন অচ্যুত ॥
পাণ্ডবে অপ্রীত রাম না করে স্বীকার।
দুর্য্যোধনে দিব বলে রোহিণীকুমার ॥
গোবিন্দের চিত্ত নহে দুর্য্যোধনে দিতে।
না হয় নির্ণয় কিছু যা হয় পশ্চাতে ॥
ভীষ্ম বলে দুর্য্যোধন পাবে লজ্জা মাত্র।
যে কেহ করুক বিভা, মোরা বরযাত্র ॥

সুভদ্রা হরণ।

[পৃষ্ঠা—২১১

দুর্য্যোধনের বরবেশে দ্বারকায় গমন।

দুর্য্যোধন দূত পাঠাইল ধর্ম্মস্থানে।
সকলে আসিবা মম বিবাহ কারণে॥
শুনিয়া ধর্ম্মের পুত্র বিস্ময় অন্তর।
সহদেবে ডাকি জিজ্ঞাসেন নরবর॥
অনর্থের প্রায় কথা লয় মম মনে।
কহ সহদেব ইথে হইবে কেমনে॥
সহদেব বলেন শুনহ নরনাথ।
সুভদ্রার বিবাহ হইল দিন সাত॥
সত্যভামা বিবাহ দিলেন লুকাইয়া।
হরির আজ্ঞায় বলরামে না কহিয়া॥
রামের বাসনা ভদ্রা দিতে দুর্য্যোধনে।
দুর্য্যোধন যাইতেছে রামের কারণে॥
ইহার উচিত বিধি করিবা আপনি।
তার হেতু চিন্তিত না হবে নৃপমণি॥
যুধিষ্ঠির বলেন এ লজ্জার বিষয়।
আমার যাইতে তথা উচিত না হয়॥
না গেলে হইবে দুঃখী রাজা দুর্য্যোধন।
আপনি সসৈন্যে ভীম করহ গমন॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা বীর বৃকোদর।
পাঁচ অক্ষৌহিণী দলে চলেন সত্বর॥
আনন্দেতে দুর্য্যোধন বরবেশ ধরে।
রত্নময় চতুর্দ্দোলে আরোহণ করে॥
দুর্য্যোধন বেশ দেখি ভীমে হৈল ক্রোধ।
ডাকিয়া বলিল তোমা সবাই অবোধ॥
এথা হইতে দ্বারাবতী আছে দূর দেশ।
এই স্থানে কি হেতু করিলা বরবেশ॥
দুঃশাসন বলে কহ কি দোষ ইহাতে।
দেখিতে না পার যদি আইস পশ্চাতে॥
ভীম বলে ভাল মন্দ বুঝিবা হে শেষে।
কোন্ কন্যা বিবাহেতে যাও বরবেশে॥
তোমার নিকটে দূত পরশ্ব আইল।
সুভদ্রা বিবাহ আজি সপ্তাহ হইল॥
অকারণ সভামধ্যে গিয়া পাবে লাজ।
তেঁই সে বলিনু বরবেশে নাহি কাজ॥
পিছে কেন যাব আমি যাই তব আগে।
এত বলি সসৈন্যে চলিল বীর বেগে॥
বিস্মিত শকুনি কর্ণ দুর্য্যোধন শুনি।
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর করেন কানাকানি॥
দুঃশাসন বলে যে বলিল বৃকোদর।
সত্য হেন লাগে প্রায় আমার অন্তর॥
কে না জানে ভীমের যেমন বুদ্ধি খল।
বরবেশ দেখি আত্মা হইল বিকল॥
বাতুলের প্রায় বলে যা আইসে মুখে।
চল শীঘ্র দেখিয়া ফাটয়ে যেন বুকে॥
এত বিচারিয়া সবে করিল গমন।
তিন দিন গেল পথ শতেক যোজন॥
দুর্য্যোধন রাজা তবে করিয়া যুকতি।
পত্র লিখি দূত পাঠাইল শীঘ্রগতি॥
রোহিণী নক্ষত্র শেষ অক্ষয় তৃতীয়া।
দ্বিতীয় প্রহর কল্য উত্তরিব গিয়া॥
করহ কন্যার অধিবাস আজ রাতি।
কালিরাত্রে বৈবাহিক শ্রেষ্ঠলগ্ন তিথি॥
দূত গিয়া দিল পত্র মুষলীর হাতে।
পত্র পড়ি বলরাম কহেন সভাতে॥
করহ ভদ্রার গন্ধ অধিবাস আজি।
নিকটে আইল রাজা দুর্য্যোধন সাজি॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অর্জ্জুনের সুভদ্রা হরণ।

বলভদ্রের আজ্ঞা পাইয়া নারীগণ।
পিটালি হরিদ্রা লৈয়া কৈল উদ্বর্ত্তন॥
তৈল আমলকা গন্ধ মাখিল কুন্তলে।
স্নান করিবারে গেল সরস্বতী কূলে॥
কৃষ্ণের ইঙ্গিত পেয়ে দেবী সত্যবতী।
ভদ্রা লৈয়া গেল সহ অনেক যুবতী॥
অর্জ্জুনেরে ডাকিয়া বলেন নারায়ণ।
অর্জ্জুন শুনিলে কি আইল দুর্য্যোধন॥
আজি অধিবাস আজ্ঞা দিল হলপাণি।
সরস্বতী-কূলে গেল সুভদ্রা ভগিনী॥

মৃগয়ার ছলে চড়ি যাও মম রথে।
সুভদ্রা লইয়া তুমি যাও সেই পথে ॥
দারুকে ডাকিয়া কৃষ্ণ বলেন ইঙ্গিতে।
অর্জ্জুনে লইয়া তুমি যাও মম রথে ॥
যা কহিবে অর্জ্জুন না করিও অন্যথা।
যথায় বলিবে রথ লৈয়া যাবে তথা ॥
পাইয়া কৃষ্ণের আজ্ঞা দারুক সত্বর।
সাজায়ে আনিল রথ অর্জ্জুন গোচর ॥
সুসজ্জ হইয়া পার্থ লৈয়া ধনুঃশরে।
খড়্গ ছুরি গদা শূল চক্র লৈয়া করে ॥
কৃষ্ণরথে আরোহণ করি মহাবীর।
চালাইয়া দেন রথ সরস্বতী তীর ॥
যথা ভদ্রা করে স্নান নারীগণ মাঝে।
ধীরে ধীরে অর্জ্জুন চলেন পদব্রজে ॥
ধরিয়া ভদ্রারে তুলি চড়াইয়া রথে।
চালাইয়া দেন রথ ইন্দ্রপ্রস্থ পথে ॥
হাহাকারে ডাকিল যতেক কন্যাগণ।
সুভদ্রা হরিয়া লয় কুন্তীর নন্দন ॥
শব্দ শুনি বেগে ধায় সভাপাল সব।
ধর ধর বলি ডাকে আরে রে পাণ্ডব ॥
আরে পার্থ মতিচ্ছন্ন হইল তোমারি।
কেমন সাহস তোর হেন গৃহে চুরি ॥
না পলাও বলি তারে পাছেতে ডাকিল ॥
শৃগালের শব্দে যেন সিংহ নেউটিল ॥
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া করি শরজাল।
নিমিষে কাটেন তিন্ লক্ষ সভাপাল ॥
সভাপাল মারিয়া চালাইলেন রথ।
নিমিষে গেলেন পার্থ দশ ক্রোশ পথ ॥
সুভদ্রা হরিল বার্ত্তা শুনিয়া শ্রবণে।
চতুর্দ্দিকে ধাইয়া আইল সর্ব্বজনে ॥
গদ শাম্ব আইল লইয়া বহু সেনা।
পাইয়া রামের আজ্ঞা ধায় সর্ব্বজনা ॥
ধর গিয়া বলি আজ্ঞা দেন হলধর।
সসৈন্যে সারণ বীর চলিল সত্বর ॥
ক্রোধে বলভদ্র তনু কাঁপে থর থর।
ফুলিয়া হইল তনু যেমন মন্দর ॥
প্রলয় মেঘের শব্দ ডাকে যেন গলা।
অঙ্গ হৈতে ছিঁড়িয়া পড়িল বনমালা ॥
রাম বলে এত গর্ব্ব পাণ্ডবের হৈল।
শ্বা হইয়া যজ্ঞহবি লইতে ইচ্ছিল।
চণ্ডাল হইয়া ইচ্ছা হরিল ব্রাহ্মণী।
গারুড়ি আজ্ঞাতে যেন ধরে কালফণী ॥
যে পুরে সূর্য্যেন্দু বায়ু তেজ মন্দ বয়।
যে পুরে আসিতে শক্তি শমনের নয় ॥
হের দেখ মতিচ্ছন্ন হৈল দুরাচার।
চুরি করি ল'য়ে যায় ভগিনী আমার ॥
এই দোষে তোরে আজি মারিব সমূলে।
বাতি দিতে না রাখিব পাণ্ডবের কুলে ॥
তাহারে মারিব যে হইবে তার অংশে।
পৃথিবী খুঁজিয়া আমি মারিব সবংশে ॥
ইন্দ্রপ্রস্থ মাটি আজি তাড়িয়া লাঙ্গলে।
ফেলাইয়া দিব ল'য়ে সমুদ্রের জলে ॥
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ পঞ্চানন।
কার শক্তি মম শত্রু করিবে রক্ষণ ॥
জানি আমি পাণ্ডবের অতি মন্দ রীতি।
না জানিয়া কৃষ্ণ তার সহ কৈল প্রীতি ॥
অন্তঃপুরে দেয় তারে রহিবারে স্থান।
নহে কেন এতেক হইবে অপমান ॥
যত স্নেহ করিনু শুধিল তারগুণ।
ভগিনী হরিয়া মুখে দিল কালি চুণ ॥
প্রতিফল ইহার পাইবে দুষ্ট আজি।
এত বলি বাহির হলেন রাম সাজি ॥
বামেতে লাঙ্গল ধরি দক্ষিণে মুষল।
বজ্রহস্তে শোভা যেন করে আখণ্ডল ॥
কৃষ্ণে ডাক বলি দূতে দেন পাঠাইয়া।
সে প্রিয়সখার কর্ম্ম দেখুক আসিয়া ॥

যাদবগণের অর্জ্জুনের পশ্চাদ্ধাবন।

গদ শাম্ব চারুদেষ্ণ সাত্যকি সারণ।
চালাইয়া দিল রথ পবনগমন ॥
না পলাও শুন পার্থ ডাকে যদুগণ।
শুনিয়া দারুক প্রতি বলেন অর্জ্জুন ॥

ফিরাও দারুক রথ ডাকে ক্ষত্রগণে।
না দিয়া প্রবোধ তারে যাইব কেমনে॥
দারুক বলিল পার্থ কহ কি অদ্ভুত।
গোবিন্দ অধিক দেখ গোবিন্দের সুত॥
ইহা সব সহ যুদ্ধ না হয় উচিত।
সময় বুঝিয়া যুদ্ধ আছে ক্ষত্রনীত॥
এ কর্ম্ম করিতে শক্ত নহিবে অর্জ্জুন।
পলাইতে যথা চাহ বলহ এক্ষণ॥
কৃষ্ণপুত্রে প্রহারিয়া চড়ি এই রথে।
মম শক্তি নহিবে তুরঙ্গ চালাইতে॥
পার্থ বলে দারুক এ নহে ব্যবহার।
যুদ্ধ হেতু ডাকিতেছে পশ্চাতে আমার॥
হেন অপযশ মম ঘুষিবে ভুবনে।
শৃগালের প্রায় যাব কি কাজ জীবনে॥
কৃষ্ণপুত্র আসুক আপনি কৃষ্ণ আসে।
কিম্বা যুধিষ্ঠির ভীম সমরে প্রবেশে॥
যুদ্ধ হেতু আমারে ডাকিলে ক্ষত্র হৈয়া।
যে হউক সংগ্রাম করিব বাহুড়িয়া॥
নিশ্চয় জানিনু তুমি যদুকুল-হিত।
নারিবে সারথি-কর্ম্ম করিতে উচিত॥
অবিশ্বাস তোমাতে বিশেষ রণস্থলি।
ফেলহ প্রবোধ বাড়ি ছাড় কাড়িয়ালি॥
চালাইব রথ আমি করিব সমর।
এত বলি ছড়ি কাড়ি লইল সত্বর॥
পাশ অস্ত্রে দারুকেরে রাখিয়া বন্ধনে।
বান্ধিলেন রথস্তম্ভে আপন দক্ষিণে॥
এক পদে কড়িয়ালি আর পদে বাড়ি।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া রহিলা বাহুড়ি॥
ভদ্রা বলে মহাবীর এত কষ্ট কেনে।
আজ্ঞা কর আমারে চালাই অশ্বগণে॥
তথা হৈতে চালাইয়া দিল অশ্ববর।
রথের চঞ্চল গতি অতি মনোহর॥
দৃষ্টিমাত্রে যতেক যাদব বীরগণ।
মূর্চ্ছা হৈয়া রণেতে পড়িল সর্ব্বজন॥
বিদ্যুৎবরণী ভদ্রা পার্থ জলধর।
বিদ্যুতের প্রায় পৈশে মেঘের ভিতর॥
অনেক মারেন সৈন্য পার্থ ধনুর্দ্ধর।
কোটি কোটি রথী পড়ে অসংখ্য কুঞ্জর॥
রক্তে নদী বহে সব রক্তেতে সাঁতারে।
কালরূপ দেখি পার্থে ভঙ্গ দিল ডরে॥
কামদেব সারণ বিচারি মনে মন।
রামের নিকটে দূত করিল প্রেরণ॥

বলরামের নিকট অর্জ্জুনের রণজয় সংবাদ।

সসৈন্যে বাহির হইলেন বলরাম।
হেনকালে দূত গিয়া করিল প্রণাম॥
সুভদ্রা চালায় রথ না পাই দেখিতে।
কখন আকাশে উঠে কখন ভূমিতে॥
যুদ্ধ করে পার্থ সব সৈন্যের সম্মুখে।
কোন ঠাঁই থাকে তাহা কেহ নাহি দেখে॥
নানাবর্ণে ধনঞ্জয় অস্ত্রগণ ফেলে।
অগ্নি অস্ত্রে সবায় পোড়ায় দাবানলে॥
সেই সে সবারে মারে কেহ তারে নারে।
যতেক মারিল সৈন্য কে কহিতে পারে॥
তার যুদ্ধ দেখিয়া হইল চমৎকার।
বার্ত্তা দিতে পাঠাইল যতেক কুমার॥
মুষলী বলেন দূত কহ সত্য কথা।
এমত তুরঙ্গ রথ পাইল সে কোথা॥
দূত বলে যাদবেন্দ্র কহিবারে ভয়।
গোবিন্দের রথোপরি সুগ্রীবাদি হয়॥
সারথি দারুক বান্ধা আছে বসি রথে।
সুভদ্রা চালায় রথ দেখিনু সাক্ষাতে॥
দূতমুখে বলভদ্র শুনি এই কথা।
ভূমিতলে বসিলেন হৈয়া হেঁটমাথা॥
অর্জ্জুনের কি শক্তি যে হেন কর্ম্ম করে।
না বুঝিয়া দোষী আমি করি অর্জ্জুনেরে॥
দুর্য্যোধনে ডাকাইনু বিবাহ কারণ।
অধিবাস হেতু বসিয়াছে দ্বিজগণ॥
এত বলি অধোমুখে বসিলেন রাম।
হেনকালে আইলেন নবঘনশ্যাম॥
ভূমে পড়ি বলদেবে করেন প্রণাম।
নারায়ণে ক্রোধে না চাহেন বলরাম॥

গোবিন্দ বলেন কেন ক্রোধ কর স্বামী।
তব পদে কোন্ অপরাধ করি আমি ॥
উগ্রসেন বলে তুমি করিলে কুকর্ম্ম।
ভদ্রা নিতে পার্থে বল, নহে এই ধর্ম্ম ॥
নিজ রথ তুরঙ্গ সারথি দিলে তারে।
তোমারে না দিয়া দোষ দিব আর কারে ॥
গোবিন্দ বলেন ইহা জানে সর্ব্বজন।
সেই রথে চড়ি পার্থ ভ্রমে অনুক্ষণ ॥
কিমতে জানিব যে সুভদ্রা লবে হরি।
নর মায়া বুঝিবারে নাহি আমি পারি ॥
ইথে অকারণ প্রভু আমারে আক্রোশ।
ভদ্রা যদি বাহে রথ দারুকে কি দোষ ॥
কহ সত্য পুনঃ দূত দারুকের কথা।
কিরূপে দারুক আছে অর্জ্জুনের সেথা।
দূত বলে দারুক আপন বশে নাই।
বন্ধন করিয়া তারে রাখিল গোসাঞি ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন যতেক বচন।
এই কথা বুঝহ করিয়া অনুমান ॥

দূত কর্ত্তৃক যদুগণের পরাজয় বার্ত্তা।

পুনরপি কহে দূত করি যোড়হাত।
কি কারণে নিঃশব্দে রহিলে যদুনাথ ॥
আজ্ঞা দেহ আমি এবে করিব কি কাজ।
বার্ত্তা হেতু পাঠাইল কুমার-সমাজ ॥
কামদেব মহাবীর যাদব প্রধান।
তিনলোক মধ্যে যার অব্যর্থ সন্ধান ॥
তিল তিল কাটা গেল শর ধনুর্গুণ।
একগুটি নাহি অস্ত্র শূন্য হৈল তূণ ॥
শাম্ব গদ সারণ যতেক বীর আর।
যাদবে অক্ষত তনু নাহিক কাহার ॥
কাহার' নাহিক অস্ত্র কার' ধনুর্গুণ।
সবারে করিল জয় একাকী অর্জ্জুন ॥
পাঠাইয়া দেহ অস্ত্র রথ অশ্ব আর।
আপনি চলহ কিম্বা দৈবকী-কুমার ॥
হেন বাক্য শুন প্রভু দেখিয়া স্বচক্ষে।
না পারিবে অর্জ্জুনে কুমারগণ পক্ষে ॥

স্নেহেতে অর্জ্জুন নাহি মারে শিশুগণে।
তেঁই এতক্ষণ প্রভু জীয়ে সর্ব্বজনে ॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম আছে শাস্ত্রের গোচরে।
বলেতে বিবাহ করে প্রশংসা তাহারে ॥
কিন্তু দোষ কি করিল বীর ধনঞ্জয়।
আপন ভগিনী-কর্ম্ম দেখ মহাশয় ॥
অর্জ্জুনে তাহার যদি নাহি ছিল মন।
তবে কেন তার অশ্ব চালায় এখন ॥
না জানে কি ধনঞ্জয় তোমার মহিমা।
এক্ষণে ভাঙ্গিতে পার তাহার গরিমা ॥
কিন্তু পার্থ জীয়ন্তে না ধরিতে পারিবা।
অনেক করিলে শক্তি প্রাণেতে মারিবা ॥
সুভদ্রা না জীবে তবে ত্যজিবে জীবন।
কহ দেব ইথে হবে কি কর্ম্ম সাধন ॥
এক্ষণে আমার মত এই মহাশয়।
সবাকার মত যদি তব আজ্ঞা হয় ॥
প্রিয়ম্বদ একজন যাউক আপনার।
প্রিয়বাক্যে ফিরাউক কুন্তীর কুমার ॥
এক্ষণে আনাও তারে, করাও বিবাহ।
সম্প্রীতে সুভদ্রা তুমি তারে সমর্পহ ॥
আপনি সাত্যকি তুমি করহ গমন।
আনহ অর্জ্জুনে কহি মধুর বচন ॥

দুর্য্যোধনের অভিমানে স্বদেশ যাত্রা ও পার্থ সহ সুভদ্রার বিবাহ।

তবে রাজা দুর্য্যোধন সর্ব্ব সৈন্য লৈয়া।
যাদব-সৈন্যের মধ্যে উত্তরিল গিয়া ॥
শুনিল নিলেন পার্থ সুভদ্রা হরিয়া।
মহাক্রোধে দুর্য্যোধন উঠিল গর্জ্জিয়া ॥
হে কৃপ হে পিতামহ আচার্য্য বিদুর।
সাক্ষাতে দেখহ কর্ম্ম তনয় পাণ্ডুর ॥
যে কন্যা নিমিত্ত রাম আনিলেন মোরে।
দেখহ দুষ্টের কর্ম্ম হরিল তাহারে ॥
কর্ণ বলে মহারাজ বসি দেখ তুমি।
আজ্ঞা দিলে অর্জ্জুনে বান্ধিয়া দিব আমি ॥

শুনি আজ্ঞা দিল তারে গান্ধারী-নন্দন ।
শীঘ্র যায় কর্ণ বীর লোহিত লোচন ॥
বৃকোদর বলে কোথা যাস্ সূতসুত ।
অর্জ্জুনে ধরিতে আশ শুনিতে অদ্ভুত ॥
মম হস্তে রহে যদি তোমার জীবন ।
তবে পার্থ সহ তুমি কর গিয়া রণ ॥
এত বলি লাফ দিয়া পড়িল ধরণী ।
গদা ফিরাইয়া যান যেন দণ্ডপাণি ॥
বিদুর বলিল তাত শুন দুর্য্যোধন ।
পার্থ সহ দ্বন্দ কি তোমার প্রয়োজন ॥
যতন করিয়া তোমা আনিল যে জন ।
তাঁর ঠাঁই আগে গিয়া জিজ্ঞাস কারণ ॥
হেনকালে উপনীত হৈল সাত্যকি ।
মধুর কোমল ভাষে পার্থে কহে ডাকি ॥
দুর্য্যোধন শুনি অভিমানেতে রহিল ।
সসৈন্যে আপন দেশে বাহুড়ি চলিল ॥
তবে পার্থ দারুকে করিয়া কৃতাঞ্জলি ।
সবিনয় কহিতে লাগিল মহাবলী ॥
যথা কৃষ্ণ তথা তুমি ইথে নাহি আন ।
করিলাম অপরাধ ক্ষম মতিমান ॥
দারুক কহিল পার্থ কৈলে বড় কর্ম্ম ।
বন্ধন এ নহে মম রক্ষা কৈলে ধর্ম্ম ॥
তুমি যদি আমারে না করিতে বন্ধন ।
কোন্ লাজে দেখাতাম রামেরে বদন ॥
এই মত লহ মোরে সাক্ষাতে তাঁহার ।
নহিলে রামের ক্রোধ হইবে অপার ॥
অর্জ্জুন বলেন ইহা না হয় উচিত ।
তোমার বন্ধনে কৃষ্ণ হইবে কুপিত ॥
চিত্তে করিবেন রাম কপট বন্ধন ।
এত বলি মুক্ত করি দিলেন তখন ॥
তবে যত যদুগণ সন্তুষ্ট হইয়া ।
লইল অর্জ্জুন বীরে আদর করিয়া ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য বিদুর সুমতি ।
ভুরিশ্রবা সোমদত্ত বাহ্লীক প্রভৃতি ॥
অগ্রসরি লইলেন দেব নারায়ণ ।
হুলাহুলি দিয়া নিল যতেক স্ত্রীগণ ॥
রত্নময় আসনে দোঁহারে বসাইয়া ।
বেদ অনুসারে দোঁহাকার দিল বিয়া ॥
বসুদেব করিলেন ভদ্রা সম্প্রদান ।
যতেক যৌতুক দিল নাহি পরিমাণ ॥

———

খাণ্ডব বন দাহন

কতদিন পরেতে অর্জ্জুন নারায়ণ ।
গ্রীষ্মকালে যান দোঁহে ক্রীড়ার কারণ ॥
যমুনার জলে গিয়া করেন বিহার ।
রুক্মিণী সুভদ্রা সঙ্গে বহু পরিবার ॥
ক্রীড়ান্তে বসিলেন উভয়ে আসনে ।
বিপ্রবেশে হুতাশন আইল সেখানে ॥
কহিলেন সবিনয়ে দরিদ্র ব্রাহ্মণ ।
দুইজন মিলি মোরে করাও ভোজন ॥
হাসিয়া কহেন পার্থ কহ বিচক্ষণ ।
কোন্ ভক্ষ্য দিলে তৃপ্ত হইবে এক্ষণ ॥
ভক্ষ্য হেতু এত কথা বল কি কারণ ।
যে কিছু মাগহ ভক্ষ্য দিব এইক্ষণ ॥
আশ্বাস পাইয়া বলে অগ্নি মহাশয় ।
আমি অগ্নি বলি দিল নিজ পরিচয় ॥
ব্যাধিযুক্ত বহুকাল আমার শরীর ।
নির্ব্যাধি করহ মোরে পার্থ মহাবীর ॥
খাণ্ডব বনেতে সব জীবের আলয় ।
সেই বন ভক্ষ্য মোরে দেহ মহাশয় ॥
এত শুনি জিজ্ঞাসিল রাজা জন্মেজয় ।
কহ মুনিরাজ মম খণ্ডাও বিস্ময় ॥
কি হেতু হইল ব্যাধিযুক্ত হুতাশন ।
কিসের কারণ চাহে খাণ্ডব দাহন ॥
মুনি বলে শুন নৃপ [illegible]বের কাহিনী ।
সত্যযুগে ছিল [illegible] নৃপমণি ॥
যজ্ঞ বিনা অন্য কর্ম্ম না জানে কখন ।
নিরন্তর যজ্ঞ করে [illegible] ব্রাহ্মণ ॥
বহুকাল যজ্ঞ রাজা করে হেনমত ।
সহিতে না পারে কষ্ট দ্বিজগণ যত ॥
যজ্ঞ ত্যজি দ্বিজগণ করিল গমন ।
বিনয় করিয়া রাজা বলিল বচন ॥

পতিত নহি যে আমি নহি কোন দোষী ॥
কোন হেতু মম যজ্ঞ না কর মহর্ষি ॥
দ্বিজগণ বলে ভূপ না দোষী তোমারে।
শক্তি নাহি মোসবার যজ্ঞ করিবারে ॥
অপ্রমিত যজ্ঞ তব নাহি হয় শেষ।
সহিতে না পারি আর অগ্নিতাপ ক্লেশ ॥
দ্বিজগণ বচন শুনিয়া নরপতি।
করিল অনেকবিধ সবিনয় স্তুতি ॥
দ্বিজগণ বলে রাজা বল অকারণ।
তব যজ্ঞ করে হেন না দেখি ব্রাহ্মণ ॥
ত্রিদশ ঈশ্বর শিবে সেবহ রাজন।
তাঁহা বিনা যজ্ঞ করে না দেখি এমন ॥
দ্বিজগণ বাক্যে রাজা তপ আরম্ভিল।
অনেক কঠোর করি মহেশে সেবিল ॥
শিব তুষ্ট হইয়া বলেন মাগ বর ॥
রাজা বলে কৃপা যদি কৈলে মহেশ্বর ॥
মম যজ্ঞ করে হেন নাহিক ব্রাহ্মণ।
আপনি আমার যজ্ঞ কর পঞ্চানন ॥
হাসিয়া বলেন শিব শুন মহারাজ।
মম কর্ম্ম নহে যজ্ঞ ব্রাহ্মণের কাজ ॥
যজ্ঞফল যাহা চাও মাগহ রাজন।
শুনিয়া নৃপতি বলে বিনয় বচন ॥
না করিয়া যজ্ঞফল নহে সুশোভন।
যজ্ঞের উপায় করি কহ ত্রিলোচন ॥
মহেশ কহেন তব যজ্ঞে এত মন।
মম অংশে আছে এক দুর্ব্বাসা ব্রাহ্মণ ॥
দুর্ব্বাসার যোগ্য যজ্ঞ করহ বিধান।
সর্ব্ব মতে রক্ষা পায় দুর্ব্বাসার মন ॥
শিব আজ্ঞা পেয়ে রাজা গেল নিজ ঘর।
যজ্ঞের সামগ্রী করে দ্বাদশ বৎসর ॥
সম্পূর্ণ সামগ্রী করি জানাইল হরে।
শিব করিলেন অজ্ঞা দুর্ব্বাসা মুনিবরে ॥
শিবের আজ্ঞায় হৈল ক্রোধ তপোধনে।
ছিদ্র কিছু পেয়ে আজি নাশিব রাজনে ॥
এত অহঙ্কার করে শ্বেতকি রাজন।
যজ্ঞ হেতু আমারে করিল আবাহন ॥
মনে ক্রোধ করিয়া চলিল মুনিবর।
যজ্ঞ করিবারে গেল সহ দণ্ডধর ॥
যজ্ঞ আরম্ভিল তবে মহাতপোধন।
যখন যা মাগে মুনি যোগায় রাজন ॥
শ্বেতকি রাজার যজ্ঞ অতুল সংসারে।
দুর্ব্বাসা আহুতি দেন মুষলের ধারে ॥
দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞ কৈল অবিরাম।
তিনলোক চমৎকার শুনে যজ্ঞনাম ॥
সেই হবি খাইয়া হইল মন্দানল।
ব্যাধিযুক্ত দেব অগ্নি হইল দুর্ব্বল ॥
অগ্নিদেব চলিলেন ব্রহ্মার সদন।
ব্রহ্মারে আপন দুঃখ কৈল নিবেদন ॥
বিরিঞ্চি বলেন লোভে এ দুঃখ পাইলা।
বহু হবি খেয়ে তুমি ব্যাধিযুক্ত হৈলা ॥
ইহার ঔষধ আছে শুন হুতাশন।
খাণ্ডব বনেতে আছে বহু জীবগণ ॥
সেই বন দগ্ধ যদি পার করিবারে।
তবে ত না র'বে রোগ তব কলেবরে ॥
ব্রহ্মার সদনে অগ্নি উপদেশ পাইয়া।
অতি শীঘ্র লাগিল খাণ্ডব বনে গিয়া ॥
খাণ্ডবে আছিল বহু জীবের আলয়।
অনল দেখিয়া সবে মানিল বিস্ময় ॥
কোটি কোটি মত্ত হস্তী সহিত হস্তিনী।
নিভাইল অগ্নিকুণ্ড শুণ্ডে জল আনি ॥
খাণ্ডব দহিতে শক্ত নহে হুতাশন।
ক্রোধচিত্তে গেল পুনঃ ব্রহ্মার সদন ॥
বিনয় করিয়া বহু বলে বিরিঞ্চিরে।
না হৈল আমার শক্তি, বন দহিবারে ॥
মুহূর্ত্তেক থাকিয়া চিন্তিল প্রজাপতি।
না কর হে ভয় অগ্নি স্থির কর মতি ॥
ব্রহ্মা বলিলেন আর না দেখি উপায়।
স্থির হৈয়া থাক তুমি কাল গত প্রায় ॥
ইহার উপায় এক কহি যে তোমায়।
সাবধান হ'য়ে শুন ইহার উপায় ॥
নর নারায়ণ জন্মিবেন মহীতলে।
খাণ্ডব দহিবা দোঁহে সহায় হইলে ॥

ব্রহ্মার বচনে অগ্নি স্থির করি মন।
বহুকাল রোগযুক্ত রহিল তেমন॥
হইলে দ্বাপর শেষ দোঁহে অবতার।
ব্রহ্মার সদনে অগ্নি গেল পুনর্ব্বার॥
ব্রহ্মার পাইয়া আজ্ঞা দেব হুতাশন।
অতি শীঘ্র গেল যথা নর-নারায়ণ॥
অগ্নির বচনে পার্থ করেন স্বীকার।
আশ্বাস পাইয়া অগ্নি বলে আরবার॥
সে বন দহিতে বিঘ্ন আছে বহুতর।
বনের রক্ষক আছে দেব পুরন্দর॥
অর্জ্জুন কহেন দেবে নাহি মম ভয়।
বহু ইন্দ্র আসে তবু করিব বিজয়॥
মম যোগ্য ধনুর্ব্বাণ নাহি হুতাশন।
ইন্দ্রসহ যুঝিতে নাহিক অস্ত্রগণ॥
অবশ্য বিরোধ হবে দেবরাজ সঙ্গ।
তার যুদ্ধযোগ্য রথ নাহিক তুরঙ্গ॥
ইন্দ্র দেবরাজ সহ বিরোধ হইবে।
ত্রিজগৎ লোক তার সাহায্য করিবে॥
সাহায্য করিতে হৈলে নাহি অস্ত্রগণ।
উপায় বিহনে সিদ্ধ নহে কদাচন॥
আপনি চিন্তহ তুমি ইহার উপায়।
খাণ্ডব দহিতে মোরা হইব সহায়॥
অগ্নির স্মরণে আইলেন জলেশ্বর।
বরুণে দেখিয়া নিবেদিল বৈশ্বানর॥
এমত সময়ে সখে কর উপকার।
চন্দ্রদত্ত রথ আছে আলয়ে তোমার॥
অক্ষয় যুগল তূণ গাণ্ডীব ধনুক।
এ সকল দিলে মম খণ্ডে সব দুঃখ॥
শুনিয়া বরুণ আনি দিল শীঘ্রগতি।
আরো আপনার পাশ দেন জলপতি॥
সুরাসুর পূজিত গাণ্ডীব মহাধনু।
কপিধ্বজ রথ জ্যোতি জিনি চন্দ্রভানু॥
শতেক যোজন বন খাণ্ডব বিস্তার।
লাগিল অনল, উঠে পর্ব্বত আকার॥
দুই ভিতে বনের থাকেন দুইজন।
নিঃশঙ্কে দহয়ে বন দেব হুতাশন॥
সিংহনাদ করি বলবন্ত কোনজন।
গর্জ্জিয়া বাহির হৈল করিবারে রণ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন বাণে কাটি ফেলে ততক্ষণ।
হরষিত হুতাশন করয়ে ভক্ষণ॥
যক্ষ রক্ষ কিন্নর দানব বিদ্যাধর।
অনেক পুড়িল বীর অরণ্য ভিতর॥
শীঘ্রগতি গিয়া কেহ পড়ে জলমাঝে।
জলজন্তু সহ ভস্ম হয় অগ্নি তেজে॥
জলেতে পুড়িয়া মরে শফরী কচ্ছপ।
বনেতে পুড়িয়া মরে বনবাসী সব॥
সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক বরাহ মৃগগণ।
মহিষ শার্দ্দূল খড়্গী না যায় লিখন॥
অসংখ্য কুঞ্জর পুড়ে দীর্ঘ দীর্ঘ দন্ত।
জম্বুক শশক নকুলের নাহি অন্ত॥
নানাজাতি নাগ পুড়ে গর্জ্জিয়া আগুনে।
শত পঞ্চদশ ফণা ধরে কোনজনে॥
পর্ব্বত আকার অঙ্গ গমনে পবন।
নানাবর্ণে পুড়িয়া মরয়ে পক্ষিগণ॥
আকাশে উড়য়ে কেহ পবনের তেজে।
অর্জ্জুন কাটিয়া বাণে ফেলে অগ্নি মাঝে॥
আকুল যতেক জীব করে কলরব।
মহাশব্দ হৈল যেন উথলে অর্ণব॥
পর্ব্বত আকার অগ্নি উঠিল আকাশে।
স্বর্গবাসী দেবগণ পলায় তরাসে॥
ভয়েতে লইল সবে ইন্দ্রের শরণ।
দেবরাজে জানাইল খাণ্ডব দাহন॥
তোমার পালিত বন দহে হুতাশন।
কেমনে রক্ষিবে বল খাণ্ডব গহন॥
এত শুনি কুপিত হইল দেবরাজ।
যুঝিবারে চলে লয়ে দেবের সমাজ॥

ইন্দ্রাদি দেবতার সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ।

অতি ক্রোধে পুরন্দর, চড়ে ঐরাবতোপর,
বজ্র করে ছত্র শোভে শিরে।
কোপেতে সহস্র আঁখি, লোহিতবরণ দেখি,
আজ্ঞা দিল যত সব চরে॥

যত আছ দেবগণ, ল'য়ে নিজ প্রহরণ,
আইসহ আমার পশ্চাতে ॥
শুনিবারে উপহাস, তিলেক না কর ত্রাস,
মম বন পোড়ায় কি মতে ॥
সহায় জনের সহ, বিনাশিব হব্যবাহ,
এত বলি চলে বজ্রপাণি।
সহ পরিবার যত, উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত,
চারি মেঘ চৌষট্টী মেদিনী ॥
হংসারূঢ় মহামতি, চলিল ধনের পতি,
ভয়ঙ্কর গদা করি করে।
মহিষেতে মৃত্যুনাথ, লোকান্তক দণ্ডহাত,
চলিল সহিত সহচরে ॥
নিজ নিজ যানারোহ, চলিল যতেক গ্রহ,
অষ্টবসু অশ্বিনীকুমার।
পবন ধনুক ধরি, মৃগে আরোহণ করি,
ইন্দ্র সহ কৈল আগুসার ॥
চড়িয়া মকরধ্বজ, চলিল দেবের রাজ,
পাশ অস্ত্র শোভে সব্যকরে।
শিখিপৃষ্ঠে আরোহণ, শক্তিধর ষড়ানন,
চলিল খাণ্ডব রাখিবারে ॥
এই মত গুটি গুটি, দেবতা তেত্রিশ কোটি,
গেলেন বনরক্ষা কারণ।
আইল গরুড় পক্ষী, সঙ্গে লক্ষ লক্ষ পক্ষী,
রক্ষা হেতু নিজ জ্ঞাতিগণ।
চিত্তে বহু অনুরাগ, আইল অনন্ত নাগ,
কোটি কোটি ভুজঙ্গ সংহতি।
আইল তক্ষক সেনা, ধরে শত শত ফণা,
বিষবৃষ্টি পূর্ণ কৈল ক্ষিতি ॥
যক্ষ রক্ষ ভূত দানা, সহ নিজ নিজ সেনা,
নানা অস্ত্র শূল শেল লৈয়া।
এমত লিখিব কত, ত্রিভুবনে আছে যত,
রহে সর্ব্ব আকাশ যুড়িয়া ॥
তবে দেব পুরন্দরে, আজ্ঞা দিল জলধরে,
বৃষ্টি করি নিবার অনল !
আজ্ঞামাত্র অতিবেগে, সম্বর্ত্তাদি চারিমেঘে,
মুষলধারায় ফেলে জল ॥
প্রলয়কালেতে বৃষ্টি, যেন মজাইতে সৃষ্টি,
শিলা জলে ছাইল আকাশ।
মহাঘোর ডাক ছাড়ে, ঝনঝনা ঘন পড়ে,
তিনলোকে লাগিল তরাস ॥
দেখি পার্থ মহাবল, না পড়িতে বৃষ্টিজল,
শোষক বায়ব্য অস্ত্র এড়ে।
শূন্যে অস্ত্র উঠে রোষে, শোষকে সলিল শোষে
বায়ব্যে সকল মেঘ উড়ে ॥
মেঘ হৈল পরাজয়, অতিক্রোধী ইন্দ্র হয়,
বজ্র হানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনে।
জানি নর-নারায়ণে, বজ্র না চলিল রণে,
বাহুড়ি আইল ইন্দ্রস্থানে ॥
তবে ক্রোধে দেবরাজ, অস্ত্রব্যর্থ পায় লাজ,
উপাড়িয়া আনিল মন্দর।
হুহুঙ্কার শব্দ ছাড়ে, যেন স্বর্গ ছিঁড়ে পড়ে,
আইসে মন্দর গিরিবর ॥
ইন্দ্রপুত্র দিব্য শিক্ষা, ভরদ্বাজ পুত্রদীক্ষা,
অজেয় গাণ্ডীব ধরে ধনু।
শীঘ্রহস্তে ধরে বাণ, গিরি করে খানখান,
চূর্ণ করে যেন ক্ষুদ্র রেণু ॥
পর্ব্বত ফেলিল ছেদি, চমকিত জন্তুভেদী,
নানা অস্ত্র করে বরিষণ।
অনেক করেছি রণ, নিবারিতে হুতাশন,
কে করিবে তাহার গণন ॥
বায়ু অগ্নি ভিন্দিপাল, ইন্দ্রজাল ব্রহ্মজাল,
পরশু মুদ্গার শেল শূল।
চক্রবাণ জাঠাজাঠি, নানাঅস্ত্র কোটি কোটি,
অর্দ্ধচন্দ্র তোমর ত্রিশূল ॥
তবল সাবল সাঙ্গী, ক্ষুরপা বেণব টাঙ্গী,
কুঠার পট্টিশ বহুতর।
ভল্ল শেল শব্দভেদী, কুন্তখড়্গ রিপুচ্ছেদী,
সূচীমুখ খট্টাঙ্গ বিস্তর ॥
যেন বৃষ্টি ঘোর ঘনে, ইন্দ্র ফেলে অস্ত্রগণে,
সব নিবারেণ ধনঞ্জয়।
অগ্নিতে পতঙ্গ পড়ে, যেন ভস্ম হ'য়ে উড়ে,
ক্ষণমাত্রে হৈল সব ক্ষয় ॥

অগ্নি রাখে নারায়ণ, পার্থ করে মহারণ,
সুরাসুর সবারে নিবারে ।
দেখি অর্জ্জুনের কাজ, সবিস্ময়ে দেবরাজ,
সুরাসুর আগু নহে ডরে ॥
দেখি দেব ভঙ্গিয়ান, ক্রোধে হৈল আগুয়ান,
গর্জ্জিয়া গরুড় মহাবীর ।
বজ্র যম দন্ত নখে, চলিল বিস্তার মুখে,
গিলিবারে পার্থের শরীর ॥
আকাশে গরুড় পাখী, আইসে তখন দেখি,
দিব্য অস্ত্র এড়ে ধনঞ্জয় ।
ব্রহ্মশির নামে বাণ, পূর্ব্বে কৈল গুরুদান,
সকল হইল অগ্নিময় ॥
গর্জ্জে ব্রহ্মশির অস্ত্র, গরুড় হইল ব্যস্ত,
পলাইল শ্রেষ্ঠ বিহঙ্গম ।
নিজ পরিবার সঙ্গ, গরুড় দিলেক ভঙ্গ,
ক্রোধে ধায় যত ভুজঙ্গম ॥
বিস্তারি সহস্র ফণ, শ্বাস বহে সমীরণ,
গর্জ্জনে শ্রবণে লাগে তালা ।
বক্রমুখ দশ শত, বিষ বর্ষে অবিরত,
যেন কর্কটের মেঘমালা ।
ফাল্গুনী জানিল ফণী, গাণ্ডীব ধনুক টানি,
পিপীলিকা নামে বাণ এড়ে ।
নানাবর্ণ নানারূপে, পিপীলিকা একচাপে,
সকল ভুজঙ্গে গিয়া বেড়ে ॥
শিখী নামে দিব্য শর, এড়ে পার্থ ধনুর্দ্ধর,
লক্ষ লক্ষ হইল ময়ূর ।
উড়িয়া আকাশ দিগে, খণ্ড খণ্ড করি নাগে,
রক্ত মাংস বরিষে প্রচুর ॥
নারিল সহিতে রণ, পাছু হৈল ফণিগণ,
অগ্র হৈল যক্ষের ঈশ্বর ।
কোটি কোটি যক্ষ সাথে, ভয়ঙ্কর গদা হাতে,
টঙ্কারিয়া নিল ধনুঃশর ॥
ঘন সিংহনাদ ছাড়ে, নানাবর্ণ অস্ত্র এড়ে,
মুহূর্ত্তেকে কৈল অন্ধকার ।
না দেখি দিবসপতি, যেন অমাবস্যা রাতি,
শরজালে ঢাকিল সংসার ॥

যে অস্ত্রে হে অস্ত্রবারে, যথোচিত পার্থ মারে,
দৃষ্টিমাত্রে করিল সংহার ।
অস্ত্র ব্যর্থ দেখি কোপে, দশনে অধর চাপে,
গদা লয়ে ধায় ধনেশ্বর ।
পার্থ এড়ে বজ্র শর, বাজিল হৃদয়োপর,
খসিয়া পড়িল গদাবর ।
চিন্তিয়া আপন মনে, বিমুখ হইল রণে,
রণ ত্যজি চলিল সত্বর ॥
সংগ্রামে পাইয়া লাজ, বাহুড়িল যক্ষরাজ,
নিজ পরিবারের সংহতি ।
এই মতে ধনঞ্জয়, সমরে পাইয়া জয়,
দেবতার করেন দুর্গতি ॥
এইমতে ক্রমে ক্রমে, অরুণ বরুণ যমে,
সবে আসি করিল সংগ্রাম ।
সত্য আদি চারিযুগে নহিল না হবে আগে,
সুরে নরে যুদ্ধ অনুপম ॥
এই মত পুনঃ পুনঃ, সুরাসুর নাগগণ,
সংগ্রাম করিল অবিরাম ।
হেনকালে বনমাঝ, তক্ষক পন্নগরাজ,
তার সুত অশ্বসেন নাম ॥
সখা করি হরি হ'য়ে, খাণ্ডব তক্ষকালয়ে,
থাকে সহ নিজ পরিজন ।
গৃহে রাখি ভার্য্যা পুত্রে, গিয়াছিল কুরুক্ষেত্রে,
সেইকালে কদ্রুর নন্দন ॥
আচম্বিতে বন দহে, বেড়িলেক হব্যবহে,
মাতা পাত্র গণিল প্রমাদ ।
উপায় না দেখি কিছু, কোলে করি শিশুপিছু
ফণিপ্রিয়া করয়ে বিষাদ ॥
অনলে নাহিক ত্রাণ, নাহি রক্ষা পাবে প্রাণ,
অগ্নিতে ফেলাবে শর হানি ।
হৃদয়ে ভাবিয়া দুঃখ, চাহিয়া পুত্রের মুখ,
কান্দি কহে তক্ষক-গৃহিণী ॥
উপায় না দেখি আর, খাণ্ডবাগ্নি হৈতে পার
শুন পুত্র আমার বচন ।
প্রবেশহ মোর পেটে, যদিও আমারে কাটে
তুমি যাহ লইয়া জীবন ।

মাতার বচন ধরে, উদরে প্রবেশ করে,
বায়ুভরে উড়িল নাগিনী।
অন্তরীক্ষে যায় উড়ে, পার্থের সম্মুখে পড়ে,
দুই অস্ত্র এড়িল ফাল্গুনী ॥
এক অস্ত্রে কাটে মুণ্ড, পুচ্ছ কাটি তিন খণ্ড,
নাগিনী পড়িল ভূমিতলে।
অশ্বসেন উড়ি যায়, পার্থ না দেখিতে পায়,
ইন্দ্র মোহ কৈল মায়াজালে ॥
দেখি পার্থ মহাক্রুদ্ধ, পুনঃ ইন্দ্র সহ যুদ্ধ,
শরজালে ছাইল মেদিনী।
ইন্দ্রার্জ্জুনে মহারণ, চমকিত ত্রিভুবন,
আচম্বিতে হৈল শূন্যবাণী ॥
না কর না কর দ্বন্দ্ব, কেন হৈল মতিধন্ধ,
সম্বর সম্বর মেঘরাজ।
এই নর নারায়ণে, সংগ্রাম করিয়া জিনে,
নাহি হেন ব্রহ্মাণ্ডের মাঝ ॥
কোন প্রয়োজন হেতু, যুদ্ধ কর শতক্রতু,
অপমান পরিশ্রম সার।
যেইহেতু চিত্তে আছে, কুরুক্ষেত্রে অগ্রেগেছে
তব সখা কশ্যপ-কুমার ॥
শূন্যবাণী শুনি ইন্দ্র, সহ যত সুরবৃন্দ,
সমরেতে হইল বিরত।
স্বর্গে গেল সুরপতি, নাগগণ ভোগবতী,
যথা স্থানে গেল আর যত ॥
হেনকালে ময় নামে, আছিল তক্ষক ধামে,
নমুচি দানব সহোদর।
ভয়ে পলাইয়া যায়, পাছে দেখি অগ্নি ধায়,
যেই ভিতে দেব দামোদর ॥
দানব দেখিয়া হরি, দেবতাগণের অরি,
সুদর্শন ছাড়িলেন তায়।
পাছে ধায় হুতাশন, মহাচক্র সুদর্শন,
দানব ঈশ্বরে গিয়া পায় ॥
কাতরে ডাকয়ে ময়, রক্ষা কর ধনঞ্জয়,
ত্রৈলোক্যবিজয়ী কুন্তীসুত।
বেড়িলেক মহাচক্র, ক্ষুদ্র মীন যেন নক্র,
পাছে অগ্নি যেন যমদূত ॥
শব্দ শুনি ধনঞ্জয়, ডেকে বলে নাহি ভয়,
ভীত হৈয়া ডাকে কোন জন।
অর্জ্জুন অভয় দিল, সুদর্শন বাহুড়িল,
অভয় দিলেন হুতাশন ॥
যতেক খাণ্ডববাসী, পুড়ি হৈল ভস্মরাশি,
কেবল রহিল ছয়জন।
আদিপর্ব্ব ব্যাসকৃত, পাঁচালী প্রবন্ধে গীত,
কাশীদাস দেব বিরচন ॥

মন্দপালাদির অগ্নিতে প্রাণরক্ষা।

বলেন শ্রীজন্মেজয় শুন তপোধন।
অগ্নিতে পাইল রক্ষা কোন ছয় জন ॥
শুনিলাম ভুজঙ্গ দানব বিবরণ।
অগ্নিতে বাঁচিল কেবা আর চারিজন ॥
মুনি বলে শুন রাজা কথা পুরাতন।
মন্দপাল নামে এক ছিল তপোধন ॥
ধার্ম্মিক তপস্বী জিতেন্দ্রিয় মহাবীর।
তপঃ করি সদাকাল ত্যজিল শরীর ॥
তপঃ ক্লেশ-ফলে রাজা গেল স্বর্গবাস।
স্বর্গে বসি সর্ব্ব সুখে হইল নিরাশ ॥
আর যত স্বর্গবাসী নানা সুখে সুখী।
স্বর্গেতে বসিয়া রাজা চিত্তে বড় দুঃখী ॥
দুঃখচিত্তে দ্বিজ জিজ্ঞাসিল পুণ্যজনে।
স্বর্গে মম দুঃখ দূর নহে কি কারণে ॥
কোন কর্ম্ম আমি না করিলাম ক্ষিতিতলে।
কি হেতু স্বর্গেতে মম সুখ নাহি মিলে ॥
দেবগণ বলে পুণ্যভূমি ভূমণ্ডলে।
সেথা যাহা করে স্বর্গে ভুঞ্জে সেই ফল ॥
ভূমিতে জন্মিয়া কর্ম্ম বহুল করিলা।
কিন্তু মহাশয় পুত্র নাহি জন্মাইলা ॥
পৃথিবীতে পুত্রোৎপত্তি যে জন না করে।
পুণ্য নাশে, অন্তে যায় নরক ভিতরে ॥
বহু পুণ্যকর্ম্ম করে বহু করে দান।
নরকে প্রবেশে, যদি নহে পুত্রবান ॥
স্বর্গবাসে দুঃখ তুমি পাও সে কারণ।
অন্যোপায় নাহি ইথে শুন তপোধন ॥

এত শুনি মন্দপাল চিন্তিত অন্তরে।
স্বর্গবাসে দুঃখ মম না সহে শরীরে॥
পুনঃ গিয়া জন্ম লব পৃথিবী ভিতর।
পুত্র জন্মাইয়া স্বর্গে আসিব সত্বর॥
কোন যোনি হৈলে হয় ঝটিতি সন্তান।
পক্ষিযোনি হব বলি চিন্তে মতিমান॥
ততক্ষণ দেবদেহ ত্যজি দ্বিজবর।
পক্ষিযোনি প্রাপ্ত হৈল সংসার ভিতর॥
হইল শার্ঙ্গিক পক্ষী খাণ্ডব কাননে।
শার্ঙ্গিকারে ভার্য্যা সে করিল কতদিনে॥
কতদিনে খাণ্ডবেতে লাগিল দহন।
ধ্যানেতে জানিল মন্দপাল তপোধন॥
চারি পুত্র শিশু তার পক্ষ নাহি উঠে।
হেনকালে অগ্নি মধ্যে ঠেকিল সঙ্কটে॥
অগ্নিতে তরিতে শিশু না দেখি উপায়।
পুত্ররক্ষা হেতু মুনি ধ্যানেতে ধেয়ায়॥
সঙ্কল্প করেন আজি শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবে।
এক জীব না রাখিব এইত খাণ্ডবে॥
অগ্নি যদি রাখে তবে জীবে পুত্রগণ।
এত ভাবি করে দ্বিজ অগ্নিরে স্মরণ॥
ব্রাহ্মণের ইষ্ট তুমি হও কৃপাবান।
এই চারিগুটি পুত্রে দেহ প্রাণদান॥
দ্বিজ স্তুতিবশে অগ্নি দিলেন অভয়।
শুনি মন্দপাল হৈল সানন্দ হৃদয়॥
খাণ্ডবে লাগিল অগ্নি মহা ভয়ঙ্কর।
শার্ঙ্গিকা পুত্রের সহ চিন্তিত অন্তর॥
অশক্ত অজাত পক্ষ তোমা চারিজন।
গর্ত্ত মধ্যে প্রবেশিয়া রাখহ জীবন॥
অনেক মধুর বাক্যে শার্ঙ্গিকা বলিল।
তথাপিও চারি শিশু গর্ত্তে নাহি গেল॥
শিশু সব কহে মাতা কেন কর দ্বন্দ্ব।
তোমায় আমায় মাতা কিসের সম্বন্ধ॥
মায়ামোহে পড়ি কেন হারাও জীবন।
আপনি থাকিলে কত পাইবে নন্দন॥
নিজ শক্তি থাকিতে মরিবা কেন পুড়ি।
আইসে অনল দেখ শীঘ্র যাহ উড়ি॥
পুত্রের বচন শুনি শার্ঙ্গিকা উড়িল।
কানন দহিয়া তবে পাবক আইল॥
প্রচণ্ড অনল তাহে মহাবায়ু বহে।
পর্ব্বত আকার জীবজন্তুগণ দহে॥
দেখিয়া কাতর চারি মুনির নন্দন।
অগ্নি প্রতি যোড়করে করে নিবেদন॥
অনেক করিল স্তুতি শিশু চারিজন।
তুষ্ট হৈয়া বলে তারে দেব হুতাশন॥
না করিও ভয় মন্দপালের তনয়।
পূর্ব্বেতে তোমায় আমি দিয়াছি অভয়॥
শিশুগণ বলে যদি হৈলে কৃপাবান।
মনোনীত বর দেহ মাগি তব স্থান॥
এ স্থানেতে আছয়ে মার্জ্জার দুষ্টগণ।
আমা সবা ধরিবারে আসে অনুক্ষণ॥
তা সবারে ভস্ম কর আমার গোচর।
ঈষৎ হাসিয়া ভস্ম করে বৈশ্বানর॥
চারি শিশু প্রতি অগ্নি দিলেন অভয়।
সকল খাণ্ডব বন হৈল ভস্মময়॥
দেবগণ সহ ইন্দ্র বিস্ময় মানিয়া।
অন্তরীক্ষে থাকি তবে কহিল ডাকিয়া॥
যাহা করিলেন তবে নর-নারায়ণ।
এ কর্ম্ম করিতে শক্য নহে কোন জন॥
এই হেতু এক বাক্য বলি যে এখন।
মনোনীত বর মাগ শুন দুইজন॥
অর্জ্জুন বলেন বর দিবা সুরেশ্বর।
আমায় অজয় অস্ত্র দেহ পুরন্দর॥
ইন্দ্র বলে দিব অস্ত্র কত দিন গেলে।
শিবে তুষ্ট যখন করিবা তপোবলে॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন বর মাগি যে তোমায়।
অর্জ্জুনেরে স্নেহে তুমি হইবা সহায়॥
হৃষ্টমনে বর দিয়া গেল পুরন্দর।
কৃষ্ণার্জ্জুনে বিদায় করিল বৈশ্বানর॥

সুভদ্রার সহিত অর্জ্জুনের ইন্দ্রপ্রস্থে গমন ।

অনন্তর অর্জ্জুন প্রভাসতীর্থে গিয়া ।
দ্বাদশ বৎসর তথা অরণ্যে বঞ্চিয়া ॥
তবে পুনঃ কতদিন রহে দ্বারাবতী ।
ইন্দ্রপ্রস্থে গেলেন যে সুভদ্রা সংহতি ॥
যুধিষ্ঠির চরণে করেন প্রণিপাত ।
ধর্ম্ম আশীর্ব্বাদ দেন শিরে দিয়ে হাত ॥
কুন্তী ভীমে প্রণমেন পার্থ সবিনয়ে ।
আশীর্ব্বাদ দেন দুই মাদ্রীর তনয়ে ॥
দ্রৌপদীরে সম্ভাষিতে যান অন্তঃপুর ।
পার্থে দেখি দুঃখী কৃষ্ণা হইয়া প্রচুর ॥
অধোমুখে রহিলেন অতি ক্রোধমন ।
কতক্ষণ থাকি পার্থ বলেন বচন ॥
দ্বাদশ বৎসর অন্তে হইল মিলন ।
ইহাতে অপ্রিয় কেন না বুঝি কারণ ॥
দ্রৌপদী বলেন পার্থ না দহ শরীর ।
হেথা হৈতে গেলে মম চিত্ত হয় স্থির ॥
মম সনে তোমার কি আর প্রয়োজন ।
যথায় যাদবী তথা করহ গমন ॥
শুনিয়া কহেন পার্থ হইয়া লজ্জিত ।
তুমি হেন কহ দেবী না হয় উচিত ॥
তোমা বিনা অর্জ্জুনের কে আছে সংসারে ।
লক্ষ স্ত্রী হইলে তুমি সবার উপরে ॥
আমরা যে পঞ্চভাই সকলি তোমার ।
ভদ্রা হেতু কর ক্রোধ না বুঝি বিচার ॥
শুনিয়া দ্রৌপদী মনে হইল উল্লাস ।
প্রিয়বাক্যে দুইজনে হইল সম্ভাষ ॥
কতদিন পরে তবে পাণ্ডবের প্রীতে ।
বলভদ্র যান কৃষ্ণ রহেন তথাতে ॥
তবে কতদিনে ভদ্রা হৈল গর্ভবতী ।
পরম সুন্দর পুত্র প্রসবিল সতী ॥
দ্বিতীয় চন্দ্রের জ্যোতি অঙ্গের বরণ ।
রূপেতে বীর্য্যেতে হৈল জনক সমান ॥
অভিরাম মনোহর সুন্দর শরীর ।
মনেতে বিশাল ক্রোধ অতিশয় ধীর ॥
সে কারণে অভিমন্যু দিল তার নাম ।
পশ্চাতে কহিব যত তার গুণগ্রাম ॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র পঞ্চজন হৈতে ।
সবার সমান হৈলে রূপেতে গুণেতে ॥
অনুমান করি নাম দিল দ্বিজগণ ।
প্রতিবিন্ধ্য নাম হৈল ধর্ম্মের নন্দন ॥
সুতসোম নাম বৃকোদর সুত হৈল ।
শ্রুতকর্ম্ম বলি নাম পার্থসুতে দিল ॥
শতানীক নাম হৈল নকুল-নন্দন ।
সহদেব-সুত নাম হৈল শ্রুতসেন ॥
এই পঞ্চ নাম ধরে পঞ্চের সন্তান ।
রূপে গুণে বলে বীর্য্যে জনক সমান ॥
পাণ্ডবের বংশবৃদ্ধি হৈল এইমত ।
দেখে সব পুত্রমুখ হৈল আনন্দিত ॥
সুধাময় ভারত শ্রীব্যাস বিরচিল ।
এতদূরে আদিপর্ব্ব সমাপ্ত হইল ॥

আদিপর্ব্ব সমাপ্ত ।